নূরুল ইযাহ্

(বাংলা)

মূল

শেখ আবুল বারাকাত হাছান ইবনে আম্মার বিন আবুল এখলাছ মিস্‌রী

অনুবাদ

আবূ সুফ্‌য়ান (যাকী)

প্রকাশনায়

আল-আরাফাহ্ লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা।

বিশেষ আরজ

ফিক্হ বিষয়ে নূরুল ঈযাহ্ একটি সুপরিচিত নাম। এবিষয়ে নতুন কিছু বলার অবকাশ নেই। শতাব্দী উত্তীর্ণ এই গ্রন্থখানি আরব ও আজমের দ্বীনি মাদারেসসমূহের পাঠ্য তালিকাভুক্ত। বিশেষ করে উপমহাদেশের দ্বীনি শিক্ষালয়ের হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসু এর দ্বারা তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করে আসছে। সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত পুস্তকের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে ফিক্হ হানাফী সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। পুস্তকটির আলোচ্যসূচীতে তাহারাত, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের মত বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষায় এর কোন অনূদিত কপি না থাকায় অগণিত বাংলাভাষী এর রস থেকে বঞ্চিত ছিল। অপরদিকে আমাদের কাচিমনা শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন থেকে এর বাংলায়নের ব্যাপারে আমাদেরকে তাগিদ দিয়ে আসছিল। সে প্রেক্ষিতে আমরা এর অনুবাদের ব্যাপারে সচেষ্ট হই। অনুবাদে মূলের সাথে সঙ্গতি রেখে ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্মানিত শিক্ষক ও পাঠক সমাজের যে কোন মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করার আশ্বাস রইল।

পরিশেষে চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসার সুযোগ্য মুহতামিম বন্ধুবর মাওলানা ইসহাক ফরীদি দাঃ বাঃ-কে আন্তরিক শুকরিয়া। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি অনূদিত পান্ডুলিপিখানি দেখে দিয়েছেন। তার মূল্যবান পরামর্শ ও ক্ষেত্রবিশেষ ভাষাগত সংশোধন এর সৌন্দর্যকে নান্দনিক করে তুলেছে। এছাড়া অন্যান্য যারা তাদের মূলবান পরামর্শের মাধ্যমে আমাকে উৎসাহিত করেছেন সকলকে জাযাকাল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন। আমীন!!

আবূ সুফয়ান
নূরানী তালীমুল কুরআন বোর্ড বাংলাদেশ,
নূরানী ট্রেনিং সেন্টার, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্! দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর নূরুল ঈযাহ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত। প্রথম সংস্করণে যে সকল অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং পাঠকগণ আমাদেরকে বইটি সমৃদ্ধ করণে যে সকল মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন এ সংস্করণে আমরা তা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশা করি আগের তুলনায় সার্বিক দিক দিয়ে বইটি আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সংস্করণে আমাদের লক্ষ্য ছিল হুবহু তার আরবী ইবারতের তরজমা পেশ করা। যাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণ উক্ত তরজমা থেকে আরবী শব্দের বাংলা সহজে অনুধাবন করতে পারেন। বর্তমান সংস্করণেও আমরা একই নীতি অনুসরণ করেছি। তবে সেই সাথে ভাবের প্রকাশকে আরও উন্নত, সমৃদ্ধ ও সাবলীল করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টীকা সংযোজন করা ছিল না। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাবোদ্ধার কষ্টসাধ্য ছিল। এবার আমরা টীকা সংযোজন করে জটিলতা নিরসণ করার চেষ্টা করেছি। আশা করি বক্ষমান সংস্করণটি আগের তুলনায় সুখপাঠ, হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য হবে।

অনুবাদে সবসময় আমাদের লক্ষ্য ছিল নিজের ভাষায় মূল কিতাবের ভাব ফুটিয়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করার। ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে যাতে মূল থেকে বিচ্যুত হতে না হয় সেদিকে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থী যদি আমাদের এ অনুবাদ থেকে তাদের ইলমী পিপাসা নিবারণে যৎকিঞ্চিতও উপকৃত হন তবেই আমরা আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করব।

আল্লাহ্ আমাদের এ শ্রমটুকু কবূল করুন। আমীন!

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ

নাম হাসান। ডাক নাম আবুল ইখলাস। পিতার নাম আম্মার ও দাদার নাম আলী। তিনি ওয়াফায়ী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শবরা বলূলা একটি মিসরীয় জনপদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে শরনবুলালী বলা হয়।

জন্ম ঃ ৯৯৪ হিজরীর দিকে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়।

শিক্ষা জীবন ঃ মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতামহের হাত ধরে তিনি মিসরে আসেন। এখানেই তিনি পবিত্র কুরআনের হিফজ সমাপ্ত করেন। অতপর শায়খ মুহাম্মদ হামুভী ও আব্দুল্লাহ্ নাহরীরী ও আল্লামা মুহাম্মদ মুহিব্বীর কাছ থেকে ফিক্হ বিষয়ক শিক্ষা অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল মনীষীদের কাছ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হন তাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম নূরুদ্দীন আলী ইবনে গানিম মুকাদ্দাসী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১০৩৫ হিজরীর দিকে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করেন ও সেখানে শায়খ আবুল ইসআদ ইউসুফ ইবনে-ওয়াফার সান্নিধ্য অর্জন করেন।

শিক্ষকতা ঃ তিনি সেকালের একজন নামকরা মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। বিশেষ করে ফাতওয়ার ব্যাপারে তিনি সকলের আস্থাভাজন ছিলেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তার বিশিষ্ট ছাত্রদের মাঝে সাইয়িদ সনদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হামুভী, শায়খ শাহীন আমনাভী, আল্লামা আহমাদ আজমী ও আল্লামা ইসমাঈল নাবলুসী দামেস্কীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুস্তক প্রণয়ন ঃ তিনি তার কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবনে অনেক পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি পুস্তকই ছিল তথ্যসমৃদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ। এ পর্যন্ত আমাদের হাতে এ সম্পর্কে যে তথ্য-উপাত্ত লাভ করেছি সে অনুযায়ী তার লিখিত পুস্তকের সংখ্যা হলো পয়ত্রিশটি। তন্মধ্যে হাশিয়ায়ে গুরার ও দুরার সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এছাড়া নূরুল ঈযাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইমদাদুল ফাত্তাহও তার একটি অনন্য কীর্তি। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার এই যে, পুস্তকটি আজ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়ে গেছে।

নূরুল ঈযাহ নামক পুস্তকটি তিনি সর্বপ্রথম ইতিকাফ অধ্যায় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন। অতপর যাকাত ও হজ্জের মাসআলাসমূহ লিখে পুস্তকটির অসম্পূর্ণতা দূর করেন।

কিংবদন্তি আছে যে, নূরুল ঈযাহ গ্রন্থখানি একবার মাত্র পাঠ করার পর মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রঃ) অবিকলভাবে তা ভারতবর্ষে ছাপিয়েছিলেন। তাঁর মত অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা অসম্ভব কিছু ছিল না।

মৃত্যু ঃ অতপর এই মহা মনীষী ১০৬৯ হিজরীতে ইহধাম ত্যাগ করে প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বছর।

ফিক্হ শাস্ত্রের সংজ্ঞা ঃ 'ফিক্হ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিদীর্ণ করা, উন্মুক্ত করা। এ অর্থে ফকীহ ঐ ব্যক্তি যিনি শরীঅতের জটিল বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় পূর্বক তার স্পষ্ট মীমাংসা উপস্থাপন করেন। (আল-ফায়িক)

আভিধানিকভাবে 'ফিক্হ' শব্দের মানে হলো কোন কিছু সম্পর্কে জানা। পরবর্তী সময়ে তা শরীঅত বিষয়ক জ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। (দুররে মুখতার)

পারিভাষিক অর্থ ঃ

هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية

ফিকহ শরীঅতের এমন ব্যবহারিক বিষয়ের জ্ঞান যা বিস্তারিত প্রমাণাদির মাধ্যমে অর্জিত হয়। ব্যবহারিক বা ফরঈ বলতে ঐ সকল বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক হলো আমলের সাথে, পক্ষান্তরে আমলী বা মৌলিক বিধানের সম্পর্ক হলো ইতিকাদ তথা বিশ্বাসের সাথে।

আদিল্লায়ে মুফাসসালা বা বিস্তরিত প্রমাণ চারটি- (১) কুরআন (২) হাদীস (৩) ইজমা (৪) কিয়াস।

ফিক্হর আলোচ্য বিষয় ঃ মুকাল্লাফ মানুষের কাজকর্ম উক্ত শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। যেমন কাজটি সঠিক হলো কি সঠিক হলো না, কাজটি ফরয কি ফরয নয়, কাজটি হালাল হলো কি হারাম হলো ইত্যাদি। মুকাল্লাফ বলতে স্থির মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর কাজকর্ম ফিক্হ শাস্ত্রের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঃ 'ফিকহ' শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা। অর্থাৎ ফকীহ নিজেও এই পার্থিব জগতে অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলো লাভ করেন, এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে জ্ঞান দানের মাধ্যমে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। অনুরূপ পরকালেও আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভ করবেন।

ফিক্হ শাস্ত্রের উৎস ঃ ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎস চারটি- কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

সূচীপত্র

دِيْبَاجَةُ الْكِتَابِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ اَجْمَعِيْنَ . قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ اِلٰى مَوْلَاهُ الْغَنِيِّ اَبُو الْاِخْلَاصِ حَسَنُ الْوَفَائِيُّ الشُّرُنْبُلَالِيُّ الْحَنَفِيُّ اَنَّهُ اِلْتَمَسَ مِنِّيْ بَعْضُ الْاَخِلَّاءِ (عَامَلَنَا اللهُ وَاِيَّاهُمْ بِلُطْفِهِ الْخَفِيِّ) اَنْ اَعْمَلَ مُقَدَّمَةً فِي الْعِبَادَاتِ تُقَرِّبُ عَلَى الْمُبْتَدِيِّ مَاتَشَتَّتْ مِنَ الْمَسَائِلِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَاسْتَعَنْتُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَاَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ وَلَا اَذْكُرُ اِلَّامَاجَزَمَ بِصِحَّتِهِ اَهْلُ التَّرْجِيْحِ مِنْ غَيْرِ اِطْنَابٍ (وَسَمَّيْتُهُ) نُوْرَ الْاِيْضَاحِ وَنَجَاةَ الْاَرْوَاحِ، وَاللهَ اَسْاَلُ اَنْ يَنْفَعَ بِهِ عِبَادَهُ وَيُدِيْمَ بِهِ الْاِفَادَةَ .

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় দয়াবান।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম আমাদের সর্দার মুহাম্মদ (স.)-এর উপর, যিনি খাতামুন নবিয়্যীন এবং তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবাগণের উপর।

অধম বান্দা আবুল ইখ্‌লাস হাসান আল ওফায়ী আশ্‌শারনবুলালী আল-হানাফী তার অভাবমুক্ত মাওলার নিকট আরয করছে যে, আমার কোন কোন বন্ধু (আল্লাহ্ তাদের এবং আমাদের প্রতি তাঁর অদৃশ্য অনুগ্রহ বর্ষণ করুন) আমার নিকট এ মর্মে আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি যেন ইবাদত বিষয়ে একটি ভূমিকা (পুস্তিকা) লিখি, যা বড় বড় কিতাবগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাসআলাগুলোকে বুঝতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণকে সাহায্য করবে। তাই আমি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থী হই এবং তাদের আহ্বানে সাড়া দেই ছাওয়াব ও প্রতিদানের আশায়। এতে আমি দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে সে সব মাসআলার উল্লেখ করব যেগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আহলে তারজীহ[1] ফিকাহবিদগণ সুনিশ্চিত। (আমি এই পুস্তিকাটির নামকরণ করেছি) "নূরুল ঈযাহ্ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ্" তথা "দীপ্তিকারক জ্যোতি ও আত্মার মুক্তি" নামে।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এর দ্বারা তার বান্দাগণকে উপকৃত করেন এবং এর উপকারিতাকে চিরস্থায়ী করেন। আমীন!!

---

১. যে সকল ফিকাহবিদ একই সমস্যার ব্যাপারে ফিকাহশাস্ত্রের বিভিন্ন রকমের সমাধান ও বর্ণনাবলী থেকে কোন একটিকে অধিক যুক্তিযুক্ত অথবা সাধারণ মানুষ ও মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থের সা- সঙ্গতিপূর্ণ হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা সংরক্ষণ করেন পরিভাষায় তাদেরকেই আহলুত তা[illegible] আসহাবুত তারজীহ বলা হয়।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

اَلْمِيَاهُ الَّتِيْ يَجُوْزُ التَّطْهِيْرُ بِهَا سَبْعَةُ مِيَاهٍ، (١)مَاءُ السَّمَاءِ (٢)وَمَاءُ الْبَحْرِ (٣)مَاءُ النَّهْرِ (٥)وَمَاءُ الْبِئْرِ (٦)وَمَاءُ ذَابَ مِنَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٧)وَمَاءُ الْعَيْنِ، ثُمَّ الْمِيَاهُ عَلَى خَمْسَةِ اَقْسَامٍ، (١)طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ (٢)وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوْهٌ وَهُوَ مَاشَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيْلًا (٣)وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ اَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوْءِ عَلَى الْوُضُوْءِ بِنِيَّتِهٖ وَيَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهٖ عَنِ الْجَسَدِ وَلَا يَجُوْزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهٖ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْاَظْهَرِ وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهٗ بِالطَّبْخِ اَوْ بِغَلَبَةِ غَيْرِهٖ عَلَيْهِ وَالْغَلَبَةُ فِيْ مُخَالَطَةِ الْجَامِدَاتِ بِاِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهٖ وَسَيَلَانِهٖ وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ اَوْصَافِهٖ كُلِّهَا بِجَامِدٍ كَزَعْفَرَانٍ وَفَاكِهَةٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ وَالْغَلَبَةُ فِي الْمَائِعَاتِ بِظُهُوْرِ وَصْفٍ وَاحِدٍ مِنْ مَائِعٍ لَهٗ وَصْفَانِ فَقَطْ كَاللَّبَنِ لَهُ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَلَا رَائِحَةَ لَهٗ۔

তাহারাত অধ্যায়

পানি প্রসঙ্গ

যে সকল পানি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা জায়িয সে সকল পানি সাত প্রকার১। আকাশ (বৃষ্টি)-এর পানি, ২। সাগরের পানি, ৩। নদীর পানি, ৪। কূপের পানি, ৫। বরফ বিগলিত পানি, ৬। শিলা বৃষ্টির পানি এবং ৭। ঝর্ণার পানি। অতপর (হুকুম-এর দিক থেকে) পানিসমূহ পাঁচভাগে বিভক্ত। ১। (এমন পানি, যা) নিজে পাক, অপরকে পাক করতে পারে এবং উক্ত পানি ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। এরূপ পানির নাম "মাউল মুতলাক"[২]। ২। (এমন পানি, যা) নিজে পবিত্র এবং, অন্যকেও পবিত্র করতে পারে, তবে উক্ত প্রকার পানি ব্যবহার করা মাকরূহ। তা এমন পানি, যা থেকে বিড়াল বা বিড়াল জাতীয়[৩] প্রাণী পান করেছে এবং তা পরিমাণে স্বল্প। ৩।

---

২. মাউল মুতলাক এমন পানি, যা তার সৃষ্টিগত গুণাবলীর উপর বহাল থাকে এবং কোন নাপাক বস্তু তার সাথে মিশ্রিত হয় না ও তার উপর অন্য কোন পবিত্র বস্তু প্রাধান্য বিস্তার করে না।

৩. বিড়াল জাতীয় প্রাণী বলতে মোরগ, শিকারী পাখি, সাপ, ইঁদুরসহ প্রবাহিত রক্তবিশিষ্ট এমন হারাম প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর উপদ্রব হতে আত্ম-রক্ষা করা কষ্টকর। আর যে সমস্ত প্রাণীর রক্তই নেই-যেমন মাকড়সা, মাছি ও মশা সেগুলোর ঝুটা নাপাক নয়। এমনকি এগুলো পানিতে মৃত্যুবরণ করলেও পানি নাপাক হবে না।

(এমন পানি, যা) নিজে পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করে না। তা এমন পানি, যা নাপাকী দূর করা অথবা ছাওয়াব হাসিল করার নিয়তে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ওযূ থাকা অবস্থায় ওযূর নিয়তে পুনরায় ওযূ করা। পানি শরীর থেকে আলাদা হওয়ার সাথে সাথেই তা ব্যবহৃতরূপে গণ্য হয়।[৪] প্রসিদ্ধতম বর্ণনামতে, বৃক্ষ ও ফলের রস দ্বারা ওযূ করা জায়িয নয়, যদিও সেটি নিংড়ানো ব্যবতীত নিজে নিজেই নির্গত হয়। অনুরূপভাবে সেই পানি দ্বারাও ওযূ করা জায়িয নয়, রন্ধনের ফলে অথবা তার উপর অন্য কোন জিনিস প্রাধান্য বিস্তার করার কারণে যার সৃষ্টিগত অবস্থা রহিত হয়ে গিয়েছে। পানির সাথে জমাট বস্তুসমূহ মিশ্রিত হওয়ার বেলায় প্রধান্য বিস্তার করা তখন সাব্যস্ত হবে যদি পানির তরলতা প্রবাহমানতা রহিত হয়ে যায়। তবে জাফরান, ফল ও বৃক্ষের পাতার মত জমাট বস্তুর দ্বারা পানির সমস্ত গুণাবলীর পরিবর্তন ঘটলেও কোন ক্ষতি নেই[৫]। তরল বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করার অর্থ হলো, যে তরল বস্তুর মধ্যে দুটি গুণ রয়েছে পানির মধ্যে তার মাত্র একটি গুণ প্রকাশ পাওয়া। যেমন দুধ। এর রং এবং স্বাদ আছে কিন্তু কোন গন্ধ নেই। (ফেকাহ্‌বিদগণের দৃষ্টিতে দুধের গন্ধটি স্বাদ হিসাবে বিবেচিত।)

وَبِظُهُوْرِ وَصْفَيْنِ مِنْ مَائِعٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلِّ وَالْغَلَبَةُ فِي الْمَائِعِ الَّذِيْ لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ تَكُوْنُ بِالْوَزْنِ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ وَبِعَكْسِهِ جَازَ (٤) وَالرَّابِعُ مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِيْ حَلَّتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيْلًا وَالْقَلِيْلُ مَادُوْنَ عَشْرٍ فِيْ عَشْرٍ فَيَنْجُسُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيْهِ أَوْ جَارِيًا وَظَهَرَ فِيْهِ أَثَرُهَا وَالْأَثَرُ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيْحٌ. (٥) وَالْخَامِسَةُ مَاءٌ مَشْكُوْكٌ فِيْ طَهُوْرِيَّتِهِ وَهُوَ مَاشَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ-

যে তরল বস্তুর মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায় পানিতে তার দুটি গুণ প্রকাশ পেলে (অন্য বস্তু পানির উপর প্রাধান্য) লাভ করেছে বলে গণ্য হবে। যেমন সিরকা। যে তরল বস্তু গুণহীন, যেমন ব্যবহৃত পানি ও গন্ধহীন গোলাপ জল, তার প্রধান্য সাব্যস্ত হবে পরিমাণ দ্বারা। সুতরাং যদি দুই রিত্‌ল ব্যবহৃত পানি এক রিত্‌ল মুতলাক পানির সাথে মিশে যায় তবে সেই পানি দ্বারা ওযূ করা জায়িয হবে না। এর বিপরীত হলে জায়িয হবে।

৪। নাপাক পানি। তা এমন পানি যার সাথে নাপাকী মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এবং এ

---

৪. অবশ্য ইমাম তাহাবী ও কিছু সংখ্যক আলিমের মতে পানি শরীর হতে আলাদা হয়ে কোন স্থানে স্থির হওয়ার পর তা ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে। উক্ত মতান্তরের ফলে নিম্নোক্ত মাসআলার হুকুমে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি তার একটি অঙ্গ ধৌত করছিল। এ সময় পানি প্রবাহিত হয়ে অন্য একটি অঙ্গে পতিত হল। এর দ্বারা তার দ্বিতীয় অঙ্গটি এতখানি সিক্ত হল যতখানি সিক্ত হওয়া ওযূর জন্য প্রয়োজন। এখন প্রথমুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় অঙ্গটির এভাবে সিক্ত হওয়া ওযূর জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা যে পানি দ্বারা এ দ্বিতীয় অঙ্গটি সিক্ত হয়েছে সে পানি ছিল ব্যবহৃত পানি। আর দ্বিতীয় উক্তি হিসাবে যেহেতু এ পানিটি ব্যবহৃত পানি নয় তাই এ অঙ্গটি পুনরায় ধৌত করা ফরয নয়।

৫. কিন্তু এর দ্বারা পানির তারল্য ও প্রবাহমানতা বিনষ্ট হলে তা দ্বারা ওযূ করা জায়িয হবে না।

পানিটি স্থির ও পরিমাণে স্বল্প। "স্বল্প পরিমাণ" বলতে ঐ পানিকে বুঝানো হয়েছে যার আয়তন একশ বর্গ হাতের[৬] কম হয়। সুতরাং নাপাকীর নিদর্শন প্রকাশ না পেলেও এ পরিমাণ পানি নাপাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পানি স্থির না হয়ে যদি প্রবাহমান হয় এবং এতে নাপাকীর নিদর্শন প্রকাশ পায় (তবে সে পানিও নাপাক হয়ে যাবে।) নিদর্শন -এর অর্থ হলো স্বাদ, রং ও গন্ধ এ তিনটির কোন একটি প্রকাশ পাওয়া।

৫। ঐ পানি যার পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। তা এমন পানি যা থেকে গাধা বা খচ্চর পান করেছে।

(فَصْلٌ) وَالْمَاءُ الْقَلِيْلُ اِذَا شَرِبَ مِنْهُ حَيَوَانٌ يَكُوْنُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ وَيُسَمّٰى سُؤْرًا، اَلْاَوَّلُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَهُوَ مَاشَرِبَ مِنْهُ اٰدَمِيٌّ اَوْ فَرَسٌ اَوْمَايُؤْكَلُ لَحْمُهٗ، وَالثَّانِيْ نَجِسٌ لَايَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهٗ وَهُوَمَاشَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ اَوِ الْخِنْزِيْرُ اَوْ شَيْئٌ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ وَالثَّالِثُ مَكْرُوْهٌ اِسْتِعْمَالُهٗ مَعَ وُجُوْدِ غَيْرِهٖ وَهُوَ سُؤْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ كَالصَّقَرِ وَالشَّاهِيْنِ وَالْحِدَاةِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ كَالْفَارَةِ لَا الْعَقْرَبُ، وَالرَّابِعُ مَشْكُوْكٌ فِيْ طُهُوْرِيَّتِهٖ وَهُوَ سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهٗ تَوَضَّاَبِهٖ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلّٰى ـ

পরিচ্ছেদ

উচ্ছিষ্ট পানি

স্বল্প পরিমাণ পানির কিছু অংশ কোন জন্তু পান করলে তা সাধারণত চার প্রকার হয়ে থাকে। এ পানিকে বলা হয় সূর বা উচ্ছিষ্ট পানি। একএমন পানি, যা নিজে পাক ও অন্যকেও পাক করতে পারে। তা এরূপ পানি যা থেকে মানুষ[৭], ঘোড়া অথবা এমন পশু পান করেছে যার গোশত খাওয়া হালাল। দুইনাপাক পানি যা ব্যবহার করা বৈধ নয়। তা ঐ পানি যা থেকে কুকুর, শূকর অথবা বাঘ ও সিংহের মত কোন হিংস্রজন্তু পান করেছে। তিনএমন পানি যা অন্য পানি পাওয়া যাওয়া অবস্থায় ব্যবহার করা মাকরূহ। এ হলো বিড়াল, মুক্তভাবে বিচরণশীল

৬. হাওজ অথবা পানির আধার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যদি তা চার কোন্ বিশিষ্ট হয় তা হলে কমপক্ষে তার প্রস্থ দশ হাত হতে হবে। আর যদি গোলাকার হয় তা হলে তার আয়তন বেয়াল্লিশ হাত হতে হবে। যদি তিন কোন্ বিশিষ্ট হয় তাহলে তার প্রত্যেকটি দিক পনর গজ করে হতে হবে। আর যদি দীর্ঘ হয় তা হলে দেখতে হবে দৈর্ঘ এবং প্রস্থ যেটুকু রয়েছে সেটুকু মিলিয়ে তা ১০×১০-এর সমান হয় কিনা? যদি তা হয় তাহলে তা অধিক পানি বলে বিবেচিত হবে। — শরহে নিকায়া

৭. মুসলমান হোক, কাফির হোক, জুনুবী হোক, হায়য বিশিষ্টা হোক এবং ছোট হোক কিংবা বড় হোক সকলের ঝুটা পাক। তবে কোন মদ পানকারী ব্যক্তি অথবা মুসলমানদের দৃষ্টিতে নাপাক এমন কিছু ভক্ষণকারী ব্যক্তি তা ভক্ষণ করার সাথে সাথে পান করার কারণে অবশিষ্ট পানি নাপাক হয়ে যায়। (মারাকিউল ফালাহ)। অনুরূপ মুখভর্তি বমি করার পরপর পানি পান করা দ্বারাও অবশিষ্ট পানি নাপাক হয়ে যায়। (তাহাবী)

মোরগ/মুরগী এবং শিকারী পাখি, যেমন-বাজ পাখি, চিল, শাহীন ও গৃহে বসবাসকারী প্রাণী, যেমন ইঁদুর ইত্যাদির ঝুটা পানি। বিচ্ছুর ঝুটা নয় (সেটি পাক)। চার ঃ ঐ পানি যার পবিত্রকরণ গুণের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। এ হলো খচ্চর ও গাধার ঝুটা পানি। সুতরাং উক্ত প্রকারের পানি ছাড়া (অন্যকোন পানি) পাওয়া না গেলে এর দ্বারা ওযূও করবে এবং তায়াম্মুমও করবে। তারপর নামায আদায় করবে।

فَصْلٌ : لَوِ اخْتَلَطَ اَوَانٍ اَكْثَرُهَا طَاهِرٌ تَحَرّٰى لِلتَّوَضُّوءِ وَالشُّرْبِ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرُهَا نَجِسًا لَايَتَحَرّٰى اِلَّا لِلشُّرْبِ وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلِطَةِ يَتَحَرّٰى سَوَاءٌ كَانَ اَكْثَرُهَا طَاهِرًا اَوْ نَجِسًا.

فَصْلٌ: تُنْزَحُ الْبِئْرُ الصَّغِيْرَةُ بِوُقُوْعِ نَجَاسَةٍ وَاِنْ قَلَّتْ مِنْ غَيْرِ الْاَرْوَاثِ كَقَطْرَةِ دَمٍ اَوْ خَمْرٍ وَبِوُقُوْعِ خِنْزِيْرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ اَوْ شَاةٍ اَوْ اٰدَمِيٍّ فِيْهَا وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيْرًا وَمِائَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا. وَاِنْ مَاتَ فِيْهَا دَجَاجَةٌ اَوْ هِرَّةٌ اَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْحُ اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا وَاِنْ مَاتَ فِيْهَا فَارَةٌ اَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْحُ عِشْرِيْنَ دَلْوًا وَكَانَ ذٰلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِيْ وَلَاتَنْجُسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِثْيِ اِلَّا اَنْ يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ وَاَنْ لَايَخْلُوَا دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ وَلَايَفْسُدُ الْمَاءُ بِخَرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُوْرٍ وَلَابِمَوْتِ مَالَادَمَ لَهُ فِيْهِ كَسَمَكٍ وَضِفْدَعٍ وَحَيَوَانِ الْمَاءِ وَبَقٍّ وَذُبَابٍ وَزُنْبُوْرٍ وَعَقْرَبٍ وَلَابِوُقُوْعِ اٰدَمِيٍّ وَمَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ اِذَا خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ عَلٰى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَلَابِوُقُوْعِ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَسِبَاعِ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيْحِ وَاِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ اِلَى الْمَاءِ اَخَذَ حُكْمَهُ وَوُجُوْدُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيْهَا يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمُنْتَفِخٍ مِنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوْعِهِ -

পরিচ্ছেদ

একত্রে রাখা পাক-নাপাক পাত্রগুলো যদি একসাথে মিলে যায় এবং এর মধ্যে অধিকাংশ পাক হয় তাহলে ওযূ ও পান করার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করবে।[৮] পক্ষান্তরে বর্তনগুলোর

৮. অর্থাৎ কোন এক স্থানে রাখা কিছু পাত্রে কুকুর মুখ দিল, কিন্তু কোনটিতে মুখ দিল সেটি জানা নেই। এই অবস্থায় রাখা বর্তনগুলোর অধিকাংশ পাক হলে ওযূ ও গোসলের জন্য পবিত্র বর্তনটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অধিকাংশ নাপাক হলে কেবল পান করার ক্ষেত্রেই তাহাররী তথা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর পাক-নাপাক উভয় প্রকারের কাপড় একত্রে মিশ্রিত হয়ে গেলে সর্বাবস্থায় তাহাররী তথা সাবধানতা অবলম্বন করবে। চাই কাপড়ের অধিকাংশ পাক হোক অথবা নাপাক। (কেননা ওযূর বিকল্প তায়াম্মুম। কিন্তু কাপড়ের কোন বিকল্প নেই।)

পরিচ্ছেদ

নাপাক কূপ পবিত্রকরার নিয়ম

(উট, ছাগল, ভেড়া, মুষিক প্রভৃতি প্রাণীর) বিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন নাপাকী পতিত হলেক্ষুদ্র কূপের সমস্ত পানি নিস্কাশন করতে হবে ; যদিও সে নাপাকীর পরিমাণ স্বল্প হয়, যেমন রক্ত ও মদের ফোটা। অনুরূপভাবে শূকর পতিত হলেও (কূপের সমস্ত পানি নিস্কাশন করতে হবে), যদিও শূকরটি জীবিত অবস্থায় কূপ হতে বেরিয়ে আসে এবং তার মুখ পানি স্পর্শ না করে। এমনিভাবে তাতে কোন কুকুর, ছাগল, অথবা মানুষ মৃত্যুবরণ করলে এবং কোন প্রাণী ফুলে উঠলেও, যদিও সেটি ক্ষুদ্র হয় (সমস্ত পানি বের করে দিতে হবে।) যদি কূপের (সমস্ত পানি) নিস্কাশন করা সম্ভব না হয় তা হলে কূপ হতে দু'শ বালতি পানি নিস্কাশন করবে। যদি কূপে কোন মোরগ অথবা বিড়াল অথবা এ জাতীয় কোন জন্তু মারা যায়, তবে চল্লিশ বালতি পানি নিষ্কাশন করবে, আর ইঁদুর অথবা এ জাতীয় কোন জন্তু মারা পড়লে বিশ বালতি পানি উঠানো আবশ্যক। উপরোক্ত উপায়ে (পানি নিস্কাশন করা দ্বারাই) কূপ, বালতি, রশি এবং উত্তোলনকারীর হাত পাক হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এগুলোকে আলাদাভাবে পাক করা জরুরী নয়।)

কূপে উট ও ঘোড়ার বিষ্ঠা এবং গোবর পতিত হওয়া দ্বারাই কূপ নাপাক হয় না যতক্ষণ না দর্শক একে অধিক পরিমাণ মনে করে, অথবা একটি বালতিও বিষ্ঠা থেকে খালি না থাকে। (এটাই অধিক হওয়ার পামকাঠি। এ অবস্থায় কূপ নাপাক হয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত)। অনুরূপ কবুতর ও চড়ুই পাখির পায়খানা এবং রক্তহীন প্রাণী– যেমন মাছ, ব্যাঙ ও জলজ প্রাণী এবং ছারপোকা, মাছি, বোলতা ও বিচ্ছুর মৃত্যুর দ্বারাও পানি বিনষ্ট (নাপাক) হয় না। অনুরূপভাবে মানুষ এবং এমন পশু পতিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয় না যার গোশ্‌ত ভক্ষণ করা হালাল, যখন সেটি (কূপ থেকে) জীবিত অবস্থায় বের হয়ে আসে এবং তার শরীরে কোনরূপ নাপাকী না থাকে। সঠিক উক্তি মতে খচ্চর, গর্দভ, শিকারী পাখি ও বন্যপ্রাণী পতিত হওয়ার দ্বারা (-ও পানি নাপাক হয় না।) যদি পতিত পশুর লালা পানিতে মিশে যায় তবে সে পানি লালার হুকুমে হবে। কূপের মধ্যে কোন মৃতজন্তু পাওয়া গেলে, যদি তার পতিত হওয়ার সময় জানা না থকে তবে ঐ কূপ একদিন একরাত্র পূর্ব থেকে নাপাক বলে সাব্যস্ত হবে। আর ফোলা অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনদিন তিনরাত পূর্ব থেকে নাপাক বলে সাব্যস্ত হবে।

فَصْلٌ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ

سُنَّةٌ مِنْ نَجِسٍ يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ مَالَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ وَاِنْ تَجَاوَزَ
وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ اِزَالَتُهٗ بِالْمَاءِ وَاِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ
اِفْتَرَضَ غَسْلُهٗ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَافِى الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَاِنْ كَانَ فِى الْمَخْرَجِ قَلِيْلًا۔

পরিচ্ছেদ

শৌচক্রিয়া প্রসঙ্গ

পুরুষদের জন্য ইস্তিবরা[৯] তথা উত্তমরূপে পরিচ্ছন্নতা লাভ করা আবশ্যক, যাতে তার অভ্যাস অনুযায়ী, প্রস্রাবের শেষ চিহ্নটুকু দূর হয়ে যায় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (এটা করতে হয়) তার অভ্যাস অনুযায়ী, হাঁটাহাঁটি করে অথবা গলা খাঁকারি দিয়ে অথবা পার্শ্ব পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রস্রাবের ফোটার নির্গমন বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির ওযূ শুরু করা জায়িয হবে না। যে সমস্ত নাপাকী উভয় পথ দিয়ে নির্গত হয় এবং নির্গমন পথ অতিক্রম করে না ঐ সমস্ত নাপাকী থেকে ইস্তিঞ্জা করা (শৌচকর্ম) সুন্নাত,। পক্ষান্তরে যদি নাপাকী (নির্গমন পথ) অতিক্রম করে এবং তা এক দিরহামের সমপরিমাণ হয়, তবে উক্ত নাপাকী পানি দ্বারা বিদূরিত করা ওয়াজিব। আর যদি এক দিরহাম থেকে অধিক পরিমাণ হয় তবে তা ধৌত করা ফরয। জানাবাত, হায়েয ও নিফাস থেকে গোসল করার সময় (এ গুলোর) নির্গমন পথ ধৌত করা ফরয, যদিও নির্গমণ পথের নাপাকী স্বল্প পরিমাণ হয়।

وَاَنْ يَسْتَنْجِىَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهٖ وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ اَحَبُّ وَالْاَفْضَلُ الْجَمْعُ
بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ اَوِ الْحَجَرِ
وَالسُّنَّةُ اِنْقَاءُ الْمَحَلِّ وَالْعَدَدُ فِى الْاَحْجَارِ مَنْدُوْبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
فَيَسْتَنْجِىْ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ نَدْبًا اِنْ حَصَلَ التَّنْظِيْفُ بِمَادُوْنَهَا وَكَيْفِيَّةُ
الْاِسْتِنْجَاءِ اَنْ يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ الْاَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْمُقَدَّمِ اِلٰى خَلْفٍ
وَبِالثَّانِىْ مِنْ خَلْفٍ اِلٰى قُدَّامٍ وَالثَّالِثِ مِنْ قُدَّامٍ اِلٰى خَلْفٍ اِذَا
كَانَتِ الْخُصْيَةُ مُدَلَّاةً وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاةٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ اِلٰى
قُدَّامٍ وَالْمَرْاَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ اِلٰى خَلْفٍ خَشْيَةَ تَلْوِيْثِ فَرْجِهَا ثُمَّ يَغْسِلُ
يَدَهٗ اَوَّلًا بِالْمَاءِ ثُمَّ يَدْلُكُ الْمَحَلَّ بِالْمَاءِ بِبَاطِنِ اِصْبَعٍ اَوْ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ اِنِ
احْتَاجَ وَيُصْعِدُ الرَّجُلُ اِصْبَعَهُ الْوُسْطٰى عَلٰى غَيْرِهَا فِى ابْتِدَاءِ

৯. মুত্রনালি ও গুহ্যপথের প্রস্রাব ও বাহ্যের অবশেষটুকু উত্তমরূপে নির্গত করে দেয়াকে ইস্তিবরা বলে।

الْاِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يَصْعَدُ بِنصِره وَلَايَقْتَصِرُ عَلٰى اِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْمَرْأَةُ تَصْعَدُ بِنْصِرِهَا وَاَوْسَطَ اَصَابِعِهَا مَعًا اِبْتِدَاءً خَشْيَةَ حُصُوْلِ اللَّذَّةِ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْظِيْفِ حَتّٰى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيْهَةَ وَفِيْ اِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَاِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَفَ مَقْعَدَةً قَبْلَ الْقِيَامِ اِنْ كَانَ صَائِمًا۔

কোন পরিস্কারকারী পাথর এবং এ জাতীয় কিছু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে। (এটা করা সুন্নাত) পানি দ্বারা ধৌত করা মুস্তাহাব এবং উত্তম হলো পাথর ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা। সুতরাং (প্রথমে পাথর দ্বারা) মোছে নিবে, অতপর (পানি দ্বারা) ধৌত করবে। তবে শুধু পানি অথবা শুধু পাথর (উভয়টির যে কোন একটিও ব্যবহার করা) জায়িয। সুন্নাত হলো ময়লা নির্গমনের মুখ পরিস্কার করা এবং পাথরের ক্ষেত্রে (তিন) সংখ্যাটি হলো মুস্তাহাব[১০] , সুন্নাত-ই-মুওয়াক্কাদাহ নয়। সুতরাং মুস্তাহাব স্বরূপ তিনটি প্রস্তরখন্ড (বা ঢেলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে। যদিও এর কমেও[১১] পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়। ইস্তিঞ্জার নিয়ম এই যে, প্রথম ঢেলা দ্বারা সামনের দিক থেকে শুরু করে পেছনের দিকে মোছে নিবে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা পেছনের দিক থেকে শুরু করে সামনের দিকে এবং তৃতীয়টি দ্বারা সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে মোছে নিবে। এটা ঐ সময়ের জন্য যখন অন্ডকোষ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পক্ষান্তরে (অন্ডকোষ) যদি ঝুলন্ত অবস্থায় না থাকে, তবে পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে শুরু করবে। মহিলাগণ সামনের দিক থেকে শুরু করে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে তার প্রস্রাবের রাস্তা ময়লাযুক্ত হওয়ার আশঙ্কাজনিত কারণে। অতপর ইস্তিঞ্জাকারী প্রথমত[১২] নিজের হাত ধৌত করে নিবে; তারপর প্রয়োজনে পানিসহ নাপাকীর স্থানটি এক অথবা দুই অথবা তিন আঙ্গুল দ্বারা ঘর্ষণ করবে। ইস্তিঞ্জার প্রথম দিকে পুরুষ তার মধ্যমা অঙ্গুলিটি অন্যান্য অঙ্গুলির উপরে উত্তোলন করবে। অতপর অনামিকা অঙ্গুলি উত্তোলন করবে এবং এক অঙ্গুলের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না। পক্ষান্তরে এক আঙ্গুল দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বেলায় মহিলাদের যৌন সুড়সুড়ি অনুভব করার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তারা তাদের মধ্যমা ও অনামিকা উভয় অঙ্গুলি একই সাথে উত্তোলন করবে। উত্তমরূপে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে, যেন দুর্গন্ধ শেষ হয়ে যায়[১৩] । অনুরূপভাবে পায়খানার রাস্তা খুব মোলায়েম ও ঢিল করে ইস্তিঞ্জা করবে যদি সে রোযাদার না হয়। (ইস্তিঞ্জা হতে) নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার হাত ধৌত করে নিবে এবং ইস্তিঞ্জাকারী ব্যাক্তি রোযাদার হলে দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বে পায়খানার রাস্তাটি শুকিয়ে নিবে।

---

১০. অর্থাৎ যদি দুই ঢেলা দ্বারা ময়লা পরিস্কার হয়ে যায় তবে তৃতীয় ঢেলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। ফরয বা ওয়াযিব নয়। পক্ষান্তরে উল্লিখিত সংখ্যক ঢেলা দ্বারা যদি ময়লা পরিস্কার না হয় তবে যে পরিমাণ ঢেলা ব্যবহার করা দ্বারা ময়লা পরিস্কার হয় সে পরিমাণ ঢেলা ব্যবহার করা আবশ্যক হবে।

১১. অর্থাৎ যদি দুই ঢেলা দ্বারা ময়লা পরিস্কার হয়ে যায় তবে তৃতীয় ঢেলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। ফরয বা ওয়াযিব নয়। পক্ষান্তরে উল্লিখিত সংখ্যক ঢেলা দ্বারা যদি ময়লা পরিস্কার না হয় তবে যে পরিমাণ ঢেলা ব্যবহার করা দ্বারা ময়লা পরিস্কার হয় সে পরিমাণ ঢেলা ব্যবহার করা আবশ্যক হবে।

১২. শায়খ ইবনে হুমামের মতে এখানে উল্লিখিত নিয়মের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। উদ্দেশ্য হলো পবিত্রতা অর্জন করা। এ জন্য যা করণীয় তাই করতে হবে।

১৩. দুর্গন্ধ নাপাকীর নিদর্শন। তা দূর করা অতিশয় আবশ্যক।

فَصْلٌ : لَا يَجُوْزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلْاِسْتِنْجَاءِ وَاِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ
مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلٰى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَاتَصِحُّ مَعَهُ الصَّلٰوةُ اِذَا وُجِدَ
مَا يُزِيْلُهُ وَيَحْتَالُ لِاِزَالَتِهٖ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَيُكْرَهُ
الْاِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِاٰدَمِيٍّ اَوْ بَهِيْمَةٍ وَاٰجُرٍ وَخَزَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ
وَجَصٍّ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ دِيْبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنٰى اِلَّا مِنْ عُذْرٍ
وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
قَبْلَ دُخُوْلِهٖ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلٰى يَسَارِهٖ وَلَايَتَكَلَّمُ اِلَّالِضَرُوْرَةٍ وَيُكْرَهُ
تَحْرِيْمًا اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ
الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَهَبِّ الرِّيْحِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَبُوْلَ اَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ
وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيْقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَالْبَوْلُ قَائِمًا اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَيَخْرُجُ
مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي
الْاَذٰى وَعَافَانِيْ ـ

পরিচ্ছেদ

ইস্তিঞ্জার প্রয়োজনে (মানুষের সামনে) ছতর খোলা জায়িয নয়। যদি নাপাকী (ময়লা) নির্গমনের স্থান অতিক্রম করে এবং নির্গত হওয়া নাপাকী এক দিরহাম থেকে বেশি হয় তবে তা সহ নামায সহী হবে না, যদি তা দূর করার মত কিছু পাওয়া যায়। ছতর খোলা ব্যতীতই নাপাকী দূর করার চেষ্টা করবে। এ হুকুম তখনকার জন্য প্রযোজ্য হবে যদি ইস্তিঞ্জাকারী ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি দেখতে পায়। হাড্ডি দ্বারা, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য দ্বারা, ইট, মাটির পাত্রের ভাঙ্গা অংশ এবং কয়লা দ্বারা, শিশা ও চূনা দ্বারা এবং সম্মানিত বস্তু, যেমন রেশমের টুকরা ও ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা-শৌচক্রিয়া করা মাকরূহ। তবে (বাম হাতে) ওযরের কারণে (ডান হাত দ্বারা করা যাবে।) পায়খানায় (শৌচাগারে) বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করার পূর্বমূহূর্তে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে।[১৪] তাতে প্রবেশ করে বাম পায়ের উপর ভর করে বসবে এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না। এ সময় কিবলাকে সম্মুখে করা ও পশ্চাতে রাখা মাকরূহ তাহরীমী, যদি সে ঘরের ভিতরেও হয়। অনুরূপ সূর্য, চন্দ্র ও বাতাসের গতির দিকে মুখ করে (বসাও মাকরূহ)। অনুরূপ পানিতে, গাছের ছায়ায়, সুরঙ্গে,

---

১৪. পায়খানায় প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

— হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পীড়াদায়ক নর শয়তান ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় চাই।

রাস্তায়, ফলবাগানে ও বৃক্ষের তলায় প্রস্রাব অথবা পায়খানা করা মাকরূহ এবং কোন ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করাও মাকরূহ। পরিশেষে পায়খানা (শৌচাগার) হতে ডান পা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। অতপর বলবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَنِىْ

(সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমার থেকে অপবিত্রতা অপসারণ করেছেন এবং আমাকে স্বস্তি দান করেছেন।)

فَصْلٌ فِى الْوُضُوْءِ

اَرْكَانُ الْوُضُوْءِ اَرْبَعَةٌ وَهِىَ فَرَائِضُهُ، اَلْاَوَّلُ غَسْلُ الْوَجْهِ وَحَدُّهُ طُوْلًا مِنْ مَبْدَاِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ اِلٰى اَسْفَلِ الذَّقَنِ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ شَحْمَتَىِ الْاُذُنَيْنِ وَالثَّانِىْ غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَالثَّالِثُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ وَالرَّابِعُ مَسْحُ رُبْعِ رَاْسِهِ وَسَبَبُهُ اِسْتِبَاحَةُ مَالَايَحِلُّ اِلَّابِهِ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِىُّ وَحُكْمُهُ الْاُخْرَوِىُّ الثَّوَابُ فِى الْاٰخِرَةِ وَشَرْطُ وُجُوْبِهِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوْغُ وَالْاِسْلَامُ وَقُدْرَةٌ عَلٰى اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِىْ وَوُجُوْدُ الْحَدَثِ وَعَدَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضِيْقُ الْوَقْتِ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ عُمُوْمُ الْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ الطَّهُوْرِ وَانْقِطَاعُ مَايُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَحَدَثٍ وَزَوَالُ مَايَمْنَعُ وُصُوْلَ الْمَاءِ اِلَى الْجَسَدِ كَشَمْعٍ وَشَحْمٍ۔

পরিচ্ছেদ

ওযূ প্রসঙ্গ

ওযূর রোকন চারটি এবং এগুলো ওযূর ফরয। এক. মুখমন্ডল ধৌত করা। দৈর্ঘ্যে (মুখমন্ডল) এর সীমা হলো কপালের সমতল অংশের শুরু (অর্থাৎ, চুলের গোড়া) হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং প্রস্থে উভয় কানের লতির[১৫] মধ্যবর্তী অংশ। দুই. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা। তিন. গোড়ালীদ্বয়সহ উভয় পা ধৌত করা। চার. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা। ওযূ করার কারণ ঐ সকল বস্তুকে বৈধ করা, যেগুলো কেবল ওযূর মাধ্যমেই হালাল হয়[১৬] আর এটিই হলো ওযূর পার্থিব লক্ষ্য। পক্ষান্তরে ওযূর পারলৌকিক লক্ষ্য হলো মৃত্যুর পর পূণ্য হাসিল করা। ওযূ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো ওযূকারী ব্যক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, প্রাপ্ত

---

১৫. সুতরাং দাঁড়ি এবং কানের মাঝখানের পশমহীন অংশ ধৌত করা ফরয।

১৬. যেমন ওযূবিহীন অবস্থায় নামায হারাম ছিল। ওযূ করার মাধ্যমে তা নিজের জন্য হালাল করে নেয়া হয়েছে।

বয়স্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া, ওযূ করা যায় এ পরিমাণ পানি ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া ও হদছ (অর্থাৎ যে নাপাকীর কারণে ওযূ করা ওয়াজিব হয়, এরূপ নাপাকী) পাওয়া যাওয়া এবং হায়য ও নিফাস না থাকা এবং সময় সংকীর্ণ না হওয়া। ওযূ সঠিক হওয়ার শর্ত তিনটি। সমস্ত ত্বকে পবিত্র পানি পৌঁছে যাওয়া, ঐ সকল বস্তু বন্ধ হয়ে যাওয়া যা ওযূর বিপরীত, অর্থাৎ হায়য, নিফাস ও হদছ এবং এমন জিনিস অপসারিত হয়ে যাওয়া যা শরীর পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে বাধা হয়, যেমন মোম ও চর্বি।

فَصْلٌ : يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِيْ اَصَحِّ مَا يُفْتٰى بِهٖ وَيَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلٰى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيْفَةِ وَلَا يَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَى الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ الشَّعْرِ عَنْ دَائِرَةِ الْوَجْهِ وَلَا اِلٰى مَا انْكَتَمَ مِنَ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ الْاِنْضِمَامِ وَلَوِ انْضَمَّتِ الْاَصَابِعُ اَوْ طَالَ الظُّفْرُ فَغَطَّى الْاَنْمُلَةَ اَوْ كَانَ فِيْهِ مَا يَمْنَعُ الْمَاءَ كَعَجِيْنٍ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَحْتَهٗ وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ وَخَرْءُ الْبَرَاغِيْثِ وَنَحْوُهَا وَيَجِبُ تَحْرِيْكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ وَلَوْ ضَرَّهٗ غَسْلُ شُقُوْقِ رِجْلَيْهِ جَازَ اِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِيْ وَضَعَهٗ فِيْهَا وَلَا يُعَادُ الْمَسْحُ وَلَا الْغَسْلُ عَلٰى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلْقِهٖ وَلَا الْغَسْلُ بِقَصِّ ظُفْرِهٖ وَشَارِبِهٖ۔

فَصْلٌ : يُسَنُّ فِي الْوُضُوْءِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْئًا غَسْلُ الْيَدَيْنِ اِلَى الرُّسْغَيْنِ وَالتَّسْمِيَةُ ابْتِدَاءً وَالسِّوَاكُ فِي ابْتِدَائِهٖ وَلَوْ بِالْاِصْبَعِ عِنْدَ فَقْدِهٖ وَالْمَضْمَضَةُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِغُرْفَةٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِثَلَاثِ غُرُفَاتٍ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِنْ اَسْفَلِهَا وَتَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ وَتَثْلِيْثُ الْغَسْلِ وَاسْتِيْعَابُ الرَّاْسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً وَمَسْحُ الْاُذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّاْسِ وَالدَّلْكُ وَالْوِلَاءُ وَالنِّيَّةُ وَالتَّرْتِيْبُ كَمَا نَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهٖ وَالْبِدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ وَرُؤُوْسِ الْاَصَابِعِ وَمُقَدَّمِ الرَّاْسِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الْحُلْقُوْمِ وَقِيْلَ اِنَّ الْاَرْبَعَةَ الْاَخِيْرَةَ مُسْتَحَبَّةٌ۔

পরিচ্ছেদ

ফাত্ওয়াযোগ্য উক্তিসমূহের বিশুদ্ধতম উক্তি মতে ঘন দাড়ির[১৭] প্রকাশ্য অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজিব। হালকা দাড়ির ক্ষেত্রে মুখমন্ডলের ত্বক পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। কিন্তু ঐ সমস্ত দাড়ি পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয় যা মুখমন্ডলের বৃত্ত থেকে ঝুলে পড়েছে এবং

১৭. ঘন দাড়ি দ্বারা এমন দাড়িকে বুঝানো হয়েছে যার কারণে মুখমন্ডলের চামড়া দৃষ্টিগোচর না হয়।

ঠোটের ঐ অংশেও (পানি পৌছানো) ওয়াজিব নয় উভয় ঠোট একত্রে মিলানোর সময় যে অংশটুকু অদৃশ্য হয়ে যায়। যদি আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের সাথে মিলে যায় অথবা নখ (এতখানি) বড় হয় যে, তা আঙ্গুলের মাথা ঢেকে ফেলে অথবা নখের মধ্যে এমন কিছু লেগে থাকে যা পানির জন্য প্রতিবন্ধক, যেমন খামির- তবে এগুলোর নিচের (আচ্ছাদিত) অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজিব। দেহের ময়লা ও মশার মল এবং এ জাতীয় কিছু (শরীরে পানি গমনের) প্রতিবন্ধক হয় না। (আঙ্গুলের সাথে) এঁটে থাকা আংটি নাড়াচাড়া করা ওয়াজিব। যদি পদদ্বয়ের ফাটলসমূহ ধৌত করা ক্ষতিকর হয়, তবে ঐ সমস্ত ঔষধের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করা জায়িয যা ফাটলের মধ্যে লাগানো হয়েছে। মাথা মুন্ডন করার পর পুনরায় কেশ মূল মাসাহ্ বা ধৌত করতে হবে না। অনুরূপ নখ ও গোঁফ কাটার পর তা ধৌত করতে হবে না।

পরিচ্ছেদ

ওযূর সুন্নাত প্রসঙ্গ

ওযূর সুন্নাত[১৮] আঠারটি। ১। উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। ২। (ওযূর) শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্'.... পড়া। ৩। ওযূ শুরু (করার আগে) মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা হলেও মিসওয়াক[১৯] করা। ৪। তিনবার কুলি করা, যদি একই আঁজলা দ্বারাও হয় তবুও। ৫। তিন আঁজলা দ্বারা (তিনবার) নাকে পানি দেওয়া। ৬। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে অতিশয় যত্ন নেয়া (অর্থাৎ উত্তমরূপে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া)। এ হুকুমটি অ-রোযাদার ব্যক্তির জন্য। ঘন দাড়ি এক আঁজলা পানি দ্বারা নিচের দিক থেকে খিলাল করা। ৮। আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা। ৯। (প্রতিটি অঙ্গ) তিন তিন বার ধৌত করা। ১০। সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা। ১১। উভয় কান মাসাহ করা, যদিও সেটি মাথার পানি দ্বারা হয়। ১২। (প্রতিটি অঙ্গ) মন্থন করা ও ১৩। (প্রতিটি কাজ) লাগাতারভাবে করা। ১৪। নিয়ত করা। ১৫। ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে বর্ণনা করেছেন। ১৬। ডান দিক থেকে করা। ১৭। (খিলাল) আঙ্গুলসমূহের ডগা ও (মাসাহ) মাথার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ করা এবং ১৮। গর্দান মাসাহ্ করা-কন্ঠদেশ নয়। কথিত আছে যে, শেষোক্ত চারটি বিষয় মুস্তাহাব।

فَصْلٌ : مِنْ آدَابِ الْوُضُوْءِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْئًا، اَلْجُلُوْسُ فِىْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَعَدَمُ الْاِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهٖ وَعَدَمُ التَّكَلُّمِ بِكَلَامِ النَّاسِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَفِعْلِ اللِّسَانِ وَالدُّعَاءُ بِالْمَأْثُوْرَةِ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ وَاِدْخَالُ خِنْصِرِهٖ فِىْ صِمَاخِ اُذُنَيْهِ وَتَحْرِيْكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ

১৮. সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ চালচলন, পদ্ধতি ও অভ্যাস। শরীঅতের পরিভাষায় সুন্নাত সেই পদ্ধতির নাম যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা অথবা কাজ দ্বারা প্রমাণিত এবং তা বর্জনের ব্যাপারে শাস্তির কোন সতর্কবাণীও নেই। এটি ইবাদতের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। তদ্রূপ অভ্যাসের সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

১৯. আলিমগণ বলেছেন ঃ মিসওয়াক এক বিঘতের কম না হওয়া, এক আঙ্গুলের সমপরিমাণ মোটা হওয়া এবং তিতা জাতীয় হওয়া উত্তম। এমনিভাবে ঘুম হতে উঠার পর, কোন মজলিসে যাওয়ার আগে, কুরআন শরীফ অথবা হাদীস শরীফ পড়ার পূর্বে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। এই মিসওয়াকের উপকারিতা অনেক।

وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنٰى وَالْاِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرٰى وَالتَّوَضُّؤُ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُوْرِ وَالْاِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهٗ وَاَنْ يَّشْرَبَ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوْءِ قَائِمًا وَاَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

পরিচ্ছেদ

ওযূর আদাব[২০] প্রসঙ্গ

চৌদ্দটি বিষয় ওযূর আদাবের অন্তর্ভুক্ত। ১। উঁচু স্থানে বসা। ২। কিবলাকে সম্মুখে রাখা। ৩। অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ না করা। ৪। পার্থিব কথাবার্তা না বলা। ৫। মনের সঙ্কল্প ও মুখের কাজের মধ্যে সমন্বয় করা। ৬। হাদীসের দু'আসমূহ পাঠ করা। ৭। প্রত্যেক অঙ্গ (ধৌত করার) সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা। ৮। কনিষ্ঠাঙ্গুলকে উভয় কানের গহ্বরে প্রবেশ করানো। ৯। আংটি ঢিলে হলে তা নাড়া দেওয়া। ১০। ডান হাত দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। ১১। বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। ১২। ওযূ না থাকলে সময় হওয়ার আগে ওযূ করা। ১৩। ওযূ করার পর শাহাদাতের কালিমাদ্বয় পাঠ করা ও ১৪। ওযূ করার পর অবশিষ্ট পানি থেকে দাঁড়িয়ে পান করা এবং اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ এ- দু'আ পাঠ করা।

فَصْلٌ : وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّىْ سِتَّةُ اَشْيَاءَ اَلْاِسْرَافُ فِى الْمَاءِ وَالتَّقْتِيْرُ فِيْهِ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهٖ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ وَالْاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهٖ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَتَثْلِيْثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيْدٍ ـ

فَصْلٌ : اَلْوُضُوْءُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ ـ اَلْاَوَّلُ فَرْضٌ عَلَى الْمُحْدِثِ لِلصَّلٰوةِ وَلَوْ كَانَتْ نَفْلًا وَلِصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلِمَسِّ الْقُرْاٰنِ وَلَوْ اٰيَةً وَالثَّانِىْ وَاجِبٌ لِلطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَالثَّالِثُ مَنْدُوْبٌ لِلنَّوْمِ عَلٰى طَهَارَةٍ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْوُضُوْءِ عَلَى الْوُضُوْءِ وَبَعْدَ غِيْبَةٍ وَكِذْبٍ وَنَمِيْمَةٍ وَكُلِّ خَطِيْئَةٍ وَاِنْشَادِ شِعْرٍ وَقَهْقَهَةٍ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَغُسْلِ مَيِّتٍ وَحَمْلِهٖ وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ وَقَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنُبِ عِنْدَ اَكْلٍ

---

২০. এ শব্দটি اَدَبٌ-এর বহুবচন। আদব সে সমস্ত কাজ যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র একবার করেছেন--সবসময় করেননি। এর বিধান হলো এই যে, তা করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে এবং না করলে কোন গুনাহ হবে না। এ ধরণের কাজকে নফল, মুস্তাহাব, মানদূব এবং তাতাওবুও বলা হয়।

وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَوَطْئٍ وَلِغَضَبٍ وَقُرْاٰنٍ وَحَدِيْثٍ وَرِوَايَتِهٖ وَدِرَاسَةِ عِلْمٍ وَاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ وَزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُوْفٍ بِعَرَفَةَ وَلِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَكْلِ لَحْمِ جَزُوْرٍ وَلِلْخُرُوْجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَكَمَا اِذَا مَسَّ اِمْرَاَةً ـ

পরিচ্ছেদ

ওযূর মাকরূহাত প্রসঙ্গ

ওযূকারীর জন্য ছয়টি জিনিস মাকরূহ। ১। অতিরিক্ত পানি খরচ করা। ২। প্রয়োজনের তুলনায় পানি কম খরচ করা। ৩। পানি মুখমন্ডলে জোরে নিক্ষেপ করা। ৪। পার্থিব কথাবার্তা বলা। ৫। ওযর ব্যতিরেকে অপরের সাহায্য নেয়া। ৬। নূতন পানি দ্বারা তিনবার মাসাহ করা।

পরিচ্ছেদ

ওযূর প্রকারভেদ

ওযূ তিন প্রকার[২১]। এক. ফরয। (যেমন) ওযূবিহীন ব্যক্তির উপর নামায পড়ার জন্য ওযূ করা, যদিও তা নফল হয়; জানাযার নামাযের জন্য, তিলাওয়াতের সাজদার জন্য এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য, যদি তা একটি আয়াতও হয় তবু ওযূ করা ফরয। দুই. ওয়াজিব, (যেমন) কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য ওযূ করা। তিন, মুস্তাহাব। ওযূসহ ঘুমানোর জন্য ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এবং সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকার জন্য ও ওযূ থাকা অবস্থায় ওযূ করা এবং পরনিন্দা করা, মিথ্যা কথা বলা, একের কথা অন্যের নিকট লাগানো ও সর্বপ্রকার পাপ কর্মের পর এবং কবিতা পাঠ করা ও নামাযের বাইরে উচ্চস্বরে হাসার (পর), মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ও বহন করার পর ওযূ করা মুস্তাহাব। অনুরূপ প্রত্যেক নামাযের সময়ে এবং জানাবাতের গোসলের পূর্বে ওযূ করা মুস্তাহাব। জুনুবী ব্যক্তির জন্য খাওয়া, পান করা ও ঘুমানোর সময় এবং অধ্যয়ন করা, হাদীস বর্ণনা করা ও (শরী'অত সংক্রান্ত) কিছু পাঠকালে ওযূ করা মুস্তাহাব। আযান, তাকবীর, খোতবা পাঠ ও রাসূল (সা.)-এর রওযা যিয়ারতকালে এবং আরাফায় অবস্থান ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ' করার সময় এবং উটের গোশত খাওয়ার পর ও আলিমগণের মতবিরোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব। যেমন কোন মহিলাকে স্পর্শ করার পর ওযূ করা মুস্তাহাব।[২২]

---

২১. এ তিন প্রকার ছাড়াও আরও দুটি প্রকার হতে পারে— মাকরূহ ও হারাম। মাকরূহ-এর উদাহরণ, যেমন ওযূ ছাড়া জায়িয নেই এমন কোন ইবাদত সম্পাদন না করে পুনরায় ওযূ করা। হারামের উদাহরণ, যেমন ওযূ থাকা অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানে নামাযীদের জন্য সংরক্ষিত পানি দ্বারা পুনরায় ওযূ করা —তাহতাবী

২২. অর্থাৎ যে বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে ওযূ ভঙ্গ হওয়া এবং না হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে সে ক্ষেত্রে এ মতবিরোধ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব। যেমন, কোন প্রাপ্ত বয়স্কা বেগানা মহিলাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে এতে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে ওযূ ভঙ্গ হয় না। এ অবস্থায় এই বিতর্কিত মতবিরোধ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হানাফী মাসলাকের অনুসারী [illegible] জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

فَصْلٌ : يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ اِثْنَاءَ عَشَرَ شَيْئًا مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اِلَّا رِيْحَ الْقُبُلِ فِى الْاَصَحِّ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِنْ غَيْرِهِمَا كَدَمٍ وَقَيْحٍ وَقَيْئُ طَعَامٍ اَوْ مَاءٍ اَوْ عَلَقٍ اَوْمِرَّةٍ اِذَا مَلَا الْفَمَ وَهُوَ مَالَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ اِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْاَصَحِّ وَيَجْمَعُ مُتَفَرِّقَ الْقَيْئِ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ اَوْسَاوَاهُ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيْهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْاَرْضِ وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ اِنْتِبَاهِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْقُطْ فِى الظَّاهِرِ وَاِغْمَاءٌ وَجُنُوْنٌ وَسُكْرٌ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِىْ صَلٰوةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوْجَ بِهَا مِنَ الصَّلٰوةِ وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَاحَائِلٍ -

পরিচ্ছেদ

ওযূ ভঙ্গের কারণ

বারটি জিনিস ওযূকে বিনষ্ট করে দেয়। ১। ঐ সকল বস্তু, যা (প্রস্রাব ও পায়খানা) উভয় রাস্তা দিয়ে বের হয়। তবে সঠিকতম মতে পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু ওযূ ভঙ্গ করে না। ২। রক্ত দেখা না গেলেও (শিশুর) ভূমিষ্ট হওয়া ওযূ ভঙ্গ করে দেয়।[২৩] ৩। অনুরূপ ঐ সকল নাপাকী যা পায়খানা-পেশাবের রাস্তা ব্যতীত (শরীরের অন্য কোন অংশ থেকে) প্রবাহিত হয়, যেমন রক্ত ও পূঁজ। আসাহ্ বর্ণনা মতে খাদ্য, অথবা পানি, অথবা জমাট রক্ত ও পিত্ত মুখপূর্ণরূপে বমি হলে, অর্থাৎ তা যদি এ পরিমাণ হয় যে, একারণে অনায়াসে মুখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব না হয়, তবে তাদ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। একই কারণে কিছু কিছু করে কয়েক বারে কৃত বমিসমূহ একত্রিত করে তার পরিমাণ অনুমান করবে। ৫। যে রক্ত থুথুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে (অর্থাৎ, বেড়ে গেছে) অথবা তার সমপরিমাণ হয়েছে। ৬। এমনভাবে নিদ্রা যাওয়া যে, নিতম্ব মাটির সাথে স্থির থাকে না (যেমন কাত হয়ে শয়ন করা)। ৭। যাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী শয়নকারীর নিতম্ব তার জাগ্রত হওয়ার পূর্বে (আসন থেকে) উর্ধ্বে উঠে যাওয়া, যদিও

---

২৩. সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলা হয়। উক্ত নিফাস শেষ হওয়ার পর সর্বসম্মতভাবে উক্ত মহিলার উপর গোসল করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি রক্ত বের না হয় তাহলে নিফাসই আরম্ভ হলো না। এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সতর্কতামূলকভাবে উক্ত মহিলার উপর গোসল করা ওয়াজিব। কাজেই উক্ত ভূমিষ্ট হওয়াকে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত প্রকার ভূমিষ্ট হওয়া কেবল ওযূ ভঙ্গের কারণ হবে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার নয়। —মারাকী

সে পতিত না হয়। ৮। বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। ৯। পাগল হওয়া। ১০। মাতাল হওয়া। ১১। বালিগ জাগ্রত ব্যক্তির রুকূ-সাজদাবিশিষ্ট নামাযে উচ্চস্বরে হাসা, যদিও সে এর দ্বারা নামায হতে নিষ্কৃত হওয়ার ইচ্ছা করে। ১২। কোন প্রকার আবরণ ছাড়া সতেজ পুরুষাঙ্গ দ্বারা স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করা।

فَصْلٌ عَشَرَةُ اَشْيَاءَ لَاتَنْقُضُ الْوُضُوْءَ ظُهُوْرُ دَمٍ لَمْ يَسِلْ عَنْ مَحَلِّهٖ وَسُقُوْطُ لَحْمٍ مِنْ غَيْرِ سَيْلَانِ دَمٍ كَالْعِرْقِ الْمَدَنِيِّ الَّذِىْ يُقَالُ لَهٗ رَشْتَةُ وَخُرُوْجُ دُوْدَةٍ مِنْ جُرْحٍ وَاُذُنٍ وَاَنْفٍ وَمَسُّ ذَكَرٍ وَمَسُّ اِمْرَاَةٍ وَقَيْئٌ لَايَمْلَاُ الْفَمَ وَقَيْئُ بَلْغَمٍ وَلَوْ كَثِيْرًا وَتَمَايُلُ نَائِمٍ اِحْتَمَلَ زَوَالُ مَقْعَدَتِهٖ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدًا اِلٰى شَيْئٍ لَوْ اُزِيْلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيْهِمَا وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا اَوْسَاجِدًا عَلٰى جِهَةِ السُّنَّةِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ۔

পরিচ্ছেদ

যেসকল কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না

দশটি জিনিস ওযূ ভঙ্গ করে না। ১। নির্গমন স্থান হতে গড়িয়ে পড়ে না এমন রক্ত দৃশ্যমান হওয়া, ২। রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে গোশ্‌ত খসে পড়া, যেমন ইরকুল মদনী। ফারসী ভাষায় একে রশ্‌তহ্‌ বলা হয় (কুষ্ঠ জাতীয় রোগ বিশেষ)। ৩। ক্ষতস্থান থেকে, কান থেকে ও নাক থেকে কোন কীট নির্গত হওয়া। ৪। পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা। ৫। নারী অঙ্গ স্পর্শ করা। ৬। এমন বমি যা দ্বারা মুখ পূর্ণ হয় না। ৭। শ্লেষ্মার বমি করা, যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। ৮। ঘুমন্ত ব্যক্তির এক দিকে এমনভাবে কাত হয়ে পড়া যে, (মাটির স্পর্শ থেকে) তার নিতম্ব সরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ৯। মাটির সাথে আসন গেড়ে বসা ব্যক্তির ঘুম, যদি সে এমন বস্তুর সাথে ঠেস লাগিয়ে থাকে যে, ওটা সরিয়ে নিলে পড়ে যাবে। যাহিরী রেওয়ায়াত মতে এ দুটি অবস্থার বিধান একই। ১০। নামাযী ব্যক্তির ঘুমিয়ে পড়া, যদি সে সুন্নাত তরীকা মুতাবিক[২৪] রুকূ ও সাজদারত হয়। আল্লাহ্‌ই তাওফীক দাতা।

فَصْلٌ مَا يُوْجِبُ الْاِغْتِسَالَ

يَفْتَرِضُ الْغُسْلُ بِوَاحِدٍ مِنْ سَبْعَةِ اَشْيَاءَ خُرُوْجُ الْمَنِيِّ اِلٰى ظَاهِرِ الْجَسَدِ اِذَا انْفَصَلَ عَنْ مَقَرِّهٖ بِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَتَوَارِىْ حَشَفَةٍ

---

২৪. অর্থাৎ, ঘুমের কারণে রুকূ এবং সাজদার সুন্নাত পদ্ধতির মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত না হওয়া। যেমন সাজদার সময় হাতদ্বয় পাঁজর থেকে এবং পেট রান হতে আলাদা থাকা। আর রুকূর সময় মাথা সুন্নাত পদ্ধতি হতে অধিক নিচু না হওয়া। যদি ঘুমের কারণে সুন্নাত পদ্ধতিতে ব্যত্যয় ঘটে তবে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وَقَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَإِنْزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَوُجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ وَوُجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَايَةً۔

পরিচ্ছেদ

যেসকল কারণে গোসল আবশ্যক হয়

সাতটি বস্তুর যে কোন একটির কারণে গোসল ফরয হয়। ১। শরীরের প্রকাশ্য অংশের দিকে শুক্র বের হয়ে আসা, যখন তা নিজের অবস্থান থেকে কামভাবের কারণে সঙ্গম করা ব্যতীত আলাদা হয়ে যায়। ২। পুরুষাঙ্গের মাথা জীবিত ব্যক্তির পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তার যে কোন এক রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এর পরিমাণ হলো লিঙ্গাগ্রের চর্ম ছেদন করা অংশটুকু পর্যন্ত। ৩। মৃত ব্যক্তি অথবা কোন চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করা দ্বারা শুক্রস্খলিত হওয়া। ৪। ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর পাতলা পানি পাওয়া যাওয়া, যদি নিদ্রার পূর্বে তার লিঙ্গটি দন্ডায়মান না থাকে। (এ মাসআলাটির সম্পর্ক হলো দাঁড়িয়ে অথবা বসে বসে ঘুমানোর সাথে)। ৫। বেহুঁশ অথবা মাতাল অবস্থা হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর আর্দ্রতা পাওয়া যাওয়া, যাকে সে শুক্র বলে ধারণা করে। ৬। হায়য। ৭। নিফাস। যদিও এ বিষয়গুলো ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সঠিকতম মত এটাই। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরযে কিফায়া।

فَصْلٌ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ لَا يُغْتَسَلُ مِنْهَا

مَذْيٌ وَوَدْيٌ وَاحْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ وَوِلَادَةٌ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ وَإِيلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ وَحُقْنَةٌ وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ وَوَطْءُ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ وَإِصَابَةُ بِكْرٍ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ۔

পরিচ্ছেদ

যে সকল কারণে গোসল ওয়াজিব হয় না

দশটি কারণে গোসল ওয়াজিব হয় না। ১। মযী নির্গত হওয়া[২৫]। ২। ওদী[২৬] নির্গত

---

২৫. মযী বা কামরস এমন একটি তরল পদার্থ যার রং সাদা এবং কামোত্তেজনাজনিত কারণে তা বের হয়। মযী ও মনীর (শুক্র) মধ্যে পার্থক্য এই যে, মনী নির্গত হওয়ার সময় এক অব্যক্ত শিহরণ অনুভূত হয় কিন্তু মযীর ক্ষেত্রে তা হয় না।)

২৬. ওদীও একটি তরল জিনিস যা পেশাবের পরে এবং কখনো কখনো পেশাবের সাথে বের হয়। কিন্তু তা পেশাব থেকে গাঢ় হয়।

হওয়া। ৩। কোন প্রকার আর্দ্রতা ছাড়া স্বপ্নদোষ হওয়া। ৪। সঠিক মাযহাব অনুযায়ী শিশু ভূমিষ্ট হওয়া এবং তার পরে রক্ত দৃষ্টি গোচর না হওয়া। ৫। শিহরণ অনুভবে প্রতিবন্ধক হয় এভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে পুরুষাঙ্গ যোনিতে প্রবেশ করানো। ৬। মলদ্বার দিয়ে ঔষধ প্রবিষ্ট করা। ৭। আঙ্গুল অথবা এ জাতীয় কিছু পায়খানা পেশাবের রাস্তায় প্রবেশ করানো। ৮। কোন জন্তু, ৯। অথবা মৃত ব্যক্তির সাথে সঙ্গম করা (আল্লাহ্ পানাহ্) এবং তাতে শুক্র স্খলন না হওয়া। ১০। বীর্যপাত করা ব্যতীত কোন কুমারী নারীর সাথে এমনভাবে উপগত হওয়া, যাতে তার কুমারীত্ব অপসারিত না হয়।

فَصْلٌ يُفْتَرَضُ فِى الْاِغْتِسَالِ اَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا

غَسْلُ الْفَمِ وَالْاَنْفِ وَالْبَدَنِ مَرَّةً وَدَاخِلِ قُلْفَةٍ لَاعُسْرَ فِىْ فَسْخِهَا وَسُرَّةٍ وَثَقَبٍ غَيْرِ مُنْضَمٍّ وَدَاخِلِ الْمَضْفُوْرِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَضْفُوْرِ مِنْ شَعْرِ الْمَرْاَةِ اِنْ سَرَى الْمَاءُ فِىْ اُصُوْلِهٖ وَبَشَرَةِ اللِّحْيَةِ وَبَشَرَةِ الشَّارِبِ وَالْحَاجِبِ وَالْفَرْجِ الْخَارِجِ -

পরিচ্ছেদ

গোসলের ফরয প্রসঙ্গ

গোসলের মধ্যে এগারটি[২৭] জিনিস ফরয। ১। মুখমন্ডলের ভিতরের অংশ ধৌত করা। ২। নাক (ভিতর) ধৌত করা। ৩। সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা। ৪। পুরুষাংগের মাথার চামড়ার ভেতরের অংশ যা উন্মুক্ত করতে কষ্ট হয় না ধৌত করা। ৫। নাভি ধৌত করা। ৬। শরীরের সেই ছিদ্র ধৌত করা যা মিলিয়ে যায়নি, (যেমন নাক ও কানের ছিদ্র)। ৭। পুরুষের বেণীকৃত চুলের ভেতরের অংশে পানি পৌছানো। এতে চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো অথবা না পৌছানোর কোন শর্ত নেই। তবে মহিলাদের কেশ-বেণী ধৌত করতে হবে না, যদি পানি তাদের চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌছে যায়। ৮। দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করা। ৯। (অনুরূপ) মোচ ও ১০। ভ্রূ'র নিচের চামড়া ধৌত করা। ১১। যৌনাঙ্গের বাইরের অংশ ধৌত করা। অর্থাৎ ঐ অংশটুকু ধৌত করা পেশাব করার পর সাধারণত যতটুকু ধৌত করা জরুরী মনে করা হয়।

---

২৭. প্রসিদ্ধ মতে গোসলের ফরয তিনটি-কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধৌত করা। এ তিনটিকে এখানে বিস্তারিতভাবে এগারটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ এগারটি হলো উক্ত তিনটির বিস্তারিত রূপ। কাজেই উভয় বর্ণনায় কোন প্রকার বৈপরীত্ব নেই। —অনুবাদক

فَصْلٌ يُسَنُّ فِي الْاِغْتِسَالِ اِثْنَا عَشَرَ شَيْئًا

اَلْاِبْتِدَاءُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةُ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ اِلَى الرُّسْغَيْنِ وَغَسْلُ نَجَاسَةٍ لَوْكَانَتْ بِانْفِرَادِهَا وَغَسْلُ فَرْجِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَوُضُوْئِهِ لِلصَّلٰوةِ فَيُثَلِّثُ الْغَسْلَ وَيَمْسَحُ الرَّاسَ وَلٰكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ اِنْ كَانَ يَقِفُ فِيْ مَحَلٍّ يَجْتَمِعُ فِيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى بَدَنِهٖ ثَلَاثًا وَلَوِ انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِيْ اَوْمَافِيْ حُكْمِهٖ وَمَكَثَ فَقَدْ اَكْمَلَ السُّنَّةَ وَيَبْتَدِئُ فِيْ صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهٖ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَهُ الْاَيْمَنَ ثُمَّ الْاَيْسَرَ وَيَدْلُكُ جَسَدَهٗ وَيُوَالِيْ غَسْلَهٗ .

فَصْلٌ : وَاٰدَابُ الْاِغْتِسَالِ هِيَ اٰدَابُ الْوُضُوْءِ اِلَّا اَنَّهٗ لَايَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِاَنَّهٗ يَكُوْنُ غَالِبًا مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَكُرِهَ فِيْهِ مَاكُرِهَ فِي الْوُضُوْءِ .

فَصْلٌ : يُسَنُّ الْاِغْتِسَالُ لِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ وَصَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ وَلِلْاِحْرَامِ وَلِلْحَاجِّ فِيْ عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَنْدُبُ الْاِغْتِسَالُ فِيْ سِتَّةَ عَشَرَ شَيْئًا لِمَنْ اَسْلَمَ طَاهِرًا وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ وَلِمَنْ اَفَاقَ مِنْ جُنُوْنٍ وَعِنْدَ حِجَامَةٍ وَغُسْلِ مَيِّتٍ وَفِيْ لَيْلَةِ بَرَاءَةٍ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ اِذَارَاٰهَا وَلِدُخُوْلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْوُقُوْفِ بِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ وَعِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَلِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلِصَلٰوةِ كُسُوْفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَفَزَعٍ وَظُلْمَةٍ وَرِيْحٍ شَدِيْدَةٍ ـ

পরিচ্ছেদ

গোসলের সুন্নাত প্রসঙ্গ

গোসলের সুন্নাত বারটি। ১। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা। ২। নিয়ত করা[২৮]। ৩। উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। ৪। নাপাকী ধৌত করা, যদি তা আলাদাভাবে লেগে থাকে। (নাপাকী না থাকলেও) লজ্জাস্থান ধৌত করা। ৬। অতপর গোসলকারী ব্যক্তি নামাযের ওযূর মত

২৮. যদি কোন নিয়ত ব্যতীত ঘটনাক্রমে পানিতে নেমে পড়ে অথবা বৃষ্টির পানিতে ভিজে যায় তাহলে এর দ্বারাও ফরয আদায় হয়ে যাবে। জুনুবী অবস্থায় থাকলে এর দ্বারা পাক হয়ে যাবে। কিন্তু গোসলের নিয়ত না থাকার কারণে সুন্নাত আদায় হবে না।

ওযূ করবে। অতপর (যে সমস্ত অংগ ধৌত করা জরুরী) সে তা তিনবার করে ধৌত করবে। ৭। মাথা মাসাহ্ করবে, তবে পা' ধৌত করাকে বিলম্বিত করবে, যদি গোসলকারী এমন স্থানে দাঁড়ানো থাকে যেখানে পানি একত্রিত হয়। ৮। অতপর শরীরের উপর তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। গোসলকারী যদি প্রবাহিত পানি অথবা প্রবাহিত পানির অনুরূপ পানিতে ডুব দেয় বা দাঁড়িয়ে থাকে তবে এর দ্বারা তার সুন্নাত পূর্ণ হয়ে যাবে। (সুতরাং গোসলকারী ব্যক্তি যদি কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার পর পর এরূপ করে থাকে তা হলে এর দ্বারাই তার সুন্নাত পূর্ণ হয়ে যাবে, নচেৎ পরে কুলি করতে হবে ও নাকে পানি দিতে হবে। নচেৎ গোসল আদায় হবে না।) ৯। (শরীরে) পানি প্রবাহিত করার কাজ মাথা হতে আরম্ভ করবে। ১০। মাথা ধৌত করার পর প্রথমে ডান কাঁধ ধৌত করবে, অতপর বাম কাঁধ। ১১। নিজের শরীর মর্দন করবে এবং ১২। তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ধৌত করবে।

পরিচ্ছেদ

গোসলের আদাব

গোসলের আদাব তাই যা অযূর আদাবের অন্তর্ভু[২৯]। তবে গোসলকারী ব্যক্তি এতে কিবলা মুখী হবে না। কেননা, গোসলকারী অধিকাংশ সময় সতর খোলা অবস্থায় থাকে এবং যে সমস্ত জিনিস ওযূর মধ্যে মাকরূহ তা গোসলের ক্ষেত্রেও মাকরূহ।

পরিচ্ছেদ

গোসল সুন্নাত হওয়ার কারণ

চার কারণে গোসল সুন্নাত হয়। ১। জুমুআর নামায। ২। দুই ঈদের নামায। ৩। ইহ্‌রাম। ৪। ও হজ্জকারীর জন্য আরাফার ময়দানে দ্বিপ্রহরের পর। ষোল অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব। ১। ঐ ব্যক্তির জন্য যে পবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে[৩০]। ২। ঐ ব্যক্তির জন্য যে বয়সের দিক থেকে বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়। ৩। ঐ ব্যক্তির জন্য যে বেহুঁশী থেকে চৈতন্য লাভ করে। ৪। শিঙা লাগানোর পরে। ৫। মৃতকে গোসল করানোর পর। ৬। শবে বরাতে। ৭। শবে কদরে, যখন তা পাওয়া যায় (অর্থাৎ সম্ভাব্য রাত্রে)। ৮। মদীনা শরীফে প্রবেশের জন্য। ৯। মুযদালিফায় অবস্থান করার জন্য কুরবানীর দিন (যিল-হজ্জের দশ তারিখের) সকাল বেলায়। ১০। মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সময়। ১১। তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য। ১২। সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য। ১৩। ইস্তিস্কার নামাযের জন্য। ১৪। বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পঠিত নামাযের জন্য। ১৫। দিনের বেলা অস্বাভাবিক অন্ধকারের জন্য এবং ১৬। ঝঞ্ঝা রোধ করার উদ্দেশ্যে (চাই সেটি রাতে হোক অথবা দিনের বেলা)।

---

২৯. অনুরূপ কথা না বলা, মুখে মুখে কোন দু'আ না পড়া এবং কোন নির্জন স্থানে একাকী গোসলকরা গোসলের আদবের মধ্যে শামিল। গোসল করার পর দু'রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। (মারাকিল্ল ফালাহ্)

৩০. যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে বিশুদ্ধ মতে তার উপর গোসল করা ফরয।

باب التيمم

يصح بشروط ثمانية الاول النية وحقيقتها عقد القلب على الفعل ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به وشروط صحة النية ثلاثة الاسلام والتميز والعلم بما ينويه ويشترط لصحة نية التيمم للصلوة به احد ثلاثة اشياء اما نية الطهارة او استباحة الصلوة او نية عبادة مقصودة لاتصح بدون طهارة فلا يصلي به اذا نوى التيمم فقط او نواه لقراءة القران ولم يكن جنبا ـ

الثاني العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف او المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق ولفقد الة وخوف فوت صلوة جنازة او عيد ولو بناء وليس من العذر خوف الجمعة والوقت . والثالث ان يكون التيمم بطاهر من جنس الارض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب . الرابع استيعاب المحل بالمسح . الخامس ان يمسح بجميع اليد او باكثرها حتى لو مسح باصبعين لايجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس . السادس ان يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد ويقوم مقام الضربتين اصابة التراب بجسده اذا مسحه بنية التيمم السابع انقطاع ماينافيه من حيض او نفاس او حدث ـ

তায়াম্মুম[৩১] অধ্যায়

তায়াম্মুম আটটি শর্তে সহী হয়। ১ এক নিয়ত করা। নিয়তের তাৎপর্য হলো কোন কাজের ব্যাপারে মানসিক সংকল্প করা। এর (নিয়তের) সময় হলো যাদ্বারা তায়াম্মুম করা হচ্ছে সেই

৩১. তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হলো সঙ্কল্প করা পরিভাষায় নিয়তের সাথে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কনুইসহ মাসাহ করাকে তায়াম্মুম বলে।

বস্তুর উপর নিজের হাত রাখার মুহূর্ত। নিয়ত সঠিক হওয়ার শর্ত তিনটি (ক) ইসলাম, (খ) আক্বল, এবং (গ) ঐ বিষয়ের জ্ঞান যে বিষয়ের নিয়ত করা হচ্ছে। নামাযের তায়াম্মুমের নিয়ত সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় পাওয়া যাওয়া- হয় পবিত্রতার নিয়ত করা, না হয় নামায জায়িয হওয়ার নিয়ত করা অথবা এমন কোন ইবাদতের নিয়ত করা যা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত হিসাবে গণ্য (ইবাদতে মকসূদা)। অর্থাৎ এমন ইবাদত যা কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ফরয হয়[৩২] এবং যা পবিত্রতা ছাড়া সঠিক হয় না। সুতরাং সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া যাবে না যাতে কেবল তায়াম্মুমের নিয়ত করা হয়েছিল, অথবা নিয়ত করা হয়েছিল কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য এবং সে জুনুবী ছিল না[৩৩]। দুই, এমন ওযর (সঙ্কট) যা তায়াম্মুমের জন্য বৈধকারী বলে বিবেচিত হয়। যেমন তায়াম্মুমকারী পানি থেকে এক মাইল[৩৪] পরিমাণ দূরবর্তী হওয়া, যদি (এ অবস্থাটি) কোন লোকালয়েও হয়ে থাকে তবু তায়াম্মুম জায়িয হবে। অথবা কোন রোগ হওয়া বা এমন ঠান্ডা পড়া[৩৫] (যে, এ অবস্থায় ওযূ করা হলে) অঙ্গহানি অথবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। অথবা শত্রুর ভয়, পিপাসার আশঙ্কা এবং আটার খামির তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পানির আবশ্যকতা থাকা। অবশ্য ঝোল রন্ধন করার প্রয়োজনের বিধান এর থেকে ভিন্ন। অনুরূপ পানি উত্তোলনের যন্ত্রের অভাব, জানাযার নামায[৩৬] ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হওয়া অথবা ঈদের নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হওয়া। যদি এতে নামাযের বেনা[৩৭] করার সুযোগ থাকে, তবুও এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা জয়িয। তবে জুমু'আর নামায ছুটে যাওয়া এবং ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় পার হয়ে যাওয়ার আশংকা তায়াম্মুম জায়িয হওয়ার সংগত কারণ হিসাবে পরিগণিত হবে না। তিন, তায়াম্মুম এমন পবিত্র জিনিস দ্বারা হতে হবে যা ভূমি জাতীয় হয়। যেমন মাটি, পাথর ও বালি। কাঠ, রৌপ্য ও স্বর্ণ ভূমি জাতীয় নয়[৩৮]। চাঁর. মাসাহ্‌র স্থানটি পূর্ণরূপে মাসাহ্‌ করা। পাঁচ, সমস্ত হাত অথবা হাতের অধিকাংশ মাসাহ্‌ করা। যদি দু' আঙ্গুল দ্বারা মাসাহ্‌ করা হয় তবে তা জায়িয হবে না, যদিও বার বার মাসাহ্‌ করে সমস্ত অঙ্গের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে নেয়। (কিন্তু) মাথা মাসাহ করার হুকুম এর বিপরীত। ছয়, উভয় হাতের তালু দু'বার যরব দিয়ে তায়াম্মুম করা, যদিও তা একই স্থানে হয়। তায়াম্মুমের অংগসমূহে মাটি লেগে থাকা অবস্থায় তায়াম্মুমের নিয়তে তার উপর হাত বুলিয়ে নেয়া দু'যরবার স্থলাভিষিক্তরূপে গণ্য হবে। সাত, হায়য অথবা হদছ যা তায়াম্মুমের বিপরীত তা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

---

৩২. যেমন নামায সরাসরি ইবাদরূপে গণ্য। কিন্তু ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম এ হিসাবে ইবাদতের মাঝে পরিগণিত যে, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত এগুলো ছাড়া সম্পন্ন করা যায় না।

৩৩. কিন্তু যদি সে পূর্বে জুনূবী থাকে এবং এ থেকে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে তবে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামায শুদ্ধ হবে।

৩৪. মারাকিয়ুল ফালাহ্‌তে উল্লেখ আছে যে, মাইলের পরিমাণ হলো চার হাজার কদম এবং প্রতি কদমের দৈর্ঘ হলো দেড় হাত। এ হিসাবে এক মাইল ৬০০০ হাত।

৩৫. কিন্তু এর সাথে একটি শর্ত রয়েছে। আর তা হলো গরম পানি সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়া। যদি গরম পানির সংস্থান করা সম্ভব হয় তা হলে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না।

৩৬. একটি তাকবীর পাওয়া সম্ভব হলেও ওযূ করতে হবে। নচেৎ তায়াম্মুম করবে।

৩৭. ইমামের সাথে নামায রত অবস্থায় ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে পুনরায় ওযূ করতঃ অবশিষ্ট নামাযকে পূর্বগঠিত নামাযের সাথে শরীআত সম্মত উপায়ে সংযুক্ত করাকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিভাষায় বিনা বলে।

৩৮. যে সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়ে যায়, গলে যায় এবং মাটিতে নষ্ট হয় সেগুলো ভূমি জাতীয় নয়। আর যেগুলো আগুনে জ্বলে না, গলে না এবং মাটিতে নষ্ট হয় না সেগুলো মাটি জাতীয় বস্তু।

الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم وسبب وشروط وجوبه كما ذكر في الوضوء وركناه مسح اليدين والوجه ـ

আট. মাসাহর জন্য বাধা হয় এরূপ বস্তু অপসারিত হওয়া, যেমন মোম ও চর্বি। তায়াম্মুমের সবাব ও তার ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ ঐরূপই যা ওযূর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর তায়াম্মুমের রোকন দু'টি হলো হাতদ্বয় (কনুই পর্যন্ত) ও মুখমন্ডল মাসাহ্ করা।

وسنن التيمم سبعة التسمية في أوله والترتيب والموالاة وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع وندب تاخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت ويجب التاخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء ويجب التاخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء ويجب طلب الماء إلى مقدار أربع مأة خطوة إن ظن قربه مع الأمن وإلا فلا ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته ـ

ويصلي بالتيمم الواحد ماشاء من الفرائض والنوافل وصح تقديمه على الوقت ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح ولا يجمع بين الغسل والتيمم وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء الكافي ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة بغير طهارة ولا يعيد ـ

তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ

তায়াম্মুমের সুন্নাত সাতটি। ১। শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা। ২। পর্যায়ক্রমে (অর্থাৎ, প্রথমে মুখমন্ডল মাসাহ্ করা। অতপর উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা।) ৩। সাথে সাথে (দেরী না করে) মাসাহ করা। ৪। উভয় হাত মাটিতে রাখার পর সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া। ৫। পেছনের দিকে নিয়ে আসা। ৬। উভয় হাত ঝাড়া দেওয়া এবং ৭। আঙ্গুলসমূহকে (মাটিতে রাখার সময়) খোলা রাখা। সেই ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম বিলম্বিত করা মুস্তাহাব যে ব্যাক্তি সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়ার আশা রাখে। আর পানি (দেওয়ার) প্রতিশ্রুতির কারণে তায়াম্মুম বিলম্বিত করা ওয়াজিব , যদিও এ অবস্থায় (নামায) কাযা হওয়ার আশঙ্কা হয়। তবে বস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতির দরুন (বস্ত্রহীন ব্যক্তির নামায) বিলম্বিত করা ওয়াজিব, অনুরূপ পানি উত্তোলনের সরঞ্জাম দেওয়ার

(প্রতিশ্রুতির কারণেও তায়াম্মুম বিলম্বিত করা ওয়াজিব। যদি (নামায) কাযা হওয়ার ভয় না থাকে চারশ' কদম দূর পর্যন্ত পানি তালাশ করা ওয়াজিব, যদি অনুমিত হয় যে, পানি নিকটেই আছে এবং সেখানে নিরাপত্তাও আছে। নচেৎ (তালাশ করা ওয়াজিব) নয়। আর এমন ব্যক্তির নিকট পানি চাওয়া ওয়াজিব যার কাছে পানি আছে, যদি সে এমন এলাকায় হয়, যে এলাকায় পানির ব্যাপারে কেউ কার্পণ্য করে না। যদি পানির মালিক তাকে উচিৎ মূল্য ব্যতীত পানি না দেয়, তবে তার জন্য মূল্যের বিনিময়ে পানি ক্রয় করা আবশ্যক, যদি তার নিকট খরচের অতিরিক্ত (টাকা পয়সা) থেকে থাকে। একই তায়াম্মুম দ্বারা যে পরিমাণ ইচ্ছা ফরয ও নফল নামায পড়া যায়। তায়াম্মুমকে (নামাযের) সময়ের পূর্বে করা বিধেয়। যদি ওযূর অংগসমূহের অধিকাংশ অথবা অর্ধাংশ (পরিমাণ) ক্ষতযুক্ত হয়ে থাকে তবে তায়াম্মুম করে নেবে। কিন্তু অধিকাংশ (পরিমাণ) সুস্থ হলে ঐ অংশটুকু ধৌত করবে এবং ক্ষতস্থান মাসাহ করবে। গোসল ও তায়াম্মুমকে একত্রে মিশ্রিত (অর্থাৎ কিছু অংশ ধৌত এবং কিছু অংশ মাসাহ) করবে না। যে সকল জিনিস ওযূ ভঙ্গ করে সে সকল জিনিস তায়াম্মুম ভঙ্গ করে দেয়। এছাড়া ওযূর জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ পানি ব্যবহার করার যোগ্যতাও (তায়াম্মুম বিনষ্ট করে)। এবং উভয় পা ও উভয় হাত কাটা ব্যক্তির মুখমন্ডল যদি ক্ষতযুক্ত হয়, তবে সে পবিত্রতা ছাড়াই নামায পড়বে। অতপর তাকে তা আর পুনরায় পড়তে হবে না।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

صَحَّ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَخِيْنٍ غَيْرِ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا نَعْلٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لَا۔

পরিচ্ছেদ

মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গ

পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য হদছে আসগরের[39] অবস্থায় মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করা জায়িয। যদিও মোজাদ্বয় চামড়া ব্যতীত কোন মোটা বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুতকৃত হয়, মোজাদ্বয়ের তলি চামড়ার হোক অথবা অন্য কিছুর হোক।

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ الْأَوَّلُ لُبْسُهُمَا بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ كَمَالِ الْوُضُوْءِ إِذَا أَتَمَّهُ قَبْلَ حُصُوْلِ نَاقِضٍ لِلْوُضُوْءِ وَالثَّانِيْ سَتْرُهُمَا لِلْكَعْبَيْنِ وَالثَّالِثُ إِمْكَانُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيْهِمَا فَلَا يَجُوْزُ عَلَى خُفٍّ مِنْ زُجَاجٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيْدٍ وَالرَّابِعُ خُلُوُّ كُلٍّ مِنْهُمَا

৩৯. ওযূ না থাকার অবস্থাকে হদছে আসগার বা ছোট হাদাছ বলে। আর যে অবস্থার পর গোসল ফরয হয় সে অবস্থাকে হাদাছে আকবর বা বড় হাদাছ বলে।

عَنْ خَرْقٍ قَدْرَ ثَلَاثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصْغَرِ اَصَابِعِ الْقَدَمِ وَالْخَامِسُ
اِسْتِمْسَاكُهُمَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ وَالسَّادِسُ مَنْعُهُمَا وُصُوْلَ الْمَاءِ
اِلَى الْجَسَدِ وَالسَّابِعُ اَنْ يَبْقَى مِنْ مُقَدَّمِ الْقَدَمِ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ
مِنْ اَصْغَرِ اَصَابِعِ الْيَدِ فَلَوْ كَانَ فَاقِدًا مُقَدَّمَ قَدَمَيْهِ لَايَمْسَحُ عَلٰى
خُفِّهِ وَلَوْكَانَ عَقِبُ الْقَدَمِ مَوْجُوْدًا وَيَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ بِلَيَالِيْهَا وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ
وَاِنْ مَسَحَ مُقِيْمٌ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ اَتَمَّ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ وَاِنْ اَقَامَ
الْمُسَافِرُ بَعْدَ مَا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَ وَاِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَفَرْضُ الْمَسْحِ قَدْرُ
ثَلَاثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصْغَرِ اَصَابِعِ الْيَدِ عَلٰى ظَاهِرِ مُقَدَّمِ كُلِّ رِجْلٍ
وَسُنَنُهُ مَدُّ الْاَصَابِعِ مُفَرَّجَةً مِنْ رُؤُوْسِ اَصَابِعِ الْقَدَمِ اِلَى السَّاقِ وَيَنْقُضُ
مَسْحَ الْخُفِّ اَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَنَزْعُ خُفٍّ وَلَوْ بِخُرُوْجِ
اَكْثَرِ الْقَدَمِ اِلٰى سَاقِ الْخُفِّ وَاِصَابَةُ الْمَاءِ اَكْثَرَ اِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِي
الْخُفِّ عَلَى الصَّحِيْحِ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ اِنْ لَمْ يَخَفْ ذِهَابَ رِجْلِهِ مِنَ
الْبَرْدِ وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ الْاَخِيْرَةِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ وَلَايَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلٰى عِمَامَةٍ
وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ ـ

মোজার উপর মাসাহ্ করা জায়িয হওয়ার শর্ত সাতটি। এক. মোজাদ্বয় উভয় পা ধৌত করার পর পরিধান করা,[৪০] যদিও তা ওযূ পূর্ণ করার পূর্বেই পরিধান করা হয় এবং ওযূর বাকী কাজগুলো ওযূ ভঙ্গকারী কোন কিছু উপস্থিত হওয়ার আগেই পূর্ণ করে নেয়া হয়। দুই. মোজাদ্বয় গোড়ালীদ্বয়কে ঢেকে ফেলা (অর্থাৎ মোজাদ্বয় গোড়ালীর উপর পর্যন্ত হতে হবে।) তিন. মোজাদ্বয় পরিহিত অবস্থায় অবিরমভাবে চলাফেরা করা সম্ভব হওয়া। সুতরাং কাঁচ, কাঠ ও লোহার মোজার উপর মাসাহ করা জায়িয নয়। চার. উভয় মোজার প্রত্যেকটি পায়ের ক্ষুদ্রতম আঙ্গুলসমূহের মধ্যে তিন আঙ্গুলের সম পরিমাণ ফাটল থেকে মুক্ত হওয়া। পাঁচ. কোন প্রকার বাঁধন ছাড়া মোজাদ্বয় পায়ের সাথে এ্যাটে থাকা। ছয়. ত্বক পর্যন্ত পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে মোজাদ্বয় প্রতিবন্ধক

৪০. অর্থাৎ ওযূ সম্পন্ন করা হোক অথবা না হোক শর্ত হলো পা ধৌত করার পর মোজা পরিধান করতে হবে কাজেই কোন লোক যদি প্রথমে পা ধৌত করে মোজা পরিধান করে এবং তারপর ওযূর বাকী কাজগুলো সম্পন্ন করে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই তবে শর্ত হলো মোজা পরিধান করার পর এবং ওযূর বাকী কাজগুলো সমাধা করার পূর্বে ওযূ ভঙ্গকারী কোন কিছু সংঘটিত না হওয়া

হওয়া। সাত. পায়ের সামনের দিকের অংশ থেকে হাতের ক্ষুদ্রতম তিন আঙ্গুলের সমপরিমাণ অংশ বহাল থাকা। সুতরাং যদি পায়ের সামনের অংশ না থাকে (যেমন কেটে গেল), তবে মোজার উপর মাসাহ্ করা যাবে না, যদিও পায়ের পেছনের অংশ বাকী থাকে। মুকীম[৪১] ব্যক্তি একদিন একরাত্র পর্যন্ত মাসাহ করবে। আর মুসাফির মাসাহ্ করবে তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত। মাসাহ্র মেয়াদকাল শুরু হবে মোজা পরিধান করার পর ওযূ ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে। যদি মুকীম ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ্ আরম্ভ করার পর মাসাহ্র মেয়াদ (একদনি একরাত) পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সফর শুরু করে, তবে সে মুসাফিরের মেয়াদ (তিনদিন তিনরাত) পূর্ণ করবে। যদি একদিন এক রাত মাসাহ্ করার পর মুসাফির মুকীম হয়ে যায় তবে সে (মোজা) খুলে ফেলবে। নচেৎ একদিন একরাত পূর্ণ করবে।

হাতের ক্ষুদ্রতম আঙ্গুলসমূহের মধ্যে তিন আঙ্গুলের সমপরিমাণ প্রত্যেক পায়ের সামনের দিক থেকে উপরের অংশের উপর মাসাহ করা ফরয। (মাসাহ করার সময় আঙ্গুলসমূহ খোলা ও সোজা রেখে) পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে গোড়ালীর দিকে টেনে আনা সুন্নাত। চারটি জিনিস মোজার মাসাহ্ ভঙ্গ করে দেয়। ১। যে সকল জিনিস ওযূ ভঙ্গ করে। ২। মোজা খুলে যাওয়া, যদিও তা পায়ের পাতার অধিকাংশ মোজার গোছার দিকে নিজে নিজে বেরিয়ে আসার কারণে হয়। ৩। সহীহ্ মাযহাব মতে মোজা পরিহিত পা'দ্বয়ের কোন একটির বেশির ভাগ অংশে পানি লাগা। ৪। মাসাহ্র মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়া, যদি ঠান্ডা জনিত কারণে পা নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে। তিনদিন শেষ হওয়ার পর শুধু পাদ্বয় ধৌত করবে। পাগড়ী, টুপি, বোরকা ও হাত মোজার উপর মাসাহ্ করা জায়িয নয়।

فَصْلٌ : اِذَا افْتَصَدَ اَوْجُرِحَ اَوْكُسِرَ عُضْوُهُ فَشَدَّهُ بِخِرْقَةٍ اَوْجَبِيْرَةٍ وَكَانَ لَايَسْتَطِيْعُ غُسْلَ الْعُضْوِ وَلَايَسْتَطِيْعُ مَسْحَهُ وَجَبَ الْمَسْحُ عَلٰى اَكْثَرِ مَا شَدَّ بِهِ الْعُضْوَ وَكَفَى الْمَسْحُ عَلٰى مَاظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ وَالْمَسْحُ كَالْغُسْلِ فَلَايَتَوَقَّتُ بِمُدَّةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ شَدُّ الْجَبِيْرَةِ عَلٰى طُهْرٍ وَيَجُوْزُ مَسْحُ جَبِيْرَةِ اِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غُسْلِ الْاُخْرٰى وَلَايَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوْطِهَا قَبْلَ الْبُرْءِ وَيَجُوْزُ تَبْدِيْلُهَا بِغَيْرِهَا وَلَايَجِبُ اِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَالْاَفْضَلُ اِعَادَتُهُ وَاِذَا رَمِدَ وَاُمِرَ اَنْ لَايَغْسِلَ عَيْنَهُ اَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً وَعِلْكًا اَوْ جِلْدَةَ مِرَارَةٍ وَضَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ وَلَايَفْتَقِرُ اِلَى النِّيَّةِ فِىْ مَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيْرَةِ وَالرَّاسِ۔

---

৪১. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে অথবা নিজ বাড়ি হতে ৪৮ মাইলের কম দূরবর্তী স্থানে অথবা ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে পনর দিন বা পনর দিনের অধিক কাল অবস্থান করার ইচ্ছা করে ফিকহের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে মুকীম বলে। আর যে ব্যক্তি ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে দূরবর্তী স্থানে গমনের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ি হতে বের হয়ে স্বীয় এলাকার বাইরে চলে যায় অথবা উল্লিখিত পরিমাণ কোন দূরবর্তী স্থানে পনর দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা করে তাকে মুসাফির বলে।

পরিচ্ছেদ

ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ্ করা প্রসঙ্গ

যখন ওযূ করতে আগ্রহী ব্যক্তি শিঙা নেয়, অথবা কোন অঙ্গ ক্ষতযুক্ত হয়, অথবা ভেঙ্গে যায়, অতপর যে অঙ্গটি কোন কাপড়ের চিলতা দ্বারা বাঁধা হয় বা প্লাষ্টার করা হয় এবং সে অঙ্গটি ধৌত করা ও পূর্ণরূপে মাসাহ্ করা সম্ভব না হয়, তখন যা দ্বারা সে অঙ্গটি বাঁধা হয়েছে তার অধিকাংশের উপর মাসাহ্ করা ওয়াজিব। রক্ত মোক্ষণকারীর পট্টির নিচ থেকে শরীরের যে অংশটুকু প্রকাশ পায় তার উপর মাসাহ্ করাই যথেষ্ট[৪২] (ধৌত করা আবশ্যক নয়)। এরূপ মাসাহ্ করা ধৌত করার সমতুল্য। সুতরাং তা কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট যুক্ত হবে না এবং পবিত্র অবস্থায় পট্টি বাঁধা শর্ত নয়। উভয় পায়ের যে কোন একটি ধৌত করা সত্ত্বেও অপর পা মাসাহ্ করা জায়িয। সুস্থ হওয়ার পূর্বে খুলে যাওয়ার কারণে মাসাহ্ বাতিল হবে না এবং এ অবস্থায় নতুন পট্টি দ্বারা পুরাতন পট্টি পরিবর্তন করা জায়িয। কিন্তু তখন পুনরায় মাসাহ্ করা ওয়াজিব হবে না, (যদিও) পুনরায় মাসাহ্ করা উত্তম। যদি কারও চোখ ওঠা রোগ দেখা দেয় এবং তাকে বলা হয় যে, চোখ ধৌত করবে না, অথবা নখ ভেঙ্গে যায় এবং তার উপর কোন ঔষধ, মলম অথবা পাতার ঝিল্লি লাগানো হয় এবং তা ফেলে দেয়া তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তবে এ সকল অবস্থায় মাসাহ্ করা জায়িয হবে। যদি মাসাহ্ করাও ক্ষতিকর হয়, তবে তাও ত্যাগ করবে। মোজা, পট্টি ও মাথা মাসাহ্ করার ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন নেই।

بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

يَخْرُجُ مِنَ الْفَرَجِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَاِسْتِحَاضَةٌ، فَالْحَيْضُ دَمٌ يَنْفُضُهُ رِحْمُ بَالِغَةٍ لَادَاءَ بِهَا وَلَاحَبْلَ وَلَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْاَيَاسِ، وَاَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَاَوْسَطُهُ خَمْسَةٌ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ، وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقْبَ الْوِلَادَةِ وَاَكْثَرُهُ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَلَاحَدَّ لِاَقَلِّهِ وَالْاِسْتِحَاضَةُ دَمٌ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْزَادَ عَلٰى عَشَرَةٍ فِي الْحَيْضِ وَعَلٰى اَرْبَعِيْنَ فِي النِّفَاسِ وَاَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَاحَدَّ لِاَكْثَرِهِ اِلَّالِمَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ اَشْيَاءَ : اَلصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ اٰيَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَمَسُّهَا اِلَّابِغِلَافٍ وَدُخُوْلُ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافُ وَالْجِمَاعُ

---

৪২. শিঙা লাগানো অংশ অথবা ক্ষতস্থানের অতিরিক্ত শরীরের যে অংশটুকু পট্টি বা ব্যান্ডেজের আওতায় পড়েছে সে অংশটুকু সুস্থ হলেও তা ধৌত করার ফলে ব্যান্ডেজ খুলে যাওয়া অথবা ক্ষতস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকায় সে অংশটুকু ধৌত করা ফরয নয়। এ অবস্থায় তা মাসেহ করাই যথেষ্ট।

وَالْاِسْتِمْتَاعُ بِمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى تَحْتِ الرُّكْبَةِ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ
الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطْءُ بِلَا غُسْلٍ وَلَا يَحِلُّ إِنِ انْقَطَعَ بِدُوْنِهِ لِتَمَامِ عَادَتِهَا
إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ أَوْ تَصِيْرَ الصَّلٰوةُ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهَا وَذٰلِكَ
بِأَنْ تَجِدَ بَعْدَ الْاِنْقِطَاعِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِيْ انْقَطَعَ الدَّمُ فِيْهِ زَمَنًا يَسَعُ
الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ فَمَا فَوْقَهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ حَتّٰى خَرَجَ الْوَقْتُ
وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُوْنَ الصَّلٰوةِ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ
أَشْيَاءَ: اَلصَّلٰوةُ وَقِرَاءَةُ آيَةِ الْقُرْآنِ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ وَدُخُوْلُ مَسْجِدٍ
وَالطَّوَافُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: اَلصَّلٰوةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ
الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغِلَافٍ. وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَلٰوةً
وَلَا صَوْمًا وَلَا وَطْئًا وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ عُذْرٌ كَسَلَسِ بَوْلٍ
وَاسْتِطْلَاقِ بَطْنٍ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلُّوْنَ بِهِ مَا شَاءُوْا مِنَ
الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَيَبْطُلُ وُضُوْءُ الْمَعْذُوْرِيْنَ بِخُرُوْجِ الْوَقْتِ فَقَطْ وَلَا يَصِيْرُ
مَعْذُوْرًا حَتّٰى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِلًا لَيْسَ فِيْهِ انْقِطَاعٌ بِقَدْرِ الْوُضُوْءِ
وَالصَّلٰوةِ وَهٰذَا شَرْطُ ثُبُوْتِهِ وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُوْدُهُ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ
ذٰلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وَشَرْطُ انْقِطَاعِهِ وَخُرُوْجِ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذُوْرًا خُلُوُّ
وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْهُ۔

পরিচ্ছেদ

হায়য, নিফাস ও ইস্তিহাযা প্রসঙ্গ

হায়য, নিফাস ও ইস্তিহাযা জরায়ু হতে নির্গত হয়। হায়য ঐ রক্ত স্রাবকে বলে যা যার কোন রোগ নেই এমন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর মাতৃশয় হতে নির্গত হয় এবং সে গর্ভবতীও নয় ও "সন্নে ইয়াস' বা (যে বয়সে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না) সে বয়সেও উপনীত হয়নি। হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন, মধ্যবর্তী মেয়াদ পাঁচ দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। নিফাস হলো ঐ রক্তস্রাব যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর নির্গত হয়। এর সর্বোচ্চ (মেয়াদ) চল্লিশ দিন এবং সর্বনিম্ন মেয়াদের কোন সীমা নেই। ইস্তিহাযা ঐ রক্তস্রাবকে বলে যা তিন দিন থেকে কম হয় এবং হায়যের সময় যা দশ দিন থেকে বেশী হয় ও নিফাসের সময় যা চল্লিশ দিন থেকে বেশী হয়। দুই হায়েযের মধ্যবর্তী মেয়াদ পবিত্রাবস্থা-তুহরের সর্বনিম্ন মেয়াদকাল হলো পনর দিন এবং

এর সর্বোচ্চ মেয়াদের কোন সীমা নেই। তবে যে মহিলা ইস্তিহাযার অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তার সর্বোচ্চ মেয়াদ নির্দিষ্ট যুক্ত হবে[৪৩]। হায়য ও নিফাসের কারণে আটটি জিনিস হারাম হয়ে যায়। ১। নামায, ২। রোযা, ৩। পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করা, ৪। কুরআন করীম স্পর্শ করা, তবে তা গেলাফ সহকারে (ধরা যাবে), ৫। মসজিদের প্রবেশ করা, ৬। তাওয়াফ করা, ৭। স্ত্রী সহবাস করা এবং ৮। নাভির নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত (নারী অঙ্গ) উপভোগ করা।

যখন হায়য ও নিফাসের সর্বোচ্চতম মেয়াদ যেশে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল ব্যতীতই স্ত্রী মিলন হালাল হয়। পক্ষান্তরে যদি (সর্বোচ্চতম মেয়াদ) পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অভ্যাস (-এর মেয়াদ) পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে স্ত্রী মিলন হালাল হবে না[৪৪], সে অবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে। (যদি গোসল করার সামর্থ না থাকে তবে) তায়াম্মুম করবে এবং নামায আদায় করবে অথবা তার জিম্মায় নামায ঋণ স্বরূপ হয়ে থাকবে (যার কাযা করা ফরয)। নামায জিম্মায় থাকার উদাহরণ হলো, যে সময়টিতে রক্ত বন্ধ হয়েছে, সেই সময়ের পরে উক্ত মহিলার এতটুকু সময় পাওয়া যাতে গোসল ও তাহরিমা অথবা উভয়ের থেকে অধিক কিছু করার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও গোসল ও তায়াম্মুম না করা অবস্থায় নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া। হায়য ও নিফাসবিশিষ্ট মহিলাকে রোযার কাযা করতে হবে, নামাযের নয়।

জানাবাত (স্ত্রী-মিলন বা স্বপ্নদোষের পরবর্তী অবস্থা) জনিত কারণে পাঁচটি জিনিস হারাম হয়ে যায়। ১। নামায ২। কুরআন করীমের কোন আয়াত পাঠ[৪৫] করা। ৩। গেলাফ ব্যতীত কুরআন শরীফ স্পর্শ করা। ৪। মসজিদে প্রবেশ করা ও ৫। তাওয়াফ করা। মুহদিছ (ওযূহীন)-এর উপর তিনটি জিনিস হারাম। ১। নামায পড়া। ২। তাওয়াফ করা ও ৩। গেলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা। ইস্তিহাযার রক্ত গরমের প্রকোপজনিত কারণে নাক দিয়ে স্থায়ীভাবে রক্ত পড়ার মত। তা নামায, রোযা ও স্ত্রী মিলনকে বাধাগ্রস্থ করে না। ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা এবং ঐ ব্যক্তি যার কোন ওযর আছে, যেমন যাদের ধারাবাহিকভাবে প্রস্রাব নির্গত হয় এবং দাস্ত হয় তারা প্রত্যেক ফরয নামাযের সময় নতুনভাবে ওযূ করবে ও সে ওযূ দ্বারা (উক্ত সময়ে) যা ইচ্ছা ফরয ও নফল নামায পড়তে পারবে। যারা মা'যূর (অপারগ) তাদের ওযূ নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। (তবে এ ছাড়া ওযূ ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ পাওয়া গেলে সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেও ওযূ বিনষ্ট হয়ে যাবে।) ওযূ করতে পারে ও ফরয নামায আদায় করতে পারে এতটুকু সময়ের অবকাশ না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ এক ওয়াক্ত সময় পর্যন্ত কেউ ওযরগ্রস্ত না হলে সে মা'যূর হিসাবে গণ্য হবে না। এটাই হলো ওযর প্রমাণিত হওয়ার শর্ত। ওযরের

---

৪৩. অর্থাৎ যে মহিলার প্রথমবার রক্তস্রাব শুরু হয়েছে তা দশদিনের অধিক হলে তার হায়য ও তুহরের মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ দশ দিন হায়যের এবং পনের দিন তুহরের মিসাবে গণ্য হবে। আর যদি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর এরূপ রক্তস্রাব হয়ে থাকে তবে প্রথম চল্লিশ দিন নিফাসের ধরা হবে এবং এর পরবর্তী দিনসমূহকে ইস্তাহাযার কাল ধরা হবে। আর কোন মহিলা পূর্বেই বালিগা ছিল এবং তার হায়য হত, অতপর তার ইস্তিহাযা শুরু হয়েছে, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হায়যের মেয়াদ নির্ধারিত থাকলে সে নির্ধারিত মেয়াদকে হায়য গণ্য করা হবে এবং মেয়াদের পরবর্তী দিনসমূহকে ইস্তহাযা গণ্য করা হবে।

৪৪. অর্থাৎ যদি দশ দিনের পূর্বে এবং পূর্ব থেকে চলে আশা নিয়মের পর কোন মহিলার হায়যের রক্ত বন্ধ হয় তবে তার সাথে সঙ্গম করতে হলে নিম্নে বর্ণিত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ করতে হবে। (১) উক্ত মহিলাকে গোসল করতে হবে। (২) গোসল করতে না পারলে তায়াম্মুম করে ফরয অথবা নফল যে কোন নামায পড়তে হবে। (৩) অথবা পবিত্র হওয়ার পরবর্তী নামায তার জিম্মায় কাযা হিসাবে পড়া আবশ্যক হয়ে থাকবে।

৪৫. তবে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ছাড়া দু'আ বা তদবীরের উদ্দেশ্যে কুরআনের কোন আয়াত বা তার অংশবিশেষ পাঠ করা জায়িয।

স্থায়িত্বের শর্ত হলো তা আরম্ভ হওয়ার পর প্রত্যেক নামাযের সময়ে ওযর পাওয়া যাওয়া, যদিও তা মাত্র একবারই হয়ে থাকে। ওযর বন্ধ হওয়া ও অপারগ ব্যক্তির অপারগতা থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত হলো, এক নামাযের পূর্ণ সময় পর্যন্ত ওযর থেকে মুক্ত থাকা। (অর্থাৎ, এক নামাযের পূর্ণ সময় ওযর ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে, তার ওযরটি রহিত হয়ে গেছে।)

بَابُ الْاَنْجَاسِ وَالطَّهَارَةِ عَنْهَا

تَنْقِسِمُ النَّجَاسَةُ اِلٰى قِسْمَيْنِ غَلِيْظَةٍ وَخَفِيْفَةٍ فَالْغَلِيْظَةُ كَالْخَمْرِ وَالدَّمِ الْمَسْفُوْحِ وَلَحْمِ الْمَيْتَةِ وَاِهَابِهَا وَبَوْلِ مَالَايُؤْكَلُ وَنَجْوِ الْكَلْبِ وَرَجِيْعِ السِّبَاعِ وَلُعَابِهَا وَخُرْءِ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ وَالْاَوْزِ وَمَايَنْقُضُ الْوُضُوْءُ بِخُرُوْجِهٖ مِنْ بَدَنِ الْاِنْسَانِ وَاَمَّا الْخَفِيْفَةُ فَكَبَوْلِ الْفَرَسِ وَكَذَا بَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهٗ وَخُرْءُ طَيْرٍ لَايُؤْكَلُ وَعُفِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الْمُغَلَّظَةِ وَمَادُوْنَ رُبْعِ الثَّوْبِ اَوِ الْبَدَنِ وَعُفِيَ رَشَاشُ بَوْلٍ كَرُؤُوْسِ الْاِبَرِ وَلَوِ ابْتَلَّ فِرَاشٌ اَوْتُرَابٌ نَجِسَانِ مِنْ عَرَقِ نَائِمٍ اَوْبَلَلِ قَدَمٍ وَظَهَرَ اَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالْقَدَمِ تَنَجَّسَا وَاِلَّافَلَا كَمَا لَايَنْجُسُ ثَوْبٌ جَافٌّ طَاهِرٌ لُفَّ فِيْ ثَوْبٍ نَجِسٍ رَطْبٍ لَايَنْعَصِرُ الرَّطْبُ لَوْعُصِرَ وَلَايَنْجُسُ ثَوْبٌ رَطْبٌ بِنَشْرِهٖ عَلٰى اَرْضٍ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ فَتَنَدَّتْ مِنْهُ وَلَابِرِيْحٍ هَبَّتْ عَلٰى نَجَاسَةٍ فَاَصَابَتِ الثَّوْبَ اِلَّا اَنْ يَظْهَرَ اَثَرُهَا فِيْهِ ـ

পরিচ্ছেদ

নাপাকী ও এ থেকে পবিত্র হওয়া প্রসঙ্গ

নাপাকী দু'ভাগে বিভক্ত। গালীযা,[৪৬] ও খফীফা। গালীযা ; যেমন মদ, প্রবাহিত রক্ত,[৪৭] মৃত জন্তুর মাংস ও তার কাঁচা চামড়া, ঐ সমস্ত পশুর পেশাব যার গোশত ভক্ষণ করা হালাল নয়, কুকুরের পায়খানা, হিংস্র জন্তুর বাহ্যি ও তার লালা, মোরগ, হাস ও জল কুক্কুটের পায়খানা এবং ঐ সমস্ত জিনিস যা মানুষের শরীর থেকে বের হওয়ার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। আর খফীফা, যেমন ঘোড়ার পেশাব এবং অনুরূপভাবে ঐ সকল পশুর পেশাব যার মাংস ভক্ষণ

---

৪৬. এমন নাপাকী যার অপবিত্রতা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

৪৭. প্রবাহিত রক্ত অর্থ যে রক্ত প্রাণীর দেহ হতে বের হয়ে প্রবাহিত হয়। অতএব কোন প্রাণীকে যবেহ করার সময় যে রক্ত বের হয় তা গালীজা। উক্ত রক্ত জমে গেলেও তা গালীজাই থাকবে। কিন্তু যবেহকৃত গোশত হতে পরে যে রক্ত বের হয় তা মার্জনীয়। (তাহাবী, মারাকী)। অনুরূপ যবেহকৃত প্রাণীর কলিজা ও গুর্দার রক্ত এবং আল্লাহর পথে শহীদের রক্তও মার্জনীয়। প্রবাহিত রক্তের আলামত হলো তাতে বাতাস লাগার পর তা গাঢ় হয়ে শুকিয়ে কালো হয়ে যায়।

করা হালাল এবং ঐ সমস্ত পাখির বিষ্ঠা যার মাংস ভক্ষণ করা হালাল নয়। গলীযা নাপাকী এক দিরহামের সমপরিমাণ মাফ। খাফীফা নাপাকীতে কাপড় অথবা শরীরের কোন একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত মাফ। সূচাগ্রের মত (সূক্ষ্মতম) পেশাবের ছিটা মাফ এবং যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘাম বা পায়ের সিক্ততা দ্বারা নাপাক বিছানা বা নাপাক মাটি ভিজে যায় এবং শরীর ও পায়ে ঐ নাপাকীর নিদর্শন প্রকাশ পায় তবে উভয়টি (শরীর ও পা) নাপাক হয়ে যাবে। নচেৎ (যদি নিদর্শন প্রকাশ না পায়) নাপাক হবে না। যেমন সেই শুকনো পবিত্র কাপড় নাপাক হয় না যাকে এমন একটি ভেজা নাপাক কাপড়ে পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঐ কাপড়টিকে নিঙড়ানো হলে তা থেকে পানি নিঙড়িত হয় না। পবিত্র ভেজা কাপড় নাপাক শুকনো মাটিতে বিছিয়ে দেয়ার কারণে যে মাটি সিক্ত হয়ে যায়, তাতে কাপড় নাপাক হয় না। অনুরূপ ঐ বাতাসের কারণেও তা (নাপাক হয় না) যা নাপাকীর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, অতপর কাপড় পর্যন্ত পৌছেছে। কিন্তু নাপাকীর আলামত কাপড়ে প্রকাশ পেলে তা (নাপাক হয়ে যাবে)।

وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ شَقَّ زَوَالُهُ وَغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ بِغَسْلِهَا ثَلَاثًا وَالْعَصْرِ كُلَّ مَرَّةٍ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِنْ نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ وَجَفَّتْ جَازَتِ الصَّلٰوةُ عَلَيْهَا دُوْنَ التَّيَمُّمِ مِنْهَا وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلَإٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اِسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا كَأَنْ صَارَتْ مِلْحًا أَوِ احْتَرَقَتْ بِالنَّارِ وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُّ بِفَرْكِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَيَطْهُرُ الرَّطْبُ بِغَسْلِهِ۔

সঠিক মাযহাব অনুযায়ী নাপাকীর (বস্তুগত) অস্তিত্ব দূর হওয়ার দ্বারাই দৃশ্যমান নাপাকী দ্বারা নাপাক হওয়া বস্তুটি পাক হয়ে যায়, যদিও একবারের (ধোয়ার) ফলেই (তার বস্তুগত অস্তিত্ব দূর হয়ে যায়)। নাপাকীর এমন নিদর্শন ক্ষতিকর নয় যা দূর হওয়া কষ্টকর। তিনবার ধৌত করা এবং প্রত্যেকবার নিঙড়ানো দ্বারা অদৃশ্যমান নাপাকী (পাক হয়ে যায়)। পানি ও প্রত্যেক প্রবাহিত দূরকারী বস্তু দ্বারা কাপড় ও শরীরের নাপাকী দূর হয়ে যায়, যেমন সিরকা, গোলাপ জল (ইত্যাদি)। মোজা ও এ জাতীয় বস্তু ঘর্ষণ করার ফলে এমন নাপাকী থেকে পাক হয়ে যায়, যার বস্তুগত অস্তিত্ব আছে এবং সেটি ভেজা হয়। তরবারী ও এ জাতীয় জিনিস মোছা দ্বারাই পাক হয়। যখন মাটি হতে নাপাকীর নিদর্শন দূর হয়ে যায় এবং তা শুকিয়ে যায়, তখন এর উপর নামায পড়া জায়িয। কিন্তু এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয নয়। যে সমস্ত বৃক্ষ ও তৃণ দন্ডায়মান অবস্থায় মাটির সাথে লেপ্টে থাকে নাপাকীর নিদর্শন শুকিয়ে যাওয়ার কারণে মাটির সাথে সাথে তাও পাক হয়ে যায়। (কিন্তু এর সাথে সাথে বৃক্ষ অথবা তৃণও যে শুকিয়ে যেতে হবে এমনটি

আবশ্যক নয়।) যে নাপাকীর প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়, যেমন লবন হয়ে যাওয়া অথবা জ্বলে যাওয়া উক্ত পরিবর্তনের ফলে তা পাক হয়ে যায়। শুকনো বীর্য শরীর ও কাপড় থেকে খুঁটে খুঁটে ফেলে দেয়ার দ্বারা শরীর ও কাপড় পাক হয়ে যায়, আর সিক্ত বীর্য পাক হয় গোসল দ্বারা।

فَصْلٌ: يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ كَالْقَرْظِ وَبِالْحُكْمِيَّةِ كَالتَّتْرِيْبِ وَالتَّشْمِيْسِ اِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ وَتُطَهِّرُ الذَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَاكُوْلِ دُوْنَ لَحْمِهٖ عَلٰى اَصَحِّ مَايُفْتٰى بِهٖ وَكُلُّ شَيْءٍ لَايَسْرِيْ فِيْهِ الدَّمُ لَايَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ كَالشَّعْرِ وَالرِّيْشِ الْمَجْزُوْرِ وَالْقَرْنِ وَالْحَافِرِ وَالْعَظْمِ مَالَمْ يَكُنْ بِهٖ دَسَمٌ وَالْعَصَبُ نَجِسٌ فِي الصَّحِيْحِ وَنَافِجَةُ الْمِسْكِ طَاهِرَةٌ كَالْمِسْكِ وَاَكْلُهٗ حَلَالٌ وَالزَّبَادُ طَاهِرٌ تَصِحُّ صَلٰوةُ مُتَطَيِّبٍ بِهٖ۔

পরিচ্ছেদ

মৃত পশুর কাঁচা চামড়া প্রকৃত উপায়ে সংস্করণ করা দ্বারা পাক হয়ে যায়, যেমন বাবলা গাছের পাতা দ্বারা সংস্করণ করা।[৪৮] (কিন্তু আল্লামা আহমদ তাহতাভী "করয' শব্দের অর্থ করেছেন বাবলার মূল। কারণ পাতা দ্বারা চামড়া পাকা করা যায় না।) অনুরূপ হুকমী সংস্করণ দ্বারাও (পাক হয়ে যায়), যেমন মাটির সাথে মর্দন করা অথবা সূর্যের তাপে শুকানো (ইত্যাদি)। কিন্তু শূকর ও মানুষের চামড়া (সংস্করণ দ্বারা পাক হয় না)। শরী'আত সম্মত উপায়ে যবেহ করা হারাম পশুর চামড়াকে পাক করে দেয়, তার মাংসকে নয়। সাহীহ মাযহাব মতে এর উপরই ফাতওয়া দেয়া হয়ে থাকে। প্রাণীর যে সমস্ত অংগে রক্ত চলাচল করে না মৃত্যুর কারণে সেগুলো নাপাক হয় না। যেমন, চুল, পাখির কাটা পাকল, শিং, ক্ষুর এবং চর্বিমুক্ত হাড্ডি। সঠিক উক্তি মতে জন্তুর লেজের উদগম অংশ বা পাছা নাপাক। মৃগনাভির থলি মৃগনাভির মতই পাক এবং মৃগনাভি খাওয়া হালাল। অনুরূপভাবে যাবাদও পাক। (যাবাদ হলো এক প্রকার উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধিযুক্ত তরল বস্তু যা বুনোগাভীর লেজের উদগম অংশে গুহ্যদ্বারে সঞ্চিত হয়।) এর দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহারকারীর নামায সঠিক হয়।

৪৮. এটা কাঁচা চামড়কে পাকা করার প্রাচীন পদ্ধতি। বর্তমান যামানায় আধুনিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে চামড়া পাকা করা হয় তাতেও চামড়া পাক হয়ে যায়।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

يُشْتَرَطُ لِفَرْضِيَّتِهَا ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ اَلْاِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْاَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ وَاَسْبَابُهَا اَوْقَاتُهَا وَتَجِبُ بِاَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوْبًا مُوَسَّعًا وَالْاَوْقَاتُ خَمْسَةٌ وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ اِلٰى قُبَيْلِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ اِلٰى اَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ اَوْ مِثْلَهُ سِوٰى ظِلِّ الْاِسْتِوَاءِ وَاخْتَارَ الثَّانِيَ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنِ ابْتِدَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِثْلِ اَوِ الْمِثْلَيْنِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبُ مِنْهُ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّفَقِ الْاَحْمَرِ عَلَى الْمُفْتٰى بِهِ وَالْعِشَاءُ وَالْوِتْرُ مِنْهُ اِلَى الصُّبْحِ وَلَا يُقَدَّمُ الْوِتْرُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيْبِ اللَّازِمِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِيْ وَقْتٍ بِعُذْرٍ اِلَّا فِيْ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ بِشَرْطِ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ وَالْاِحْرَامِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَجُزِ الْمَغْرِبُ فِيْ طَرِيْقِ مُزْدَلِفَةَ وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِلرِّجَالِ وَالْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَعْجِيْلُهُ فِي الشِّتَاءِ اِلَّا فِيْ يَوْمِ غَيْمٍ فَيُؤَخَّرُ فِيْهِ وَتَاْخِيْرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُهُ فِيْ يَوْمِ الْغَيْمِ وَتَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ اِلَّا فِيْ يَوْمِ غَيْمٍ فَيُؤَخَّرُ فِيْهِ وَتَاْخِيْرُ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَتَعْجِيْلُهُ فِي الْغَيْمِ وَتَاْخِيْرُ الْوِتْرِ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَثِقُ بِالْاِنْتِبَاهِ۔

নামায অধ্যায়

নামায ফরয হওয়ার জন্য তিনটি জিনিস শর্ত। ১। সংশিষ্ট ব্যক্তির মুসলমান হওয়া, ২। প্রাপ্ত বয়স্ক (বালিগ) হওয়া ও ৩। জ্ঞানবান হওয়া। সাত বৎসর বয়সে সন্তানগণকে নামাযের জন্য আদেশ করতে হবে। যখন দশ বৎসর পূর্ণ হবে তখন নামায (ত্যাগ করার) কারণে হাত দ্বারা প্রহার করবে, লাঠি দ্বারা নয়। নামায (ফরয হওয়ার) কারণ নামাযের সময়। সুতরাং সময়ের প্রথম অংশেই নামায এমনভাবে ওয়াজিব হয় যা তার (শেষ সময় পর্যন্ত) বলবত থাকে, (অর্থাৎ,

শেষ সময় পর্যন্ত তা পড়া যায়)। নামাযের সময় পাঁচটি। ১। ফজরের সময় সুবহ্-সাদিকের উদয়কাল থেকে সূর্যোদয়ের ঈষৎ পূর্ব পর্যন্ত[৪৯]। ২। যুহরের সময় হলো সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে পড়া থেকে শুরু করে ঐ সময় পর্যন্ত যখন প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্নকালীন ছায়া বাদে তার দ্বিগুণ অথবা বরাবর হয়ে যায়। দ্বিতীয় উক্তিটি তাহাভী পছন্দ করেছেন। আর এটাই ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর উক্তি। ৩। আসরের সময় হলো (মধ্যাহ্নকালীন ছায়া ব্যতীত ঐ বস্তুর) সমপরিমাণ অথবা দ্বিগুণের অধিক হওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীন ছায়া বাদে যখন উক্ত ছায়া ঐ বস্তুর সমপরিমাণ অথবা দ্বিগুণ থেকে বেড়ে যায় তখন আসরের সময় শুরু হয়।) ৪। ফাতওয়া যোগ্য উক্তি মতে মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত হতে শুরু করে শুফক-ই-আহমর অন্তর্হিত হওয়া পর্যন্ত। (দিগন্তের অস্তকালীন লালিমাকে 'শুফক-ই-আহমর' বলে)। ৫। ইশা ও বিতের-এর সময় হলো, শুফক-ই-আহমার (অপসৃত হওয়ার পর) থেকে ভোর হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। বিতরের নামায ই'শার পূর্বে আদায় করা যাবে না, সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য যার প্রতি যত্নবান থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ই'শা ও বিতরের সময়ই পেল না তার উপর এ দুটি নামায ওয়াজিব হবে না। কোন ওযর (সমস্যা)-এর কারণে একই সময়ে দু'টি ফরয নামায এক সাথে পড়া যাবে না। কিন্তু আরাফার ময়দানে হাজ্জীগণের জন্য (দুই নামায একসাথে পড়া জায়িয।) তবে শর্ত হলো তা বড় ইমাম তথা খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধির সাথে পড়তে হবে ও ইহরামের সাথে হতে হবে। এসময় যুহর ও আসরের নামায একসাথে জমা-তাকদীম করে পড়বে[৫০]। আর মাগরিব ও ই'শা একত্রিতভাবে পড়বে মুযদালিফাতে এবং মুযদালিফার পথে মাগরিবের নামায (পড়া) জায়িয নয়[৫১]।

মুস্তহাব সময়

ফজরের মধ্যে পুরুষগণের[৫২] জন্য ইসফার[৫৩] (এতটুকু বিলম্ব করা যাতে ভোরের আলো ছড়িয়ে যায়) করা মুস্তাহাব। গরমের সময় যুহরের নামাযে ইবরাদ করা (তথা তাবদাহ হ্রাস পাওয়ার পর পড়া) মুস্তাহাব। শীতকালে যুহরের নামায বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু মেঘলা দিনের হুকুম এর ব্যতিক্রম। সে দিন (শীত কালেও) যুহরের নামায বিলম্বিত করে পড়বে। আসরের নামায সে সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা (মুস্তাহাব) যে সময় পর্যন্ত সূর্য (-এর আলো) পরিবর্তন না হয়[৫৪]। মেঘলা দিনে আসরের নামভায তাড়াতাড়ি পড়া (মুস্তাহাব)।

---

৪৯. সুব্‌হ্ সাদিক হলো রাত্রি শেষে পূর্ব দিগন্তে উদিত ও ক্রমবর্ধমান সেই শুভ্র রেখা যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে ও অদৃশ্য হয় না। আর যে শুভ্র রেখাটি এর পূর্বে উদিত হয়ে আবার মিলিয়ে যায় তার নাম সুব্‌হ্ কাযিব।

৫০. অর্থাৎ অসরের নামাযকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যুহরের সাথে একত্রে পড়তে হবে। আযান একটি হবে, কিন্তু তাকবীর হবে দুটি।

৫১. মুযদালিফা একটি জায়গার নাম। মাগরিব পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করার পর হাজীগণকে মুযদালিফায় গমন করতে হয় এবং সেখানেও রাত্রি যাপন করতে হয়। পথিমধ্যে মাগরিবের সময় অতিবাহিত হয়; কিন্তু সেকানে নামায পড়া জায়িয নয়। এখানে হাজীগণকে মাগরিবের নামায ই'শার সাথে আদায় করতে হয়। কাজেই এ একত্রীকরণেকে জমা তাখীর বলে।

৫২. তবে মহিলাদের জন্য অন্ধকার তথা ওয়াক্তের প্রথম দিকে পড়ে নেয়াই মুস্তাহাব। অবশ্য অন্যান্য সময়ে পুরুষদের জামাতের পর মহিলাদের নামায পড়া মুস্তাহাব।

৫৩. অর্থাৎ, সূর্য উদয় হওয়ার এতটুকু পূর্বে নামায আরম্ভ করা যাতে এটুকু সময়ের মধ্যে মাসনূন কিরাআতের সাথে দু'বার নামায পড়া যায়। -মারাকিউল ফালাহ্

৫৪. সূর্যের আলো পরিবর্তনের অর্থ হলো তৎপ্রতি তাকানোর পর দৃষ্টি ফিরে না আসা। যদি দৃষ্টি ফিরে না আসে তাহলে বুঝতে হবে সূর্যের আলোতে পরিবর্তন হয়েছে। আসরের নামায এর পূর্বে পড়া মুস্তাহাব।

মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি করে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু মেঘলা দিন-সেদিনে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে পড়বে। ই'শার[৫৫] নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করে পড়া (মুস্তাহাব)। তবে মেঘলা রাতে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। বিতরের নামায শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করা (মুস্তাহাব), সেই ব্যক্তির জন্য যে তার জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত।

فَصْلٌ : ثَلاثَةُ اَوْقَاتٍ لَايَصِحُّ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِيْ لَزِمَتْ فِي الذِّمَّةِ قَبْلَ دُخُوْلِهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اِلٰى اَنْ تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ اِسْتِوَائِهَا اِلٰى اَنْ تَزُوْلَ وَعِنْدَ اِصْفِرَارِهَا اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ وَيَصِحُّ اَدَاءُ مَاوَجَبَ فِيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَسَجْدَةِ اٰيَةٍ تُلِيَتْ فِيْهَا كَمَا صَحَّ عَصْرُ الْيَوْمِ عِنْدَ الْغُرُوْبِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالْاَوْقَاتُ الثَّلَاثَةُ يُكْرَهُ فِيْهَا النَّافِلَةُ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ وَلَوْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ كَالْمَنْذُوْرِ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرَ مِنْ سُنَّتِهٖ وَبَعْدَ صَلٰوتِهٖ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ وَعِنْدَ خُرُوْجِ الْخَطِيْبِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ الْاِقَامَةِ اِلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الْعِيْدِ وَلَوْ فِي الْمَنْزِلِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ الْجَمْعَيْنِ فِيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَعِنْدَ ضِيْقِ وَقْتِ الْمَكْتُوْبَةِ وَمُدَافَعَةِ الْاَخْبَثَيْنِ وَحُضُوْرِ طَعَامٍ تَتُوْقُهُ نَفْسُهُ وَمَايُشْغِلُ الْبَالَ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوْعِ ـ

পরিচ্ছেদ

নামাযের মাকরূহ সময় প্রসঙ্গ

তিনটি সময় এমন যাতে কোন ফরয অথবা কোন ওয়াজিব নামায পড়া সঠিক নয়, যা উক্ত সময় আগমন করার পূর্বে নামায পালনকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়েছিল। ১। সূর্য উদয় হওয়ার সময় যতক্ষণ না তা উপরে উঠে। ২। সূর্য মধ্য আকাশে স্থির থাকা অবস্থায়, যতক্ষণ না তা ঢলে পড়ে এবং ৩। সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। যে সমস্ত ফরয ঐ সময়গুলোতে আবশ্যক হয় সেগুলো (ঐ সময়ে) আদায় করা সঠিক (জায়িয), তবে তা মাকরূহ হবে। যেমন ঐ জানাযা যা (সে সময়ে) উপস্থিত হয়েছে এবং ঐ আয়াতে সাজদা, যা সে সময়ে পাঠ করা হয়েছে। এগুলোর হুকুম ঐ দিনের আসরের নামাযের মত যা সূর্যাস্তের সময় পড়া মাকরূহসহ জায়িয হয়। এই তিন সময়ে নফল নামায পড়া মাকরূহ তাহ্‌রীমী, যদিও সে নফলের

৫৫. রাতের এক তৃতীয়াংশ হতে মধ্য রাত্র পর্যন্ত বিলম্বিত করা কারাহাত ছাড়াই জায়িয। আর মধ্য রাতের পর হতে ঈশার নামাযকে বিলম্বিত করা মাকরূহ।

জন্য কোন কারণ[৫৬] থাকে, যেমন মান্নতের নামায ও তাওয়াফের (পরের) দু'রাকাত নামায। সুব্‌হ সাদিক উদয় হওয়ার পর ফজরের সুন্নাতের অতিরিক্ত অন্য কোন নামায পড়া মাকরূহ। ফজর ও আসরের নামাযের পরও (নফল নামায পড়া) মাকরূহ। মাগরিবের নামাযের পূর্বে ও খতীব মিম্বরে[৫৭] (খুৎবার জন্য) আবির্ভূত হওয়ার সময় হতে নামায থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত এবং ইকামাতের সময় (নফল নামায পড়া মাক্‌রূহ), তবে ফজরের সুন্নাত এর ব্যতিক্রম। ঈদের নামাযের পূর্বে (নফল নামায পড়া মাক্‌রূহ্‌) যদিও তা নিজ বাসগৃহের মধ্যে পড়া হয়ে থাকে। ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে এবং আরাফা ও মুযদালিফায় একই সাথে পঠিত নামাযের মাঝখানে (নফল নামায পড়া মাক্‌রূহ)। অনুরূপ ফরয নামাযের সময় সঙ্কীর্ণ হওয়ার কালে এবং পেশাব-পায়খানার চাপের সময় ও খাবার উপস্থিত থাকার সময় যখন এর প্রতি মনের চাহিদা প্রবল থাকে। আর এমন কোন বস্তুর উপস্থিতির সময় যা মনকে ব্যস্ত রাখে এবং একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটায়।

بَابُ الْاَذَانِ

سُنَّ الْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لِلْفَرَائِضِ مُنْفَرِدًا اَدَاءً اَوْ قَضَاءً سَفَرًا اَوْ حَضَرًا لِلرِّجَالِ وَكُرِهَ لِلنِّسَاءِ وَيُكَبِّرُ فِيْ اَوَّلِهِ اَرْبَعًا وَيُثَنِّيْ تَكْبِيْرَ اٰخِرِهٖ كَبَاقِيْ اَلْفَاظِهٖ وَلَاتَرْجِيْعَ فِي الشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مِثْلُهٗ وَيَزِيْدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْدَ فَلَاحِ الْاِقَامَةِ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ وَيَتَمَهَّلُ فِي الْاَذَانِ يُسْرِعُ فِي الْاِقَامَةِ وَلَايُجْزِئُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ اَذَانٌ فِي الْاَظْهَرِ وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَاَوْقَاتِ الصَّلٰوةِ وَعَلٰى وُضُوْءٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اِلَّااَنْ يَكُوْنَ رَاكِبًا وَاَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ اُذُنَيْهِ وَاَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهٗ يَمِيْنًا بِالصَّلٰوةِ وَيَسَارًا بِالْفَلَاحِ وَيَسْتَدِيْرُ فِيْ صَوْمَعَتِهٖ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُلَازِمُوْنَ لِلصَّلٰوةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وَفِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ اٰيَاتٍ قِصَارٍ اَوْ ثَلٰثِ خُطُوَاتٍ

---

৫৬. মান্নতকৃত নামাযের কারণ হলো, মানত করা। তাওয়াফের আদায়কৃত দু'রাকাত নামাযের। কারণ তাওয়াফ করা এবং এমনিভাবে তাহিয়্যাতুল ওযূ ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামাযের জন্য কারণ হলো ওযূ করা ও মাসজিদে প্রবেশ করা। এরূপ নামাযকে 'যাতুস সবব' বা কারণ সংশ্লিষ্ট নামায বলা হয়। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর মতে ওয়াজিব হোক অথবা নফল হোক উল্লিখিত সময়ে এ সব নামায আদায় করা জায়িয। ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর মতে কোন কারণ থাকুক অথবা না থাকু সর্বাবস্থায় উল্লিখিত সময়ে নফল অথবা ওয়াজিব নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী বা হারাম।

৫৭. অর্থাৎ, ইমাম খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণ করার পর যে কোন নফল ও সুন্নাত নামায পড়া মাকরূহ। এ বিধান জুমুআ, ঈদ, বিয়ে ও হজ্জ প্রভৃতি খুতবার জন্যও প্রযোজ্য।

وَيُثَوِّبُ كَقَوْلِهٖ بَعْدَ الْاَذَانِ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ الصَّلٰوةُ يَا مُصَلِّيْنَ ـ

وَيُكْرَهُ التَّلْحِيْنُ وَاِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَاَذَانُهٗ وَاَذَانُ الْجُنُبِ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ وَمَجْنُوْنٍ وَسَكْرَانَ وَاِمْرَاَةٍ وَفَاسِقٍ وَقَاعِدٍ وَالْكَلَامُ فِيْ خِلَالِ الْاَذَانِ وَفِي الْاِقَامَةِ وَيُسْتَحَبُّ اِعَادَتُهٗ دُوْنَ الْاِقَامَةِ وَيُكْرَهَانِ لِظُهْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ كَذَا لِلْاُوْلٰى. الْفَوَائِتِ وَكُرِهَ تَرْكُ الْاِقَامَةِ دُوْنَ الْاَذَانِ فِي الْبَوَاقِيْ اِنِ اتَّحَدَ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَاِذَا سَمِعَ الْمَسْنُوْنَ مِنْهُ اَمْسَكَ وَقَالَ مِثْلَهٗ وَحَوْقَلَ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَقَالَ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ اَوْمَاشَاءَ اللّٰهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ثُمَّ دَعَا بِالْوَسِيْلَةِ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ ـ

আযান অধ্যায়

পুরুষদের জন্য ফরয নামযে আযান ও ইকামাত সুন্নাত-ই মুওয়াক্কাদা, যদিও নামাযী একা হয় এবং নামায ওয়াক্তিয়া অথবা কাযা, সফরের অবস্থায় অথবা হযরের অবস্থায় হয়। মহিলাগণের জন্য (আযান ও ইকামত) উভয়টি মাকরূহ। আযানের শুরুতে চারবার তাকবীর- اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। আর আযানের শেষে অন্যান্য শব্দের মত তাকবীর দু'বার বলবে। তাকবীর এবং শাহাদাতের কালিমাদ্বয় اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ও اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তে তারজী' নেই।[৫৮] অনুরূপভাবে ইকামত আযানের মতই হবে। ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ দু'বার বাড়াবে এবং ইকামতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার বাড়াবে। আযানের (শব্দগুলো) থেমে থেমে বলবে এবং ইকামতের শব্দগুলো দ্রুত উচ্চারণ করবে (অর্থাৎ, দু'কালিমার মাঝখানে দম বন্ধ করবে না)। প্রসিদ্ধতম মতে ফারসী ভাষায় আযান দেয়া যথেষ্ট হবে না, যদিও তা আযান বলেই মনে হয়। মুআয্যিননের সৎকর্মশীল, (আযানের) সুন্নাত ও নামাযের সময় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং ওযূসহ কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব। তবে সে যদি (কোন প্রয়োজনে) সওয়ার অবস্থায় থাকে, (তখন কিবলামুখী হওয়ার মুস্তাহাব রহিত হয়ে যাবে। আযানের সময় নিজের দু'টি আঙ্গুল দু'কানের (ছিদ্রের) মধ্যে রাখা এবং حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে মুখ ফেরানো ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরানো মুস্তাহাব। (কিন্তু এ সময় বক্ষ কিবলামুখী রাখতে হবে।) তবে সে কক্ষ-অন্দরে হলে ঘুরে যাবে। আযান ও ইকামতের মাঝে এতটুকু ব্যবধান করবে, যাতে নামাযের প্রতি যত্নশীলগণ উপস্থিত হতে পারে। মুস্তাহাব সময়ের প্রতি লক্ষ্য

---

৫৮. তারজী' শব্দের অর্থ হলো পুনরাবৃত্তি করা। পরিভাষায় তারজী'র অর্থ হলো শাহাদাতের কালিমাদ্বয় প্রথমে আস্তে আস্তে বলা এবং পরে দীর্ঘ ও উচ্চস্বরে বলা। এভাবে মোট আটবার হয়ে যায়।

রাখবে। মাগরিবের সময়ে আযানের পর ছোট ছোট তিন আয়াত পাঠ করা অথবা (ধীরস্থিরভাবে) তিন কদম পর্যন্ত হাটার পরিমাণ বিলম্ব করবে এবং (এ ক্ষেত্রে) পুনরায় অবগতও করা যেতে পারে। যেমন আযানের পরে বলা যে, মুসল্লীগণ! নামায, নামায। লাহান করা (আযানের ধ্বনী ও শব্দকে গানের শব্দের মত উচ্চারণ করা), ওযূহীন ব্যক্তির ইকামাত বলা ও আযান দেওয়া, এবং জুনুবী ব্যক্তি, নির্বোধ শিশু, পাগল ও মাতাল এবং মহিলা ও (প্রকাশ্যে) পাপাচারকারী এবং উপবিষ্ট ব্যক্তির আযান দেওয়া মাকরূহ। আযান ও ইকামাতের মধ্যে কথা বলা (মাকরূহ্)। যে আযানের মধ্যে কথা বলা হয়েছে সে আযান পুনরায় দেওয়া মুস্তাহাব, ইকামত নয়। জুমুআর দিনে শহর এলাকায় যুহরের জন্য আযান-ইকামত উভয়টি মাকরূহ। কাযা নামাযের জন্য আযান দেবে ও ইকামাত বলবে। অনুরূপভাবে (একত্রে পড়ার সময়) একাধিক কাযা নামাযের প্রথমটির জন্য (আযান ও ইকামাত) দেবে। তবে অন্যান্য গুলোতে ইকামাত ত্যাগ করা মাকরূহ-আযান ত্যাগ করা মাকরূহ নয়, যদি কাযা নামায পড়ার স্থান একই হয়ে থাকে। (কাযা পড়ার স্থান পরিবর্তন করলে পুনরায় আযান দিতে হবে।) যখন মাসনূন আযান শুনতে পাবে তখন অন্য সব ব্যস্ততা ত্যাগ করে থেমে যাবে এবং মুয়াযযিনের মত (আযানের শব্দগুলো) উচ্চারণ করবে। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর উত্তরে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ বলবে এবং মুআয্যিনের اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলার সময় صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ অথবা مَاشَاءَ اللّٰهُ বলবে। পরিশেষে রাসূল (সা.)-এর জন্য ওসীলা প্রার্থনা করে এই দুআটি পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ ـ

হে আল্লাহ্! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমি প্রভু! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো ওসীলা, সুমহান শ্রেষ্ঠত্ব এবং (জান্নাতের) প্রশংসিত স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ।"

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ وَاَرْكَانِهَا

لَابُدَّ لِصِحَّةِ الصَّلٰوةِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ شَيْئًا اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ
وَطَهَارَةُ الْجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ مِنْ نَجَسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ حَتّٰى
مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْجَبْهَةِ عَلَى الْاَصَحِّ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ
وَلَايَضُرُّ نَظَرُهَا مِنْ جَيْبِهٖ وَاَسْفَلِ ذَيْلِهٖ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِّ الْمُشَاهِدِ
فَرْضُهٗ اِصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِ الْمُشَاهِدِ جِهَتُهَا وَلَوْ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّحِيْحِ
وَالْوَقْتُ وَاعْتِقَادُ دُخُوْلِهٖ وَالنِّيَّةُ وَالتَّحْرِيْمَةُ بِلَافَاصِلٍ وَالْاِتْيَانُ بِالتَّحْرِيْمَةِ

قَائِمًا قَبْلَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوْعِ وَعَدَمُ تَاخِيْرِ النِّيَّةِ عَنِ التَّحْرِيْمَةِ وَالنُّطْقُ بِالتَّحْرِيْمَةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الْاَصَحِّ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِى .

وَتَعْيِيْنُ الْفَرْضِ وَتَعْيِيْنُ الْوَاجِبِ وَلَايُشْتَرَطُ التَّعْيِيْنُ فِى النَّفْلِ وَالْقِيَامُ فِىْ غَيْرِ النَّفْلِ وَالْقِرَاءَةُ وَلَوْ اٰيَةً فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِصِحَّةِ الصَّلٰوةِ وَلَايَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيَنْصُتُ وَاِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيْمًا وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ عَلٰى مَا يَجِدُ حُجْمَهُ وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ وَلَوْ عَلٰى كَفِّهِ اَوْ طَرْفِ ثَوْبِهِ اِنْ طَهُرَ مَحَلُّ وَضْعِهِ وَسَجَدَ وُجُوْبًا بِمَا صَلُبَ مِنْ اَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ وَلَايَصِحُّ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْاَنْفِ اِلَّامِنْ عُذْرٍ بِالْجَبْهَةِ وَعَدَمُ اِرْتِفَاعِ مَحَلِّ السُّجُوْدِ عَنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِاَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ ذِرَاعٍ وَاِنْ زَادَ عَلٰى نِصْفِ ذِرَاعٍ لَمْ يَجُزِ السُّجُوْدُ اِلَّالِزَحْمَةٍ سَجَدَ فِيْهَا عَلٰى ظَهْرِ مُصَلٍّ صَلٰوتَهُ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِى الصَّحِيْحِ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِنْ اَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حَالَةَ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَرْضِ وَلَايَكْتَفِىْ وَضْعُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ وَتَقْدِيْمُ الرُّكُوْعِ عَلَى السُّجُوْدِ وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُوْدِ اِلٰى قُرْبِ الْقُعُوْدِ عَلَى الْاَصَحِّ وَالْعَوْدُ اِلَى السُّجُوْدِ وَالْقُعُوْدُ الْاَخِيْرُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَتَاخِيْرُهُ عَنِ الْاَرْكَانِ وَاَدَاءُهَا مُسْتَيْقِظًا وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَةِ الصَّلٰوةِ وَمَافِيْهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَفْرُوْضَةِ عَلٰى وَجْهٍ يُمَيِّزُهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَسْنُوْنَةِ وَاعْتِقَادُ اَنَّهَا فَرْضٌ حَتّٰى لَايَتَنَفَّلَ بِمَفْرُوْضٍ وَالْاَرْكَانُ مِنَ الْمَذْكُوْرَاتِ اَرْبَعَةٌ اَلْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَقِيْلَ اَلْقُعُوْدُ الْاَخِيْرَةُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَبَاقِيْهَا شَرَائِطُ بَعْضُهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مَا كَانَ خَارِجَهَا وَغَيْرُهُ شَرْطٌ لِدَوَامِ صِحَّتِهَا .

পরিচ্ছেদ

নামাযের শর্ত ও রোকন[৫৯] প্রসঙ্গ

নামায সঠিক হওয়ার জন্য সাতাশটি বিষয় জরুরী। ১। হদছ হতে পাক হওয়া এবং শরীর, কাপড় ও নামাযের স্থান (এ পরিমাণ) নাপাকী হতে পাক হওয়া যে পরিমাণ নাপাকী মাফযোগ্য নয়। এমনকি উভয় পা, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং বিশুদ্ধতম মতে কপাল রাখার জায়গা পাক হওয়া। ২। সতর ঢাকা। জামার কলার বা তার প্রান্তের নিচ দিয়ে সতর দেখে ফেলা ক্ষতিকর নয়। ৩। কিবলাকে সম্মুখে করা এবং বিশুদ্ধ মতে কাবা শরীফ দেখতে পায় না এমন ব্যক্তির উপর ফরয হলো কিবলার দিকে মুখ করা, যদিও সে মক্কাতেই (অবস্থান করে) থাকে। ৪। সময় হওয়া। ৫। সময় হওয়ার ইয়াকীন করা। ৬। নিয়ত করা। ৭। কোন পার্থক্যকারী কর্ম ছাড়া তাহরিমা করা। ৮। রুকূর দিকে ঝুঁকে পড়ার পূর্বেই দাড়ানো অবস্থায় তাহরিমা আদায় করা। ৯। তাহরিমার পরে নিয়ত না করা। ১০। বিশুদ্ধ মতে তাহরিমা এভাবে উচ্চারণ করা যাতে সে নিজে শুনতে পায়। ১১। মুকতাদীর ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা। ১২। ফরযকে নির্ধারিত[৬০] করা। ১৪। নফল ছাড়া অন্যান্য নামাযে (ফরয ও ওয়াজিবে) কিয়াম করা। ১৫। ফরযের দু'রাকাতে এক আয়াত পরিমাণ হলেও কুরআন পাঠ করা। নামায সঠিক হওয়ার জন্য সমস্ত নফল ও বিত্‌রে কুরআনের কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। মুক্তাদীকে কুরআন পাঠ করতে হবে না, বরং সে মনোযোগ দিয়ে (ইমামের কিরাত) শুনবে এবং নিশ্চুপ থাকবে। সে যদি কুরআন পাঠ করে তবে তা মাকরূহ তাহরীমী হবে। ১৬। রুকু করা। ১৭। এমন জিনিসের উপর সাজদা করা যার স্থূলত্ব (স্পর্শ দ্বারা) অনুভব করা যায় এবং এর উপর কপাল স্থির থাকে। যদি নিজের হাতের তালুর উপর অথবা (পরনের) কাপড়ের প্রান্তের উপর সাজদা করা হয়, (তবে সাজদা হয়ে যাবে) যদি এর রাখার স্থানটি পাক হয়। নাকের যে অংশটুকু শক্ত সে অংশ ও কপাল দ্বারা আবশ্যিকরূপে সাজদা করবে। শুধু নাকের উপর সাজদা সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয়, কিন্তু কপালে কোন ওযর থাকলে (তা করা যাবে[৬১]।) ১৮। সজদার স্থানটি কদমের স্থান থেকে আধা হাতের উপরে না হওয়া। যদি আধা হাতের (উপরে) হয় তবে সাজদা সঠিক হবে না। কিন্তু মুসল্লীদের ভিড়ের অবস্থাটি এর ব্যতিক্রম। ভিড়ের মধ্যে ঐ নামাযীর পিঠের উপরে সাজদা করা যায়, যে একই নামাযে শরীক রয়েছে। ১৯। বিশুদ্ধ মতে উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। ২০। উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহের কিছু অংশ সাজদার সময় মাটিতে রাখা (ফরয) এবং পায়ের পৃষ্ঠ রাখা যথেষ্ট নয়। ২১। সাজদা থেকে রুকুকে পূর্ববর্তী করা। ২২। বিশুদ্ধতম মতে সাজদা থেকে বসার নিকটবর্তী পর্যন্ত উঠা (ফরয)[৬২] ২৩। দ্বিতীয় সাজদায় গমন করা। ২৪। আত্তাহিয়্যাতু

---

৫৯. 'শর্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ চিহ্ন আর 'রোকন' শব্দের আভিধানিক অর্থ সুদৃঢ় করণ। পরিভাষায় শর্ত সেই বস্তুর নাম যার অস্তিত্বের উপর অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল কিন্তু তা দ্বিতীয় বস্তুর অংগীভূত নয়। যেমন নামাযের বিশুদ্ধতা ওযূর উপর নির্ভরশীল। তবে ওযূ নামাযের অংশ নয়। আর রোকন এমন বস্তুকে বলে কোন একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তার অংশ হয়। যেমন, নামায, রুকু, সাজদা ইত্যাদি মিলে নামায পরিপূর্ণ হয়। আর রুকূ নামাযেরও একটি অংশ। কাজেই রুকূ নামাযে একটি রোকন।

৬০. অর্থাৎ ফরয নামাযটি কোন ওয়াক্তের ফরয তা নির্দিষ্ট করা এবং সেটি কাযা না কি ওয়াক্তিয়া তাও ঠিক করতে হবে। অনুরূপ ওয়াজিব নামায হলে তা বিতেরের নামায নাকি মান্নতের নামায তাও ঠিক করতে হবে। অবশ্য সুন্নাত ও নফলের ক্ষেত্রে এমনটি আবশ্যক নয়।

৬১. সাজদার অবস্থায় এক হাত, এক হাঁটু এবং কপাল ও এক পায়ের কিছু আঙ্গুল মাটিতে রাখলেও সাজদা আদায় হয়ে যাবে। এ চারটির কোন একটি মাটি না থাকলে সাজদা হবে না এবং এ অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৬২. উপবিষ্ট বলা যায় সাজদা হতে এ পরিমাণ মাথা উত্তোলন করা আবশ্যক। অথবা যে পরিমাণ উত্তোলন করা দ্বারা উপবিষ্টের কাছাকাছি বলা যায় সে পরিমাণ পর্যন্ত মাথা উত্তোলন করা ফরয। এ পরিমাণ উত্তোলন করা

পরিমাণ শেষ বৈঠক করা। ২৫। শেষ বৈঠকটিকে সমস্ত আরকানের পরে করা। ২৬। নামায জাগ্রত অবস্থায় আদায় করা। ২৭। নামাযের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং নামাযের ফরয বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এমনভাবে অবহিত হওয়া, যাতে এগুলো নামাযকে মাসনূন বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করে। সাথে সাথে এরূপ বিশ্বাস রাখ যে, একাজগুলো ফরয। যাতে নফলের নিয়তে ফরয আদায় করতে না হয়[৬৩]। উল্লিখিত ফরযসমূহের মধ্যে চারটি হলো রোকন (নামাযের অঙ্গভূক্ত জরুরী বিষয়) ১। কিয়াম, ২। কিরআত, ৩। রুকু' ও ৪। সাজদা। কারও কারও মতে আত্তাহিয়্যাতু -এর পরিমাণ পর্যন্ত (নামাযের) শেষ বৈঠকটিও (রোকনের মধ্যে শামিল)। এগুলো (চার/পাঁচ) ছাড়া বাকীগুলো শর্ত। কোন কোনটি নামায শুরু করা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত আর এগুলো এমন যা নামায হতে বাইরে। অন্যান্যগুলো হলো নামাযের সঠিকতা স্থায়ী রাখার শর্ত।

فَصْلٌ : تَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عَلٰى لِبَدٍ وَجْهُهُ الْاَعْلٰى طَاهِرٌ وَالْاَسْفَلُ نَجِسٌ وَعَلٰى ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَبِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ اِذَا كَانَ غَيْرَ مُضَرَّبٍ وَعَلٰى طَرْفٍ طَاهِرٍ وَاِنْ تَحَرَّكَ الطَّرْفُ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهٖ عَلَى الصَّحِيْحِ وَلَوْ تَنَجَّسَ اَحَدُ طَرَفَيْ عِمَامَتِهٖ فَاَلْقَاهُ وَاَبْقَى الطَّاهِرَ عَلٰى رَاْسِهٖ وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهٖ جَازَتْ صَلٰوتُهٗ وَاِنْ تَحَرَّكَ لَاتَجُوْزُ وَفَاقِدُ مَايُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّيْ مَعَهَا وَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَاعَلٰى فَاقِدِ مَايَسْتُرُ عَوْرَتَهٗ وَلَوْ حَرِيْرًا اَوْحَشِيْشًا اَوْطِيْنًا فَاِنْ وَجَدَهٗ وَلَوْ بِالْاِبَاحَةِ وَرُبُعُهٗ طَاهِرٌ لَاتَصِحُّ صَلٰوتُهٗ عَارِيًا وَخُيِّرَ اِنْ طَهُرَ اَقَلُّ مِنْ رُبُعِهٖ وَصَلٰوتُهٗ فِيْ ثَوْبٍ نَجِسِ الْكُلِّ اَحَبُّ مِنْ صَلٰوتِهٖ عُرْيَانًا وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اِسْتِعْمَالُهٗ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ فَاِنْ لَمْ يَسْتُرْ اِلَّا اَحَدَهُمَا قِيْلَ يَسْتُرُ الدُّبُرَ وَقِيْلَ الْقُبُلَ وَنُدِبَ صَلٰوةُ الْعَارِيْ جَالِسًا بِالْاِيْمَاءِ مَادًّا رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا بِالْاِيْمَاءِ اَوْبِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ صَحَّ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَيْنَ السُّرَّةِ وَمُنْتَهَى الرُّكْبَةِ وَتَزِيْدُ عَلَيْهِ الْاَمَةُ الْبَطْنَ وَالظَّهْرَ وَجَمِيْعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا وَكَشْفُ رُبُعِ عُضْوٍ مِنْ

না হলে নামায হবেনা। ওয়াজিব হলো দুই সাজদার মাঝখানে স্থিরভাবে সোজা হয়ে উপবিষ্ট হওয়া। এরূপ না করা মাকরূহ তাহরীমী।

৬৩. কেননা, নফলের নিয়তে ফরয আদায় করলে ফরয আদায় হয় না। তবে ফরযের নিয়ত করে নফল আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি যুহরের নামাযের ফরয নফলের নিয়তে আদায় করে থাকে তবে তা নফলই থেকে যাবে, ফরয হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি সুন্নাতের ক্ষেত্রে ফরযের নিয়ত করে ফরযই আদায় করে তবে তা দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, ইত্যাদি।

اَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلٰوةِ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْاِنْكِشَافُ عَلَى الْاَعْضَاءِ مِنَ
الْعَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَاتَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبْعَ اَصْغَرِ الْاَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ مَنَعَ وَاِلَّا فَلَا
وَمَنْ عَجِزَ عَنْ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِمَرَضٍ اَوْعَجِزَ عَنِ النُّزُوْلِ عَنْ دَابَّتِهِ
اَوْخَافَ عَدُوًّا فَقِبْلَتُهٗ جِهَةُ قُدْرَتِهٖ وَاَمْنِهٖ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَمْ
يَكُنْ عِنْدَهٗ مُخْبِرٌ وَلَامِحْرَابٌ تَحَرّٰى وَلَااِعَادَةَ عَلَيْهِ لَوْاَخْطَاَ وَاِنْ عَلِمَ
بِخَطَئِهٖ فِيْ صَلٰوتِهٖ اِسْتَدَارَ وَبَنٰى وَاِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهٖ
اَنَّهٗ اَصَابَ صَحَّتْ وَاِنْ عَلِمَ بِاِصَابَتِهٖ فِيْهَا فَسَدَتْ كَمَا لَوْلَمْ يَعْلَمْ اِصَابَتَهٗ
اَصْلًا وَلَوْ تَحَرّٰى قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوْا حَالَ اِمَامِهِمْ تُجْزِئُهُمْ ۔

পরিচ্ছেদ

এমন মোটা পশমী কাপড়ের উপর নামায পড়া জায়িজ যার উপরের দিক পাক এবং নিচের দিক নাপাক। অনুরূপ এমন কাপড়ের উপরও (নামায জায়িয যে নিজে পাক, কিন্তু) তার আস্ত রটি নাপাক, যদি সেটি এঁটে না থাকে। যেমন (লেপের কভার) এবং বিশুদ্ধ মতে (ঐ কাপড়ের) পবিত্র অংশের উপরও (নামায জায়িয) যদিও তার নাপাক অংশটি নামাযী ব্যক্তির নড়াচড়ার কারণে নড়াচড়া করে থাকে। যদি নামাযী ব্যক্তির পাগড়ীর দু'প্রান্তের কোন একটি প্রান্ত নাপাক হয়ে যায়, অতপর সে নাপাক অংশটি ফেলে দিয়ে পবিত্র অংশটি নিজের মাথার উপর রাখে ও তার নড়াচড়ার কারণে নাপাক অংশটি নড়াচড়া না করে, তবে এর উপর তার নামায সঠিক হবে। যদি নড়াচড়া করে তবে নামায সঠিক হবে না। যে ব্যক্তি এমন কিছু পায় না যাদ্বারা নাপাকী দূর করতে পারে তবে সে ঐ নাপাকীসহ নামায পড়বে এবং তা পুনরায় পড়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। অনুরূপ ঐ ব্যক্তির উপরও (পুনরায় নামায পড়া) ওয়াজিব নয়, যে তার সতর ঢাকার জন্য এমন কিছু এমনকি রেশম, অথবা তৃণ অথবা মাটিও পায় না। অতপর সে যদি (রেশম অথবা অন্যকিছু) লাভ করে, যদিও সেটি (কেবল নামায পড়ার) অনুমতি সাপেক্ষে হয় এবং সেটির এক চতুর্থাংশ পাক হয়, তবে বস্ত্রহীন অবস্থায় তার নামায পড়া সঠিক হবে না। পক্ষান্তরে যদি সেটির এক চতুর্থাংশের কম পাক হয় তবে সে অবস্থায় তার ইখতিয়ার থাকবে, (ইচ্ছা করলে সে বস্ত্রহীনভাবেও নামায পড়তে পারে অথবা কাপড় পরেও পড়তে পারে।) এমন কাপড় যা সম্পূর্ণরূপে নাপাক বস্ত্রহীন অবস্থায় নামায পড়া হতে এরূপ কাপড়ে নামায পড়া উত্তম। আর সে যদি এমন কিছু পায় যা দ্বারা সতরের কিছু অংশ ঢাকা সম্ভব হয়, তবে তার জন্য তা ব্যবহার করা আবশ্যক এবং এর দ্বারা সে সামনের দিক ও পেছনের দিক ঢেকে নেবে।

সামনের দিক ঢেকে নেবে, অন্য উক্তি অনুযায়ী পেছনের দিক ঢাকবে। বস্ত্রহীন ব্যক্তির বসা অবস্থায় ইশারা করে নামায পড়া মুস্তাহাব। সে তখন তার পদযুগলকে কিবলার দিকে প্রশস্ত করে রাখবে। এমতাবস্থায় সে যদি দন্ডায়মান হয়ে ইশারার মাধ্যমে অথবা রুকু ও সাজদা আদায় করাসহ নামাজ পড়ে তবে (তাও) সঠিক হবে। পুরুষের সতর হলো নাভি ও হাঁটুর শেষ প্রান্তের

মধ্যবর্তী অংশ এবং ক্রীতদাসীর জন্য এর উপর অতিরিক্ত হলে পেট ও পিঠ। (অর্থাৎ তার পিঠ ও পেট সতরের অন্তর্ভুক্ত।) কিন্তু স্বাধীন মহিলার সমস্ত শরীরই সতর[৬৪] — তার মুখমন্ড, হাতদ্বয় ও পদযুগল ব্যতীত। সতরের অঙ্গসমূহ থেকে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে তা নামায সঠিক হওয়ার জন্য বাধা স্বরূপ হবে। যদি সতরের কয়েকটি অঙ্গ হতে (সতর) খুলে যাওয়ার ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে হয় এবং ঐ সকল অংশ যা বিভিন্নভাবে খুলে গিয়েছে তা খুলে যাওয়া অঙ্গসমূহের ক্ষুদ্রতম অঙ্গের এক চতুর্থাংশের সমপরিমাণ হয়, তবে নামায হয়ে যাবে,[৬৫] নচেৎ নয়। যে ব্যক্তি কোন রোগের কারণে কেবলা সম্মুখবর্তী করার ব্যাপারে অপারগ হয়, অথবা সে নিজ সওয়ারী হতে অবতরণ করার ব্যাপারে অপারগ হয়, অথবা তার কোন শত্রুর ভয় থাকে তবে তার কিবলা হবে তার সামর্থ্য ও নিরাপত্তার দিক। যে ব্যক্তির নিকট কিবলা (-এর দিকটি) সন্দেহ জনক হয়ে যায় এবং তার নিকটে কোন খবরদাতা না থাকে ও কোন মিহরাবও না থাকে তবে সে অনুসন্ধান চালাবে এবং তার উপর পুনরায় নামায পড়া আবশ্যক হবে না, যদি সে অনুসন্ধানে ভুল করে। যদি সে নামাযে রত থাকা অবস্থায় তার ভুল সম্পর্কে জানতে পারে তবে সে কিবলার দিকে ঘুরে যাবে এবং বিনা করবে (অর্থাৎ বাকী নামাযকে পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়ে নিবে। এ জন্য তাকে নতুন করে নিয়ত করতে হবে না।) আর যদি অনুসন্ধান করা ব্যতীত (নামায) আরম্ভ করা হয়, অতপর নামায হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর জানা যায় যে, সে সঠিক করেছে, তবে (তার) নামায বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি নামাযে রত থাকা অবস্থায়ই নিজের সঠিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে[৬৬]। যেমন (নামায ফাসিদ হয়ে যায়) যখন সে তার সঠিকতা সম্পর্কে মোটেই জানে না (তখন)। যদি কোন একটি দল বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধানের (পর অনুমান করে এবং সে হিসাবে কিবলা নির্ধারণ করে) ও তারা নিজেদের ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জানা না থাকে তবে উক্ত নামায তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে (অর্থাৎ সকলের নামায হয়ে যাবে, যদি তাদের কারো পিঠ ইমামের মুখের দিকে না হয়।)

فَصْلٌ : فِيْ وَاجِبَاتِ الصَّلٰوةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْئًا . قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سُوْرَةٍ اَوْ ثَلَاثِ اٰيَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَعَيِّنَتَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ وَفِيْ جَمِيْعِ رَكْعَاتِ الْوِتْرِ وَالنَّفْلِ وَتَعْيِيْنُ الْقِرَاءَةِ فِى الْاَوْلَيَيْنِ وَتَقْدِيْمُ الْفَاتِحَةِ عَلٰى سُوْرَةٍ وَضَمُّ الْاَنْفِ لِلْجَبْهَةِ فِى السُّجُوْدِ وَالْاِتْيَانُ

৬৪. স্বাধীন মহিলার মাথার চুল, হাতের গোছাও সতরের মধ্যে শামিল। নামাযের মধ্যে এগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৬৫. নামাযের একটি রোকন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময়ের দরকার যদি সে পরিমাণ সময় সতর উন্মুক্ত থাকে তা হলেই নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যে সময়ের মধ্যে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা অথবা তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলা যায় সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত সতর খোলা থাকলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। -মারাকিউল ফালাহ্

৬৬. কেননা, চিন্তা-ভাবনা না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নামায আরম্ভ করার কারণে তার নামাযের সূচনাটি ছিল দুর্বল। এরপর সে যখন নামাযের মধ্যেই এ কথা জানতে পারল যে, সে সঠিক দিকে ফিরেই নামায আদায় করছে তখন তার অবশিষ্ট নামায পূর্ববর্তী নামায অপেক্ষা সবল হলো এবং নামাযের শুরু ও শেষ অংশে তারতম্য হলো। এ তারতম্যের কারণে উক্ত নামায সঠিক হবে না। কেননা, নামাযে সবল অংশকে দুর্বল অংশের উপর ভিত্তিশীল করা যায় না। কিন্তু নামায শেষ হওয়ার পর এ ব্যাপারে জানতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে শুরু ও শেষ একই মানের ছিল।

بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْاِنْتِقَالِ لِغَيْرِهَا وَالْاِطْمِنَانُ فِي الْاَرْكَانِ وَالْقُعُوْدُ الْاَوَّلُ وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِيْهِ فِي الصَّحِيْحِ وَقِرَائَتُهُ فِي الْجُلُوْسِ الْاَخِيْرِ وَالْقِيَامُ اِلَى الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَفْظُ السَّلَامِ دُوْنَ عَلَيْكُمْ وَقُنُوْتُ الْوِتْرِ وَتَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ وَتَعْيِيْنُ التَّكْبِيْرِ لِافْتِتَاحِ كُلِّ صَلٰوةٍ لَاالْعِيْدَيْنِ خَاصَّةً وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ فِي ثَانِيَةِ الْعِيْدَيْنِ وَجَهْرُ الْاِمَامِ بِقِرَاءَةِ الْفَجْرِ وَاُوْلَيَيِ الْعِشَاءَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالتَّرَاوِيْحِ وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَالْاِسْرَارُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِيْمَا بَعْدَ اُوْلَيَيِ الْعِشَاءَيْنِ وَنَفْلِ النَّهَارِ، وَالْمُنْفَرِدُ مُخَيَّرٌ فِيْمَا يَجْهَرُ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ وَلَوْتَرَكَ السُّوْرَةَ فِي اُوْلَيَيِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْاُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا وَلَوْتَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَايُكَرِّرُهَا فِي الْاُخْرَيَيْنِ۔

পরিচ্ছেদ

নামাযের ওয়াজিব প্রসঙ্গ

নামাযের ওয়াজিব[৬৭] আঠারটি। ১। সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ২। (সূরা ফাতিহার সাথে) অন্য কোন সূরা, অথবা তিন আয়াত মিলানো ফরযের যে কোন দু' রাকাতে এবং বিতেরে ও নফলের সমস্ত রাকাতে। ৩। প্রথম দু'রাকাতে কিরাআত নির্দিষ্ট করা। ৪। সূরা ফাতিহা আগে (পাঠ) করা। ৫। সাজদাসমূহে নাক কপালের সাথে মিলানো (অর্থাৎ, কপালের মত নাকের শক্ত অংশ মাটিতে রাখা।) ৬। প্রত্যেক রাকাতে দ্বিতীয় সাজদা অপর রাকাআতের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে আদায় করা[৬৮]। ৭। রোকনসমূহ ইতমিনানের[৬৯] সাথে আদায় করা। ৮। প্রথম বৈঠক করা। ৯। বিশুদ্ধ উক্তি মতে এতে (প্রথম বৈঠকে) আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। ১০। শেষ বৈঠকে (ও) তা পাঠ করা। ১১। আত্তাহিয়্যাতুর পর বিলম্ব না করে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। ১২। 'আলাইকুম' ব্যতীত 'আসসালামু'[৭০] শব্দটি বলা (আলাইকুম বলা ওয়াজিব নয়, সুন্নাতে মুওয়আক্কাদা)। ১৩। বিতেরের (নামাযে দুআ) কুনূত পড়া। ১৪। দুই ঈদের

---

৬৭. ওয়াজিব এমন আমলের নাম যা করা অত্যাবশ্যক ও ছাওয়াবের কারণ হয় এবং না করা গুনাহ ও শাস্তির কারণ হয়। কিন্তু এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যায় না।

৬৮. অর্থাৎ, আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার উদ্দেশ্যে বসা অথবা পরবর্তী রাকাতে গমনের পূর্বেই দ্বিতীয় সাজদাটি সম্পন্ন করতে হবে। কেউ যদি একটি সাজদা আদায় করার পর দ্বিতীয় রাকাতে গমন করে তবে সে ওয়াজিব তরক করল। এ অবস্থায় তার উপর উক্ত সাজদাটি আদায় করে সাজদা সাহু করা ওয়াজিব।

৬৯. অর্থাৎ, এতটুকু সময় নিয়ে আদায় করতে হবে যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে পরিপূর্ণভাবে স্থির হয়ে যায় এবং শরীরের জোড়াগুলো যথাস্থানে ফিরে আসে।

৭০. অর্থাৎ, শুধু 'আস্সালামু' পর্যন্ত উচ্চারণ করা ওয়াজিব। 'আলায়কুম' বলা ওয়াজিব নয়, বরং তা বলা সুন্নাত।

তাকবীরসমূহ বলা। ১৫। প্রত্যেক নামায আরম্ভ করার সময় একমাত্র তাকবীর (আল্লাহু আকবার) কেই নির্ধারিত করা (অর্থাৎ তাকবীর দ্বারা নামায আরম্ভ করা)-বিশেষভাবে কেবল ঈদের নামায (আরম্ভের) জন্য নয়। ১৬। দুই ঈদের দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীর বলা। ১৭। ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাতে, ইমামের উচ্চ স্বরে কিরাআত করা, যদিও তা কাযা হয়ে থাকে এবং জুমুআ ও দুই ঈদে এবং তারাবীহ্ ও রমযানের বিতেরেও।

১৮। যুহরের নামাযে ও আসরের নামাযে এবং ইশা ও মাগরিবের প্রথম দু'রাকাতের পরে ও দিবাকালীন নফলে গোপনে কিরাআত করা। যে সকল নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত করা হয়ে থাকে সে সকল নামাযে একা নামায আদায়কারীর জন্য ইখতিয়ার রয়েছে রাত্রি বেলা নফল আদায়কারীর মত। (ইচ্ছা করলে সে চুপে চুপেও পড়তে পারে অথবা উচ্চস্বরেও পড়তে পারে।) যদি ইশার প্রথম দু'রাকাতে সূরা ছুটে যায় তবে তা পরবর্তী দু'রাকাতে ফাতিহার সাথে উচ্চস্বরে পাঠ করবে। আর যদি কেবল ফাতিহা ছুটে যায়, তবে পরবর্তী দু'রাকাতে তা পুনরায় পাঠ করতে হবে না।

فَصْلٌ : فِىْ سُنَنِهَا وَهِىَ اِحْدٰى وَخَمْسُوْنَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيْمَةِ حِذَاءَ الْاُذُنَيْنِ لِلرَّجُلِ وَالْاَمَةِ وَحِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ لِلْحُرَّةِ وَنَشْرُ الْاَصَابِعِ وَمُقَارَنَةُ اِحْرَامِ الْمُقْتَدِىْ لِاِحْرَامِ اِمَامِهٖ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى تَحْتَ سُرَّتِهٖ وَصِفَةُ الْوَضْعِ اَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ كَفِّ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَاهِرِ كَفِّ الْيُسْرٰى مُحَلِّقًا بِالْخِنْصِرِ وَالْاِبْهَامِ عَلَى الرُّسْغِ وَوَضْعُ الْمَرْاَةِ يَدَيْهَا عَلٰى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَحْلِيْقٍ وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ وَالتَّسْمِيَةُ اَوَّلَ كُلِّ رَكْعَةٍ وَالتَّاْمِيْنُ وَالتَّحْمِيْدُ وَالْاِسْرَارُ بِهَا وَالْاِعْتِدَالُ عِنْدَ التَّحْرِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ طَاْطَاَةِ الرَّاْسِ وَجَهْرُ الْاِمَامِ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْمِيْعِ وَتَفْرِيْجُ الْقَدَمَيْنِ فِى الْقِيَامِ قَدْرَ اَرْبَعِ اَصَابِعَ وَاَنْ تَكُوْنَ السُّوْرَةُ الْمَضْمُوْمَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِى الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ اَوْسَاطِهٖ فِى الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهٖ فِى الْمَغْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيْمًا وَيَقْرَاُ اَىَّ سُوْرَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَاِطَالَةُ الْاُوْلٰى فِى الْفَجْرِ فَقَطْ وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ وَتَسْبِيْحُهٗ ثَلَاثًا وَاَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيْجُ اَصَابِعِهٖ وَالْمَرْاَةُ لَا تُفَرِّجُهَا وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَبَسْطُ ظَهْرِهٖ وَتَسْوِيَةُ رَاْسِهٖ بِعَجُزِهٖ وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالْقِيَامُ بَعْدَهٗ مُطْمَئِنًّا

وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ لِلسُّجُوْدِ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُوْضِ وَتَكْبِيْرُ السُّجُوْدِ وَتَكْبِيْرُ الرَّفْعِ مِنْهُ وَكَوْنُ السُّجُوْدِ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَتَسْبِيْحُهُ ثَلَاثًا وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الْاَرْضِ وَانْخِفَاضُ الْمَرْاَةِ وَلَزْقُهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَالْقَوْمَةُ وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَحَالَةِ التَّشَهُّدِ وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصْبُ الْيُمْنٰى وَتَوَرُّكُ الْمَرْاَةِ وَالْاِشَارَةُ فِى الصَّحِيْحِ بِالْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْىِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْاِثْبَاتِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيْمَا بَعْدَ الْاُوْلَيَيْنِ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجُلُوْسِ الْاَخِيْرِ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ اَلْفَاظَ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ لَاكَلَامَ النَّاسِ وَالْاِلْتِفَاتُ يَمِيْنًا ثُمَّ يَسَارًا بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ وَنِيَّةُ الْاِمَامِ الرِّجَالَ وَالْحَفَظَةَ وَصَالِحَ الْجِنِّ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ فِى الْاَصَحِّ وَنِيَّةُ الْمَاْمُوْمِ اِمَامَهُ فِىْ جِهَتِهِ وَاِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ فِى التَّسْلِيْمَتَيْنِ مَعَ الْقَوْمِ وَالْحَفَظَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ الْمَلَائِكَةَ فَقَطْ وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْاُوْلٰى وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَامِ الْاِمَامِ وَالْبِدَاءَةُ بِالْيَمِيْنِ وَانْتِظَارُ الْمَسْبُوْقِ فَرَاغَ الْاِمَامِ ـ

পরিচ্ছেদ

নামাযের সুন্নাত প্রসঙ্গ

নামাযের সুন্নাত একান্নটি। ১। তাহরিমার সময় পুরুষ ও বাঁদির হাতদ্বয় কান বরাবর উত্তোলন করা এবং স্বাধীন স্ত্রী-লোকের কাঁধ বরাবর উত্তোলন করা। ২। উত্তোলন করার সময় আঙ্গুলসমূহকে প্রশস্ত রাখা। ৩। মুকতাদীর তাকবীরে তাহরিমা ইমামের তাকবীরে তাহরিমার সাথে সাথে হওয়া। ৪। পুরুষের ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখা। রাখার নিয়ম হলো, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কব্জিকে বেষ্টন করবে। ৫। স্ত্রী-লোকের হাত বৃত্তাকার করা ব্যতীত তার বক্ষের উপর রাখা। ৬। সুবহানাকাল্লাহুম্মা- পাঠ করা। ৭। কিরাআতের জন্য 'আউযু' পাঠ করা[৭১]। ৮। প্রত্যেক

৭১. অর্থাৎ, তিলাওয়াত করতে হলে আউযুবিল্লাহ্ ... পড়বে। কেননা, এটি কুরআন তিলাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর তিলাওয়াত করতে না হলে অর্থাৎ, মুসল্লী ব্যক্তিটি মুক্তাদি হলে সুবহানাকাল্লাহুম্মা ... পাঠ করে চুপ হয়ে যাবে।

রাকাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা। ৯। আমীন বলা ও 'রাব্বানা লাকা'ল হামদু বলা। ১১। এ বিষয়গুলো (ছানা, আউযু, বিসমিল্লাহ্, আমীন ও রাব্বানা লাকা'ল হামদ) চুপে চুপে বলা। ১২। তাহরিমা বলার সময় মাথা নুয়ে না রেখে স্বাভাবিকভাবে রাখা। ১৩। ইমামের তাকবীর ১৪। ও সামিআল্লাহু লিমান হামিদা উচ্চস্বরে বলা। ১৫। দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা। ফজর ও যুহরের নামাযে ফাতিহার সাথে মিলানো সূরাটি তিওয়ালে মুফাস্সাল শ্রেণীর হওয়া[৭২]। আসর ও ইশাতে আওসাতে মাফাস্সাল শ্রেণীর এবং মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল শ্রেণীর হওয়া, যদি মুসল্লী মুকীম হয়ে থাকে। আর যদি মুসাফির হয়ে থাকে, (তবে সে যে কোন সূরা পাঠ করতে পারে।) ফজরের প্রথম রাকাতটিকে দীর্ঘ করা। ১৮। রুকুর তাকবীর বলা। ১৯। রুকুতে তিন বার তাসবীহ্ পাঠ করা। ২০। দুই হাঁটুকে উভয় হাত দ্বারা ধরা। ২১। আঙ্গুলসমূহকে ছড়িয়ে রাখা, তবে স্ত্রীলোকগণ আঙ্গুল ছড়িয়ে রাখবে না। ২২। উভয় পায়ের গোছা খাড়া রাখা। ২৩। পিঠ বিছিয়ে দেয়া। ২৪। মাথা নিতম্বের বরাবর রাখা। ২৫। রুকু হতে উঠা। ২৬। রুকুর পরে স্থিরভাবে দাঁড়ানো। ২৭। সাজদা করার জন্য প্রথমে হাঁটুদ্বয় ও অতপর তার মুখমন্ডল মাটিতে রাখা। ২৮। সাজদা হতে উঠার সময় এর বিপরীত করা। ২৯। সাজদায় গমনের সময় তাকবীর বলা। ৩০। সাজদা হতে উঠার সময় তাকবীর বলা। ৩১। সাজদা উভয় হাতের মাঝখানে হওয়া। ৩২। তিনবার সাজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) বলা। ৩৩। পুরুষের পেট তার রানদ্বয় হতে, কনুইদ্বয়কে উভয় পার্শ্ব হতে এবং হাতদ্বয়কে মাটি হতে আলাদা রাখা।

৩৪। (সাজদার অবস্থায়) স্ত্রী-লোকের সঙ্কোচিত হওয়া এবং তার পেট তার রানের সাথে মিলিয়ে রাখা। ৩৫। কওমা করা (অর্থাৎ, রুকু হতে উঠে স্থিরভাবে দাঁড়ানো)। ৩৬। দুই সাজদার মাঝখানে বসা। ৩৭। তাশাহ্হুদের অবস্থার মত দুই সাজদার মাঝখানে হাত দু'টিকে দু'রানের উপর রাখা। ৩৮। বাম পা বিছিয়ে দেওয়া এবং ডান পা খাড়া রাখা। ৩৯। স্ত্রী-লোকের নিতম্বদ্বয় মাটিতে রেখে বসা, ৪০। (আত্তহিয়্যাতুর শেষে যুক্ত কালিমা) শাহাদাত বলার সময় বিশুদ্ধ মতে তর্জনি দ্বারা ইশারা করা । (এভাবে যে, কালিমার) না সূচক অংশ (লা-ইলাহা) পাঠ করার সময় তা উত্তোলন করবে এবং হ্যাঁ সূচক অংশ-এর (ইল্লাল্লাহ) বলার সময় নামিয়ে ফেলবে। ৪১। প্রথম দুই রাকাতের পর সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। ৪২। শেষ বৈঠকে (আত্তাহিয়্যাতুর পর) রাসূল (সা.)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ও এরপর এমন শব্দ দ্বারা দু'আ করা যা কুরআন ও হাদীসের শব্দের অনুরূপ হয়-মানুষের কথার মত নয়[৭৩]। ৪৪। সালামদ্বয়ে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে মুখ ফেরানো। ৪৫। বিশুদ্ধতম মতে সালামদ্বয়ের সময় ইমামের সমস্ত মুক্তাদী, পাহারাদার ফিরিশতা ও সৎকর্মশীল জিনদের নিয়ত করা। ৪৬। ইমামের দিকে সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদীগণের ইমামের নিয়ত করা । আর মুক্তাদী ইমামের বরাবর হলে উভয় সালামের সময় ইমামের নিয়তের সাথে সমস্ত মুক্তাদী, পাহারাদার ফিরিশতা ও সৎকর্মশীল জিন্নদের নিয়ত করা। ৪৭। এককী নামায আদায়কারীর শুধু

---

৭২. কুরআন করীমের সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্সাল বলা হয়। এগুলো তিনভাগে বিভক্ত। (১) সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাসমূহ তিওয়ালে মুফাস্সাল, (২) সূরা বুরূজ হতে লামায়াকুন পর্যন্ত সূরাসমূহ হলো আওসাতে মুফাস্সাল এবং (৩) সূরা লাম-য়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাসমূহ হলো কিসারে মুফাস্সাল

৭৩. অর্থাৎ, যে সব কাজ মানুষ দ্বারা সমাধা হতে পারে এমন কিছুর ব্যাপারে দু'আ করাকে মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যেমন বিয়ে-শাদী, গৃহ নির্মাণ ও ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে দু'আ করা। পক্ষান্তরে যে সকল জিনিস সমাধা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এমন বিষয়কে এখানে কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন গুনাহ মাফ করা ইত্যাদি।

ফিরিশতাগণের নিয়ত করা। ৪৮। দ্বিতীয় (সালামের আওয়াজ প্রথম সালামের আওয়াজ থেকে) নিচু করা। ৪৯. মুক্তাদীর নিজের সালামকে ইমামের (সালামের) সাথে সাথে করা। ৫০. (সালাম) ডান দিক হতে শুরু করা ও ৫১। মাসবূক ব্যক্তি ইমামের ফারিগ হওয়ার অপেক্ষা করা।[৭৪]

فصل: من آدابها اخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ونظر المصلي الى موضع سجوده قائما والى ظاهر القدم راكعا والى ارنبة انفه ساجدا والى حجره جالسا والى المنكبين مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الامام مذ قيل قد قامت الصلوة۔

فصل في كيفية تركيب الصلوة: اذا اراد الرجل الدخول في الصلوة اخرج كفيه من كميه ثم رفعهما حذاء اذنيه ثم كبر بلامد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية ان عجز عن العربية وان قدر لايصح شروعه بالفارسية ولاقراءته بها في الاصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلامهلة مستفتحا وهو ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك ويستفتح كل مصل ثم يتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لاالمقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة وامن الامام والمأموم سرا ثم قرأ سورة اوثلاث ايات ثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه اخذ ركبتيه بيديه مفرجا اصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك ادناه ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو اماما اومنفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد۔

---

৭৪. মাসবূক মুক্তাদী ইমাম দুই দিকে সালাম ফেরানোর পর উঠে তার অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে। কেননা, সালামের পর পর্যন্ত ইমাম সাজদা সহু করতে পারেন বলে সম্ভাবনা থাকে।

পরিচ্ছেদ

নামাযের আদাব

নামাযের আদাবসমূহ হলো- তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষ তার হাত দু'দিকের আস্তিনদ্বয় থেকে বের করা। দাঁড়ানো অবস্থায় নামাযী ব্যক্তির দৃষ্টি সাজদার স্থানের দিকে নিবদ্ধ থাকা। রুকুর অবস্থায় পায়ের বাহ্য অংশের প্রতি, সাজদার অবস্থায় নাকের ডগার প্রতি, বসা অবস্থায় কোলের প্রতি এবং সালাম ফেরানোর সময় স্কন্ধদ্বয়ের প্রতি। সাধ্যমত হাঁচি রোধ করা ও হাই উঠার সময় মুখ বন্ধ রাখা। "হাইয়া আলাল ফালাহ্"[৭৫] বলার সময় দাঁড়ানো ও "কাদ কামাতিস সালাহ্" বলার সময় ইমামের নামায আরম্ভ করা।[৭৬]

পরিচ্ছেদ

নামায পড়ার নিয়ম

যখন কোন ব্যক্তি নামায আরম্ভ করার ইচ্ছা করবে, তখন সে প্রথমে তার হাত দু'টি স্বীয় আস্তিন হতে বের করবে। অতপর তাহদ্বয় কান বরাবর উত্তোলন করবে। অতপর ইচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলবে (তবে আল্লাহ্ আকবারের হামযাকে দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করবে না)। ঐ সব যিক্‌র দ্বারা নামায আরম্ভ[৭৭] করা বিধেয় যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। যেমন 'সুবহানাল্লাহ্'। অনুরূপ ফারসী (অর্থাৎ আরবী ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষা) দ্বারাও (নামায আরম্ভ করা সঠিক হবে) যদি উক্ত ব্যক্তি আরবী উচ্চারণে অক্ষম হয়। (আরবী উচ্চারণে) সক্ষম হলে[৭৮], বিশুদ্ধতম মতে ফারসী দ্বারা আরম্ভ করা এবং ফারসী দ্বারা কিরাআত করা কোনটাই সঠিক হবে না। অতপর ইস্তিফতাহ্ তথা নামায শুরু করার মানসে তাহরিমার পর কাল বিলম্ব না করেই সে তার ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে উভয় হাত নাভির নিচে রাখবে। 'ইস্তিফতাহ্' হলো سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ বলা। মুক্তাদীও ইস্তিফতাহ করবে। অতপর কিরআতের (ভূমিকা স্বরূপ) মনে মনে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করবে। এবং মাসবূকও[৭৯] (যার এক রাকাত বা তারও অধিক রাকাত ছুটে গেছে) তা (আউযুবিল্লাহ্) পাঠ করবে- মুক্তাদী পাঠ করবে না। ইস্তিফতাহ্ দুই ঈদের তাকবীরসমূহের পরে করবে, অতপর

---

৭৫. অর্থাৎ, 'হাইয়া আলাল ফালাহ্' বলার পূর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। বিশেষ করে নামাযের সাফ সোজা করা ওয়াজিব বিধায় 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পূর্বেই দাড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর পর্যন্ত অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। — ফাতওয়া মাহমূদিয়া

৭৬. ইমাম আবূ য়ূসুফ (র.)-এর মতে ইকামাত শেষ হওয়ার পর ইমাম নামায আরম্ভ করবেন। কেননা, এতে ইকামাতদাতাও একই সাথে নামায আরম্ভ করা ও প্রথম তাকবীরে শরীক হওয়ার সুযোগ পাবে। -মারাকী, শামী।

৭৭. তবে এর দ্বারা তাহরীমার ফরযটি আদায় হলেও তা মাকরূহ হবে। কেননা, তাহরিমার সময় 'আল্লাহু আক্‌বার' বলা ওয়াজিব। — মারাকিউল ফালাহ

৭৮. যদিও অর্থ না বুঝে।

৭৯. অর্থাৎ, যে ব্যক্তির জামাতের সাথে নামায পড়ার সময় কোন একটি রাকাত ছুটে গিয়েছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর যেহেতু তার বাকী রাকাতগুলো আদায় করতে হবে এবং কিরাআতও করতে হবে তাই প্রথম রাকাতে তাকে 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করতে হবে। আর ঈদের নামাযে যেহেতু তাকবীরসমূহ আদায় করার পর কিরআত করতে হয় তাই মাসবুক ব্যক্তি তাকবীরসমূহ আদায় করে 'আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করবে। ইমাম সাহেব কিরআত শুরু করার প্রাক্কালে 'আউযুবিল্লাহ্' পাঠ করবেন।

মনে মনে 'বিসমিল্লাহ্' বলবে। এরপর প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পূর্বে কেবল 'বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে'[৮০]। অতপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। ইমাম ও মুক্তাদী (উভয়ে) মনে মনে আমীন বলবে। অতপর কোন সূরা অথবা তিনটি আয়াত পাঠ করবে। অতপর রুকুতে গমনের উদ্দেশ্যে তাকবীর বলবে- এভাবে যে, আঙ্গুলসমূহকে খোলা রেখে দুই হাত দ্বারা হাটুদ্বয়কে (শক্তভাবে) ধারণ করবে। শান্তভাবে রুকূ আদায়কারী হিসাবে মাথা ও নিতম্ব বরাবর রাখবে। রুকুতে তিনবার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পাঠ করবে। এ হলো তার নিম্নতম সংখ্যা। অতপর মাথা উত্তোলন করবে ও শান্তভাবে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' এবং 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে, যদি নামায আদায়কারী ব্যক্তি ইমাম অথবা একাকী নামায আদায়কারী হয়[৮১]। মুক্তাদী শুধু রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।

ثُمَّ كَبَّرَ خَارًّا لِلسُّجُوْدِ ثُمَّ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَسَجَدَ بِاَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ مُطْمَئِنًّا مُسَبِّحًا ثَلَاثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَجَافٰى بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَعَضُدَيْهِ عَنْ اِبْطَيْهِ فِيْ غَيْرِ زَحْمَةٍ مُوَجِّهًا اَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. وَالْمَرْاَةُ تَخْفِضُ وَتَلْزِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهِ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مُطْمَئِنًّا وَسَبَّحَ فِيْهِ ثَلَاثًا وَجَافٰى بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَاَبْدٰى عَضُدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مُكَبِّرًا لِلنُّهُوْضِ بِلَا اِعْتِمَادٍ عَلَى الْاَرْضِ بِيَدَيْهِ وَبِلَا قُعُوْدٍ وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْاُوْلٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا يُثْنِيْ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ اِلَّا عِنْدَ اِفْتِتَاحِ كُلِّ صَلٰوةٍ وَعِنْدَ تَكْبِيْرِ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وَتَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَحِيْنَ يَرَى الْكَعْبَةَ وَحِيْنَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعِنْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَبَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ الْاُوْلٰى وَالْوُسْطٰى وَعِنْدَ دُعَائِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّسْبِيْحِ عَقْبَ الصَّلَوَاتِ وَاِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ وَوَجَّهَ اَصَابِعَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ اَصَابِعَهُ وَالْمَرْاَةُ تَتَوَرَّكُ وَقَرَاَ تَشَهُّدَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

---

৮০. অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা আরম্ভ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ না পড়াই সঙ্গত, যদিও পড়াতেও কোন দোষ নেই।

৮১. ইমাম আবূ য়ূসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইমামও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' পাঠ করবে। -মারাকিউল ফালাহ্

وَاَشَارَ بِالْمُسَبِّحَةِ فِى الشَّهَادَةِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْىِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْاِثْبَاتِ
وَلَايَزِيْدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِى الْقُعُوْدِ الْاَوَّلِ وَهُوَ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِيْمَا بَعْدَ الْاَوَّلِيَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ وَقَرَأَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ
صَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَا بِمَا يُشْبِهُ الْقُرْاٰنَ
وَالسُّنَّةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ يَمِيْنًا وَيَسَارًا فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ نَاوِيًا مَنْ
مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ـ

অতপর সাজদার প্রতি অবনতশীল অবস্থায় তাকবীর বলবে। অতপর হাঁটুদ্বয় (মাটিতে) রাখবে। অতপর হাতদ্বয় ও হাতদ্বয়ের মাঝখানে মুখমন্ডল (রাখবে) এবং তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করতে করতে নাক ও কপাল দ্বারা স্থিরভাবে সাজদা করবে, এটা হলো এর (তাসবীহ'র) সর্বনিম্ন সংখ্যা। এতে নিজের পেটকে রানদ্বয় ও বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদ্বয় থেকে আলাদা রাখবে, ভিড় না থাকা অবস্থায়। এ সময় দুই হাত ও দুই পায়ের[৮২] আঙ্গুলসমূহকে কিবলামুখীল করে রাখবে। স্ত্রীলোক (সাজদার সময়) সংকুচিত হবে ও নিজের পেট রানদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে নিবে। দুই সাজদার মাঝখানে দুই হাত দু'রানের উপর স্থাপন করে শান্তভাবে বসবে। অতপর তাকবীর বলবে ও শান্ত ভাবে সাজদা করবে। এতে তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করবে। নিজের পেট রানদ্বয় হতে আলাদা রাখবে ও বাহু দু'টিকে (পার্শ্বদেশ থেকে) উন্মুক্ত রাখবে। অতপর তাকবীর বলতে বলতে গাত্রোত্থানের উদ্দেশ্যে দুই হাত দ্বারা মাটিতে ঠেস দেয়া ও বসা ব্যতীত মাথা উত্তোলন করবে। দ্বিতীয় রাকাতটি প্রথম রাকাতের ন্যায়। তবে (পার্থক্য এই যে, এতে) 'ছানা' পড়বে না ও 'আউযুবিল্লাহ্' পড়বে না। হাতদ্বয় উত্তোলন করা সুন্নাত (নয়, তবে) কেবল প্রত্যেক নামায আরম্ভ করার সময়, বিতেরের কুনূতের তাকবীরের সময়, দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহে, কাবা শরীফ দেখার সময়, হজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার সময়, সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়ানোর সময় এবং আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করার সময়, জামরায়ে উলা ও জামরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপ করার পর এবং নামাযসমূহের পর তাসবীহ্ পাঠ শেষে দুআ করার সময় হাত উঠানো সুন্নাত। পুরুষ যখন দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সাজদা হতে ফারিগ হয়ে যাবে, তখন সে তার বাম পা বিছিয়ে দেবে এবং এর উপর বসে পড়বে আর ডান পা খাড়া রাখবে ও আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করবে। এসময় সে হাত দু'টি রানের উপর রাখবে ও আঙ্গুলসমূহ বিছিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক নিতম্বের উপর ভর করে বসবে। অতপর ইবন মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত তাশাহ্হুদ[৮৩] (আত্তাহিয়্যাতু—) পাঠ করবে, এবং শাহাদাতের মধ্যে তর্জনি দ্বারা ইশারা করবে।

---

৮২. সাজদার অবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহকে সোজা করে মিলিয়ে রাখতে হবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলার দিকে রাকবে। এভাবে রাখা সুন্নাত। পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব না হলেও তা অবশ্যই ভূমির উপর রাখতে হবে। ভূমির উপর না থাকলে সাজদা হবে না।

৮৩. তাশাহ্হুদ একাধিকভাবে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (র.) বর্ণিত তাশাহ্হুদটি সবচেয়ে উত্তম

না-বাচক অংশ উচ্চারণ কালে তা উত্তোলন করবে এবং হ্যাঁ-বাচক অংশ উচ্চারণ কালে নামিয়ে ফেলবে। প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের অতিরিক্ত পাঠ করবে না। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদ হলো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

অর্থঃ 'সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত, পবিত্রতা ও মহিমা আল্লাহ্রই জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর অনুগ্রহ ও বারাকাত অবতীর্ণ হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

প্রথম দুরাকাতের পর (অন্যান্য রাকাতে কেবল) সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অতপর (শেষ রাকাত পড়ে) বসে পড়বে ও আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে। অতপর রাসূল (সা.)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতপর কুরআন ও হাদীসের (শব্দের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এরূপ কোন দু'আ পাঠ করবে। অতপর যথাক্রমে ডানদিকে ও বাম দিকে সালাম ফেরাবে। ঐ সকল লোকদের নিয়তসহ আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ বলবে, যারা তার সাথে রয়েছে, যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে।

بَابُ الْاِمَامَةِ

هى افضل من الاذان والصلوة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلاعذر وشروط صحة الامامة للرجال الاصحاء ستة اشياء ـ الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الاعذار كالرعاف والفافاة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة . وشروط صحة الاقتداء اربعة عشر شيئا نية المقتدى المتابعة مقارنة لتحريمته ونية الرجل الامامة شرط لصحة اقتداء النساء به وتقدم الامام بعقبه عن المأموم وان لايكون ادنى حالا من المأموم وان لايكون الامام مصليا فرضا غير فرضه وان لايكون الامام مقيما لمسافر بعد الوقت فى رباعية ولامسبوقا وان لايفصل بين الامام والمأموم صف من النساء وان لايفصل نهر يمر فيه الزورق ولاطريق تمر فيه العجلة ولاحائط يشتبه معه العلم بانتقالات الامام فان لم يشتبه لسماع اورؤية صح

اَلْاِقْتِدَاءُ فِي الصَّحِيْحِ وَاَنْ لَايَكُوْنَ الْاِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِيْ رَاجِلًا اَوْ رَاكِبًا غَيْرَ دَابَّةِ اِمَامِهٖ وَاَنْ لَايَكُوْنَ فِيْ سَفِيْنَةٍ وَالْاِمَامُ فِيْ اُخْرٰى غَيْرِ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا وَاَنْ لَايَعْلَمَ الْمُقْتَدِيْ مِنْ حَالِ اِمَامِهٖ مُفْسِدًا فِيْ زَعْمِ الْمَاْمُوْمِ كَخُرُوْجِ دَمٍ اَوْ قَيْئٍ لَمْ يُعِدْ بَعْدَهٗ وُضُوْءَهٗ وَصَحَّ اِقْتِدَاءُ مُتَوَضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ وَغَاسِلٍ بِمَاسِحٍ وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ وَبِاَحْدَبَ وَمُؤْمٍ بِمِثْلِهٖ وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ وَاِنْ ظَهَرَ بُطْلَانُ صَلٰوةِ اِمَامِهٖ اَعَادَ وَيَلْزَمُ الْاِمَامَ اِعْلَامُ الْقَوْمِ بِاِعَادَةِ صَلٰوتِهِمْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فِي الْمُخْتَارِ۔

ইমামত অধ্যায়

ইমামত আযান হতে উত্তম। (অর্থাৎ ইমামেরই মুআয্‌যিন হওয়া উত্তম[৮৪])। ওযরহীন স্বাধীন পুরুষগণের জামাতে নামায পড়া সুন্নাতে (মুআক্কাদাহ, মতান্তরে ওয়াজিব)[৮৫]। স্বাস্থ্যবান পুরুষগণের ইমামতি সঠিক হওয়ার শর্ত ছয়টি- ১। ইসলাম। ২। প্রাপ্ত বয়স্কতা। ৩। বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। ৪। পুরুষ হওয়া ৫। কুরআন পাঠে যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া ও ৬। ওযরসমূহ হতে মুক্ত হওয়া। যেমন নাক দিয়ে রক্ত পড়া (এরূপ ব্যক্তি কেবল এ ধরনের ব্যক্তিরই ইমাম হতে পারবে) এবং (কথা বলার সময় কেবল) কাফা (উচ্চারিত হওয়া), (কথায় কথায়) 'তা' বলা, তোতলা হওয়া, (নামায সঠিক হওয়ার) শর্ত লুপ্ত হওয়া, যেমন পবিত্রতা ও সতর ঢাকা। ইকতিদা সঠিক হওয়ার শর্ত চৌদ্দটি। ১। মুক্তাদী কর্তৃক মুক্তাদীর নিজ তাহরিমার সাথে সাথে ইমামের অনুসরণ করার নিয়ত করা।

২। পুরুষের পেছনে স্ত্রীলোকের ইক্তিদা সঠিক হওয়ার জন্য সেই পুরুষ কর্তৃক ইমামতের নিয়ত করা শর্ত। ৩। ইমামের (পায়ের) গোড়ালী মুক্তাদীর পায়ের গোড়ালী হতে আগে হওয়া। ৪। অবস্থার দিক থেকে (ইমাম) মুক্তাদী হতে নিম্ন পর্যায়ের না হওয়া। ৫। ইমাম এমন ফরয আদায়কারী না হওয়া যা মুক্তাদীর ফরয হতে ভিন্ন হয়। ৬। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে মুকীম মুসাফিরের ইমাম না হওয়া। ৭। (ইমাম) মাসবূক না হওয়া। ৯। এমন কোন রাস্তা দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি না হওয়া যাতে ছোট নৌকা চলাচল করতে পারে। ১১। এমন কোন প্রাচীরের ব্যবধান না থাকা যার কারণে ইমামের পরিবর্তন সম্পর্কে জানা সন্দেহপূর্ণ হয়ে পড়ে। অবশ্য তাকে দেখা ও তার আওয়াজ শোনার ব্যাপারে যদি সন্দেহ না হয় তবে বিশুদ্ধ মতে ইক্তিদা সঠিক হবে। ১২। ইমাম সওয়ার অবস্থায় ও মুক্তাদী পায়দল অবস্থায় না হওয়া, অথবা ইমামের সওয়ারী ছাড়া অন্য সওয়ারীতে মুক্তাদী সওয়ার অবস্থায় হওয়া। ১৩। মুক্তাদী এক নৌকায় হওয়া ও ইমাম অপর নৌকায় হওয়া যা ঐ নৌকার সাথে মিলিত নয়। ১৪। ইমামের এমন কোন অবস্থা সম্পর্কে মুক্তাদীর জানা না থাকা, মুক্তাদীর ধারণায় যা নামায

৮৪. এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্ম-পদ্ধতি।

৮৫. মাশায়িখগণ জামাতে নামায পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। এ উক্তিটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। আর যারা সুন্নাত বলেছেন তা দ্বারা যেহেতু সুন্নাতে মাআক্কাদা উদ্দেশ্য সেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটাও ওয়াজিব।

বিনষ্টকারী[৮৬], যেমন রক্ত বের হওয়া অথবা বমি করা। অথচ এরপর ইমাম তার ওযূ পুনরায় করেনি। ওযূকারী ব্যক্তি তায়াম্মমকারীর পিছনে ইক্তিদা করা সঠিক, এবং ধৌতকারী ব্যক্তি মাসাহকারীর, দন্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্টের ও কুঁজো ব্যক্তির এবং ইশারাকারীর (পিছনে ইক্তিদা করা বৈধ।) যদি ইমামের নামায বাতিল হয়ে যাওয়া প্রকাশ পায়, তবে (মুক্তাদী) তা পুনরায় পড়বে এবং পছন্দনীয় উক্তিমতে সম্ভাব্য উপায়ে কওমকে (মুক্তাদীগণকে) তাদের নামায পুনরায় আদায় করার ব্যাপারে জানিয়ে দেয়া ইমামের অবশ্য কর্তব্য।

فَصْلٌ : يَسْقُطُ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْئًا مَطَرٌ وَبَرْدٌ وَخَوْفٌ وَظُلْمَةٌ وَحَبْسٌ وَعَمًى وَفَلْجٌ وَقَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ وَسُقَامٌ وَاِقْعَادٌ وَوَحَلٌ وَزَمَانَةٌ وَشَيْخُوْخَةٌ وَتَكْرَارُ فِقْهٍ بِجَمَاعَةٍ تَفُوْتُهُ وَحُضُوْرُ طَعَامٍ تَتُوْقُهُ نَفْسُهُ وَاِرَادَةُ سَفَرٍ وَقِيَامُهُ بِمَرِيْضٍ وَشِدَّةُ رِيْحٍ لَيْلاً لَانَهَارًا وَاِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِنْ اَعْذَارِهَا الْمُبِيْحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا .

فَصْلٌ فِي الْاَحَقِّ بِالْاِمَامَةِ وَتَرْتِيْبِ الصُّفُوْفِ : اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَاضِرِيْنَ صَاحِبُ مَنْزِلٍ وَلَاوَظِيْفَةٍ وَلَاذُوْ سُلْطَانٍ فَالْاَعْلَمُ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ ثُمَّ الْاِقْرَأُ ثُمَّ الْاَوْرَعُ ثُمَّ الْاَسَنُّ ثُمَّ الْاَحْسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الْاَحْسَنُ وَجْهًا ثُمَّ الْاَشْرَفُ نَسَبًا ثُمَّ الْاَحْسَنُ صَوْتًا ثُمَّ الْاَنْظَفُ ثَوْبًا فَاِنِ اسْتَوَوْا يُقْرِعُ اَوِالْخِيَارُ لِلْقَوْمِ فَاِنِ اخْتَلَفُوْا فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْاَكْثَرُ وَاِنْ قَدَّمُوْا غَيْرَ الْاَوْلٰى فَقَدْ اَسَاءُوْا وَكُرِهَ اِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْاَعْمٰى وَالْاَعْرَابِيِّ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْجَاهِلِ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَتَطْوِيْلُ الصَّلٰوةِ وَجَمَاعَةُ الْعُرَاةِ وَالنِّسَاءِ فَاِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْاِمَامُ وَسَطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِيْنِ الْاِمَامِ وَالْاَكْثَرُ خَلْفَهُ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنَاثٰى ثُمَّ النِّسَاءُ ـ

---

৮৬. এ মাসআলাটি একটি মতান্তরমূলক মাসআলার উপর ভিত্তিশীল। তা হলো এই যে, ইমাম শাফিঈ (র.)বলেন : রক্ত বের হওয়ার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে রক্ত প্রবাহিত হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এখন হানাফী ফিকহ্-এর অনুসারী কোন ব্যক্তি যদি তার মাযহাব মতে ওযূ ভঙ্গ হয় শাফিঈ, মালেকী অথবা হাম্বলী ফিকহ্-এর অনুসরণকারী ইমামের মধ্যে এমন কিছু দেখতে না পায় তা হলে উক্ত ইমামের পিছনে এ ব্যক্তির ইক্তিদা করা সঠিক হবে। পক্ষান্তরে সে যদি দেখতে পায় যে, রক্ত বের হওয়ার সাথে সাথে ইমাম ওযূ না করে নামায পড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন তা হলে উক্ত ইমামের পিছনে এই হানাফী ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে না।

পরিচ্ছেদ

জামাত রহিত হওয়া প্রসঙ্গ

জামাতে উপস্থিত হওয়া (-র আবশ্যকতা) আঠারটি[৮৭] বিষয়ের যে কোন একটির কারণে রহিত হয়ে যায়। (১) (প্রবল) বর্ষণ। (২) (তীব্র) ঠান্ড। (৩) ভয়। (৪) (ঘন) অন্ধকার। (৫) বন্দী হওয়া। (৬) অন্ধত্ব। (৭) পক্ষাঘাত গ্রস্ত হওয়া। (৮) হাত কর্তিত হওয়া ও পা কর্তিত হওয়া। (৯) অসুস্থ হওয়া। (১০) চলৎ শক্তি রহিত হওয়া। (১১) (গমন পথ) ক্লেদাক্তময় হওয়া। (১২) আতুর হওয়া। (১৩) বার্ধক্য। (১৪) দলবদ্ধভাবে ফিক্হর আলোচনা যা ছুটে যাওয়ার আশংকা হয় (যদি এটা তাৎক্ষণিকভাবে হয়, নচেৎ সর্বদা এরূপ করা বৈধ নয়)। (১৫) খাবার উপস্থিত হওয়া যার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ থাকে। (১৬) ভ্রমণের ইচ্ছা করা। (১৭) রুগ্নের নিকট অবস্থান করা। (১৮) রাতের বেলা প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যাওয়া, দিনের বেলা নয়। যদি এমন কোন ওযরের কারণে জামাতে উপস্থিত হওয়া না যায়, যে সমস্ত ওযরগুলো জামাতে অনুপস্থিত থাকাকে বৈধ করে, তবে তার জন্য জামাতের সওয়াব লাভ হবে।

পরিচ্ছেদ

ইমামতের উপযুক্ততা ও কাতারের বিন্যাস প্রসঙ্গ

যদি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঘরের মালিক ও বেতনভুক্ত লোক এবং (ইসলামী খিলাফতের কোন) ক্ষমতাসীন লোক উপস্থিত না থাকে তবে (উপস্থিতগণের মধ্যে) সবচেয়ে বড় আলিম ব্যক্তি (ইমামতের জন্য অধিকতর যোগ্য বলে গণ্য হবেন)। অতপর ঐ ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে ভাল কারী। অতপর ঐ ব্যক্তি, যিনি চরিত্রগত দিক থেকে সর্বোত্তম। অতপর ঐ ব্যক্তি যার চেহারা সুন্দর। অতপর ঐ ব্যক্তি যার বংশ সর্বাধিক অভিজাতপূর্ণ। অতপর ঐ ব্যক্তি যার কণ্ঠ সুললিত। অতপর ঐ ব্যক্তি যার পোষাক সবচেয়ে পরিপাটি। যদি তারা সকলে (উক্ত গুণাবলীতে) সমপর্যায়ের হন, তবে লটারি করবে অথবা কওম তাদের পছন্দমত কাউকে ইমাম নিয়োগ করবে। কিন্তু তারা যদি মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েন[৮৮] তবে যাকে তাদের অধিকাংশ লোক পছন্দ করেন তিনিই গ্রহণযোগ্য হবেন। যদি কওম এমন ব্যক্তিকে অগ্রগামী করেন যিনি সর্বোত্তম নন তবে তা সমীচীন হবে না। ক্রীতদাস, অন্ধ, জারজ সন্তান, মূর্খ ব্যক্তি এবং প্রকাশ্য পাপাচারী ও বিদাতকারী কোন ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরূহ। জামাত দীর্ঘ করা, নগ্নদের জামাত করা ও পৃথকভাবে স্ত্রী-লোকদের জামাত করাও মাকরূহ। কিন্তু স্ত্রীলোকগণ যদি জামাত করেন তবে তাদের ইমাম (কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াবেন, নগ্নদের মত।) মুক্তাদী একজন হলে তিনি ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবেন আর একের অধিক হলে তারা তার পেছনে দাঁড়াবেন। প্রথমে পুরুষগণ সারিবদ্ধ হবেন, অতপর শিশুরা, অতপর নপুংসক, অতপর নারীগণ।

---

৮৭. অত্র স্থানে বর্ণিত বিষয়গুলো কারণে মজবূরীর অবস্থা সৃষ্টি হওয়া জরুরী, তবেই জামাত তরক করা বৈধ হবে, নচেৎ তা বৈধ হবে না।

৮৮. তিন কারণে মুসল্লীদের মাঝে ইমাম সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। (১) ইমামের মধ্যে কোন দোষ আছে, ফলে মুসল্লীগণ তাঁকে পছন্দ করেন না। যেমন ইমামের ফাসিক অথবা বিদআতী হওয়া।

فَصْلٌ فِيْمَا يَفعلهُ الْمُقْتَدِىْ بَعْدَ فَرَاغِ اِمَامِهِ مِنْ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ : لَوْ سَلَّمَ الْاِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِىْ مِنَ التَّشَهُّدِ يُتِمُّهُ وَلَوْرَفَعَ الْاِمَامُ رَاْسَهُ قَبْلَ تَسْبِيْحِ الْمُقْتَدِىْ ثَلَاثًا فِى الرُّكُوْعِ اَوِ السُّجُوْدِ يُتَابِعُهُ وَلَوْزَادَ الْاِمَامُ سَجْدَةً اَوْقَامَ بَعْدَ الْقُعُوْدِ الْاَخِيْرِ سَاهِيًا لَايَتْبَعُهُ الْمُؤْتَمُّ وَاِنْ قَيَّدَهَا سَلَّمَ وَحْدَهُ وَاِنْ قَامَ الْاِمَامُ قَبْلَ الْقُعُوْدِ الْاَخِيْرِ سَاهِيًا اِنْتَظَرَهُ الْمَامُوْمُ فَاِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِىْ قَبْلَ اَنْ يُقَيِّدَ اِمَامُهُ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ وَكُرِهَ سَلَامُ الْمُقْتَدِىْ بَعْدَ تَشَهُّدِ الْاِمَامِ قَبْلَ سَلَامِهِ ـ

পরিচ্ছেদ

ইমাম নামায হতে ফারিগ হওয়ার পর ওয়াজিব অথবা ওয়াজিব নয় মুক্তাদীর এরূপ করণীয় প্রসঙ্গ

যদি মুক্তাদী আত্তাহিয়্যাতু পড়ে শেষ করার পূর্বেই ইমাম সালাম ফিরিয়ে দেন তবে মুক্তাদী তা পূর্ণ করবে[৮৯]। যদি মুক্তাদী রুকু অথবা সাজদাতে তিন বার তাসবীহ্ বলার পূর্বেই ইমাম মাথা উত্তোলন করেন তবে মুক্তাদী ইমামকে অনুসরণ করবে[৯০]। যদি ইমাম একটি সাজদা অতিরিক্ত করেন অথবা শেষ বৈঠকের পরে ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যান, তবে মুক্তাদী তার অনুসরণ করবে না[৯১]। অনুরূপ ইমাম যদি নামাযকে (অতিরিক্ত রাকাতের সাজদার সাথে) জড়িয়ে ফেলেন, তবে তিনি (মুক্তাদী) একা একাই সালাম ফেরাবেন। ইমাম যদি শেষ বৈঠকের পূর্বে ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যান, তবে মুক্তাদী অপেক্ষা করবেন[৯২]। অতপর মুক্তাদী যদি ইমাম কর্তৃক অতিরিক্ত রাকাতকে সাজদায় জড়িয়ে ফেলার পূর্বে সালাম ফেরান, তবে মুক্তাদীর ফরয বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইমামের আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরে তার সালাম ফেরানোর আগে মুক্তাদীর সালাম ফেরানো মাকরূহ (তাহরীমী)।

فَصْلٌ فِى الْاَذْكَارِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ الْفَرْضِ : اَلْقِيَامُ اِلَى السُّنَّةِ مُتَّصِلًا بِالْفَرْضِ مَسْنُوْنٌ وَعَنْ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِىِّ لَابَاْسَ بِقِرَاءَةِ الْاَوْرَادِ بَيْنَ الْفَرِيْضَةِ وَالسُّنَّةِ وَيَسْتَحِبُّ لِلْاِمَامِ بَعْدَ سَلَامِهِ اَنْ يَتَحَوَّلَ اِلَى يَسَـ

---

৮৯. অর্থাৎ, এ অবস্থায় মুক্তাদী ইমামের সাথে দাঁড়াবে না, বরং সে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে, তারপর দণ্ডায়মান হবে।

৯০. অর্থাৎ, মুক্তাদী তাসবীহ্ পড়া ত্যাগ করে ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে যাবে।

৯১. এ সময় মুক্তাদী বসে থাকবে এবং ইমামকে সতর্ক করার জন্য শব্দ করে 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে।

৯২. এ ক্ষেত্রেও মুক্তাদী বসে বসে ইমামের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করবে এবং সুবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহু আকবার বলে তাকে সতর্ক করবে।

لِتَطَوُّعٍ بَعْدَ الْفَرْضِ وَاَنْ يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَيَقْرَؤُوْنَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَيُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَيَحْمَدُوْنَهُ كَذٰلِكَ وَيُكَبِّرُوْنَهُ كَذٰلِكَ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ثُمَّ يَدْعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ رَافِعِيْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ فِيْ اٰخِرِهٖ -

পরিচ্ছেদ

ফরয নামাযের পর হাদীসে উল্লেখিত যিক্‌র প্রসঙ্গ

ফরয নামায পড়ার পর সাথে সাথে সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া সান্নাত। শামসুল আয়িম্মা হাল্‌ওয়ানী হতে বর্ণিত আছে যে, ফরয ও সুন্নাতের মাঝখানে ওযীফা পড়াতে কোন ক্ষতি নেই। এক্ষেত্রে ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো এই যে, সালাম ফেরানো পর তিনি বাম দিকে সরে যাবেন ফরযের পরবর্তী নফল পড়ার জন্য[৯৩]। এটাও মুস্তাহাব যে, ফরযের পর) তিনি লোকদের দিকে ফিরে বসবেন এবং সকলে তিনবার করে ইস্তিগফার পাঠ করবে, "আয়াতু'ল কুরসী" ও "কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস, কুল-আউযু বি-রাব্বিল ফালাক" পাঠ করবে এবং তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশ বার আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্ ও তেত্রিশবার আল্লাহু আক্‌বার পাঠ করবে। অতপর সকলে " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সকল ক্ষমতা ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" এ দু'আ পাঠ করবে। অতপর সকলে নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য হাত উঠিয়ে দুআ করবে। অতপর দুআর শেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ হাত মুখমন্ডলে মুছে নিবে।

بَابُ مَايُفْسِدُ الصَّلٰوةَ

وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ شَيْئًا اَلْكَلِمَةُ وَلَوْسَهْوًا اَوْخَطَاً وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا وَالسَّلَامُ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَلَوْسَاهِيًا وَرَدُّ السَّلَامِ بِلِسَانِهٖ اَوْ بِالْمُصَافَحَةِ وَالْعَمَلُ الْكَثِيْرُ وَتَحْوِيْلُ الصَّدْرِ عَنِ الْقِبْلَةِ وَاَكْلُ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ فَمِهٖ وَلَوْقَلَّ وَاَكْلُ مَابَيْنَ اَسْنَانِهٖ وَلَوْ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ وَشُرْبُهُ وَالتَّنَحْنُحُ بِلَاعُذْرٍ وَالتَّافِيْفُ وَالْاَنِيْنُ وَالتَّاَوُّهُ وَارْتِفَاعُ بُكَائِهٖ

৯৩. অর্থাৎ, ফরয নামাযের পর যদি সুন্নাত নামায থাকে তবে সুন্নাতের পরে এবং সুন্নাত না থাকলে ফরযের পর পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসা ও উল্লিখিত [illegible] ও দু'আ করা মুস্তাহাব।

مِنْ وَجَعٍ اَوْمُصِيْبَةٍ لَامِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ اَوْ نَارٍ وَتَشْمِيْتُ عَاطِسٍ
بِيَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَجَوَابُ مُسْتَفْهِمٍ عَنْ نِدٍّ بِلَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَخَبَرُ سُوْءٍ
بِالْاِسْتِرْجَاعِ وَسَارٍّ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ وَعَجَبٍ بِلَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ سُبْحَانَ
اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ كَيَايَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ وَرُؤْيَةُ
مُتَيَمِّمٍ مَاءً وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الْخُفِّ وَنَزْعُهٗ وَتَعَلُّمُ الْاُمِّيِّ اٰيَةً
وَوِجْدَانُ الْعَارِيْ سَاتِرًا وَقُدْرَةُ الْمُوْمِيْ عَلَى الرُّكُوْعِ
وَالسُّجُوْدِ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِيْ تَرْتِيْبٍ وَاسْتِخْلَافُ مَنْ لَايَصْلُحُ
اِمَامًا وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَزَوَالُهَا فِي الْعِيْدَيْنِ
وَدُخُوْلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ وَسُقُوْطُ الْجَبِيْرَةِ عَنْ بُرْءٍ
وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُوْرِ وَالْحَدَثُ عَمَدًا اَوْ بِصُنْعِ غَيْرِهٖ وَالْاِغْمَاءُ
وَالْجُنُوْنُ وَالْجَنَابَةُ بِنَظَرٍ اَوْ اِحْتِلَامٍ وَمُحَاذَاةُ الْمُشْتَهَاةِ فِيْ صَلٰوةٍ
مُطْلَقَةٍ مُشْتَرِكَةٍ تَحْرِيْمَةً فِيْ مَكَانٍ مُتَّحِدٍ بِلَاحَائِلٍ وَنَوٰى اِمَامَتَهَا
وَظُهُوْرُ عَوْرَةِ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَلَوِ اضْطَرَّ اِلَيْهِ كَكَشْفِ الْمَرْاَةِ
ذِرَاعَهَا لِلْوُضُوْءِ وَقِرَاءَتُهٗ ذَاهِبًا اَوْعَائِدًا لِلْوُضُوْءِ وَمَكْثُهٗ قَدْرَ اَدَاءِ
رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ مُسْتَيْقِظًا وَمُجَاوَزَتُهٗ مَاءً قَرِيْبًا لِغَيْرِهٖ
وَخُرُوْجُهٗ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوْفَ فِيْ
غَيْرِهٖ بِظَنِّهٖ وَانْصِرَافُهٗ ظَانًّا اَنَّهٗ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ وَاَنَّ مُدَّةَ مَسْحِهٖ
انْقَضَتْ اَوْ اَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً اَوْ نَجَاسَةً وَاِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ
الْمَسْجِدِ وَفَتْحُهٗ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ وَالتَّكْبِيْرُ بِنِيَّةِ الْاِنْتِقَالِ لِصَلٰوةٍ
اُخْرٰى غَيْرِ صَلٰوتِهٖ اِذَا حَصَلَتْ هٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتُ قَبْلَ الْجُلُوْسِ
الْاَخِيْرِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَيُفْسِدُهَا اَيْضًا مَدُّ الْهَمْزَةِ فِي التَّكْبِيْرِ
وَقِرَاءَةُ مَالَايَحْفَظُهٗ مِنْ مُصْحَفٍ وَاَدَاءُ رُكْنٍ اَوْ اِمْكَانُهٗ مَعَ
كَشْفِ الْعَوْرَةِ اَوْمَعَ نَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ وَمُسَابَقَةُ الْمُقْتَدِيْ بِرُكْنٍ لَمْ

يُشَارِكُهُ فِيْهِ إِمَامُهُ وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيْ سُجُوْدِ السَّهْوِ لِلْمَسْبُوْقِ وَعَدَمُ إِعَادَةِ الْجُلُوْسِ الْأَخِيْرِ بَعْدَ أَدَاءِ سَجْدَةٍ صُلْبِيَّةٍ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ الْجُلُوْسِ وَعَدَمُ إِعَادَةِ رُكْنٍ أَدَّاهُ نَائِمًا وَقَهْقَهَةُ إِمَامِ الْمَسْبُوْقِ وَحَدَثُهُ الْعَمَدَ بَعْدَ الْجُلُوْسِ الْأَخِيْرِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَأْسِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ غَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ ظَانًّا أَنَّهُ مُسَافِرٌ وَأَنَّهَا الْجُمُعَةُ أَوْ أَنَّهَا التَّرَاوِيْحُ وَهِيَ الْعِشَاءُ أَوْ كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَظَنَّ الْفَرْضَ رَكْعَتَيْنِ۔

পরিচ্ছেদ

যে সকল বিষয় নামায বিনষ্ট করে

(যে সকল কারণে নামায বিনষ্ট হয়) তার সংখ্যা হলো আটষট্টি (৬৮)। নামাযে কোন শব্দ উচ্চারণ করা, যদিও তা ভুলক্রমে অথবা অসাবধানতা বশত হয়ে থাকে। এমন দুআ করা যা আমাদের কথাবার্তার অনুরূপ হয়। কাউকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা, যদিও তা ভুলক্রমে হয়ে থাকে। মৌখিকভাবে অথবা মুসাফাহার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া। আমলে কাছীর করা[৯৪]। কিবলার দিক হতে বক্ষ ফিরায়ে ফেলা[৯৫], বাইর থেকে মুখে দিয়ে কিছু খেয়ে ফেলা, যদিও তা স্বল্প পরিমাণ হয়। দাঁতের মধ্যে আটকে থাকা বস্তু খাওয়া, যদিও তা চানার সমপরিমাণ হয়। পান করা। অযথা গলা খাকারি দেয়া। উহ্, আহ্ শব্দ করা। কাতরানো। কোন ব্যথা বা দুঃখের কারণে কান্নার আওয়াজকে উচ্চ করা-জান্নাত কিংবা জাহান্নামের আলোচনার কারণে নয়। 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে হাঁচির উত্তর দেয়া। আল্লাহ্র শরীক সম্পর্কে প্রশ্নকারীর উত্তরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উত্তর প্রদান করা। 'ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন' বলে দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া। উত্তম সংবাদের উত্তরে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা। (এমনিভাবে) ঐ সমস্ত কথা যাদ্বারা উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, যেমন "হে ইয়াহ্ইয়া! পুস্তকটি ধর"। তায়াম্মুমকারীর পানি দেখা। মোজার উপর মাসাহ্কারীর মেয়াদ পূর্ণ হওয়া। মোজা খুলে যাওয়া। কোন মূর্খ মানুষ কোন একটি আয়াত শিক্ষা লাভ করা। নগ্নব্যক্তির কাপড় লাভ করা। ইশারাকারীর রুকু ও সাজদার শক্তি লাভ হওয়া। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক এমন ব্যক্তির ছুটে যাওয়া নামাযের কথা স্মরণ হওয়া। এমন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যে ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ফজরের নামাযে সূর্য উদিত হওয়া। দুই ঈদে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) হেলে

---

৯৪. আমলে কাছীর হলো এমন কাজ করা যা দেখার পর দর্শনকারীর মনে এরূপ প্রত্যয় হয় যে, উক্ত ব্যক্তি নামায পড়ছে না। অবশ্য এ জন্য জরুরী হলো এ লোকটি যে নামায পড়ছে দর্শনকারীর পূর্ব থেকে এরূপ জানা না থাকা। যদি দর্শনকারীর মনে এহেন প্রত্যয় না হয় তা হলে তা 'আমলে কালীল' হবে এবং এর ফলে নামায বিনষ্ট হবে না।

৯৫. তবে সালাতুল খাওফ অথবা নামাযের মধ্যে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার পর যথা নিয়মে নামায আদায় করার জন্য পুনরায় ওযূ করতে যাওয়ার কারণে বক্ষ কিবলার দিক হতে অন্য দিকে সরে যাওয়ার ফলে নামায বিনষ্ট হবে না।

যাওয়া। জুমুআর নামাযে আসরের সময় হয়ে যাওয়া। আরোগ্য হওয়ার পর ব্যান্ডেজ পড়ে যাওয়া। মাযূরের ওযর খতম হয়ে যাওয়া। ইচ্ছাকৃতভাবে ওযূ ভঙ্গ করা অথবা অন্যকোন কাজের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়া। বেহুঁশ হওয়া। পাগল হওয়া। লজ্জাস্থানের দিকে দেখার কারণে অথবা স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হওয়া। কোন যৌবনবতী স্ত্রীলোক রুকু-সাজদা বিশিষ্ট নামাযে একই তাহরিমায় শরীক হয়ে একই স্থানে কোন অন্তরাল ছাড়া (মুসল্লীর) বরাবরে দাঁড়ানো। (কিন্তু শর্ত হলো) ইমামকে সে মহিলার ইমামতের নিয়ত (করতে হবে।)। ঐ ব্যক্তির সতর খুলে যাওয়া (নামাযের মধ্যে) যার ওযূ ভঙ্গ হয়েছে, যদিও এ ব্যাপারে সে নিরুপায় ছিল।

যেমন ওযূ করার জন্য স্ত্রীলোকের হাতের গোছা উন্মুক্ত করা, এবং এরূপ লোকের ওযূ করতে যাওয়ার সময় অথবা ফিরে আসার সময় কুরআন পাঠ করা। ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর বিনা কারণে জাগ্রত অবস্থায় এক রোকনের সমপরিমাণ বিলম্ব করা। নিকটের পানি অতিক্রম করে অন্য পানির দিকে গমন করা। ওযূ ভঙ্গ হওয়ার ধারণা করে মসজিদ হতে বের হয়ে যাওয়া, আর মসজিদের বাইরে নামাযের সারি অতিক্রম করা। (নামাযের অবস্থায়) এই ধারণায় স্ব-স্থান ত্যাগ করা যে, সে ওযূ অবস্থায় নেই। (অথবা) তার মাসাহ্ করার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে অথবা তার উপর নামাযের কাযা ওয়াজিব হয়েছে অথবা (তার শরীরে) নাপাকী (লেগে) আছে, যদিও সে মসজিদ হতে বের না হয়। নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লুকমা দেওয়া। নিজের পঠিত নামায ব্যতীত অন্য নামাযের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাবকীর বলা। যখন উল্লিখিত বিষয়গুলো শেষ বৈঠকে 'আত্তহিয়্যাতু' পরিমাণ বসার পূর্বে সংঘটিত হবে (তখন নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।) অনুরূপভাবে তাকবীরের হামযা দীর্ঘ স্বরে পড়াও নামায বিনষ্ট করে দেয়। যে অংশটুকু মুখস্ত নেই কুরআন শরীফ হতে তা দেখে দেখে পাঠ করা। এবং সতর খোলা অবস্থায় অথবা যে নাপাকী নামাযের জন্য অন্তরায় হয় তৎসহ নামাযের কোন একটি রোকন আদায় করা। মুক্তাদী কর্তৃক কোন একটি রোকন আগে করে ফেলা যাতে তার ইমাম শরীক ছিল না। মাসবুক ব্যক্তি সাজদা সাহুতে ইমামকে অনুসরণ করা[৯৬]। শেষ বৈঠকের পরে স্মরণ হয়েছে নামাযের অন্তর্ভুক্ত এরূপ কোন সাজদা[৯৭] আদায় করে পুনরায় শেষ বৈঠক না করা। ঐ রোকনটি পুনরায় আদায় না করা যা ঘুমন্ত অবস্থায় আদায় করা হয়েছিল, মাসবূকের ইমামের উচ্চরে হাসা ও শেষ বৈঠকের পর ইচ্ছাকৃতভাবে হদছ করা। দু'রাকাতবিশিষ্ট নামায ছাড়া অন্য নামাযে দুই রাকাতের মাথায় সালাম ফেরানো এই ধারণায় যে, সে মুসাফির অথবা নামাযটি জুমুআর নামায, অথবা তারাবীহর নামাব ছিল। অথচা নামাযটি ছিল ই'শার নামায, অথবা সে নওমুসলিম ছিল। ফলে সে ফরয নামায দু'রাকাত বলে ভেবেছিল।

---

৯৬. মাসআলাটি এ রকম ঃ ইমামের সালাম ফেরানোর পর যদি মাসবূক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে পরবর্তী রাকাতের সাজদা আদায় করে এবং এ সময় সাজদা সাহুর কথা মনে পড়ার ফলে ইমাম সাহেব সাজদা সাহু করেন এবং তার সাথে মাসবূক ব্যক্তিও সাজদা সাহু করে তবে উক্ত মাসবূকের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু মাসবূক ব্যক্তি যদি পরবর্তী রাকাতের সাজদা করে না থাকেন এবং এ সময় ইমাম সাহেব সাজদা সাহু করে থাকেন তবে মাসবূকের উচিৎ ইমামের সাথে সাজদা সাহু আদায় করা। কিন্তু মাসবূক যদি সাজদা না করে তবু তার নামায হয়ে যাবে। তবে পরিশেষে মাসবূককে তা আদায় করতে হবে। যদি ইমাম ভুলবশত সাজদা সাহু করেন, অর্থাৎ, তার উপর সাজদা করা ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু তিনি ওয়াজিব মনে করে সাজদা করেছেন এবং তার সাথে সাথে মাসবূকও সাজদা করেছে তবে এ অবস্থায়ও মাসবূকের নামায বিশুদ্ধ হবে।

৯৭. অর্থাৎ, এমন সাজদা যা নামাযের রোকন, সাজদা-সাহু অথবা সাজদা তিলাওয়াত নয়। কিন্তু গ্রহণযোগ্য উক্তি হিসাবে সাজদা তিলাওয়াতের হুকুমও এরূপ। অর্থাৎ শেষ বৈঠকের পর সাজদা তিলাওয়াতের কথা স্মরণ হলে সাজদা তিলাওয়াত আদায় করে পুনরায় শেষ বৈঠক করতে হবে। —মারাকিউল ফালাহ, তাহতাভী

بَابُ زَلَّةِ الْقَارِئْ

تَكْمِيْلٌ : زَلَّةُ الْقَارِئْ مِنْ اَهَمِّ الْمَسَائِلِ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلٰى قَوَاعِدَ نَاشِئَةٍ مِنَ الْاِخْتِلَافَاتِ لَاكَمَا تُوُهِّمَ اَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَاعِدَةٌ تُبْنٰى عَلَيْهَا۔ فَالْاَصْلُ فِيْهَا عِنْدَ الْاِمَامِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَغَيُّرُ الْمَعْنٰى تَغَيُّرًا فَاحِشًا وَعَدَمُهُ لِلْفَسَادِ وَعَدَمِهٖ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ مَوْجُوْدًا فِى الْقُرْاٰنِ اَوْلَمْ يَكُنْ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِنْ كَانَ اللَّفْظُ نَظِيْرُهٗ مَوْجُوْدًا فِى الْقُرْاٰنِ لَاتَفْسُدُ مُطْلَقًا تَغَيَّرَ الْمَعْنٰى تَغَيُّرًا فَاحِشًا اَوْلَا۔ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُوْدًا فِى الْقُرْاٰنِ تَفْسُدُ مُطْلَقًا وَلَايُعْتَبَرُ الْاِعْرَابُ اَصْلًا وَمَحَلُّ الْاِخْتِلَافِ فِى الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ۔ اَمَّا فِى الْعَمْدِ فَتَفْسُدُ بِهٖ مُطْلَقًا بِالْاِتِّفَاقِ اَمَّا اِذَا كَانَ مِمَّا يَفْسُدُ الصَّلٰوةَ۔ اَمَّا اِذَا كَانَ ثَنَاءً فَلَايَفْسُدُ وَلَوْتَعَمَّدَ ذٰلِكَ اَفَادَهٗ اِبْنُ اَمِيْرِ حَاجٍّ : وَفِىْ هٰذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ (الْاُوْلٰى) اَلْخَطَأُ فِى الْاِعْرَابِ وَيَدْخُلُ فِيْهِ تَخْفِيْفُ الْمُشَدَّدِ وَعَكْسُهٗ وَقَصْرُ الْمَمْدُوْدِ وَعَكْسُهٗ وَفَكُّ الْمُدْغَمِ وَعَكْسُهٗ۔

অধ্যায়

তিলাওয়াতকারীর ভুল-ভ্রান্তি প্রসঙ্গ

(মূল পুস্তকে কিরাআত সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি প্রসঙ্গে কিছুই আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু এর ব্যাখা গ্রন্থ 'তাহ্তাভী'তে এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লামা ইজায আলী (রহ.) এ পুস্তকের পিরশিষ্টরূপে তা সংযুক্ত করে দিয়েছেন। পাঠকগণের সুবিধার্থে এখানে তা পত্রস্থ করা হলো।)

উক্ত হাশিয়ার লেখক (আল্লামা ইজায আলী (রহ.) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, ইমামের কিরাআতসংক্রান্ত ভুল করা প্রসঙ্গটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যার সম্পর্কে জানা থাকা আবশ্যক। অথচ এ ব্যাপারে লোকেরা উদাসীন। আমি 'তাহতাভী আলাল মারাকীতে এ প্রসঙ্গটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গরূপে পেয়েছি। সে কারণে আমি একে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছি, সেই সমস্ত লোকদের কথা স্মরণ করে যারা হিদায়াতের পথে চলতে চায় এবং প্রবৃত্তির পথ পরিহার করতে চায়। যাতে তা আমার জন্য অগ্নি হতে রক্ষাকারী হয় এবং জান্নাতে গমনের ওসীলা হয় ও

আমলের স্বল্পতার দরুন পাল্লা হালকা হওয়ার সময় আমার পাল্লা ভারি করে দিতে পারে এবং সর্ববিদ ভরসা তারই উপর।

তাকমীলকিরাআতকারীর ভুল-ত্রুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ভিত্তি হলো ঐ সকল নীতি যা ইমামগণের ইখতিলাফ হতে উদ্ভূত হয়। (সাধারণ দৃষ্টিতে) অনেকে মনে করেছেন যে, এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতি নেই যার উপর তার ভিত্তি হতে পারে। মূলত ব্যাপারটি এরূপ নয়। (বরং ইমামগণের মতবিরোধ হতে যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে, বিষয়টি সে অনুপাতেই বিন্যস্ত হয়ে থাকে।) (ভুল পঠনের কারণে যে শব্দ উৎপত্তি লাভ করল) সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর নীতি হলো শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া। যদি শব্দের অর্থ বদলে যায় তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, নচেৎ হবে না। চাই পঠিত শব্দটি কুরআনে বিদ্যমান থাকুক অথবা না থাকুক। ইমাম আবু য়ূসুফ (রহ.)-এর মতে যদি পঠিত শব্দটির সদৃশ কোন শব্দ কুরআনে বিদ্যমান থাকে তবে নামায ফাসিদ হবে না- চাই তার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বদলে যাক অথবা বদলে না যাক। পক্ষান্তরে শব্দটি যদি কুরআনে না থাকে তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে ই'রাবের পরিবর্তন কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। এই মতপার্থক্যের ক্ষেত্রটি ভুল ও বিস্মৃতির সাথে জড়িত। পক্ষান্তরে ভুলটি যদি স্বেচ্ছাকৃত হয় তবে সর্বসম্মতভাবে তাদ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি তা এমন বিষয় সম্পর্কিত হয় যা নামায বিনষ্ট করে দেয়। তবে তাদ্বারা যদি প্রশংসামূলক অর্থ পাওয়া যায় তাহলে নামাযা ফাসিদ হবে না, যদিও সেটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়ে থাকে। ইবন আমীরুল হাজ্জ তাই বলেছেন।

এ পরিচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা লক্ষ্যণীয়। (এক) স্বর-চিহ্ন সংক্রান্ত ভুলসংক্রান্ত ভুল করা। উক্ত প্রকার ভুলের মধ্যে মুশাদ্দাদকে তাখফীফ পড়া, তাখফীফের জায়গায় মুশাদ্দাদ পড়া, মদযুক্ত বর্ণকে কসর করা, কসরকে মদযুক্ত করা, ইদগাম বর্জন করা ও গায়র-ইদগামকে ইদগাম করা (ইত্যাদি) শামিল রয়েছে।

فَاِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنٰى لَاتَفْسُدُ بِهِ صَلٰوتُهٗ بِالْاِجْمَاعِ كَمَا فِى
الْمُضْمَرَاتِ وَاِذَا تَغَيَّرَ الْمَعْنٰى نَحْوُ اَنْ يَقْرَاَ وَاِذِابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمُ رَبَّهٗ بِرَفْعِ
اِبْرَاهِيْمَ وَنَصَبَ رَبَّهٗ فَالصَّحِيْحُ عَنْهُمَا الْفَسَادُ وَعَلٰى قِيَاسِ قَوْلِ اَبِىْ
يُوْسُفَ لَاتَفْسُدُ لِاَنَّهٗ لَايَعْتَبِرُ الْاِعْرَابَ وَبِهٖ يُفْتٰى وَاَجْمَعَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ
كَمُحَمَّدِبْنِ مُقَاتِلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ وَاِسْمَاعِيْلِ الزَّاهِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ سَعِيْدِ
الْبَلَخِى وَالْهِنْدُ وَانِىِّ وَابْنِ الْفَضْلِ وَالْحَلْوَانِىِّ عَلٰى اَنَّ الْخَطَاءَ
فِى الْاِعْرَابِ لَايَفْسُدُ مُطْلَقًا وَاِنْ كَانَ مِمَّا اِعْتِقَادُهٗ كُفْرٌ لِاَنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَايُمَيِّزُوْنَ بَيْنَ وُجُوْهِ الْاِعْرَابِ وَفِىْ اِخْتِيَارِ الصَّوَابِ فِى
الْاِعْرَابِ اِيْقَاعُ النَّاسِ فِى الْحَرَجِ وَهُوَ مَرْفُوْعٌ شَرْعًا وَعَلٰى هٰذَا مَشٰى
فِى الْخُلَاصَةِ فَقَالَ وَفِى النَّوَازِلِ لَاتَفْسُدُ فِى الْكُلِّ وَبِهٖ يُفْتٰى

وَيَنْبَغِى اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا فِى مَا اِذَا كَانَ خَطَاءً اَوْ غَلَطًا وَهُوَ لَايَعْلَمُ اَوْ تَعَمَّدَ ذٰلِكَ مَعَ مَالَا يُغَيِّرُ الْمَعْنٰى كَثِيْرًا كَنَصَبِ الرَّحْمٰنَ فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى اَمَّا لَوْتَعَمَّدَ مَعَ مَايُغَيِّرُ الْمَعْنٰى كَثِيْرًا اَوْيَكُوْنُ اِعْتِقَادُهٗ كُفْرًا فَالْفَسَادُ حِيْنَئِذٍ اَقَلُّ الْاَحْوَالِ وَالْمُفْتٰى بِهٖ قَوْلُ اَبِى يُوْسُفَ وَاَمَّا تَخْفِيْفُ الْمُشَدَّدِ كَمَا لَوْ قَرَأَ اِيَاكَ نَعْبُدُ اَوْ رَبِ الْعٰلَمِيْنَ بِالتَّخْفِيْفِ فَقَالَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ لَاتَفْسُدُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ لِاَنَّ تَرْكَ الْمَدِّ وَالتَّشْدِيْدِ بِمَنْزِلَةِ الْخَطَاءِ فِى الْاِعْرَابِ كَمَا فِى قَاضِى خَانْ وَهُوَ الْاَصَحُّ كَمَا فِى الْمُضْمَرَاتِ وَكَذَا نَصَّ فِى الذَّخِيْرَةِ عَلٰى اَنَّهُ الْاَصَحُّ كَمَا فِى اِبْنِ اَمِيْرِ حَاجٍّ وَحُكْمُ تَشْدِيْدِ الْمُخَفَّفِ كَحُكْمِ عَكْسِهٖ فِى الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيْلِ وَكَذَا اِظْهَارُ الْمُدْغَمِ وَعَكْسُهٗ فَالْكُلُّ نَوْعٌ وَاحِدٌ كَمَا فِى الْحَلَبِى -

যদি (স্বর চিহ্নের পরিবর্তন) দ্বারা অর্থের পরিবর্তন না হয়ে থাকে, তবে সে কারণে সর্বসম্মতভাবে নামায ফাসিদ হবে না। মুযমারাত নামক পুস্তকে এরূপ উদ্ধৃত আছে। কিন্তু যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, যেমন নামায আদায়কারী ব্যক্তি وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ এর- اِبْرَاهِيْمُ কে পেশযুক্ত করে এবং رَبَّهٗ কে যবর যুক্ত করে পাঠ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ মত হলো এতে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে আর ইমাম আবূ য়ূসুফের কিয়াস হিসাবে নামায ফাসিদ হবে না। কেননা তিনি ইরাবকে গুরুত্ব দেন না। এর উপরই ফাতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে। মুতাআখ্খিরীন, যেমন মুহাম্মদ ইবন সাঈদ বলখী, হিন্দাওয়ানী, ইবন ফযল ও হালওয়ানী প্রমুখ মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ই'রাব সংক্রান্ত ভুল নামাযকে ফাসিদ করে না, যদিও সে ভুলটি এমন হয়ে থাকে যা বিশ্বাস করা কুফরী। কেননা অধিকাংশ মানুষ ইরাবের অবস্থাভেদ সম্পর্কে তারতম্য করতে পারে না। এমতাবস্থায় সঠিক ইরাব গ্রহণে বাধ্য করার মানে হলো মানুষকে কষ্টে ফেলা। শরীআত এটিকে রহিত করে দিয়েছে। (আল্লামা তাহতাভী বলেন,) খুলাসা নামক পুস্তকে এ মতটি গৃহীত হয়েছে। খুলাসা প্রণেতা বলেন, নাওয়াযিল নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, এ সকল অবস্থায় নামায ফাসিদ হবে না এবং এর উপরই ফাতওয়া। (মুসান্নিফ বলেন,) এ উক্তিটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন সে ভুলটি অসতর্কতা অথবা অসাবধানতা বশত তার অজান্তে হয়ে থাকে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই সে তা করেছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এভুল পঠন দ্বারা অর্থের ক্ষেত্রে বেশী পরিবর্তন সাধিত হয় না। যেমন اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى এর- اَلرَّحْمٰنَ শব্দটিকে যবরযুক্ত করে পাঠ করা। অথবা সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ভুল করে যা অর্থকে অনেকাংশে পরিবর্তন করে দেয় অথবা তা দ্বারা এমন অর্থ প্রকাশ পায় যা বিশ্বাস করা কুফরী, তবে তখন নামায ফাসিদ হওয়াটা একটি

সামান্যতম ব্যাপার মাত্র। (মোট কথা) ইমাম আবূ য়ূসুফের উক্তি অনুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ইরাবের ভুলজনিত কারণে নামায ফাসিদ হবে না।) অনুরূপ তাশদীদযুক্তকে তাখফীফ করে পড়া, যেমন رب العالمين অথবা اياك نعبد কে যদি তাশদীদ বিহীনভাবে পাঠ করা হয়ে থাকে তবে মুতাআখখিরীনগণ বলেন, গ্রহণযোগ্য মতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়া মুতলাকান—সাধারণভাবে নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, মদ ও তাশদীদ তরক করা ইরাব সংক্রান্ত ভুলের সমপর্যায়ভুক্ত। কাযীখানে এরূপই লিখিত হয়েছে এবং মুযমারাতের ভাষ্য মতে তাই বিশুদ্ধতম। যাখীরাতে বলা হয়েছে যে, এ উক্তিটি সঠিকতম। ইবন মুনীরুল হাজ্জেও তাই বলা হয়েছে। উভয় মাসআলায় ফকীগণের ইখতিলাফ ও ফয়সালা উভয় ক্ষেত্রে মুখাফ্ফাফকে মুশাদ্দাদ পড়ার হুকুম মুশাদ্দাদকে মুখাফ্ফাফ পড়ার হুকুমের মত। অনুরূপভাবে মুদগামকে ইযহার করা এবং ইযহারকে মুদগাম করার হুকুমও তাই। মোটকথা, এমাসআলাগুলো একই পর্যায়ভুক্ত। হালাবীতে তাই বলা হয়েছে।

اَلْمَسْئَلَةُ الثَّانِيَةُ فِى الْوَقْفِ وَالْاِبْتِدَاءُ فِى غَيْرِ مَوْضَعِهِمَا فَاِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنٰى لَاتَفْسُدُ بِالْاِجْمَاعِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَاَخِّرِيْنَ وَاِنْ تَغَيَّرَ الْمَعْنٰى فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ وَالْفَتْوٰى عَدْمُ الْفَسَادِ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَائِنَا الْمُتَاَخِّرِيْنَ لِاَنَّ فِى مُرَاعَاةِ الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ اِيْقَاعُ النَّاسِ فِى الْحَرَجِ لَاسِيَّمَا الْعَوَامُّ وَالْحَرَجُ مَرْفُوْعٌ كَمَا فِى الذَّخِيْرَةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ وَالنِّصَابِ وَفِيْهِ اَيْضًا لَوْتَرَكَ الْوَقْفَ فِى جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ لَاتَفْسُدُ صَلٰوتُهُ عِنْدَنَا وَاَمَّا الْحُكْمُ فِى قَطْعِ بَعْضِ الْكَلِمَةِ كَمَا لَوْ اَرَادَ اَنْ يَقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَقَالَ ال فَوَقَفَ عَلَى اللَّامِ اَوْ عَلَى الْحَاءِ اَوْ عَلَى الْمِيْمِ اَوْ اَرَادَ اَنْ يَقْرَأَ وَالْعٰدِيٰتِ فَقَالَ وَالْعَا فَوَقَفَ عَلَى الْعَيْنِ لِاَنْقِطَاعِ نَفَسِهِ اَوْ نِسْيَانِ الْبَاقِى ثُمَّ تَمَّمَ وَانْتَقَلَ اِلٰى اٰيَةٍ اُخْرٰى فَالَّذِىْ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَائِخِ عَدْمُ الْفَسَادِ مُطْلَقًا وَاِنْ غَيَّرَ الْمَعْنٰى لِلضَّرُوْرَةِ وَعُمُوْمِ الْبَلْوٰى كَمَا فِى الذَّخِيْرَةِ وَهُوَ الْاَصَحُّ كَمَا ذَكَرَهُ اَبُو اللَّيْثِ ـ

(দুই) ওয়াক্ফ (বিরাম) ও আরম্ভ করার স্থান নয় এমন কোন স্থানে ওয়াক্ফ করা ও আরম্ভ করা প্রসঙ্গএরূপ করা দ্বারা যদি অর্থের পরিবর্তন না হয়ে থাকে তবে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনদের সর্বসম্মত মতে নামায ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তাতে মতভেদ আছে। অবশ্য ফাতওয়া হলো সর্বাবস্থায় নামায ফাসিদ না হওয়ার পক্ষে। এটাই আমাদের পরবর্তী আলিমদের অভিমত। কেননা, ওয়াক্ফ ও ওয়াস্লের প্রতি

নিবিষ্ট করা মানুষকে কষ্টে পতিত করার শামিল, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য তা কষ্টকর। অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে কষ্ট একটি রহিতকৃত বিষয়। যাখীরা, সিরাজিয়া ও নিসাব নামক পুস্তকে এরূপই লিখিত হয়েছে। নিসাব নামক পুস্তিকায় আরো বলা হয়েছে যে, যদি কেউ সমস্ত কুরআনেও ওয়াক্ফ ত্যাগ করে, তবু আমাদের মতে তার নামায ফাসিদ হবে না। (একটি জরুরী মাসআলাঃ) কোন শব্দের অংশ বিশেষকে তার অপর অংশ হতে আলাদা করার হুকুম এরকমধরুন. কোন ব্যক্তির 'আল-হামদুলিল্লাহ্' পাঠ করার ইচ্ছা ছিল। অতপর সে 'আল' উচ্চারণ করে লামের উপর ওয়াকফ করল, অথবা 'হা'-এর উপর ওয়াকফ করল, অথবা 'মীমের' উপর ওয়াকফ করল, অথবা সে 'ওয়াল আদিয়াতি' পাঠ করতে চাইল। ফলে ওয়াল-এর 'আ' পর্যন্ত পাঠ করে আইনের উপর ওয়াক্ফ করল-নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা অবশিষ্টাংশ ভুলে যাওয়ার দরুন, অথবা এ আয়াতটি ত্যাগ করে অন্য আয়াত শুরু করে দিল এমতাবস্থায় জরুরত ও উমূমে বলওয়ার কারণে সকল মাশাইখের অভিমত হলো এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির, নামায ফাসিদ হবে না; যদিও এর দ্বারা শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যখীরা নামক গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে এবং এটাই সঠিক। আল্লামা আবূ লায়সও তাই উল্লেখ করেছেন।

اَلْمَسْئَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَضْعُ حَرْفٍ مَوْضَعَ حَرْفٍ اٰخَرَ فَاِنْ كَانَتِ الْكَلِمَةُ لَاتَخْرُجُ عَنْ لَفْظِ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لَاتَفْسُدُ كَمَالَوْ قَرَاَ اِنَّ الظّٰلِمُوْنَ بِوَاوِ الرَّفْعِ اَوْقَالَ وَالْاَرْضِ وَمَادَحٰهَا مَكَانَ طَحٰهَا وَاِنْ خَرَجَتْ بِهِ عَنْ لَفْظِ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنٰى لَاتَفْسُدُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ كَمَا قَرَاَ قَيَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ مَكَانَ قَوَّامِيْنَ اَوْ دَوَّارًا مَكَانَ دِيَارًا۔ وَاِنْ لَمْ تَخْرُجْ بِهٖ عَنْ لَفْظِ الْقُرْاٰنِ وَتَغَيَّرَ بِهِ الْمَعْنٰى فَالْخِلَافُ بِالْعَكْسِ كَمَا لَوْقَرَاَ وَاَنْتُمْ خَامِدُوْنَ مَكَانَ سَامِدُوْنَ وَلِلْمُتَاَخِّرِيْنَ قَوَاعِدُ اُخَرُ غَيْرَمَا ذَكَرْنَا وَاقْتَصَرْنَا عَلٰى مَاسَبَقَ لِاطِّرَادِهَا فِىْ كُلِّ الْفُرُوْعِ بِخِلَافِ قَوَاعِدِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ ـ

وَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَايَقِيْسُ مَسَائِلَ زَلَّةِ الْقَارِى بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا مَنْ لَهٗ دِرَايَةٌ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِىْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ التَّفْسِيْرُ كَمَا فِىْ مُنْيَةِ الْمُصَلِّىْ وَفِى النَّيِّرِ وَاَحْسَنَ مَنْ لَخَّصَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِىْ زَلَّةِ الْقَارِى الْكَمَالُ فِىْ زَادِ الْفَقِيْرِ فَقَالَ اِنْ كَانَ الْخَطَاُ فِى الْاِعْرَابِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنٰى كَكَسْرِ قَوَّامًا مَكَانَ فَتْحِهَا وَفَتْحِ بَاءِ نَعْبُدُ مَكَانَ

ضُمَّهَا لَاتَفْسُدُ وَاِنْ غَيَّرَ كَنَصْبِ هَمْزَةِ الْعُلَمَاءِ وَضَمِّ هَاءِ الْجَلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰؤُ تَفْسُدُ عَلٰى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَاخْتَلَفَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ فَقَالَ اِبْنُ الْفَضْلِ وَاِبْنُ مُقَاتِلٍ اَبُوْجَعْفَرَ وَالْحَلْوَانِىْ وَابْنُ السَّلَامِ وَاِسْمٰعِيْلُ الزَّاهِدِىُّ لَاتَفْسُدُ وَقَوْلُ هٰؤُلَاءِ اَوْسَعُ وَاِنْ كَانَ بِوَضْعِ حَرْفٍ مَكَانَ حَرْفٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَعْنٰى نَحْوُ اِيَّابٌ مَكَانَ اَوَّابٍ لَاتَفْسُدُ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ تَفْسُدُ وَكَثِيْرًا مَايَقَعُ فِىْ قِرَاءَةِ بَعْضِ الْقَرَوِيِّيْنَ وَالْاَتْرَاكِ وَالسُّوْدَانِ وَيَّاكَ نَعْبُدُ بِوَاوٍ مَكَانَ الْهَمْزَةِ وَالصِّرَاطِ الَّذِيْنَ بِزِيَادَةِ الْاَلِفِ وَاللَّامِ وَصَرَّحُوْا فِى الصُّوْرَتَيْنِ بِعَدْمِ الْفَسَادِ وَاِنْ غَيَّرَ الْمَعْنٰى - وَتَمَامُهُ فِيْهِ فَلْيُرَاجِعْ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ -

(তিন) এক হরফের স্থলে অন্য হরফ উচ্চারণ করা ঃ এ ক্ষেত্রে পঠিত শব্দটি যদি কুরানিক শব্দের বহির্ভূত কোন শব্দ না হয় এবং এর ফলে তার উদ্দিষ্ট অর্থটি বদলে না যায়, তবে নামায ফাসিদ হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি اِنَّ الظَّالِمُوْنَ শব্দটির ওয়াও পেশ যোগে পাঠ করল, অথবা وَمَادَحَاهَا এর স্থলে طَحٰهَا পাঠ করল। যদি শব্দটি কুরানিক শব্দের বহির্ভূত কোন শব্দ হয় এবং অর্থ পরিবর্তিত না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহ)-এর মতে নামায ফাসিদ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ য়ূসুফের অভিমত এর পরিপন্থী। যেমন কেউ قَيَّامِيْنَ-এর স্থলে قَوَّامِيْنَ পাঠ করল। পঠিত শব্দটি যদি কুরানিক শব্দ হতে বহির্ভূত না হয় কিন্তু তার অর্থটি বদলে যায়, তবে মতবিরোধটি পূর্বোক্ত মতবিরোধের বিপরীত হবে। (অর্থাৎ ইমাম আবূ য়ূসুফের মতে নামায ফাসিদ হবে না এবং আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহ)-এর মতে ফাসিদ হয়ে যাবে।) যেমন কেউ 'সামিদূনের' স্থলে 'যামিদূন' পাঠ করল। উল্লিখিত কায়দাসমূহ ছাড়াও মুতাআখখিরীনগণ আরো কিছু কায়দা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা উল্লিখিত কায়াদাগুলো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখলাম। কেননা, এ কায়দাগুলো সকল অনুষঙ্গকে পরিব্যাপ্ত করে। কিন্তু মুতাআখখিরীনের কায়দাগুলো তা করে না।

জ্ঞাতব্য ঃ উল্লেখ্য যে, পাঠকারীর পঠনগত ভুলভ্রান্তিগুলোর একটিকে অপরটির সাথে যার তার পক্ষে তুলনা করা ঠিক নয়। এটা কেবল ঐ ব্যক্তিই করতে পারে, যে আরবী ভাষা, তার অর্থ এবং এতদ্ব্যতীত ঐ সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি রাখে যেগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যার প্রয়োজন হয়। মুনিয়াতুল মুসল্লী ও নাহ্‌র নামক পুস্তকে এরূপ উল্লেখ আছে। আল্লামা কামাল হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি 'যাদুত তাফসীর' নামক গ্রন্থে কিরাআতের পঠনগত ভ্রান্তি প্রসঙ্গে ফকীহগণের মতামতের সারাংশ অত্যান্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, যদি ভুলটি ইরাবের মধ্যে হয়ে থাকে এবং তা দ্বারা অর্থের পরিবর্তন না হয়- যেমন قَوَّامًا যবরের স্থলে قِوَّامًا যের যোগে এবং

نَعْبُدُ পেশের স্থলে نَعْبَدُ যবরযোগে পাঠ করা- তবে নামায ফাসিদ হবে না। যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়- যেমন إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا -এর 'হা' বর্ণকে যবরের স্থলে পেশযোগে এবং الْعُلَمَاءُ এর হামযাহ-কে পেশের স্থলে যবরযোগে পাঠ করা (দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়)- তবে মুতাকাদ্দিমীনদের মতে এরূপ কিরাতের ফলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মুতাআখখিরীনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবন ফযল, ইবন সালাম ও ইসমাঈল যাহিদী বলেন যে, নামায ফাসিদ হবে না। তাদের উক্তিটি অতিশয় ব্যাপক অর্থবোধক। আর যদি কোন বর্ণগত ভুল হয়ে থাকে (অর্থাৎ এক হরফের স্থলে অন্য হরফ পাঠ করা হয়ে থাকে) এবং সে কারণে অর্থ বদলে না যায়- যেমন أَوَّابٌ -এর স্থলে إِيَّابٌ (পাঠ করার দরুন অর্থ পরিবর্তন হয় না) তবু নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অনেক সময় কোন কোন দেহাতী আরব, তুরকী ও আফ্রীকান إِيَّاكَ -এর স্থলে وَإِيَّاكَ -ওয়াও যোগে এবং صِرَاطَ الَّذِيْنَ -এর স্থলে الصِّرَاطَ الَّذِيْنَ -আলিফ-লাম যোগে পাঠ করে থাকে। এ সম্পর্কে ফকীহগণ বলেছেন যে, এরূপ পাঠ করার ফলে নামায ফাসিদ হবে না। যদিও এর দ্বারা অর্থ পবির্তন হয়ে যায়। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি উক্ত পুস্তক অর্থাৎ যাদুত তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সেটি দেখে নেয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন এবং মহান আল্লাহ্রই নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

فَصْلٌ : لَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّيْ إِلٰى مَكْتُوْبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ دُوْنَ الْحِمَّصَةِ بِلَا عَمَلٍ كَثِيْرٍ أَوْ مَرَّ مَارٌّ فِيْ مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ أَثِمَ الْمَارُّ وَلَا تَفْسُدُ بِنَظَرِهِ إِلٰى فَرْجِ الْمُطَلَّقَةِ بِشَهْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ وَإِنْ ثَبَتَ بِهِ الرَّجْعَةُ ـ

পরিচ্ছেদ

যে সকল কারণে নামায বিনষ্ট হয় না

যদি নামাযী ব্যক্তি কোন লেখার প্রতি লক্ষ্য করে এবং তা বুঝতে পারে, অথবা আমলে কাছীর ব্যতীত তার দাঁতে লেগে থাকা বস্তু খেয়ে নেয় এবং সে বস্তুটি চানার মত ক্ষুদ্র হয় অথবা যদি কোন অতিক্রমকারী সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে তবে তাতে তার নামায বিনষ্ট হবে না। যদিও এরূপ অতিক্রমকারী ব্যক্তি পাপকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। গ্রহণযোগ্য উক্তি মতে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের প্রতি কামুক দৃষ্টিতে তাকানোর কারণেও নামায বিনষ্ট হয় না[৯৮]। যদিও এর দ্বারা (স্ত্রীকে) পুনরায় গ্রহণ করা প্রমাণিত হয়।

---

৯৮. অর্থাৎ, নামাযরত অবস্থায় মুসল্লী ব্যক্তির দৃষ্টি যদি স্বীয় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর লজ্জাস্থানে পতিত হয় এবং এর ফলে উক্ত ব্যক্তির মনে কামভাব জাগ্রত হয় তবে এর ফলে তার নামায বিনষ্ট হবে না। অবশ্য এরূপ কামভাবের সাথে দৃষ্টি দানের কারণে রিজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা সাব্যস্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, বক্ষমাণ ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ বশত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য মহিলার বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য। এটাই সঠিক মত।

فَصْلٌ : يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّيْ سَبْعَةٌ وَّسَبْعُوْنَ شَيْئًا، تَرْكُ وَاجِبٍ اَوْ سُنَّةٍ عَمَدًا كَعَبَثِهٖ بِثَوْبِهٖ وَبَدَنِهٖ وَقَلْبُ الْحَصٰى اِلَّا لِلسُّجُوْدِ مَرَّةً وَّفَرْقَعَةُ الْاَصَابِعِ وَتَشْبِيْكُهَا وَالتَّخَصُّرُ وَالْاِلْتِفَاتُ بِعُنُقِهٖ وَالْاِقْعَاءُ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَتَشْمِيْرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا وَصَلٰوتُهٗ فِي السَّرَاوِيْلِ مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلٰى لُبْسِ الْقَمِيْصِ وَرَدُّ السَّلَامِ بِالْاِشَارَةِ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ وَعَقْصُ شَعْرِهٖ وَالْاِعْتِجَارُ وَهُوَ شَدُّ الرَّاْسِ بِالْمِنْدِيْلِ وَتَرْكُ وَسَطِهَا مَكْشُوْفًا وَكَفُّ ثَوْبِهٖ وَسَدْلُهٗ وَالْاِنْدِرَاجُ فِيْهِ بِحَيْثُ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ وَجَعْلُ الثَّوْبِ تَحْتَ اِبِطِهِ الْاَيْمَنِ وَطَرْحُ جَانِبَيْهِ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَالْقِرَاءَةُ فِيْ غَيْرِ حَالَةِ الْقِيَامِ وَاِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى فِي التَّطَوُّعِ وَتَطْوِيْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْاُوْلٰى فِيْ جَمِيْعِ الصَّلٰوتِ وَتَكْرَارُ السُّوْرَةِ فِيْ رَكْعَةٍ وَّاحِدَةٍ مِّنَ الْفَرْضِ وَقِرَاءَةُ سُوْرَةٍ فَوْقَ الَّتِيْ قَرَأَهَا وَفَصْلُهٗ بِسُوْرَةٍ بَيْنَ سُوْرَتَيْنِ قَرَأَهَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَشَمُّ طِيْبٍ وَتَرْوِيْحُهٗ بِثَوْبِهٖ اَوْ مِرْوَحَةٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ وَتَحْوِيْلُ اَصَابِعِ يَدَيْهِ اَوْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي السُّجُوْدِ وَغَيْرِهٖ وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوْعِ۔

পরিচ্ছেদ

যে সমস্ত কাজ মুসল্লীর জন্য মাকরূহ

মুসল্লীর জন্য সাতাত্তরটি বিষয় মাকরূহ[৯৯]। ওয়াজিব ত্যাগ করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেয়া। যেমন কাপড় ও শরীর নিয়ে খেলা করা[১০০]। কঙ্কর সরানো। তবে সাজদার জন্য একবার (সরানোতে কোন অসুবিধা নেই)। আঙ্গুল ফুটানো এবং (এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলে প্রবিষ্ট করে) আঙ্গুলসমূহকে একীভূত করা। পাঁজরে হাত

৯৯. মাকরূহ অর্থ অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়। যা প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুর বিপরীত। পারিভাষিক দিক থেকে মাকরূহ দু'প্রকার—মাকরূহ তাহরীমী ও মাকরূহ তানযীহী। ইসলাম যে কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যদি ভাব ও বর্ণনা পরম্পরার দিক থেকে সে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা না যায় তবে সে কাজটি মাকরূহ তাহরীমী হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা না থাকে, কিন্তু সুন্নাত তরক করার কারণে তাতে খুঁত দেখা দেয় তবে তা মাকরূহ তানযীহী হবে। মাকরূহ তানযীহী মুবাহ্‌র কাছাকাছি, আর মাকরূহ তাহরীমী হারামের কাছাকাছি। যে ধরনের কাজ বর্জন করার ফলে নামায মাকরূহ হয় নামাযকে সে ধরনের ত্রুটি হতে মুক্ত করে পুনরায় পড়ার বিধানও সে রকম। যেমন সুন্নাত তরক করার কারণে নামায মাকরূহ হলে পুনরায় নামায পড়া সুন্নাত এবং ওয়াজিব তরকের কারণে নামায মাকরূহ হলে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব।

১০০. একাজটি নামাযের খুশূ' অবস্থার পরিপন্থী।

রাখা। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখা। পাছার উপর ভর করে বসা। (সাজদার সময়) উভয় হাত মাটিতে বিছায়ে দেয়া। উভয় হাতের আস্তিন গুটিয়ে রাখা। শুধু পাজামা (লুঙ্গি) পরে নামায পড়া, গায়ের জামা পরিধান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও। ইশারার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া। বিনা ওযরে আসন পিঁড়ি হয়ে বসা। চুল বাঁধা। ইতিজার করা তথা রুমাল দ্বারা মাথা বাঁধা ও মাথার মধ্যখান খোলা রাখা। (ময়লা) হতে কাপড় বিরত রাখা। কাপড় ঝুলিয়ে রাখা। কাপড়ের ভেতর এভাবে প্রবেশ করা যে, হাত দু'টি বের করা সম্ভব না হওয়া। কাপড় ডান বগলের নিচে করা ও এর উভয় মাথা বাম কাঁধের উপর রাখা। দন্ডায়মান না হওয়া অবস্থায় কিরআত করা। নফল নামাযের প্রথম রাকাত লম্বা করা। ফরযের এক রাকআতে[১০১] কোন সূরা বারবার পড়া। পঠিত সূরার পূর্ববর্তী সূরা পাঠ করা। ঐ সূরার মাঝে একটি মাত্র সূরা দ্বারা পার্থক্য করা যা দু'রাকাতে পড়া হয়েছে। সুগন্ধি গ্রহণ করা। একবার অথবা দু'বার কাপড় অথবা পাখা দ্বারা বাতাস করা। সাজদা বা অন্য কোন অবস্থায় হাত অথবা পায়ের আঙ্গুল সমূহকে কিবলার দিক হতে ফিরায়ে ফেলা, এবং রুকুতে হাতদ্বয়কে হাটুর উপর রাখা বর্জন করা।

وَالتَّثَاؤُبُ وَتَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ وَرَفْعُهُمَا اِلَى السَّمَاءِ وَالتَّمَطِّى وَالْعَمَلُ الْقَلِيْلُ وَاَخْذُ قَمْلَةٍ وَقَتْلُهَا وَتَغْطِيَةُ اَنْفِهٖ وَفَمِهٖ وَوَضْعُ شَيْئٍ فِىْ فَمِهٖ يَمْنَعُ الْقِرَاءَةَ الْمَسْنُوْنَةَ وَالسُّجُوْدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ وَعَلٰى صُوْرَةٍ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْجَبْهَةِ بِلَاعُذْرٍ بِالْاَنْفِ وَالصَّلٰوةُ فِى الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَفِى الْمَخْرَجِ وَفِى الْمَقْبَرَةِ وَاَرْضِ الْغَيْرِ بِلَارِضَاهُ وَقَرِيْبًا مِنْ نَجَاسَةٍ وَمُدَافِعًا لِاَحَدِ الْاَخْبَثَيْنِ اَوِ الرِّيْحِ وَمَعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ اِلَّا اِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ اَوِ الْجَمَاعَةِ وَاِلَّا نُدِبَ قَطْعُهُمَا وَالصَّلٰوةُ فِىْ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَمَكْشُوْفَ الرَّاْسِ لَالِلتَّذَلُّلِ وَالتَّضَرُّعِ وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَمِيْلُ اِلَيْهِ وَمَا يُشْغِلُ الْبَالَ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوْعِ وَعَدُّ الْاٰيِ وَالتَّسْبِيْحُ بِالْيَدِ وَقِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْمِحْرَابِ وَعَلٰى مَكَانٍ اَوِ الْاَرْضِ وَحْدَهٗ وَالْقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ فِيْهِ فُرْجَةٌ وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَاَنْ يَكُوْنَ فَوْقَ رَاْسِهٖ اَوْ خَلْفِهٖ اَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ بِحِذَائِهٖ صُوْرَةٌ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرَةً اَوْ مَقْطُوْعَةَ الرَّاْسِ اَوْلِغَيْرِ ذِىْ رُوْحٍ وَاَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَنُّوْرٌ اَوْ كَانُوْنٌ فِيْهِ جَمْرٌ اَوْ قَوْمٌ نِيَامٌ وَمَسْحُ الْجَبْهَةِ مِنْ تُرَابٍ لَايَضُرُّهٗ فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ وَتَعْيِيْنُ سُوْرَةٍ لَايَقْرَاُ غَيْرَهَا اِلَّا

১০১. অথবা অন্য সূরা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও একই সূরা অন্য রাকাতেও পাঠ করা।

تَيْسِرٍ عَلَيْهِ اَوْ تَبَرُّكًا بِقِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكُ اِتِّخَاذِ سُتْرَةٍ فِىْ مَحَلٍّ يَظُنُّ الْمُرُوْرَ فِيْهِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ -

হাই তোলা। চক্ষুদ্বয় বন্ধ করা। চক্ষুদ্বয় আকাশ পানে উত্তোলন করা (অর্থাৎ উপরের দিকে তাকানো)। শরীর মোড়ামুড়ি করা। আমলে কালীল করা (যেমন শরীর চুলকানো ইত্যাদি)। উকুন ধরা ও মারা। নাক ও মুখমন্ডল ঢেকে রাখা। মুখের ভেতর কোন কিছু রাখা, যাদ্বারা মাসনূন কিরআত বাধা প্রাপ্ত হয়। পাগড়ির প্যাঁচের উপর ও ছবির উপর সাজদা করা। নাকে কোন ওযর ব্যতীত (সাজদা শুধু) কপালের উপর সীমাবদ্ধ রাখা। রাস্তায় নামায পড়া, গোসল খানায়, পায়খানায় , কবরস্থানে, অন্যের ভূমিতে তার সম্মতি ছাড়া, কোন নাপাকীর নিকটে, পায়খানা বা পেশাবের চাপের সময়, অথবা বায়ু নির্গমনের চাপের সময় ও এমন নাপাকীর সাথে যা নামাযের জন্য বাধাস্বরূপ নয় (নামায পড়া মাকরূহ)। কিন্তু যখন সময় শেষ হয়ে যাওয়ার অথবা জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় (তখন মাকরূহ হবে না)। নচেৎ (সময় শেষ হয়ে যাওয়া বা জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে) নামাযের পূর্বে পেশাব-পায়খানার চাপ দূর করা মুস্ত াহাব। নিকৃষ্ট কাপড়ে নামায পড়া। বিনয় ও নম্রহীনভাবে মাথা খোলা রেখে নামায পড়া ও যে খাবারের প্রতি মন আকৃষ্ট সে খাবারের উপস্থিতিতে নামায পড়া এবং যে সমস্ত বিষয় মনকে ব্যস্ত রাখে ও একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটায় সে সমস্ত বিষয়ের উপস্থিতিতে নামায পড়া। আয়াত ও তাসবীহ হাত দ্বারা গণনা করা এবং ইমামের মেহরাবে অথবা (এক হাত পরিমাণ) উঁচু স্থানে অথবা অন্য কোন ভূমিতে ইমামের একাকী দাড়ানো এবং এমন সারির পেছনে দাড়ানো যার মধ্যে ফাঁক রয়েছে, এমন কাপড় পরিধান করা যাতে ছবি আছে। মুসল্লীর মাথার উপরে, অথবা পেছনে, অথবা সামনে, অথবা বরাবরে (পার্শ্বে) ছবি থাকা অবস্থায় নামায পড়া (মাকরূহ)। কিন্তু ছবিটির ক্ষুদ্র হলে, অথবা মাথা কাটা হলে অথবা প্রাণহীনের হলে মাকরূহ হবে না। তার (মুসল্লীর) সম্মুখে উনান থাকা অথবা এমন চুল্লি থাকা যাতে স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, অথবা (সামনে) ঘুমন্ত মানুষ থাকা, নামাযের মধ্যে কপালের মাটি মুছে ফেলা যা তার অসুবিধা করে না। কোন সূরাকে এভাবে নির্দিষ্ট করা যে, উক্ত সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা পড়বে না (মাকরূহ)। তবে নিজের সহজের জন্য অথবা রাসূল (সা.)-এর কিরআত দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্য হলে (মাকরূহ হবে না) এবং এমন জায়গায় সুতরা গ্রহণ বর্জন করা (মাকরূহ) যেখানে মুসল্লীর সামনে দিয়ে লোক গমনাগমনের সম্ভাবনা থাকে।

فَصْلٌ فِىْ اِتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَدَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ : اِذَا ظَنَّ مُرُوْرَهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يَغْرِزَ سُتْرَةً تَكُوْنُ طُوْلَ ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا فِىْ غِلَظِ الْاِصْبَعِ وَالسُّنَّةُ اَنْ يَقْرُبَ مِنْهَا وَيَجْعَلَهَا عَلٰى اَحَدِ حَاجِبَيْهِ لَا يَصْمُدُ اِلَيْهَا صَمْدًا وَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَنْصِبُهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُوْلًا وَقَالُوْا بِالْعَرْضِ مِثْلَ الْهِلَالِ وَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُ دَفْعِ الْمَارِّ وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْاِشَارَةِ اَوِ التَّسْبِيْحِ وَكُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَيَدْفَعُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَتَدْفَعُهُ بِالْاِشَارَةِ

أَوِ التَّصْفِيقِ بِظَهْرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ الْيُسْرَى وَلَا تَرْفَعُ
صَوْتَهَا لِأَنَّهُ فِتْنَةٌ وَلَا يُقَاتِلُ الْمَارَّ وَمَا وَرَدَ بِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ كَانَ وَالْعَمَلُ مُبَاحٌ
وَقَدْ نُسِخَ ـ

পরিচ্ছেদ

সুতরা গ্রহণ ও মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীদের রোধ করা প্রসঙ্গ

মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে লোক গমনাগমনের সম্ভাবনা থাকলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো তার সম্মুখে একটি সুতরা (সীমাকাঠি) প্রোথিত[১০২] করা, যা দৈর্ঘ্যে একহাত বা তারও অধিক এবং স্থূলতায় আঙ্গুলের মত হবে। মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হলো সুতরার নিকটবর্তী থাকা এবং সুতরাটি দুই জ্রর যে কোন একটির বরাবরে রাখা[১০৩] ও সম্পূর্ণরূপে এর বরাবর হয়ে না দাঁড়ানো। যদি সে দাঁড় করাবার মত কিছু না পায় তবে একটি লম্বা রেখা টানবে[১০৪]। ফকীহগণ বলেন, রেখাটি প্রস্থে চাঁদের মত অঙ্কন করবে। মুস্তাহাব হলো অতিক্রমকারীকে হাত দ্বারা বারণ না করা। তবে 'ইশারা' অথবা 'সুবহানাল্লাহ্' বলে বারণ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু ইশারা ও তাসবীহ উভয়টি একত্রে করা মাকরূহ। অনুরূপ কিরআতের স্বর বড় করেও বারণ করা যায়। স্ত্রীলোক ইশারার দ্বারা অথবা ডান হাতের আঙ্গুলের পৃষ্ঠ দ্বারা বাম হাতের তালুর প্রান্তে তুড়ি মেরে বারণ করবে এবং সে তার আওয়াজ উঁচু করবে না। কারণ এটি একটি ফিৎনা। অতিক্রমকারীকে হত্যা করা যাবে না। এ সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেটি এভাবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে যে, এ নির্দেশটি ছিল সে সময়ের জন্য যখন নামাযে কাজ করা যেত। কিন্তু বর্তমানে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

فَصْلٌ فِيمَا لَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي : لَا يُكْرَهُ لَهُ شَدُّ الْوَسَطِ وَلَا تَقَلُّدُهُ بِسَيْفٍ
وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِحَرَكَتِهِ وَلَا عَدَمُ إِدْخَالِ يَدَيْهِ فِي فَرْجِيِّهِ وَشَقِّهِ عَلَى
الْمُخْتَارِ وَلَا التَّوَجُّهُ لِمُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ أَوْ ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ أَوْ شَمْعٍ
أَوْ سِرَاجٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَالسُّجُودُ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ لَمْ يَسْجُدْ
عَلَيْهَا وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ خَافَ أَذَاهُمَا وَلَوْ بِضَرَبَاتٍ وَانْحِرَافٍ عَنِ
الْقِبْلَةِ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا بَأْسَ بِنَفْضِ ثَوْبِهِ كَيْلَا يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُّكُوعِ
وَلَا بِمَسْحِ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْحَشِيشِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَوةِ وَلَا قَبْلَ

---

১০২. প্রোথিতই করতে হবে এমনটি আবশ্যক না, বরং এক হাত পরিমাণ উঁচু ও আঙ্গুলের সমপরিমাণ মোটা কোন কিছু সম্মুখে রেখে দিলেও চলবে।

১০৩. যাতে এরূপ ধারণা না হয় যে, একেই সাজদা করা হচ্ছে।

১০৪. যদি মাটি শক্ত হওয়ার কারণে গাড়া সম্ভব না হয় তা হলে তা লম্বালম্বিভাবে রেখে দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নিজের ঘোড়াটি এভাবে রেখে দিতেন

الْفَرَاغِ اِذَا ضَرَّهُ اَوْ شَغَلَهُ عَنِ الصَّلٰوةِ وَلَابِالنَّظَرِ بِمُوْقِ عَيْنَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيْلِ الْوَجْهِ وَلَابَاْسَ بِالصَّلٰوةِ عَلَى الْفُرُشِ وَالْبُسُطِ وَاللُّبُوْدِ وَالْاَفْضَلُ الصَّلٰوةُ عَلَى الْاَرْضِ اَوْ عَلٰى مَاتُنْبِتُهُ وَلَابَاْسَ بِتَكْرَارِ السُّوْرَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ النَّفْلِ۔

পরিচ্ছেদ

যে সকল বিষয় নামাযীর জন্য মাকরূহ নয়

নামাযী ব্যক্তির কমোর বেঁধে রাখা মাকরূহ নয়। তরবারী ও এ জাতীয় কিছু (কাঁধে) ঝুলিয়ে রাখাও মাকরূহ নয়, যদি এর নড়াচড়ার দ্বারা সে ব্যস্ত না হয়ে পড়ে। নির্বাচিত উক্তি (ফাতওয়া) অনুযায়ী ফরজী (আবাজাতীয় পোষাক) ও তার খোলা অংশে হাত প্রবিষ্ট করা মাকরূহ নয়। বিশুদ্ধ মতে কুরআন শরীফ, অথবা ঝুলন্ত তরবারী, অথবা কোন আলাপরত উপবিষ্ট লোকের পেছনে, অথবা কোন মোমবাতি, অথবা কোন প্রদীপ[১০৫] সম্মুখে করে (নামায পড়া) মাকরূহ নয়। যে বিছানায় ছবি রয়েছে সে বিছানায় এভাবে সাজদা করা যে, ছবির উপর সাজদা পতিত হয় না মাকরূহ নয়। প্রসিদ্ধতম মতে এমন সাপ ও বিচ্ছু[১০৬] হত্যা করা যার অনিষ্টের আশংকা হয়, যদিও একাধিক প্রহার দ্বারা হয় এবং কিবলার দিক হতে ফিরে যেতে হয় মাকরূহ নয়। কাপড়ে ঝটকা দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই, যাতে রুকুর সময় তা শরীরের সাথে এঁ্যাটে না যায়[১০৭]। নামায হতে ফারিগ হওয়ার পর কপালের মাটি অথবা তৃণ মুছে ফেলাতে কোন ক্ষতি নেই। নামায হতে ফারিগ হওয়ার পূর্বে যখন তা তার অসুবিধা করে অথবা নামাযের ব্যাপারে অন্যমনস্ক করে দেয় (তখনও তা সরিয়ে ফেলা মাকরূহ হবে না)। চেহারা ঘোরানো ব্যতীত আড় চোখে (এদিক ওদিক) দেখা মাকরূহ নয়- (কিন্তু তা আদবের খিলাফ ও অনুত্তম)। ফরাশ, বিছানা ও কার্পেটের উপর নামায পড়া মাকরূহ নয়। তবে মাটি অথবা ঐ সকল জিনিস যা মাটি হতে উৎপন্ন হয় সেগুলোর উপর নামায পড়া উত্তম। নফল নামাযের দুই রাকাতে কোন সূরাকে পূনর্বার পড়াতে কোন ক্ষতি নেই।

فَصْلٌ فِيْمَا يُوْجِبُ قَطْعَ الصَّلٰوةِ وَمَا يُجِيْزُهُ وَغَيْرِ ذٰلِكَ : يَجِبُ قَطْعُ الصَّلٰوةِ بِاسْتِغَاثَةِ مَلْهُوْفٍ بِالْمُصَلِّى لَابِنِدَاءِ اَحَدِ اَبَوَيْهِ وَيَجُوْزُ قَطْعُهَا بِسَرِقَةِ مَا يُسَاوِىْ دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ وَخَوْفِ ذِئْبٍ عَلٰى غَنَمٍ اَوْ خَوْفِ تَرَدِّىْ

---

১০৫. আগুনের দিকে ফিরে নামায পড়া এজন্য মাকরূহ যে, এতে অগ্নিপূজকদের অনুসরণ বুঝা যায়। কিন্তু মোমবাতি ও প্রদীপ অগ্নি নয় এবং এগুলোর দিকে মুখ করার দ্বারা অগ্নিপূজকদের অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। কাজেই মোমবাতি বা প্রদীপের দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ হবেনা।

১০৬. এরূপ প্রাণী হত্যার ফলে যদি আমলে কাছীর হয় তবে বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। এখানে মাকরূহ না হওয়ার অর্থ হলো নামায ভঙ্গ করার কারণে সংশ্লি ব্যক্তি গুনাহগার না হওয়া।

১০৭. অনেক সময় শরীরের সাথে কাপড় এমনভাবে লেগে যায় যে, এর ফলে শরীরের ভাঁজ দৃশ্যমান হয়ে উঠে। এ অবস্থায় কাপড়ে ঝটকা দেয়া মাকরূহ হবে না।

أَعْمَى فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهِ وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ
بِتَاخِيْرِهَا الصَّلٰوةَ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ وَكَذَا الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ
اللُّصُوْصِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ تَأْخِيْرُ الْوَقْتِيَّةِ وَتَارِكُ الصَّلٰوةِ عَمَدًا
كَسَلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيْدًا حَتّٰى يَسِيْلَ مِنْهُ الدَّمُ وَيُحْبَسُ حَتّٰى
يُصَلِّيَهَا وَكَذَا تَارِكُ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يُقْتَلُ إِلَّا إِذَا جَحَدَ وَاسْتَخَفَّ
بِأَحَدِهِمَا ـ

পরিচ্ছেদ

যে সকল বস্তু নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব করে এবং যা নামাযকে বৈধ করে

মুসল্লীর নিকট কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য[১০৮] চাওয়ার কারণে নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব। পিতা-মাতার আহ্বানের কারণে নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব হয় না[১০৯]। এক দিরহামের সমপমিাণ বস্তুর চুরি হওয়ার আশঙ্কা হলে নামায ভঙ্গ করা জায়িয । মেষের উপর ব্যাঘ্রের আক্রমণের আশঙ্কা অথবা অন্ধের কূপে পতিত হওয়া অথবা এ ধরনের কিছুতে পতিত হওয়ার আশঙ্কার সময় এবং ধাত্রী যখন প্রসবুন্মুখ শিশুর মৃত্যুর[১১০] আশঙ্কা করে (তখন নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব)। (সে যদি নামাযরত না হয় তবে) নামায তার পরে করাতে কোন ক্ষতি নেই এবং (এ অবস্থায়) সে শিশুর প্রতি মনোযোগী হবে। অনুরূপভাবে মুসাফির যখন (পথিমধ্যে) চোর অথবা ডাকাতের আশঙ্কা করে তবে তার জন্য ওয়াক্তিয়া নামায বিলম্বিত করা জায়িয। অলসতা বশত ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জনকারীকে অতিশয় চরমভাবে বেত্রাঘাত করবে যাতে শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সে নামায পড়া আরম্ভ না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখবে। অনুরূপভাবে রমযানের রোযা বর্জনকারীর সাথেও করবে। কিন্তু তাকে (নামায ও রোযা বর্জনকারী) হত্যা করবে না। তবে সে যদি (নামায অথবা রোযার ফরয হওয়াকে) অস্বীকার করে অথবা এ দু'টির যে কোন একটিকে বিদ্রূপ করে (তাহলে তাকে মৃত্যু দন্ড দেয়া হবে।)

---

১০৮. উদাহরণত কোন ব্যক্তি কূপে পতিত হলো অথবা অত্যাচার কবলিত হলো অথবা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলো। উক্ত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার নিকট অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করুক যদি নামাযী ব্যক্তি মনে করে যে, সে তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম তা হলে সে নামায ছেড়ে দিবে। -মারাকিউল ফালাহ

১০৯. যদি নফল নামায পড়াকালে পিতা-মাতা ডাক দেয় এবং সে নামায পড়ছে বলে তাদের জানা না থাকে তা হলে তাদের আহ্বানে নামায ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি তাদের জানা থাকে এবং এ অবস্থায় আহ্বান জানায় তবে নামায ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব নয় এবং এ অবস্থায় নামায ত্যাগ না করা উত্তম। -মারাকিউল ফালাহ

১১০. অনুরূপ শিশু অথবা তার মায়ের কোন অঙ্গহানি হওয়ার আশংকা হলেও নামায ছেড়ে দিবে। -মারাকিউল ফালাহ

بَابُ الْوِتْرِ

اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَيَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً وَيَجْلِسُ عَلٰى رَأْسِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ وَلَايَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهٖ لِلثَّالِثَةِ وَاِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ فِيْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَقَنَتَ قَائِمًا قَبْلَ الرُّكُوْعِ فِيْ جَمِيْعِ السَّنَةِ وَلَايَقْنُتُ فِيْ غَيْرِ الْوِتْرِ وَالْقُنُوْتُ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ وَهُوَ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ نَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ : وَالْمُؤْتَمُّ يَقْرَأُ الْقُنُوْتَ كَالْاِمَامِ وَاِذَا شَرَعَ الْاِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ قَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُتَابِعُوْنَهٗ وَيَقْرَؤُوْنَهٗ مَعَهٗ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَايُتَابِعُوْنَهٗ وَلٰكِنْ يُؤَمِّنُوْنَ وَالدُّعَاءُ هُوَ هٰذَا۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِفَضْلِكَ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَاقَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ۔ وَمَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْقُنُوْتَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَوْرَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اَوْ يَارَبِّ يَارَبِّ، وَاِذَا اقْتَدٰى بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهٗ فِيْ قُنُوْتِهٖ سَاكِتًا فِي الْاَظْهَرِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِيْ جَنْبَيْهِ، وَاِذَا نَسِيَ الْقُنُوْتَ فِي الْوِتْرِ وَتَذَكَّرَهٗ فِي الرُّكُوْعِ اَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ لَايَقْنُتُ وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَاْسِهٖ مِنَ الرُّكُوْعِ

لَايُعِيْدُ الرُّكُوْعَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزَوَالِ الْقُنُوْتِ عَنْ مَحَلِّهِ الْاَصْلِيِّ وَلَوْ رَكَعَ الْاِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِيْ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوْتِ اَوْقَبْلَ شُرُوْعِهِ فِيْهِ وَخَافَ فَوْتَ الرُّكُوْعِ تَابَعَ اِمَامَهُ وَلَوْتَرَكَ الْاِمَامُ الْقُنُوْتَ يَاتِيْ بِهِ الْمُؤْتَمُّ اِنْ اَمْكَنَهُ مُشَارَكَةُ الْاِمَامِ فِي الرُّكُوْعِ وَاِلَّا تَابَعَهُ وَلَوْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِي الرُّكُوْعِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ كَانَ مُدْرِكًا لِلْقُنُوْتِ فَلَايَاتِيْ بِهِ فِيْمَا سَبَقَ بِهِ وَيُوْتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِيْ رَمَضَانَ فَقَطْ وَصَلٰوتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِيْ رَمَضَانَ اَفْضَلُ مِنْ اَدَائِهِ مُنْفَرِدًا اٰخِرَ اللَّيْلِ فِي اخْتِيَارِ قَاضِيْ خَانْ قَالَ هُوَ الصَّحِيْحُ وَصَحَّحَ غَيْرُهُ خِلَافَهُ -

পরিচ্ছেদ

বিতরের নামায

বিতরের নামায ওয়াজিব এবং একই সালামের সাথে বিতর তিন রাকাত। বিতরের প্রত্যেক রাকাতে ফাতিহা ও সূরা পাঠ করবে। বিতরের প্রথম দু'রাকাত শেষে বসবে এবং উক্ত বৈঠকটি আত্তাহিয়্যাতু'র উপর সীমাবদ্ধ রাখবে। তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' পাঠ করবে না। এই (তৃতীয়) রাকাতের সূরা হতে ফারিগ হয়ে হস্তদ্বয় কান বরাবর পর্যন্ত উত্তোলন করবে। অতপর তাকবীর বলবে এবং দন্ডায়মান অবস্থায় রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়বে—সারা বৎসর। বিতর ভিন্ন অন্য কোন নামাযে দুআ কুনূত পড়বে না। কুনূতের অর্থ হলো দুআ, একটি কুনূত এরকম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ اِلَخْ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট সাহায্য, হিদায়েত ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আপনার নিকট তওবা করছি, আপনার উপর ঈমান আনছি এবং আপনার উপর ভরসা করছি ও প্রতিটি কল্যাণের জন্য আপনার স্তুতিগান করছি। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং অকৃতজ্ঞতা করছিনে। যে আপনার অবাধ্যতা করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি ও তাকে বর্জন করছি। হে আল্লাহ্! আমরা তো আপনারই ইবাদত করি এবং আপনাকেই সাজদা করি এবং আমরা আপনার কাছেই দৌড়ে আসি ও আপনারই দিকে ধাবিত হই। (মা'বূদ!) আমরা আপনার রহমতের আশাবাদী ও আপনার শাস্তিকে ভয় করি। বস্তুত আপনার শাস্তি তো কাফরদেরই সাথে প্রযুক্ত হবে"।

"দুআ কুনূতের পর রাসূল (সা.) ও তার পরিবারবর্গের প্রদি দরূদ ও সালাম পেশ করবে।

মুক্তাদী[১১১] ইমামের মত দুআ কুনূত পাঠ করবে, এবং উপরোক্ত দুআ কুনূতের পর ইমাম যদি অন্যকোন দুআ আরম্ভ করেন, তবে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র.) বলেন, মুক্তাদীগণ তার অনুসরণ করবে না, তারা শুধু আমীন বলবে। সেই দুআটি এই (তরজমা)।

হে আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে হিদায়াত করেছ তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তাদের দলভুক্ত করে আমাদেরে হিদায়াত কর এবং যাদেরকে ক্ষমা করেছ তাদের দলভুক্ত করে আমাদেরে ক্ষমা কর এবং যাদেরকে ক্ষমা করেছ তাদের দলভুক্ত করে আমাদেরে ক্ষমা কর এবং যাদেরকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ তাদের দলে শামিল করে আমাদেরে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর। তুমি যা দিয়েছ তাতে আমাদের জন্য বরকত দান কর আর তুমি যা ফয়সালা করেছ তার অনিষ্ট হতে আমাদের রক্ষা কর। তুমি-ই তো ফয়সালা করো, তোমার উপর তো (কারো) ফয়সালা চলে না। সেতো লাঞ্ছিত হয় না যাকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ। পক্ষান্তরে সে কখনো সম্মান পায় না যার সাথে তুমি শত্রুতা পোষণ কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও অতি সমুন্নত।

অতপর রাসূল (সা.) এবং তার পরিবার ও সাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম (আল্লাহুম্মা সাল্লি ...) পেশ করবে। যে ব্যক্তি দুআ কুনূত পড়তে পারে না সে তিনবার "আল্লাম্মাগফিরলী" পড়বে, অথবা "রাব্বানা আতিনা......... আন্নার" অথবা "ইয়া রাব্বি" তিনবার পাঠ করবে। প্রসিদ্ধতম উক্তিমতে যখন এমন ইমামের ইক্তিদা করা হবে, যে ইমাম ফজরের[১১২] নামাযে "কুনূত" করে, তখন তার কুনূতের সময় নিশ্চুপ অবস্থায় তার সাথে দাঁড়িয়ে থেকে হাত দুটি দু'পাশে সোজা ছেড়ে দেবে। যখন বিতরে কুনূতের কথা ভুলে যায় এবং রুকু অথবা রুকু হতে মাথা উত্তোলন করার পর তা স্মরণ হয় তখন কুনূত পড়বে না। আর যদি রুকূ হতে মাথা উঠানোর পর কূনূত পড়ে তবে পুনরায় রুকূ' করবে না। কিন্তু কুনূত তার নিজের স্থান হতে সরে যাওয়ার কারণে সাজদা সাহ্ করতে হবে। যদি মুক্তাদী কুনূত পড়া হতে ফারিগ হওয়ার পূর্বে অথবা তা আরম্ভ করার পূর্বেই ইমাম রুকু করে এবং মুক্তাদী রুকু ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তবে সে ইমামের অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম (নিজেই) রুকু ত্যাগ করে, তবে মুক্তাদী তা আদায় করবে যদি ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া সম্ভব হয়। নচেৎ সে ইমামের অনুসরণ করবে। যদি মুক্তাদী ইমামকে বিতরের তৃতীয় (রাকাতে) রুকুতে পায় তবে সে কুনূত পেয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। ফলে যে সমস্ত রাকাত পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, (অর্থাৎ, অবশিষ্ট রাকাতসমূহ) সেগুলোতে সে কুনূত পড়বে না। (বরং কুনূত না পড়েই নামায সমাপ্ত করে দেবে।) কেবল রমযান মাসেই বিতরের নামায জামাতের সাথে আদায় করবে। কাযীখানের মতে রমযান মাসে মুসল্লীদের জন্য বিতেরের নামায শেষরাতে একা একা পড়া হতে জামাতের সাথে পড়া উত্তম এবং কাযীখান এমতটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। অন্যান্যরা এর বিপরীত করাকে সঠিক বলেছেন-(অর্থাৎ তাদের মতে জামাতে পড়ার চেয়ে শেষ রাতে একা একা পড়া উত্তম।)

---

১১১. শুধু ইমামের পড়া যথেষ্ট নয়। অবশ্য তা মনে মনে পড়তে হবে। কিন্তু মুক্তাদীদের দু'আ কুনূত জানা থাকলে শব্দ করে পড়া উত্তম, যাতে তারা শিখতে পারে। -মারাকিউল ফালাহ্

১১২. শাফেঈ' মাযহাবের লোকেরা ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়ে থাকে।

فَصْلٌ فِي النَّوَافِلِ

سُنَّ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ وَارْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا بِتَسْلِيْمَةٍ وَنُدِبَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهُ وَسِتٌّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوْسِ الْاَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَلَايَاتِيْ فِي الثَّالِثَةِ بِدُعَاءِ الْاِسْتِفْتَاحِ بِخِلَافِ الْمَنْدُوْبَةِ وَاِذَا صَلّٰى نَافِلَةً اَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ اِلَّافِيْ اٰخِرِهَا صَحَّ اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّهَا صَارَتْ صَلٰوةً وَاحِدَةً وَفِيْهَا الْفَرْضُ الْجُلُوْسُ اٰخِرَهَا وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلٰى اَرْبَعٍ بِتَسْلِيْمَةٍ فِي النَّهَارِ وَعَلٰى ثَمَانٍ لَيْلًا وَالْاَفْضَلُ فِيْهِمَا رُبَاعٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا الْاَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَبِهٖ يُفْتٰى وَصَلٰوةُ اللَّيْلِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ النَّهَارِ وَطُوْلُ الْقِيَامِ اَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ

পরিচ্ছেদ

নফল[১১৩] নামায প্রসঙ্গ

ফজরের পূর্বে দু'রাকাত নামায সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং যুহরের পরেও। অনুরূপ মাগরিবের পরে ও ইশার পরে দু'রাকাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা। যুহরের আগে এবং জুমআর আগে ও পরে একই সালামের সাথে চার রাকাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা। আসর ও ইশার আগে এবং ইশার পরে চার রাকাত ও মাগরিবের পরে ছয় রাকাত মুস্তাহাব। চার রাকাতবিশিষ্ট সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা নামাযের প্রথম বৈঠক কেবল আত্তাহিয়্যাতু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে এবং তৃতীয় রাকাতে ইসতিফ্তাহর দুআ (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ....) পাঠ করবে না। (কিন্তু চার রাকাতবিশিষ্ট) নফল নামাযগুলো এর ব্যতিক্রম[১১৪]। যখন কেউ দুই রাকাতের বেশী নফল পড়ে এবং কেবল এগুলোর শেষে বৈঠক করে তবে ইস্তিহসান[১১৫] হিসাবে তা সঠিক হয়ে যাবে। কেনেনা, তা একই

---

১১৩. ফরয ওয়াজিব ছাড়া সকল নামায নফলের মধ্যে শামিল। কাজেই এখানে নফলের শিরোনামে সুন্নাতে মুআক্কাদাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১১৪. অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট মুস্তাহাব ও নফল নামাযের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ শরীফ পড়া এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ্ ও সুবহানাকা পাঠ করা মুস্তাহাব। এ উক্তিটি পরবর্তী কালের ফকীহগণের। – শরহে মুনিয়্যা

১১৫. স্পষ্ট কিয়াস বা যুক্তির পরিবর্তে বিশেষ কোন কারণবশত সূক্ষ্ম বিবেচনায় শরীয়তের যে বিধান গৃহীত হয় ফিকাহ-এর পরিভাষায় তাকে ইস্তিহসান বলে।

নফল নামাযের প্রতি দু'রাকাত একটি পূর্ণাঙ্গ নামায। এ হিসাবে নফল নামাযে প্রতি দু'রাকাত অন্তর অন্তর

নামাযরূপে পরিণত হয়েছে এবং চার কারাত বিশিষ্ট নামাযে কেবল শেষ বৈঠকটিই ফরয। একই সালামের সাথে দিনের নফলে চার রাকাতের অতিরিক্ত পড়া মাকরূহ এবং রাতের নফলে আট রাকাতের বেশী করা (মাকরূহ)। ইমাম আবূ হানীফার মতে রাতে ও দিনে (একই সালামের সাথে) চার রাকাত করে পড়া উত্তম এবং ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে রাতের নফল দুই রাকাত করে পড়া উত্তম এবং এ (শেষ উক্তি) অনুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে। রাতের (নফল) নামায দিনের (নফল) নামায হতে উত্তম আর কিয়ামের দীর্ঘতা সাজদার সংখ্যাধিক্যতা থেকে উৎকৃষ্ট।

فَصْلٌ فِىْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَصَلٰوةِ الضُّحٰى وَاِحْيَاءِ اللَّيَالِى : سُنَّ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوْسِ وَاَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوْبُ عَنْهَا وَكُلُّ صَلٰوةٍ اَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُوْلِ بِلَانِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَنَدَبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ قَبْلَ جَفَافِهِ وَاَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِى الضُّحٰى وَنَدَبَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَصَلٰوةُ الْاِسْتِخَارَةِ وَصَلٰوةُ الْحَاجَةِ وَنَدَبَ اِحْيَاءُ لَيَالِى الْعَشْرِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاِحْيَاءُ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ وَلَيَالِى عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيَكْرَهُ الْاِجْتِمَاعُ عَلٰى اِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هٰذِهِ اللَّيَالِىْ فِى الْمَسَاجِدِ۔

পরিচ্ছেদ

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, চাশতের নামায ও রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গ

(মসজিদে প্রবেশ করার পর) বসার পূর্বে[১১৬] দু'রাকাত নামায দ্বারা মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সুন্নাত। ফরয নামায আদায় করা তাহিয়্যাতুল মাসজিদের স্থলাভিষিক্ত[১১৭] হয়। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত নামাযও এর স্থলাভিষিক্ত হয় যা তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়ত ছাড়া

বসা ফরয। কিন্তু এখানে এ যুক্তিটিকে বিবেচনায় না এনে একটি ভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এখানে চার রাকাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ নামায গণ্য করা হয়েছে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠক ফরয নয়, বরং ওয়াজিব। সুতরাং কোন লোক যদি উল্লিখিত নামাযে ভুলবশত প্রথম বৈঠক না করে তবে এ কারণে তার নামায নষ্ট হবে না, তাকে সাজদা সাহু করতে হবে।

১১৬. মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ার পরও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায আদায় করা যায়। তবে বসার পূর্বে পড়া উত্তম। কোন প্রয়োজনে বার বার মসজিদে প্রবেশ করতে হলে উক্ত নিয়তে দু'রাকাত নামায আদায় করলেই সারা দিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

১১৭. এর জন্য শর্ত হলো উক্ত নামাযটি মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে পড়তে হবে। এমনিভাবে কোন লোক যুহর অথবা জুমুআর সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে সুন্নাত নামায আদায় করলে তা দ্বারা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাযও আদায় হয় যাবে। বসার পরে পড়লে হবে না। এ সময় তা আদায় করতে হলে পৃথকভাবে পড়তে হবে।

মাসজিদে প্রবেশের সময় পড়া হয়। ওযূ করার পর ওযূর পানি শুকানোর আগে আগে দু'রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব এবং দিনের প্রথম প্রহরে চার রাকাত বা তারও বেশী (পড়া মুস্তাহাব)। রাতের নামায (তাহাজ্জুদ[১১৮]), ইস্তিখারার নামায ও সালাতুল হাজত পড়া মুস্তাহাব। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রি ও শাবান মাসের পনর তারিখের রাত্রি জাগরণ করা মুস্তাহাব, কিন্তু এই সকল রাত্রি জাগরণের জন্য মাসজিদে একত্রিত হওয়া মাকরূহ।

فَصْلٌ فِيْ صَلٰوةِ النَّفْلِ جَالِسًا وَالصَّلٰوةُ عَلَى الدَّابَّةِ : يَجُوْزُ النَّفْلُ
قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لٰكِنْ لَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ
وَيَقْعُدُ كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ وَجَازَ اِتْمَامُهٗ قَاعِدًا بَعْدَ اِفْتِتَاحِهٖ قَائِمًا بِلَا
كَرَاهَةٍ عَلَى الْاَصَحِّ وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُؤْمِيًا اِلٰى اَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ
دَابَّتُهٗ وَبَنٰى بِنُزُوْلِهٖ لَا بِرُكُوْبِهٖ وَلَوْ كَانَ بِالنَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ وَعَنْ اَبِيْ
حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ لِاَنَّهَا اٰكَدُ مِنْ غَيْرِهَا وَجَازَ
لِلْمُتَطَوِّعِ الْاِتِّكَاءُ عَلٰى شَيْءٍ اِنْ تَعِبَ بِلَا كَرَاهَةٍ وَاِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ
كُرِهَ فِي الْاَظْهَرِ لِاِسَاءَةِ الْاَدَبِ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلٰوةِ عَلَى الدَّابَّةِ نَجَاسَةٌ
عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ فِي السَّرْجِ وَالرِّكَابَيْنِ عَلَى الْاَصَحِّ وَلَا تَصِحُّ صَلٰوةُ
الْمَاشِيْ بِالْاِجْمَاعِ -

পরিচ্ছেদ

বসে নফল নামায পড়া ও সওয়ারীর উপর নামায পড়া প্রসঙ্গ

দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে বসে পড়া জায়িয। তবে এতে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব হবে। কিন্তু কোন ওযরের কারণে বসে পড়লে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে) এবং (বসে পড়তে চাইলে) গ্রহণযোগ্য মতে, আত্তাহিয়্যাতু পাঠকারীর মত বসতে হবে[১১৯]। সঠিকতম মতে (নফল নামায) দাঁড়ানো অবস্থায় আরম্ভ করার পর বসা অবস্থায় পূর্ণ করা জায়িয এবং সওয়ার অবস্থায় শহরের বাইরে ইশারা করে নফল নামায পড়া যায়, সে দিকে মুখ করে যে দিকে তার সওয়ারী মুখ করে। (সওয়ারীর উপর নফল নামায আরম্ভ করার পর) তার (মাঝখানে) অবতরণ করার ফলে (সওয়ারীর উপর আদায়কৃত নামাযের উপর) বিনা করা যাবে। তবে (মাটিতে আরম্ভ করার পর) আরোহণ করার কারণে বিনা করা যাবে না, যদি উক্ত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদও হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-হতে বর্ণিত আছে যে, ফজরের সুন্নাতের জন্য (সওয়ারী হতে) নেমে পড়তে হবে। কেননা

১১৮. তাহাজ্জুদের নামায সর্বনিম্ন চার রাকাত এবং সর্বোচ্চ বার রাকাত। -তাহতাবী

১১৯. যদি অন্য কোনভাবেও বসে তা হলেও চলবে। -মারাকিউল ফালাহ

ফজরের সুন্নাতটি অন্যান্য সুন্নাত হতে তাগিদপূর্ণ। নফল আদাকারী ব্যক্তি যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তবে তার জন্য কোন কিছুর উপর ঠেস দেয়া জায়িয হবে। এবং তা মাকরূহ হবে না। কিন্তু বিনা ওযরে হলে প্রসিদ্ধতম মতে বে-আদবীর কারণে মাকরূহ হবে। বিশুদ্ধতম মতে সওয়ারী জন্তুর উপর থাকা কোন নাপাকী (নফল) নামাযের সঠিকতা বারণ করে না, যদিও সে নাপাকী জিন ও পাদানির মধ্যে হয়। কিন্তু হাঁটা অবস্থায় পদাতিক ব্যক্তির নামায সর্বসম্মতভাবে সঠিক নয়।

فَصْلٌ فِيْ صَلٰوةِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الدَّابَّةِ

لَايَصِحُّ عَلَى الدَّابَّةِ صَلٰوةُ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كَالْوِتْرِ وَالْمَنْذُوْرِ وَمَا شَرَعَ فِيْهِ نَفْلاً فَافْسَدَهٗ وَلَاصَلٰوةُ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةٌ تُلِيَتْ اٰيَتُهَا عَلَى الْاَرْضِ اِلَّالِضَرُوْرَةٍ كَخَوْفِ لِصٍّ عَلٰى نَفْسِهٖ اَوْ دَابَّتِهٖ اَوْ ثِيَابِهٖ لَوْنَزَلَ وَخَوْفِ سَبُعٍ وَطِيْنِ الْمَكَانِ وَجُمُوْحِ الدَّابَّةِ وَعَدْمِ وِجْدَانِ مَنْ يُّرْكِبُهٗ لِعَجْزِهٖ وَالصَّلٰوةُ فِى الْمَحْمِلِ عَلَى الدَّابَّةِ كَالصَّلٰوةِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِرَةً اَوْ وَاقِفَةً وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمِلِ خَشَبَةٌ حَتّٰى بَقِيَ قَرَارُهٗ اِلَى الْاَرْضِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْاَرْضِ فَتَصِحُّ الْفَرِيْضَةُ فِيْهِ قَائِمًا ـ

পরিচ্ছেদ

সওয়ারীর উপর ফরয ও ওয়াজিব নামায পড়া প্রসঙ্গ

সওয়ারীর উপর ফরয নামায, ওয়াজিব নামায, যেমন বিত্‌র ও মানতের নামায—পড়া সঠিক নয় এবং ঐ নামায যা নফলরূপে আরম্ভ করা হয়েছে অতপর তা সওয়ারীর উপর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে (তাও সঠিক নয়)। সওয়ারীর উপর জানাযার নামায পড়া ও ঐ আয়াতের সাজদা করা, যে আয়াতটি মাটিতে তিলাওয়াত করা হয়েছে জায়িয নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনের কারণে এ সকল নামায সাওয়ারীর উপর পড়া জায়িয হয়[১২০], যেমন- সে যদি সওয়ারী হতে নেমে পড়ে, তবে স্বয়ং তার নিজের সম্পর্কে অথবা তার সওয়ারী সম্পর্কে অথবা তার কাপড় সম্পর্কে চোরের ভয় হওয়া। হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা হওয়া এবং নিচের মাটি কাদাময় হওয়া, সওয়ারীর বশ না মানা ও তার অপারগতার মুহূর্তে এমন ব্যক্তি পাওয়া না যাওয়া যে তাকে

১২০. চলন্ত বাস ও ট্রেনে কিবলামুখী না হয়ে বসে বসেও নফল নামায পড়া জায়িয। কিন্তু বাসে অথবা ট্রেনে ফরয নামায পড়তে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে, তাতে দাঁড়ানো যাবে কিনা এবং রুকূ-সাজদা করা যাবে কি না; যদি করা যায় তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। যদি দাঁড়ানো না যায় এবং রুকূ-সাজদা করা সম্ভব না হয় ও সময় বাকী থাকতে কোথাও নেমে নামায পড়ারও অবকাশ না থাকে তবে যেভাবে সম্ভব নামায পড়ে নিবে। যদি নামাযের সময় দীর্ঘ থাকে তবে দাঁড়ানোর অবকাশ পাওয়া অথবা নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে নামায পড়া উত্তম।

আরোহণ করিয়ে দিবে। সওয়ারীর উপর স্থাপিত হাওয়দাতে নামায পড়া সওয়ারীর উপর নামায পড়ারই নামান্তর, চাই সওয়ারী চলমান হোক অথবা দন্ডায়মান অবস্থায় হোক। যদি হাওয়াদার নিচে কোন কাঠ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে তার স্থিতি মাটির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় তবে হাওদাটি মাটির স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় উক্ত হাওদার উপর দন্ডায়মান হয়েই ফরয নামায পড়া বৈধ হবে। (বসে পড়া বৈধ হবে না।)

فَصْلٌ فِي الصَّلٰوةِ فِي السَّفِيْنَةِ

صَلٰوةُ الْفَرْضِ فِيْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحِيْحَةٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَقَالَا لَا تَصِحُّ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَهُوَ الْاَظْهَرُ وَالْعُذْرُ كَدَوَرَانِ الرَّاسِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْخُرُوْجِ وَلَا تَجُوْزُ فِيْهَا بِالْاِيْمَاءِ اِتِّفَاقًا وَالْمَرْبُوْطَةُ فِيْ لُجَّةِ الْبَحْرِ وَتُحَرِّكُهَا الرِّيْحُ شَدِيْدًا كَالسَّائِرَةِ وَاِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ عَلَى الْاَصَحِّ وَاِنْ كَانَتْ مَرْبُوْطَةً بِالشَّطِّ لَا تَجُوْزُ صَلٰوتُهٗ قَاعِدًا بِالْاِجْمَاعِ فَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا وَكَانَ شَيْءٌ مِنَ السَّفِيْنَةِ عَلٰى قَرَارِ الْاَرْضِ صَحَّتِ الصَّلٰوةُ وَاِلَّا فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْمُخْتَارِ اِلَّا اِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوْجُ وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّيْ فِيْهَا اِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا يَتَوَجَّهُ اِلَيْهَا فِيْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُتِمَّهَا مُسْتَقْبِلًا -

পরিচ্ছেদ

নৌকাতে নামায পড়া প্রসঙ্গ

চলমান নৌকাতে কোন ওযর ব্যতীত বসে বসে রুকু-সাজদার সাথে ফরয নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফার মতে সঠিক। ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওযর ব্যতীত সঠিক হবে না। এটাই প্রসিদ্ধতম মত। ওযর হলো, যেমন মাথা চক্কর দেওয়া এবং বের হওয়ার সামর্থ্য না রাখা। নৌকাতে ইঙ্গিতে নামায পড়া সর্বসম্মতভাবে নাজায়িয। সমুদ্রের মাঝখানে যে নৌকা নোঙ্গর করা হয়েছে এবং বাতাস যাকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করতে থাকে সেটির হুকুম চলমান নৌযানের মত[১২১]। নচেৎ (বাতাস আন্দোলিত না করলে) বিশুদ্ধ মতে সেটি দন্ডায়মান নৌকার মত হবে, কিন্তু যদি নৌকা তীরবর্তী স্থানে নোঙ্গরকৃত হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে তাতে বসে নামায পড়া সঠিক হবে না। (তীরবর্তী স্থানে নোঙ্গর করার পর) যদি দন্ডায়মান হয়ে নামায পড়ে এবং

---

১২১. অর্থাৎ, চলমান নৌযানে বসে নামায পড়ার ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

নৌকার কিছু অংশ মাটিতে অবস্থিত থাকে তবে নামায বিশুদ্ধ হবে, নচেৎ গ্রহণযোগ্য উক্তি মতে বিশুদ্ধ হবে না, কিন্তু তার পক্ষে যদি নৌকা হতে বের হওয়া সম্ভব না হয় (তাহলে জায়িয হবে)। নৌকায় নামায আরম্ভ করার সময় কিবলার দিকে মুখ করবে এবং যখনই নৌকা কিবলর দিক হতে ঘোরতে থাকেবে তখনই নামাযের মধ্যে থেকে সে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং এভাবে কিবলামুখী অবস্থায় নামায পূর্ণ করবে।

فَصْلٌ فِى التَّرَاوِيْحِ

اَلتَّرَاوِيْحُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَصَلٰوتُهَا بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ كِفَايَةٌ وَوَقْتُهَا بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَيَصِحُّ تَقْدِيْمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيْحِ وَتَاخِيْرُهُ عَنْهَا وَيَسْتَحِبُّ تَاخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْنِصْفِهٖ وَلَايُكْرَهُ تَاخِيْرُهَا اِلٰى مَابَعْدَهُ عَلَى الصَّحِيْحِ وَهِىَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ وَيَسْتَحِبُّ الْجُلُوْسُ بَعْدَ كُلِّ اَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا وَكَذَا بَيْنَ التَّرْوِيْحَةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ وَسُنَّ خَتْمُ الْقُرْاٰنِ فِيْهَا مَرَّةً فِى الشَّهْرِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَاِنْ مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ قَرَاَ بِقَدْرِ مَالَايُؤَدِّىْ اِلٰى تَنْفِيْرِهِمْ فِى الْمُخْتَارِ وَلَايَتْرُكُ الصَّلٰوةَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كُلِّ تَشَهُّدٍ مِنْهَا وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَايَتْرُكُ الثَّنَاءَ وَتَسْبِيْحَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَايَاْتِىْ بِالدُّعَاءِ اِنْ مَلَّ الْقَوْمُ وَلَاتُقْضَى التَّرَاوِيْحُ بِفَوَاتِهَا مُنْفَرِدًا وَلَابِجَمَاعَةٍ۔

পরিচ্ছেদ

তারাবীহ'র নামায প্রসঙ্গ

তারাবীহ'র নামায পুরুষ ও নারী (সকলে)-র জন্য সুন্নাত। জামাতের সাথে তারাবীহ পড়া সুন্নাতে কিফায়া[১২২]। তারাবীহ'র সময় হলো ই'শার নামায পড়ার পর। বিত্রকে তারাবীহ'র আগে পড়াও সঠিক এবং পরে পড়াও সঠিক। তারাবীহকে রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত্র পর্যন্ত বিলম্বিত করা মাকরূহ নয়। তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাত দশ সালামের সাথে এবং প্রত্যেক চার রাকাতের পর তৎপরিমাণ সময় বসা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে পঞ্চম তারবীহা (তারাবীহ'র শেষে বিশ রাকাতের সমপরিমাণ বসা) ও বিত্রের মাঝখানে বসা (মুস্তাহাব) এবং

১২২. এটাই অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত। সুতরাং মহল্লার মসজিদে জামাত কায়িম হলে সবাই গুনাহ্ হতে বেঁচে যাবে। যদি মসজিদে তারাবীহ'র জামাত অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে মহল্লার সবাই গুনাহগার হবে।

বিশুদ্ধ মতে তাতে রমযান মাসে একবার কুরআন খতম করা সুন্নাত[১২৩]। কিন্তু এ কারণে যদি লোকেরা বিরক্তিবোধ করে, তবে গ্রহণযোগ্য মতে এ পরিমাণ তিলাওয়াত করবে যাতে তাদের বিরক্তির কারণ না হয়। গ্রহণযোগ্য মতে তারাবীহ'র কোন তাশাহহুদে দরূদ শরীফ ত্যাগ করবে না, যদিও লোকেরা বিরক্তি বোধ করে, এবং ছানা, রুকূ ও সাজদার তাসবীহও ত্যাগ করবে না, এবং তারাবীহ'র নামায ছুটে গেলে তার কাযা করতে হয় না— না একাকী, না জামাতের সাথে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

صَحَّ فَرْضٌ وَنَفْلٌ فِيْهَا وَكَذَا فَوْقَهَا وَاِنْ لَّمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً لٰكِنَّهٗ مَكْرُوْهٌ لِاِسَاءَةِ الْاَدَبِ بِاسْتِعْلَائِهٖ عَلَيْهَا وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهٗ اِلٰى غَيْرِ وَجْهِ اِمَامِهٖ فِيْهَا اَوْ فَوْقَهَا صَحَّ وَاِنْ جَعَلَ ظَهْرَهٗ اِلٰى وَجْهِ اِمَامِهٖ لَايَصِحُّ وَصَحَّ الْاِقْتِدَاءُ خَارِجَهَا بِاِمَامٍ فِيْهَا وَالْبَابُ مَفْتُوْحٌ وَاِنْ تَحَلَّقُوْا حَوْلَهَا وَالْاِمَامُ خَارِجَهَا صَحَّ اِلَّا لِمَنْ كَانَ اَقْرَبَ اِلَيْهَا فِىْ جِهَةِ اِمَامِهٖ۔

পরিচ্ছেদ

কাবা শরীফে নামায পড়া প্রসঙ্গ

কাবা[১২৪] শরীফের ভেতরে ফরয ও নফল নামায পড়া জায়িয। অনুরূপ কাবা শরীফের উপরেও (ছাদে নামায পড়া জায়িয), যদি সুতরা (সীমা নির্ধারণী কাঠি) গ্রহণ নাও করে। তবে কাবার ভেতরে প্রবেশ করা অথবা উপরে উঠা বে-আদবীর কারণে মাকরূহ্। কাবার ভেতরে অথবা উপরে (জামাতে নামায পড়ার সময়) যে ব্যক্তি তার পীঠ ইমামের চেহারার দিকে না করে অন্য দিকে করে (তার নামায) সঠিক হবে। কিন্তু সে যদি তার পীঠ অন্য দিকে না করে ইমামের চেহারার দিকে করে, তাহলে তা সঠিক হবে না। কাবার বাইরে থেকে এমন ইমামের ইক্তিদা করা সঠিক, যিনি কাবার ভেতরে আছেন এবং কাবার দরজা খোলা আছে। মুক্তাদীগণ যদি কাবার চতুপার্শ্বে বৃত্ত রচনা করেন এবং ইমাম কাবার বাইরে হন, তবু ইক্তিদা করা সঠিক হবে। তবে ঐ ব্যক্তির ইক্তিদা সঠিক হবে না, যে ইমামের দিক বরাবর কাবার অধিক নিকটবর্তী।

---

১২৩. এক খতম দেওয়া সুন্নাত, এবং তিন খতম দেওয়া উত্তম।

১২৪. এ ক্ষেত্রে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিবলা অপরটি কাবা। কিবলার অর্থ দিক আর কাবা হলো সেই নির্দিষ্ট স্থানের নাম যা মক্কা নগরীর মসজিদে হারামে অবস্থিত। হানাফী ফক্বীহগণের মতে নামায পড়ার দিক হলো সেই শূণ্য মন্ডল যা চতুর্দিক হতে কাবা শরীফের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং যা ভূমির নিম্নদেশ হতে আকাশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। যে ঘরটি সে সমীমানটিকে বেষ্টন করে আছে সেটি কিবলা নয়। এ কারণে যখন সাহাবায়ে কেরামের আমলে কাবা ঘরটি ভঙ্গা হয়েছিল তারা সেই নির্দিষ্ট শূন্য মন্ডলের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছিলেন। এ জন্য তারা কোন সুতরা বা সীমাকাঠি সামনে রাখেন নি। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় সামনে সুতরা রাখা আবশ্যক। -মারাকিয়ুল ফালাহ্

بَابُ صَلوٰةِ الْمُسَافِرِ

اَقَلُّ سَفَرٍ تَتَغَيَّرُ بِهِ الْاَحْكَامُ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ اَقْصَرِ اَيَّامِ السَّنَةِ بِسَيْرٍ وَسَطٍ مَعَ الْاِسْتِرَاحَاتِ وَالْوَسَطُ سَيْرُ الْاِبِلِ وَمَشْيُ الْاَقْدَامِ فِي الْبَرِّ وَفِي الْجَبَلِ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَفِي الْبَحْرِ اِعْتِدَالُ الرِّيْحِ فَيَقْصُرُ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ مَنْ نَوَى السَّفَرَ وَلَوْكَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ اِذَا جَاوَزَ بُيُوْتَ مَقَامِهِ وَجَاوَزَ اَيْضًا مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ فِنَائِهِ وَاِنِ انْفَصَلَ الْفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ اَوْ قَدْرِ غَلْوَةٍ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ وَالْفِنَاءُ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْبَلَدِ كَرَكْضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتٰى وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ الْاِسْتِقْلَالُ بِالْحُكْمِ وَالْبُلُوْغُ وَعَدَمُ نُقْصَانِ مُدَّةِ السَّفَرِ عَنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَلَا يَقْصُرُ مَنْ لَمْ يُجَاوِزْ عِمْرَانَ مَقَامِهِ اَوْ جَاوَزَ وَكَانَ صَبِيًّا اَوْ تَابِعًا لَمْ يَنْوِ مَتْبُوْعُهُ السَّفَرَ كَالْمَرْاَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَالْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ وَالْجُنْدِيِّ مَعَ اَمِيْرِهِ اَوْ نَاوِيًا دُوْنَ الثَّلَاثَةِ وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْاِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْاَصْلِ دُوْنَ التَّبَعِ اِنْ عَلِمَ نِيَّةَ الْمَتْبُوْعِ فِي الْاَصَحِّ وَالْقَصْرُ عَزِيْمَةٌ عِنْدَنَا فَاِذَا اَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ الْقُعُوْدَ الْاَوَّلَ صَحَّتْ صَلوٰتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَاِلَّا فَلَا تَصِحُّ اِلَّا اِذَا نَوَى الْاِقَامَةَ لَمَّا قَامَ لِلثَّالِثَةِ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتّٰى يَدْخُلَ مِصْرَهُ اَوْ يَنْوِيَ اِقَامَتَهُ نِصْفَ شَهْرٍ بِبَلَدٍ اَوْ قَرْيَةٍ وَقَصَرَ اِنْ نَوٰى اَقَلَّ مِنْهُ اَوْ لَمْ يَنْوِ وَبَقِيَ سِنِيْنَ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْاِقَامَةِ بِبَلْدَتَيْنِ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَبِيْتَ بِاَحَدِهِمَا وَلَا فِيْ مَفَازَةٍ لِغَيْرِ اَهْلِ الْاَخْبِيَةِ وَلَا لِعَسْكَرِنَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا بِدَارِنَا فِيْ مُحَاصَرَةِ اَهْلِ الْبَغْيِ وَاِنِ اقْتَدٰى مُسَافِرٌ بِمُقِيْمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَاَتَمَّهَا اَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيْهِمَا وَنُدِبَ لِلْاِمَامِ اَنْ يَقُوْلَ اَتِمُّوْا صَلوٰتَكُمْ فَاِنِّيْ مُسَافِرٌ وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَقُوْلَ ذٰلِكَ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِي الصَّلوٰةِ وَلَا يَقْرَاُ الْمُقِيْمُ فِيْمَا يُتِمُّهُ بَعْدَ فَرَاغِ اِمَامِهِ الْمُسَافِرِ فِي الْاَصَحِّ وَفَائِتَةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تُقْضٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعًا

وَالْمُعْتَبَرُ فِيْهِ اٰخِرُ الْوَقْتِ وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْاَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ فَقَطْ وَيَبْطُلُ وَطَنُ الْاِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْاَصْلِيِّ وَالْوَطَنُ الْاَصْلِيُّ هُوَ الَّذِيْ وُلِدَ فِيْهِ اَوْ تَزَوَّجَ اَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَقَصَدَ التَّعَيُّشَ لَا الْاِرْتِحَالَ عَنْهُ وَوَطَنُ الْاِقَامَةِ مَوْضَعٌ نَوَى الْاِقَامَةَ فِيْهِ نِصْفَ شَهْرٍ فَمَا فَوْقَهَا وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْمُحَقِّقُوْنَ وَطَنَ السُّكْنٰى وَهُوَ مَا يَنْوِى الْاِقَامَةَ فِيْهِ دُوْنَ نِصْفِ شَهْرٍ -

পরিচ্ছেদ

মুসাফিরের নামায প্রসঙ্গ

স্বল্পতম সফর[১২৫], যা দ্বারা আহকাম বদলে[১২৬] যায়, তা হলো বৎসরের ক্ষুদ্রতম দিনসমূহের মধ্যে মধ্যম ধরনের গতির সাথে বিশ্রামসহ তিনদিনের পথ অতিক্রম করা। মধ্যম গতি হলো সমতল ভূমিতে উটের গমন ও পায়ে হাঁটা এবং পাহাড়ে ঐ বস্তুর গতি যা তার উপযোগী এবং সমুদ্রে বাতাসের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া। সুতরাং যে লোক (এরূপ) সফরের নিয়ত করবে তার জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, যদিও তার সফরের কারণে সে গুনাহ্গার হয়ে থাকে- যখন সে তার নিজ এলাকার গৃহসমূহ পার হয়ে যাবে এবং ঐ এলাকার সাথে মিলিত (প্রয়োজনীয়) ফিনা বা চত্বরও অতিক্রম করবে। ফিনা যদি এক শস্য ক্ষেত অথবা এক গালওয়াহ্ (তিন'শ থেকে চার'শ কদমের ভেতরকে গালওয়া বলে) ব্যবধানে হয়, তবে তা অতিক্রম করা শর্ত নয়। শহরের প্রয়োজনে প্রস্তুতকৃত স্থানকে ফিনা বলে। যেমন অশ্ব চালনা ও মৃতকে দাফন করার স্থান। সফরের নিয়ত সঠিক হওয়ার জন্য তিনটি জিনিস শর্ত, (১) হুকুমের ব্যাপারে স্বাধীন হওয়া, (২) বালিগ হওয়া এবং (৩) সফরের মেয়াদ কাল তিন দিনের কম না হওয়া। সুতরাং ঐ ব্যক্তি কসর করবে না, যে তার নিজ এলাকার আবাদী অতিক্রম করে নাই, অথবা অতিক্রম করেছে কিন্তু সে ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক অথবা সে এমন কারো অধীন ছিল যে, তার মনিব সফরের নিয়ত করে নাই- যেমন স্ত্রীলোক তার স্বামীর সাথে, কৃতদাস তার মালিকের সাথে এবং সৈনিক তার অধিনায়কের সাথে, অথবা সে তিনদিনের কম নিয়ত করেছিল[১২৭]। বিশুদ্ধতম মতে ইকামত ও সফরের বেলায় মূল ব্যক্তির নিয়তই[১২৮] গ্রহণযোগ্য—অধীনস্থের নয়, যদি অনুসরণীয়

---

১২৫. সফর শব্দের আভিধানিক অর্থ দূরত্ব অতিক্রম করা। শরীআতের পরিভাষায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করাকে সফর বলে।

১২৬. যেমন চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দু' রাকাত পড়া, উক্ত সময়ে রমযানের রোযা না রাখা জায়িয হওয়া এবং মোজার উপর মাসাহ্'র মেয়াদ তিনদিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়া।

১২৭. এরূপ স্ত্রীলোক এবং কৃতদাস ও সিপাহী সফরের নিয়ত করলেও তারা কসর করবে না, যদি তাদের স্বামী, মনিব অথবা হুকুমকর্তা সফরের নিয়ত না করে থাকে। যদি তারা সফরের নিয়ত করে তবে তারা মুসাফির হবে, নচেৎ হবে না।

১২৮. সুতরাং মূল ব্যক্তি যদি কিয়ামের নিয়ত করে এবং অধীনস্থ ব্যক্তি তা জানতে না পারে সে কসরই করতে থাকবে। মোদ্দাকথা, মূল ব্যক্তির ইচ্ছার খোঁজ খবর রাখা অধীনস্থ ব্যক্তির কর্তব্য। এতদসত্ত্বেও সে যদি তার কর্তার ইচ্ছার সন্ধান না পায় এবং অজ্ঞতার দরুন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কসর করতে থাকে তা হলে তার নামায সঠিক হবে।

(মূল) ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। (সফরের অবস্থায়) আমাদের (হানাফীদের) মতে কসর করা হলো আযীমত (মূল হুকুম)[১২৯]। সুতরাং (মুসাফির) যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামায পূর্ণ করে এবং প্রথম বৈঠকে বসে তবে তার নামায কারাহাতসহ হয়ে যাবে, নচেৎ (প্রথম বৈঠকে না বসলে) সঠিক হবে না। কিন্তু সে যখন তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা করল তখন যদি ইকামতের নিয়ত করে থাকে, (তবে চার রাকাত পড়া সঠিক হবে)। মুসাফির ব্যক্তি কসর করতে থাকবে যতক্ষণ না সে নিজ শহরে প্রবেশ করে অথবা কোন শহরে কিংবা কোন জনপদে অর্ধ মাস অবস্থানের নিয়ত করে। যদি এর কম নিয়ত করে থাকে অথবা কোন নিয়তই না করে এবং এভাবে বৎসরের পর বৎসর সেখানে থেকে যায় তবে সে কসর করতে থাকবে। এমন দুটি শহরে ইকামত করার নিয়ত সঠিক হবে না[১৩০] যে দু'টির কোন একটিকে রাত্রি যাপনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় নি। বেদুঈন ব্যতীত অন্য কারো মরুভূমিতে ইকামতের নিয়্যত করা এবং দারুল হরবে ইসলামী বাহিনীর ও দারুল ইসলামে বিদ্রোহীদের অবরোধের সময় ইসলামী বাহিনীর ইকামতের নিয়ত করা গ্রহণযোগ্য নয়[১৩১]। যদি কোন মুসাফির ওয়াক্তিয়া নামাযে কোন মুকীম ব্যক্তির ইক্তিদা করে তবে তার ইক্তিদা সঠিক হবে[১৩২] এবং সে চার রাকাত পূর্ণ করবে এবং ওয়াক্তের পরে সঠিক হবে না। এর বিপরীতে (অর্থাৎ ইমাম মুসাফির হলে) উভয়ের মধ্যে ইক্তিদা করা সঠিক। (মুসাফির) ইমামের জন্য (সালাম ফেরানোর পর) এ কথা বলা মুস্তাহাব যে, তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ কর। কেননা আমি মুসাফির। এটাও সঙ্গত যে, নামায আরম্ভ করার পূর্বে সে এ কথা বলে দেবে। বিশুদ্ধতম মতে মুকীম তার মুসাফির ইমাম ফারিগ হওয়ার পর যা আদায় করবে তাতে কিরআত করবে না। সফর ও হযরের কাযা নামায (যথাক্রমে) দুই রাকাত ও চার রাকাত করে পড়বে। দুই (রাকাত কি চার রাকাত ফরয হলো) সে ব্যাপারে নামাযের শেষ সময়টি গ্রহণযোগ্য হবে। (অর্থাৎ শেষ সময়ে মুসাফির হলে দুই রাকাত, নচেৎ চার রাকাত কাযা করতে হবে)। ওয়াতানে আসলী কেবল ওয়াতানে আসলী দ্বারা বাতিল হয় এবং ওয়াতানে ইকামাত ওয়াতানে ইকামত এবং সফর ও ওয়াতনে আসলী দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। ওয়াতনে আসলী ঐ জায়গা যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছে, অথবা বিবাহ করেছে অথবা বিবাহ করে নাই, কিন্তু তাতে এমনভাবে বসবাস করার সঙ্কল্প করেছে যে, সেখান হতে স্থানান্তরিত হবে না। ওয়াতানে ইকামত ঐ স্থানকে বলে যাতে অর্ধমাস বা তারও অধিক সময় অবস্থান করার নিয়ত করা হয়েছে। মুহাক্কীকগণ ওয়াতানে 'সুকনা'-কে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। ওয়াতানে সুকনা ঐ স্থানকে বলা হয়, যেখানে অর্ধ মাসের কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করা হয়েছে।

---

১২৯. অর্থাৎ, এটাই শরীআতের মূল বিধান। বিশেষ প্রয়োজনে সুবিধা বা ছাড় প্রদানের জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযকে দু'রাকাত করা হয়েছে এমন নয়। তাই মুসাফিরের জন্য দুই রাকাতের পরবর্তী বৈঠকটি আখেরী বৈঠক হিসাবে ফরয। এটি বাদ গেলে নামায বিশুদ্ধ হবে না।

১৩০. এরূপ স্থানে পনর দিন বা তার অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ত দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুকীম বলে গণ্য হবে না। ফলে এরূপ নিয়ত করা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তিকে কসর করতে হবে। অনুরূপ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে নিয়োজিত ব্যক্তি যারা সর্বদা দূর দূরান্তে ভ্রমণ করে এবং হেডকোয়ার্টারেও পনর দিন অবস্থান করার সুযোগ পায় না তারা সব সময় কসর করবে।

১৩১. সুতরাং এ অবস্থায় তারা কসর করবে।

১৩২. যদি শেষ বৈঠকেও শরীক হয় তবু মুসাফির ব্যক্তির উপর চার রাকাত পূর্ণ করা আবশ্যক হবে।

بَابُ صَلوٰةِ الْمَرِيْضِ

إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيْضِ كُلُّ الْقِيَامِ أَوْ تَعَسَّرَ بِوُجُوْدِ أَلَمٍ شَدِيْدٍ أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ إِبْطَاءَهُ بِهِ صَلَّى قَاعِدًا بِرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِيْمَاءِ وَجَعَلَ إِيْمَاءَهُ لِلسُّجُوْدِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوْعِ فَإِنْ لَمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ وَلَا يَرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْئٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ وَخَفَضَ رَأْسَهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَإِنْ تَعَسَّرَ الْقُعُوْدُ أَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً لِيَصِيْرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ وَيَنْبَغِيْ نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ إِنْ قَدَرَ حَتّٰى لَا يَمُدَّهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِيْمَاءُ أُخِّرَتْ عَنْهُ مَا دَامَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيْسِ وَالْمَزِيْدِ بِسُقُوْطِ الْقَضَاءِ إِذَا دَامَ عَجْزُهُ عَنِ الْإِيْمَاءِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَإِنْ كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَصَحَّحَهُ قَاضِيْخَانْ وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيْطِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ فِي الظَّهِيْرِيَّةِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَفِي الْخُلَاصَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَصَحَّحَهُ فِي الْيَنَابِيْعِ وَالْبَدَائِعِ وَجَزَمَ بِهِ الْوَلْوَالِجِيُّ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ وَلَمْ يُوْمِ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ صَلّٰى قَاعِدًا بِالْإِيْمَاءِ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ وَلَوْ بِالْإِيْمَاءِ فِي الْمَشْهُوْرِ وَلَوْ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَصَحَّ بَنٰى وَلَوْ كَانَ مُوْمِيًا لَا وَمَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضٰى وَلَوْ أَكْثَرَ لَا ـ

পরিচ্ছেদ

রুগ্ন ব্যক্তির নামায প্রসঙ্গ

যদি রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে পরিপূর্ণভাবে দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, অথবা তীব্র যন্ত্রণার কারণে (দাঁড়ানো) কষ্টকর হয়, অথবা সে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্খা করে, অথবা দাঁড়ানোর ফলে নিরাময় বিলম্বিত হবে বলে আশঙ্কা করে, তবে সে রুকু ও সাজদার সাথে বসে বসে নামায পড়বে। বিশুদ্ধতম মতে সে যেভাবে ইচ্ছা বসবে। নচেৎ (দাঁড়ানো পরিপূর্ণভাবে অসম্ভব নয় কিছু কিছু দাঁড়াতে পারে এমন হলে) যতটুকু সম্ভব দাঁড়াবে। যদি রুকু ও সাজদা করা অসম্ভব[১৩৩] হয় তবে বসে বসে ইশারা করে নামায পড়বে, এবং সাজদার জন্য তার ইশারা অধিক নিচু করবে রুকুর ইশারা থেকে, যদি সে ওটিকে রুকু হতে নিচু না করে তবে তার নামায বিশুদ্ধ হবে না। এজন্য সে তার মুখমন্ডলের দিকে কোন কিছুকে উত্তোলন করবে না তার উপর সাজদা করার জন্য, যদি করে এবং মাথাও নিচু করে তবে সঠিক হবে। মাথা নিচু না করলে সঠিক হবে না। যদি বসা কষ্টকর হয় তবে চিত হয়ে শোয়ে অথবা কাত হয়ে শোয়ে শোয়ে ইশারা করবে। তবে প্রথমোক্তটি (চিত হয়ে শোয়া) উত্তম। এ অবস্থায় সে তার মাথার নিচে একটি বালিশ দেবে যাতে তার মুখমন্ডল আকাশের দিকে না হয়ে কিবলার দিকে হয়ে যায় এবং শক্তি থাকলে উচিৎ হবে হাঁটুদ্বয়কে দাঁড় করিয়ে রাখা, যাতে তা কিবলার দিকে ছড়িয়ে না পড়ে। যদি ইশারা করাও অসম্ভব হয়, তবে কথা বুঝতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করবে। হিদায়াতে বলা হয়েছে যে, এটাই বিশুদ্ধ[১৩৪]। হিদায়া প্রণেতা 'তাজনীস' ও 'মাযীদ' নামক গ্রন্থদ্বয়ে কাযা মাফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন, যখন তার ইশারা করার অপারগতা পাঁচ নামাযের অধিক পর্যন্ত স্থায়ী হয়, যদিও (এ অবস্থায় সে কথা বুঝতে পারে)। কাযীখান এ মতটিকে বিশুদ্ধরূপে আখ্যায়িত করেছেন। 'মুহীত' নামক গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে এবং এ মতটিকে শায়খুল ইসলাম ও ফখরুল ইসলামও গ্রহণ করেছেন। যাহিরিয়্যা নামক গ্রন্থে আছে যে, এটি একটি যাহির বর্ণনা ও এর ওপর ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে। খোলাসা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ উক্তিটি গ্রহণযোগ্য। ইয়ানাবী ও বাদায়ি গ্রন্থে এ উক্তিটিকে সঠিকরূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে

---

১৩৩. যদি কিয়াম ও রুকূ করতে পারে এবং সাজদা করতে না তা হলে সে কিয়াম ও রুকূ করবে এবং সাজদার জন্য রুকূ হতে অধিক অবনত হবে।

১৩৪. যে অসুস্থ ব্যক্তি ইশারা করে নামায আদায় করতে সক্ষম নয় তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রনিধানযোগ্য। দেখতে হবে উক্ত ব্যক্তি কথা বুঝতে সক্ষম কি সক্ষম নয় এবং তার এ অবস্থাটি একদিন এক রাতের অধিক অথবা এর চেয়ে কম কিনা। এভাবে উক্ত মাসআলাটির চারটি সূরত হবে। যার হুকুম নিম্নরূপ ঃ (১) যদি অসুস্থ ব্যক্তি ইশারা করে নামায পড়া ও কথা বুঝতে সক্ষম না হওয়ার সময় ছয় অথবা ছয় নামাযের অধিক পর্যন্ত স্থায়ী হয় তা হলে সর্বসম্মতভাবে ঐ সময়ের নামাযগুলো মাফ হয়ে যাবে। (২) যদি এমন হয় যে, সে ছয় ওয়াক্ত নামাযের কম সময় পর্যন্ত ইশারা করতে সক্ষম ছিল না এবং কথা বুঝতে সক্ষম ছিল তবে সর্বসম্মত মতে উক্ত নামাযসমূহ কাযা করতে হবে। (৩) যদি এমন হয় যে, ছয় ওয়াক্ত নামায বা তদূর্ধ্ব সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি ইশারা করতে সক্ষম ছিল না কিন্তু সে কথা বুঝতে সক্ষম ছিল অথবা (৪) ছয় নামাযের কম সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি ইশারা করতে সক্ষম ছিল না এবং কথাও বুঝত না তবে এ দু' অবস্থায় কাযা করতে হবে। আর বযদূবী ও অন্যান্য আলিমগণের মতে উক্ত নামায কাযা করা আবশ্যক নয়। —তাহতাবী

মাসআলা ঃ অসুস্থতার তাড়নায় যে অসুস্থ ব্যক্তির মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে উহ্-আহ্ শব্দ বের হয় তার জন্য এ অবস্থায় নামায আদায় করা আবশ্যক।

যে ব্যক্তি এক দিন এক রাত পর্যন্ত যবান বন্ধ থাকার কারণে বাধ্য হয়ে বোবা ব্যক্তির নামায আদায় করেছে এবং উক্ত সময়ের পর তার যবান খুলেছে সে ব্যক্তির এ অবস্থায় পঠিত নামাযসমূহ পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। —তাহতাবী

এবং এ উক্তিটি সম্পর্কে 'আল ওয়ালিজী (র.) নিশ্চিত হয়েছেন। (আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।) এরূপ ব্যক্তি তার চক্ষু, অন্তর, ও তার ভ্রূদ্বয় দ্বারা ইশারা করবে না। যদি দাঁড়াতে পারে কিন্তু রুকূ সাজদা করতে অক্ষম হয়, তবে বসে বসে ইশারা করে নামায পড়বে। যদি (নামাযরত অবস্থায়) তার কোন রোগ দেখা দেয়, তবে প্রসিদ্ধ উক্তি মতে, যেভাবে সম্ভব তা পূর্ণ করবে, এমনকি যদি ইশারা দ্বারাও হয়। যদি এমন হয় যে, বসা অবস্থায় রুকূ ও সাজদা করে করে নামায পড়তে ছিল এমতাবস্থায় সুস্থ হয়ে গেছে তাহলে (এর উপর পরবর্তী নামাযের) বিনা করবে। কিন্তু সে ইশারাকারী হলে বিনা করবে না। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত পাগল অথবা বেহুঁশ থাকে সে ঐ নামাযগুলো কাযা করবে। এর চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত হলে কাযা করবে না।

فَصْلٌ فِىْ اِسْقَاطِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ : اِذَامَاتَ الْمَرِيْضُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلٰوةِ بِالْاِيْمَاءِ لَايَلْزَمُهُ الْاِيْصَاءُ بِهَا وَاِنْ قَلَّتْ وَكَذَا الصَّوْمُ اِنْ اَفْطَرَ فِيْهِ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيْضُ وَمَاتَا قَبْلَ الْاِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ وَعَلَيْهِ وَالْوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَقِىَ بِذِمَّتِهٖ فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهٗ مِنْ ثُلُثِ مَاتَرَكَ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَلِصَلٰوةِ كُلِّ وَقْتٍ حَتَّى الْوِتْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْقِيْمَتَهٗ وَاِنْ لَمْ يُوْصِ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهٗ جَازَ وَلَايَصِحُّ اَنْ يَصُوْمَ وَلَا اَنْ يُصَلِّىَ عَنْهُ وَاِنْ لَمْ يَفِ مَا اَوْصٰى بِهٖ عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذٰلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهٖ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيْرُ لِلْوَلِىِّ وَيَقْبِضُهٗ ثُمَّ يَدْفَعُهٗ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهٖ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيْرُ لِلْوَلِىِّ وَيَقْبِضُهٗ ثُمَّ يَدْفَعُهُ الْوَلِىُّ لِلْفَقِيْرِ وَهٰكَذَا حَتّٰى يَسْقُطَ مَاكَانَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ صَلٰوةٍ وَصِيَامٍ - وَيَجُوْزُ اِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ - وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

পরিচ্ছেদ

নামায ও রোযা মাফ হওয়া প্রসঙ্গ

যখন রুগ্ন ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং সে ইশারা করেও নামায পড়তে সক্ষম না হয়, তখন কাযা নামাযসমূহের জন্য ওসিয়্যত করা তার জন্য আবশ্যক নয়, যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয়। অনুরূপভাবে যদি মুসফির ও অসুস্থ ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে এবং মুকীম হওয়া ও সুস্থ হওয়ার পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করে- (তবে এগুলোর মুক্তিপণ আদায়ের ওসিয়্যত করা তার উপর কর্তব্য নয়), কেবল যেগুলোর উপর সে সামর্থ্য রাখত সে গুলোর ব্যাপারেই ওসিয়্যত করা তার কর্তব্য এবং সেগুলোই তার যিম্মায় বহাল থাকবে। সুতরাং (সে যদি ওসিয়্যত করে থাকে

তবে) ওলী তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে প্রত্যেক দিনের রোযা ও প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায এমন কি বিতিরের ফিদয়া স্বরূপ অর্ধ সা' গম বা তার মূল্য আলাদা করবে। পক্ষান্তরে সে যদি ওসিয়্যত না করে বরং ওলী নিজেই তার পক্ষ হয়ে অযাচিতভাবে আদায় করে দেয়, তবে তাও জায়িয হবে। (ওলীর জন্য) মৃতের পক্ষ হয়ে রোযা রাখা ও নামায পড়া সঠিক নয়। যে মালের ব্যাপারে মৃত ব্যক্তি ওসিয়্যত করেছিল যদি সেটি যিম্মায় ওয়াজিব মালের সমপরিমাণ না হয়, তবে ওলী (তার নিকট যা আছে) সে পরিমাণ মাল ফকীরকে দিয়ে দেবে। এর ফলে মৃতের যিম্মা থেকে সে পরিমাণ (ফিদয়া) রহিত হয়ে যাবে। অতপর ফকীর তা ওলীকে হিবা করবে এবং ওলী তা গ্রহণ করবে, অতপর ওলী (পুনরায়) তা ফকীরকে দিয়ে দেবে। ফলে এ পরিমাণ (ফিদয়া) রহিত হয়ে যাবে। অতপর ফকীর পুনরায় ওলীকে তা হিবা করবে এবং ওলী তা গ্রহণ করবে, এরপর ওলী আবার ফকীরকে দেবে। এভাবে বার বার করতেই থাকবে, যতক্ষণ না মৃতের ওপর যে রোযা ও নামায ছিল তা রহিত হয়ে যায়। একাধিক নামাযের ফিদয়া একই ব্যক্তিকে একই সাথে দেয়া জায়িয; কিন্তু কসমের কাফ্ফারা এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাতা।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

اَلتَّرْتِيْبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُسْتَحَقٌّ وَيَسْقُطُ بِاَحَدِ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءَ ضِيْقُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ فِي الْاَصَحِّ وَالنِّسْيَانُ وَاِذَا صَارَتِ الْفَوَائِتُ سِتًّا غَيْرَ الْوِتْرِ فَاِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا وَاِنْ لَزِمَ تَرْتِيْبُهُ وَلَمْ يَعُدِ التَّرْتِيْبُ بِعَوْدِهَا اِلَى الْقِلَّةِ وَلَا بِفَوْتِ حَدِيْثَةٍ بَعْدَ سِتٍّ قَدِيْمَةٍ عَلَى الْاَصَحِّ فِيْهِمَا فَلَوْ صَلّٰى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوْفًا فَاِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ الْمَتْرُوْكَةِ ذَاكِرًا لَهَا صَحَّتْ جَمِيْعُهَا فَلَا تَبْطُلُ بِقَضَاءِ الْمَتْرُوْكَةِ بَعْدَهُ وَاِنْ قَضَى الْمَتْرُوْكَةَ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَا صَلَّاهُ مُتَذَكِّرًا قَبْلَهَا وَصَارَ نَفْلًا وَاِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِيْنِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَاِنْ اَرَادَ تَسْهِيْلَ الْاَمْرِ عَلَيْهِ نَوٰى اَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ اَوْ اٰخِرَهُ وَكَذَا الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلٰى اَحَدِ تَصْحِيْحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَيُعْذَرُ مَنْ اَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ

পরিচ্ছেদ

ছুটে যাওয়া নামায পূরণ করা প্রসঙ্গ

ছুটে যাওয়া নামায ও ওয়াক্তিয়া নামায এবং একাধিক ছুটে যাওয়া নামায আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী। এ ধারাবাহিকতা তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির কারণে রহিত হয়ে যায়। (১) বিশুদ্ধতম মতে মুস্তাহাব সময় সঙ্কীর্ণ হওয়া[১৩৫], (২) ভুলে যাওয়া (৩) এবং ছুটে যাওয়া নামাযের সংখ্যা বিতের ব্যতীত ছয় হওয়া। কেননা, বিতেরকে ধারাবাহিকতা রহিতকারী হিসাবে গণ্য করা হয় না, যদিও বিতরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। কাযা নামায আদায় করতে করতে স্বল্প পরিমাণের দিকে ফিরে আসার পর ধারাবিহকতা ফিরে আসে না[১৩৬] এবং পুরাতন ছয় নামাযের পর নতুন নামায ছুটে যাওয়ার কারণে (ও তারবতীব ফিরে আসে না)। এ দু'টি মাসআলার ব্যাপারে বিশুদ্ধতম মত এটাই। কেউ যদি তার ছুটে যাওয়া নামায—চাই সেটি বিতেরে নামাযই হোক— স্মরণ থাকা অবস্থায় অন্য কোন ফরয নামায আদায় করে তবে সেটি মওকুফরূপে ফাসাদ হয়ে যাবে। সুতরাং ছুটে যাওয়া নামাযের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় যে সকল নামায সে তার পরে আদয় করেছে, যদি এর মধ্যে পঞ্চম নামাযের সময় চলে যায়, তবে তার সমস্ত নামাযই সঠিক হয়ে যাবে। তাই এর পরে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার কারণে পূর্বে গঠিত নামাযটি বাতিল হবে না; আর যদি পঞ্চম নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে, তবে ঐ সকল নামাযের ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে যা ছুটে যাওয়া নামাযের পূর্বে তার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় পড়া হয়েছে এবং এ অবস্থায় সেগুলো নফল হয়ে যাবে; যখন ছুটে যাওয়া নামাযের সংখ্যা অধিক হয় তখন আদায় করার সময় প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট করা জরুরী। অতপর সে যদি বিষয়টিকে সহজ করতে চায়, তবে সে তার উপর ওয়াজিব সর্ব প্রথম যুহর অথবা সর্বশেষ যুহরের নিয়্যত করতে পারে। অনুরূপ দুই রমযানের কাযা রোযা আদায় করার সময় দুই রমযানের যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করবে[১৩৭]। দারুল হরবের অধিবাসী মুসলমানকে শরীআত বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন এ ব্যাপারে অপারগ গণ্য করা হবে।

بَابُ اِدْرَاكِ الْفَرِيْضَةِ

اذا شرع في فرض منفردا فاقيمت الجماعة قطع واقتدى

---

১৩৫. যেমন কোন ব্যক্তি যুহরের নামায আদায় করল না এবং আসরের সময় এতটুকু সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, এ মুহূর্তে যুহরের নামায আদায় করতে গেলে সূর্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে এবং এর ফলে আসরের নামায মাকরূহ সময়ে পড়তে হবে তা হলে এ অবস্থায় তারতীব রহিত হয়ে যাবে। (মারাকিউল ফালাহ্)

১৩৬. যেমন কারও পনর ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল। তা থেকে দশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত। লক্ষ্যণীয় যে, কাযা নামাযের সংখ্যা যখন পাঁচ হয় তখন ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করতে গেলে নিয়ম হলো, কাযা নামাযগুলো পূর্বে পড়তে হবে এবং এগুলোতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রে কাযা নামাযের সংখ্যা পাঁচ ওয়াক্ত হলেও এগুলোকে ওয়াক্তিয়া নামাযের আগে আদায় করা এবং এগুলোতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী নয়। কেননা, কাযা নামায সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারতীব ফিরে আসে না। কিন্তু তাহতাভীর মতে, এ ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী হবে। অবশ্য তাহতাভীর অভিমতটি সতর্কতামূলক।

১৩৭. ইমাম যায়লায়ীর মতে বিশুদ্ধ অভিমত হলো কোন রমযানের রোযার কাযা করা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করা। পক্ষান্তরে খুলাসা নামক গ্রন্থে নির্দিষ্ট না করাকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

لَمْ يَسْجُدْ لِمَا شَرَعَ فِيْهِ اَوْ سَجَدَ فِيْ غَيْرِ رُبَاعِيَّةٍ وَاِنْ سَجَدَ فِيْ رُبَاعِيَّةٍ ضَمَّ رَكْعَةً ثَانِيَةً وَسَلَّمَ لِتَصِيْرَ الرَّكْعَتَانِ لَهُ نَافِلَةً ثُمَّ اقْتَدٰى مُفْتَرِضًا وَاِنْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَتَمَّهَا ثُمَّ اقْتَدٰى مُتَنَفِّلاً اِلاَّ فِي الْعَصْرِ وَاِنْ قَامَ لِثَالِثَةٍ فَاُقِيْمَتْ قَبْلَ سُجُوْدِهٖ قَطَعَ قَائِمًا بِتَسْلِيْمَةٍ فِي الْاَصَحِّ . وَاِنْ كَانَ فِيْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ الْخَطِيْبُ اَوْ فِيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ فَاُقِيْمَتْ سَلَّمَ عَلٰى رَاْسِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْاَوْجَهُ ثُمَّ قَضَى السُّنَّةَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَمَنْ حَضَرَ وَالْاِمَامُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَرْضِ اِقْتَدٰى بِهٖ وَلاَيَشْتَغِلُ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ اِلاَّ فِي الْفَجْرِ اِنْ اَمِنَ فَوْتَهٗ وَاِنْ لَمْ يَاْمَنْ تَرَكَهَا وَلَمْ تُقْضَ سُنَّةُ الْفَجْرِ اِلاَّ بِفَوْتِهَا مَعَ الْفَرْضِ وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ فِيْ وَقْتِهٖ قَبْلَ شُفْعِهٖ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِاِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَلْ اَدْرَكَ فَضْلَهَا وَاخْتَلَفَ فِيْ مُدْرِكِ الثَّلاَثِ وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ اِنْ اَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَاِلاَّ فَلاَ وَمَنْ اَدْرَكَ اِمَامَهٗ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتّٰى رَفَعَ الْاِمَامُ رَاْسَهٗ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ وَاِنْ رَكَعَ قَبْلَ اِمَامِهٖ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْاِمَامِ مَاتَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ فَاَدْرَكَهٗ اِمَامُهٗ فِيْهِ صَحَّ وَاِلاَّ لاَ وَكُرِهَ خُرُوْجُهٗ مِنْ مَسْجِدٍ اُذِّنَ فِيْهِ حَتّٰى يُصَلِّيَ اِلاَّ اِذَا كَانَ مُقِيْمَ جَمَاعَةٍ اُخْرٰى وَاِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلٰوتِهٖ مُنْفَرِدًا لاَيُكْرَهُ اِلاَّ اِذَا اُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ خُرُوْجِهٖ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَيَقْتَدِيْ فِيْهِمَا مُتَنَفِّلاً وَلاَيُصَلِّيْ بَعْدَ صَلٰوةٍ مِثْلَهَا .

পরিচ্ছেদ

জামাতের সাথে ফরয নামায আদায়ের সুযোগ লাভ প্রসঙ্গ

কোন ব্যক্তি এককীভাবে ফরয নামায আরম্ভ করার পর উক্ত নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হলে, সে তা পড়া বন্ধ করে ইমামের পেছনে ইক্তিদা করবে। যদি যে নামায আরম্ভ করা হয়েছিল তজ্জন্য সাজদা না করে থাকে, অথবা সাজদা করা হয়েছে (কিন্তু) সেটি চার রাকাত বিশিষ্ট নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায ছিল। যদি উক্ত ব্যক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে সাজদা করে

থাকে তবে এর সাথে দ্বিতীয় রাকাত মিলিয়ে নেবে এবং সালাম ফেরাবে, যাতে রাকাত দু'টি নফল স্বরূপ হয়ে যায়। অতপর ফরয আদায়কারীরূপে (ইমামের) ইক্তিদা করবে। আর যদি সে তিন রাকাত পড়ে থাকে তা হলে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে। অতপর নফল আদায়কারী হিসাবে (ইমামের) ইক্তিদা করবে, আসরের নামায ব্যতীত[১৩৮]। যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য দন্ডায়মান হওয়ার পর সাজদার পূর্বে জামাত অনুষ্ঠিত হয়, তবে বিশুদ্ধতম মতে দাঁড়ানো অবস্থায় সালামের সাথে নামায শেষ করে দিবে। যদি জুমুআর সুন্নাতে রত থাকা অবস্থায় খাতীব মিম্বরে আবির্ভূত হয় অথবা যুহরের সুন্নাতে রত ছিল এমতাবস্থায় জামাত কায়িম হয়ে যায়, তবে দু'রাকাতের মাথায় সালাম ফেরাবে। এটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। অতপর ফরযের পরে সুন্নাতের কাযা করবে। যে ব্যক্তি ইমামের ফরয নামাযে রত থাকা অবস্থায় (মসজিদে) উপস্থিত হয়, সে তৎক্ষণাৎ ইমামের ইক্তিদা[১৩৯] করবে এবং সুন্নাতের কারণে ইমামের (অনুসরণ) হতে বিরত থাকবে না। কিন্তু ফজরের নামাযে যদি জামাত ফওত হওয়ার আশংকা না থাকে তবে প্রথমে সুন্নাত আদায় করবে। আর জামাত ফওত হওয়ার আশংকা থাকলে সুন্নাত ত্যাগ করবে। ফজরের সুন্নাত ফরযের সাথে ফওত না হলে তার কাযা করা হয় না[১৪০]। যুহরের পূর্ববর্তী সুন্নাত যুহরের সময়ে যুহরের (পরবর্তী) সুন্নাত দুই রাকাতের পূর্বে কাযা করবে[১৪১]। (শায়খুল ইসলামের মতে পরে পড়া উত্তম। এ মর্মে আয়েশা (রাযি) হতে একটি হাদীস পাওয়া যায়)। এক রাকাত পাওয়া দ্বারা জামাতের সাথে যুহর পড়া হয়েছে বলে না, বরং এ অবস্থায় জামাতের ফযীলত পায় মাত্র[১৪২]। তিন রাকাততের প্রাপক সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যদি কেউ ফরয নামাযের ওয়াক্ত না হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে তবে সে ফরযের পূর্বে নফল ও সুন্নাত পড়বে, নচেৎ পড়বে না। যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেলো অতপর তাকবীর বলল ও দাঁড়িয়ে থাকল, এ অবস্থায় ইমাম (রুকু হতে) মাথা উঠিয়ে নিল সে ঐ রাকাতটি পেল না। নামায বিশুদ্ধ হয় ইমামের এ পরিমাণ কিরাআত করার পর যদি (মুক্তাদী) ইমামের পূর্বে রুকু করে এবং তার ইমাম তাকে রুকুতে পায়, তবে তার রুকু সঠিক হবে, নচেৎ হবে না। এমন মসজিদ হতে যেখানে আযান হয়েছে সেখান হতে নামায আদায় না করে বের হওয়া মাকরূহ। তবে সে যদি আরেকটি জামাত

---

১৩৮. কারণ, আসরের ফরযের নামায পড়ার পর কোন প্রকার নফল নামায পড়া মাকরূহ।

১৩৯. অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে উপস্থি হওয়ার পর দেখতে পায় যে, জামাত শুরু হয়ে গিয়েছে তাহলে সে সুন্নাত ত্যাগ করে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। তবে ফজরের নামাযে এ অবস্থায় প্রতমে সুন্নাত পড়া বৈধ হবে, যদি সুন্নাত আদায়ের পর জামাতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে বলে সে নিশ্চিত হয়।

১৪০. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেবল ফজরের সুন্নাতই ফওত হয়ে যায় তবু সূর্য উঠার পর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত উক্ত সুন্নাতের কাযা করা যাবে। উল্লেখ্য যে, ফজরের সুন্নাতের কাযা করা সুন্নাত মুতাবিক কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও এর কাযা করাকে কেউই দোষনীয় বলেন নি। (তাহতাবী)

১৪১. এটা হলো লেখকের অভিমত। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মাবসূত নামক গ্রন্থে বলেছেন, প্রথমে যুহরের পরবর্তী দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করবে এবং তারপর পূর্ববর্তী চার রাকাত আদায় করবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

১৪২. এটা মূলত কসম সংক্রান্ত একটি মাসআলা। অর্থাৎ, কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি আজ যুহরের নামায জামাতের সাথে পড়ি তা হলে আমার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলেম, এ লোকটি যদি জামাতের এক রাকাত পায় তা হলে তার কসম পূর্ণ হবে কি না? উত্তর হলো এই যে, এ অবস্থায় এক রাকাত পাওয়া জামাতে আদায় করেছে বলে গণ্য হয় না। তাই এতে উক্ত ব্যক্তির কসম পূরণ হবে না এবং গোলামও আযাদ হবে না। এ অবস্থায় তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। অবশ্য আংশিকভাবে হলেও জামাতে শরীক হওয়ার কারণে সে তার সওয়াবের অধিকারী হবে।

কায়িমের যিম্মাদার হয় (তখন বের হতে পারে)। যদি কেউ কোন মসজিদে আযান হওয়ার পর একাকী নামায পড়ে বের হয় তবে মাকরূহ হবে না। তবে যদি তার বের হওয়ার পূর্বে যুহর ও ইশার জামাত কায়িম হয়ে যায়, (তখন বের হওয়া মাকরূহ)। ফলে ঐ দু'টিতে সে নফল আদায়কারীরূপে ইক্তিদা করবে। কোন (ফরয) নামাযের পর অনুরূপ নামায পড়া যায় না।

باب سجود السهو

يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر وإن كان تركه عمدا اثم ووجب إعادة الصلوة لجبر نقصها ولا يسجد في العمد وقيل إلا في ثلاث، ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلوة وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ويكتفي بتسليمة واحدة عن يمينه في الأصح فإن سجد قبل السلام كره تنزيها ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر واحمرارها في العصر بوجود ما يمنع البناء بعد السلام ويلزم المأموم بسهو إمامه بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه ثم بقضاء ما سبق به.

ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلوته وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا كراهة في الضم فيهما على

الصَّحِيحِ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ قَامَ عَادَ
وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ التَّشَهُّدِ فَإِنْ سَجَدَ لَمْ يَبْطُلْ فَرْضُهُ وَضَمَّ إِلَيْهَا
أُخْرَى لِتَصِيرَ الزَّائِدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي
شَفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنِ شَفْعًا آخَرَ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا فَإِنْ بَنَى أَعَادَ سُجُودَ
السَّهْوِ فِي الْمُخْتَارِ وَلَوْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ صَحَّ
إِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ عَامِدًا لِلْقَطْعِ
مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمْ وَلَوْ تَوَهَّمَ مُصَلٍّ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَنَّهُ أَتَمَّهَا
فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ طَالَ تَفَكُّرُهُ وَلَمْ
يُسَلِّمْ حَتَّى اسْتَيْقَنَ إِنْ كَانَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ
السَّهْوِ وَإِلَّا لَا .

পরিচ্ছেদ

সাজদা সাহু প্রসঙ্গ

ভুলক্রমে ওয়াজিব তরক করার কারণে তাশাহ্হুদ ও সালামের সাথে দু'টি সাজদা করা ওয়াজিব, যদিও (সে ভুল) বারবার হয়। ওয়াজিবের তরক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হয় তবে গুনাহগার হবে এবং (সে অবস্থায়) তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব এবং স্বেচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে ভুলের জন্য সাজদা করবে না। বলা হয়ে থাকে যে, শুধু তিন[১৪৩] জায়গায় (ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সাজদা সাহু করবে)—(১) প্রথম বৈঠক ত্যাগ করা, (২) প্রথম রাকাতের কোন একটি সাজদা নামাযের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করা (৩) এবং ইচ্ছাকৃতভাবে (এমন কোন কিছুর) চিন্তা করা, যার ফলে এক রোকনের সময় পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সালামের পর সাজদা সাহু করা সুন্নাত এবং বিশুদ্ধতম মতে ডান দিকে একবার সালাম ফিরিয়ে সাজদা করবে। কাজেই কেউ যদি সালামের আগে সাজদা সাহু করে তবে তা মাকরূহ তানযীহী হবে। ফজরের নামাযে সালামের পর সূর্যোদয়ের কারণে সাজদা সাহু রহিত হয়ে যায় এবং আসরের নামাযে (সালামের পর) সূর্য লাল হয়ে যাওয়ার কারণে এবং সালামের পর এমন জিনিস পাওয়া যাওয়ার কারণে সাজদা রহিত হয়ে যায় যা বিনা করাকে নিষেধ করে[১৪৪]। ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদীর উপর সাজদা সাহু করা আবশ্যক হয়। মুক্তাদীর

১৪৩. পাঁচটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে এ ব্যতিক্রম প্রযোজ্য- অপর দু'টি হলো ঃ (১) প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর ইচ্ছাকৃতভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং (২) ইচ্ছাকৃতভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা (তাহতাবী)

১৪৪. সাজদা সাহু রহিত অর্থ এ অবস্থায় সাজদা সাহু করা কার্যকর না হওয়া।

ভুলের কারণে (ইমামের উপর) সাজদা সাহু আবশ্যক হয় না। মাসবূক তার ইমামের সাথে সাজদা করবে, অতপর (ঐ সকল রাকাতগুলো) পূর্ণ করার ব্যাপারে মশগুল হবে যে গুলোতে সে মাসবুক হয়েছে। আর মাসবূক যে রাকাতগুলো আদায় করে যদি সে তাতে ভুল করে বসে তবে তার জন্যও সে সাজদা করবে- 'লাহিক'[১৪৫] করবে না। জুমুআ ও দুই ঈদের নামাযে ইমামকে সাজদা সাহু করতে হবে না। যে ব্যক্তি ফরযের প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে যায় যাহিরী বর্ণনা মতে সে পুনরায় বসে পড়বে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সোজা হয়ে না দাঁড়ায় এবং এটাই বিশুদ্ধতম। এবং মুক্তাদী নফল নামায পাঠকারীর মত (প্রথম বৈঠকের দিকে) ফিরে আসবে, যদিও সে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী অবস্থা হতে ফিরে আসে তবে ভুলের জন্য সাজদা সাহু করবে, আর যদি সে বসার নিকটবর্তী হয় তবে বিশুদ্ধতম মতে তার উপর সাজদা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ সোজা হয়ে দাড়ানোর পর বসে পড়ে তবে তার নামায ফাসিদ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ অভিমত নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে[১৪৬]। যদি কেউ শেষ বৈঠকের কথা ভুলে যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সাজদা না করবে বসে পড়বে এবং বসার ফরযটি বিলম্বিত করার কারণে সাজদা সাহু করবে। কিন্তু সে যদি অন্য রাকাতের জন্য সাজদা করে ফেলে তবে তার ফরযটি নফল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ইচ্ছা করলে সে ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নেবে, যদিও সে আসরের নামাযেই হয় এবং ফজরের নামাযে চতুর্থ রাকাত মিলাবে। বিশুদ্ধ মতে এ দু'টি নামাযে (ষষ্ট অথবা চতুর্থ রাকাত) বাড়ানোতে কোন কারাহাত নেই এবং সঠিকতম মতে তাতে সাজদা সাহু করতে হবে না। আর যদি বৈঠক করার পর দাঁড়িয়ে যায়, তবে পুনরায় বসে পড়বে এবং পুনরায় তাশাহহুদ পড়া ব্যতীত সাজদা সাহু করবে। এমতাবস্থায় সে যদি (পঞ্চম রাকাতের) সাজদা করে ফেলে, তবে তার ফরয বাতিল হবে না এবং এর সাথে আরেকটি রাকাত মিলিয়ে নেবে—যাতে অতিরিক্ত রাকাত দু'টি তার জন্য নফল স্বরূপ হয় এবং তখন সাজদা সাহু করবে। আর যদি নফলের দুই রাকাতের মধ্যে সাজদা সাহু করে, তবে তার সাথে মুস্তাহাব হিসাবে আরও দুই রাকাতকে যুক্ত করবে না । যদি আরও দু'রাকাত যুক্ত করে, তবে গ্রহণযোগ্য মতে পুনরায় সাজদা সাহু করবে। যে ব্যক্তির উপর সাজদা সাহু ওয়াজিব সে সালাম ফেরানোর পর যদি কেউ তার ইক্তিদা করে তবে ইক্তিদা সঠিক হবে[১৪৭], যদি সে লোকটি সাজদা সাহু করে, নচেৎ সঠিক হবে না। (ততক্ষণ পর্যন্ত) সাজদা সাহু করার অবকাশ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত (মুসল্লী) কিবলার দিক হতে (তার) মুখ ফিরিয়ে না নেয় অথবা কথা না বলে যদিও নামায শেষ করার উদ্দেশ্যে সে সালাম ফিরিয়ে থাকে। যদি চার রাকাত অথবা তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযের মুসল্লী এরূপ মনে করে থাকে যে, সে নামায পূর্ণ করেছে, ফলে সালাম ফিরিয়েছে, অতপর সে জানতে পেরেছে যে, সে দুই রাকাত পড়েছে তবে সে (চার/তিন রাকাত) পূর্ণ করবে এবং ভুলের জন্য সাজদা সাহু আদায় করবে। আর তার চিন্তা-ভাবনা যদি দীর্ঘ হয় এবং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সালাম না করে থাকে, তবে সে চিন্তা-ভাবনা একটি রোকন

---

১৪৫. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের শুরুতে শরীক হয়েছে অতপর কোন ওজর বশত শেষাংশে ইমামের সাথে শরীক থাকতে পারেনি ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় এরূপ ব্যক্তিকে লাহিক বলে। লাহিক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া নামায আদায় কালে ভুলবশত কোন ওয়াজিব তরক করলে সে জন্য তাকে সাজদা সাহু করতে হবে না। কেননা অবশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে তাকে মুক্তাদি হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে।

১৪৬. অর্থাৎ কেউ কেউ বলেছেন যে, বিশুদ্ধ মত হলো তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে দৃঢ়তম অভিমত হলো যে, নামায ফাসিদ হবে না।

১৪৭. অর্থাৎ তার পিছনে এমন সময়ে নিয়ত করেছে যখন সে সালাম ফিরিয়ে চুপচাপ বসে আছে এবং সালাম ফেরানো ছাড়া নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ এখনো সংঘটিত করেনি।

আদায়ের সমান হলে তার উপর সাজদা সাহ্ ওয়াজিব হবে, নচেৎ তার উপর সাজদা সাহ্ ওয়াজিব হবে না।

فَصْلٌ فِي الشَّكِّ

تَبْطُلُ الصَّلٰوةُ بِالشَّكِّ فِيْ عَدَدِ رَكْعَاتِهَا اِذَا كَانَ قَبْلَ اِكْمَالِهَا وَهُوَ اَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهٗ مِنَ الشَّكِّ اَوْكَانَ الشَّكُّ غَيْرَ عَادَةٍ لَهٗ فَلَوْشَكَّ بَعْدَ سَلَامِهٖ لَايُعْتَبَرُ اِلَّا اَنْ تَيَقَّنَ بِالتَّرْكِ وَاِنْ كَثُرَ الشَّكُّ عَمِلَ بِغَالِبِ ظَنِّهٖ فَاِنْ لَمْ يَغْلِبْ لَهٗ ظَنٌّ اَخَذَ بِالْاَقَلِّ وَقَعَدَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ ظَنَّهَا اٰخِرَ صَلٰوتِهٖ .

পরিচ্ছেদ

সন্দেহ প্রসঙ্গ

নামায শেষ হওয়ার পূর্বে নামাযের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে এবং এ সন্দেহটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রথমবারের সন্দেহ হলে ও পূর্ব হতে তার সন্দেহের অভ্যাস না থাকলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি যদি সালাম ফেলানোর পর সন্দেহ করে, তবে সেটি ধর্তব্য হবে না। তবে যে অবস্থায় (ফরয/ওয়াজিব) তরক হওয়ার ইয়াকীন হয় তা স্বতন্ত্র। যদি সন্দেহ প্রায়শ হয়ে থাকে তবে প্রবল ধারণা মতে কাজ করবে। ধারণার কোন দিক প্রবল না হলে (রাকাতের) স্বল্পতম সংখ্যাকে গ্রহণ করে নেবে এবং এমন প্রত্যেক রাকাতের শেষে বসবে, যে রাকাতটিকে সে তার নামাযের শেষ রাকাত বলে মনে করে থাকে।

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

سَبَبُهُ التِّلَاوَةُ عَلَى التَّالِيْ وَالسَّامِعِ فِي الصَّحِيْحِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِيْ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلٰوةِ وَكُرِهَ تَاخِيْرُهٗ تَنْزِيْهًا وَيَجِبُ عَلٰى مَنْ تَلَا اٰيَةً وَلَوْ بِالْفَارْسِيَّةِ وَقِرَاءَةُ حَرْفِ السَّجْدَةِ مَعَ كَلِمَةٍ قَبْلَهٗ اَوْ بَعْدَهٗ مِنْ اٰيَتِهَا كَالْاٰيَةِ فِي الصَّحِيْحِ وَاٰيَاتُهَا اَرْبَعَ عَشَرَةَ اٰيَةً فِي الْاَعْرَافِ وَالرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَالْاِسْرَاءِ وَمَرْيَمَ وَاُوْلَى الْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالسَّجْدَةِ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَانْشَقَّتْ وَاقْرَاْ وَيَجِبُ السُّجُوْدُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ وَاِنْ لَمْ يَقْصُدِ السَّمَاعَ اِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ وَالْاِمَامَ

وَالْمُقْتَدِى بِهِ وَلَوْ سَمِعُوْهَا مِنْ غَيْرِهِ سَجَدُوْا بَعْدَ الصَّلٰوةِ وَلَوْ سَجَدُوْا فِيْهَا لَمْ تُجْزِئْهُمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُمْ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَجِبُ بِسِمَاعِ الْفَارِسِيَّةِ اِنْ فَهِمَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيْحُ فِىْ وُجُوْبِهَا بِالسِّمَاعِ مِنْ نَائِمٍ اَوْ مَجْنُوْنٍ وَلَاتَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالصَّدٰى وَتُؤَدّٰى بِرُكُوْعٍ اَوْ سُجُوْدٍ فِى الصَّلٰوةِ غَيْرِ رُكُوْعِ الصَّلٰوةِ وَسُجُوْدِهَا وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوْعُ الصَّلٰوةِ اِنْ نَوَاهَا وَسُجُوْدُهَا وَاِنْ لَمْ يَنْوِهَا اِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ فَوْرَ التِّلَاوَةِ بِاَكْثَرَ مِنْ اٰيَتَيْنِ وَلَوْسَمِعَ مِنْ اِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ اَوِ ائْتَمَّ فِىْ رَكْعَةٍ اُخْرٰى سَجَدَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ فِى الْاَظْهَرِ وَاِنِ ائْتَمَّ قَبْلَ سُجُوْدِ اِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ فَاِنِ اقْتَدٰى بِهِ بَعْدَ سُجُوْدِهَا فِىْ رَكْعَتِهَا صَارَ مُدْرِكًا لَهَا حُكْمًا فَلَايَسْجُدُهَا اَصْلًا وَلَمْ تُقْضَ الصَّلٰوتِيَّةُ خَارِجَهَا وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلٰوةِ فَسَجَدَ ثُمَّ اَعَادَ فِيْهَا سَجَدَ اُخْرٰى وَاِنْ لَمْ يَسْجُدْ اَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَا مَجْلِسَيْنِ وَيَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِالْاِنْتِقَالِ مِنْهُ وَلَوْمُسْدِيًا اِلٰى غُصْنٍ وَبِالْاِنْتِقَالِ مِنْ غُصْنٍ اِلٰى غُصْنٍ وَعَوْمٍ فِىْ نَهْرٍ اَوْ حَوْضٍ كَبِيْرٍ فِى الْاَصَحِّ وَلَايَتَبَدَّلُ بِزَوَايَا الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ وَلَوْ كَبِيْرًا وَلَابِسَيْرِ سَفِيْنَةٍ وَلَابِرَكْعَةٍ وَبِرَكْعَتَيْنِ وَشَرْبَةٍ وَاَكْلِ لُقْمَتَيْنِ وَمَشْيِ خُطْوَتَيْنِ وَلَابِاتِّكَاءٍ وَقُعُوْدٍ وَقِيَامٍ وَرُكُوْبٍ وَنُزُوْلٍ فِىْ مَحَلِّ تِلَاوَتِهِ وَلَابِسَيْرِ دَابَّتِهِ مُصَلِّيًا وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ عَلَى السَّامِعِ بِتَبْدِيْلِ مَجْلِسِهِ وَقَدِ اتَّحَدَ مَجْلِسُ التَّالِى لَابِعَكْسِهِ عَلَى الْاَصَحِّ وَكُرِهَ اَنْ يَقْرَأَ سُوْرَةً وَيَدَعَ اٰيَةَ السَّجْدَةِ لَاعَكْسُهُ وَنُدِبَ ضَمُّ اٰيَةٍ اَوْ اَكْثَرَ اِلَيْهَا وَنُدِبَ اِخْفَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ مُتَاَهِّبٍ لَهَا وَنُدِبَ الْقِيَامُ ثُمَّ السُّجُوْدُ وَلَايَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا قَبْلَ تَالِيْهَا وَلَايُؤْمَرُ التَّالِى بِالتَّقَدُّمِ وَلَاالسَّامِعُوْنَ بِالْاِصْطِفَافِ فَيَسْجُدُوْنَ كَيْفَ كَانُوْا وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا

شَرَائِطُ الصَّلٰوةِ اِلَّا التَّحْرِيْمَةَ وَكَيْفِيَّتُهَا اَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ هُمَا سُنَّتَانِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَلَا تَشَهُّدٍ وَلَا تَسْلِيْمٍ .

(فَصْلٌ) سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ الْاِمَامِ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَتَرْكُهَا وَقَالَا هِيَ قُرْبَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا وَهَيْئَتُهَا مِثْلُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ .

فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِدَفْعِ كُلِّ مُهِمَّةٍ

قَالَ الْاِمَامُ النَّسَفِيُّ فِي الْكَافِي مَنْ قَرَأَ اٰيَ السَّجْدَةِ كُلَّهَا فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَسَجَدَ لِكُلٍّ مِنْهَا كَفَاهُ اللّٰهُ مَا اَهَمَّهُ .

পরিচ্ছেদ

সাজদা তিলাওয়াত প্রসঙ্গ

বিশুদ্ধমতে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর (সাজদা তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো সাজদার আয়াত তিলাওয়াত[১৪৮] করা। বিলম্বের অবকাশসহ সাজদা তিলাওয়াত ওয়াজিব, যদি তিলাওয়াতকারী নামাযের মধ্যে না হয় তবে সাজদা তিলাওয়াত বিলম্বিত করা মাকরূহ তানযীহ্। যে কোন ব্যক্তি আয়াতে সাজদা তিলাওয়া করে তার উপর সেজদা-তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়, যদিও সেটি ফারসী ভাষাতেই হয় (বংলাসহ আরবী ভিন্ন সকল ভাষার হুকুম একই)[১৪৯]। বিশুদ্ধ মতে, সাজদার আয়ত.হতে 'সাজদা' শব্দের কোন একটি অক্ষর তার পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী শব্দের সাথে পাঠ করা সাজদার আয়াত পাঠ করার নামান্তর (অর্থাৎ, এ ভাবে পাঠ করলেও সাজদা করতে হবে)। সাজদার আয়াত চৌদ্দটি। সূরা আ'রাফে, সূরা রা'দে, সূরা নাহ্লে, সূরা ইস্রাতে, সূরা মারয়ামে, সূরা হাজ্জের পথম সাজদা, সূরা ফুরকানে, সূরা নাম্লে, সূরা আস্সাজদাতে, সূরা সাদে, সূরা হা-মীম আস্সাজদাতে, সূরা নাজমে, সূরা ইনশাক্বাতে ও সূরা ইকরা (আলাকে)। ঐ ব্যক্তির উপর সাজদা করা ওয়াজিব যে আয়াতে সাজদা শ্রবণ করে, যদিও সে শ্রবণ করার ইচ্ছা না রাখে। কিন্তু হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলা[১৫০] এবং ইমাম ও

---

১৪৮. কাজেই সাজদার আয়াত পাঠকারী যদি বধিরও হয় তবু তার উপর সাজদা করা ওয়াজিব।

১৪৯. কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রবণ করে তার উপর সাজদা ওয়াজিব বিধান হলো এই যে, যদি আয়াতটি আরবী ভাষায় পঠিত হয়ে থাকে তবে শ্রবণকারী বুঝুক অথবা না বুঝুক কেবল শ্রবণ করামাত্র তার উপর সাজদা করা ওয়াজিব। কিন্তু অন্য কোন ভাষায় পঠিত হলে সাজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সেটি বুঝতে পারা।

১৫০. হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারী সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করা জায়িয নয়, কিন্তু তারা যদি তা পাঠ করে তবে তাদের সাজদা তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে যদি বুঝমান না হয় তা হলে সাজদা ওয়াজিব হবে না।

মুক্তাদী (এ চার ব্যক্তির উপর সাজদা করা ওয়াজিব নয়)। যদি ইমাম ও মুক্তাদী[১৫১] তাদের ছাড়া (নামাযের বাইরের) কারও কাছ থেকে তা শুনতে পায়, তবে তারা নামাযের পরে সাজদা করবে। তারা যদি নামাযে থাকা অবস্থায় সাজদা করে, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না এবং যাহির বর্ণনা মতে (এ কারণে) তাদের নামায বাতিল হবে না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে (আয়াতে সাজদার) ফারসী (তরজমা) শোনার পর যদি তা বুঝতে পারে তবে সাজদা করা ওয়াজিব হবে। ঘুমন্ত ব্যক্তি অথবা পাগলের মুখে আয়াতে সাজদা শোনার দ্বারা সাজদা করা ওয়াজিব হবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে (কারও মতে সাজদা করা সঠিক, কারও মতে না করা সঠিক)। পাখি ও প্রতিধ্বনি থেকে আয়াতে সাজদা শোনার কারণে সাজদা ওয়াজিব হয় না। নামাযের রুকু অথবা সাজদা ব্যতীত নামাযের মধ্যে ভিন্ন রুকু অথবা সাজদা করা দ্বারা সাজদা তিলাওয়াত আদায় করতে হয়। নামাযের রুকু সাজদা-তিলাওয়াতের জন্য যথেষ্ট হয়, যদি এতে তার নিয়্যাত করা হয় এবং নামাযের সাজদাও যথেষ্ট হয় যদি তার নিয়্যত নাও করে। নামাযের রুকূ অথবা নামাযের সাজদা সাজদা-তিলাওয়াতের জন্য তখন প্রযোজ্য হবে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর আরও দুয়ের অধিক আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদার আয়াত তিলাওয়াতের তাৎক্ষনিকতা[১৫২] বিনষ্ট না করে। যদি কেউ ইমামের মুখে (আয়াতে সাজদা) শুনল কিন্তু তার ইক্তিদা করল না অথবা অন্য রাকাতে ইক্তিদা করেছে, তবে প্রসিদ্ধতম মতে সে নামাযের বাইরে সাজদা তিলাওয়াত আদায় করবে; আর যদি সে ব্যক্তি ইমামের সাজদা তিলাওয়াত করার পূর্বে ইক্তিদা করে, তবে সে ইমামের সাথে সাজদা করবে। কিন্তু যদি ইমামের সাজদা করার পর ঐ রাকাতেই সে ইমামের পিছনে ইক্তিদা করে থাকে তবে বিধিগতভাবে সে (উক্ত রাকাতের মত) সাজদাও পেয়েছে বলে গণ্য হবে। ফলে উক্ত ব্যক্তি তিলাওয়াতের সাজদা মোটেই করবে না। যে সাজদা নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয় তা নামাযের বাইরে আদায় করা যায় না। যদি কেউ নামাযের বাইরে (সাজদার আয়াত) তিলাওয়াত করল এবং তার সাজদা আদায় করল, অতপর তা পুনরায় নামাযে পাঠ করল, তবে তাকে পুনরায় সাজদা করতে হবে। যদি প্রথম বার সাজদা না করে থাকে তবে যাহির বর্ণনা মতে একটি সাজদাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। ঐ ব্যক্তির মত যে একই মজলিসে সাজদার আয়াত বরাবর পড়েছে—দুই মজলিসে নয়। (দুই মসলিসে বারাধিক বার পাঠের ফলে এক সাজদা যথেষ্ট হয় না)। স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে মজলিস বদলে যায়, যদিও কাপড় বুনতে বুনতে মজলিস পরিবর্তন করে থাকে। অনুরূপ বিশুদ্ধতম মতে এক ডাল হতে অপর ডালের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে এবং কোন নদী অথবা বড় হাওজে সাতরানোর কারণে মজলিশ পরিবর্তন হয়ে যায়। গৃহ অথবা মসজিদের কোন পরিবর্তনের কারণে মজলিস বদলে যায় না যদিও তা বড় হয়। অনুরূপ নৌ ভ্রমণ, এক বা দুই রাকাত নামায পড়া, এবং পান করা, এবং দু'এক লোকমা আহার করা, এবং দু'এক কদম চলা দ্বারাও মজলিস বদলে যায় না। এমনিবাবে হেলান দেয়া, বসা ও দাঁড়ানো এবং তিরাওয়াতের স্থানে সওয়ার হওয়া ও অবতরণ করা দ্বারা মজলিস বদলে যায় না। নামাযরত অবস্থায় সাওয়ারীর গমনের কারণেও মজলিস পরিবর্তন হয় না। পাঠকারীর মজলিস এক হওয়া সত্ত্বেও

১৫১. অর্থাৎ, জামাতে শরীক যদি এমন কোন মুক্তাদী ভুলক্রমে সাজদার তিলাওয়াত করে ফেলে এবং ইমাম ও অন্যান্য মুক্তাদীগণ তা শ্রবণ করে তবে এর দ্বারা কারও উপরই সাজদা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি নামাযে শরীক নয় যদি এমন লোক পাঠ করে তাহলে ইমাম ও মুক্তাদী সকলের উপর সাজদা করা ওয়াজিব। তবে তারা নামাযের পর উক্ত সাজদা আদায় করবে।

১৫২. এই বিধান সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন সাথে সাথে অর্থ হলো সাজদার আয়াতের পরে দুই আয়াতের ব্যবধান না হওয়া।

শ্রোতার উপর বার বার সাজদা আবশ্যক হয় তার মজলিস পরিবর্তনের কারণে, কিন্তু এর বিপরীত[১৫৩] অবস্থায় হয় না—বিশুদ্ধতম মতে। কোন সূরা তেলাওয়াত করা ও সাজদার আয়াত বাদ দেওয়া মাকরূহ্, কিন্তু এর বিপরীত করা মাকরূহ্ নয়। সাজদার আয়াতের সাথে অতিরিক্ত এক আয়াত অথবা তার অধিক মিলানো মুস্তাহাব এবং সাজদার জন্য প্রস্তুত নয় এমন ব্যক্তির সামনে সাজদার আয়াত শব্দ না করে পড়া মুস্তাহাব। সাজদা আদায় করার জন্য দাঁড়ানো অতপর সাজদা করা মুস্তাহাব এবং শ্রবণকারী সাজদার আয়াত পাঠকারীর পূর্বে মাথা উত্তোলন করবে না[১৫৪]। তিলাওয়াতকারীকে আগে বাড়ার ও শ্রবণকারীদের সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া যাবে না[১৫৫]। বরং তারা যে যেভাবে আছে সেভাবেই সাজদা করবে[১৫৬]। কেবল তাহরিমা ব্যতীত নামাজের শর্তসমূহই[১৫৭] সাজদা তিলাওয়াত সঠিক হওয়ার শর্ত । সাজদা তিলাওয়াত করার নিয়ম হলো এই যে, হাত উত্তোলন, তাশাহ্হুদ ও সালাম ব্যতীত দুই তাকবীরের মাঝখানে একটি সাজদা করবে। এ দুটি তাকবীর বলা সুন্নাত— ।

পরিচ্ছেদ

সাজদা শোকর প্রসঙ্গ

ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে সাজদা শোকর করা মাকরূহ্। এ জন্য কোন সওয়াব পাওয়া যায় না। আবূ য়ূসূফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন, এটি একটি ইবাদত। এজন্য সওয়াব পাওয়া যায়। সাজদা শোকরের নিয়ম হলো সাজদা তিরাওয়াতের মত।

সর্বরকমের পেরেশানী দূর করার জন্য একটি উত্তম উপায়

ইমাম নসফী আল-কাফী নামক পুস্তকে বলেছেন, যে ব্যক্তি একই মজলিসে সাজদার সমস্ত আয়াতগুলো পাঠ করে ও প্রত্যেকটির জন্য সাজদা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার পেরেশানীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

---

১৫৩. অর্থাৎ, শ্রবণকারী ব্যক্তি যদি একই স্থানে বসে বসে সাজদার আয়াত শুনতে থাকে আর তিলাওয়াতকারী হেঁটে হেঁটে তা তিলাওয়াত করতে থাকে তবে শ্রবণকারীর উপর কেবল একবার সাজদা করা ওয়াজিব।

১৫৪. তিলাওয়াতকারী পূর্বে সাজদা হতে শ্রবণকারী ব্যক্তির মাথা উত্তোলন না করা মুস্তাহাব। অবশ্য তুললে গুনাহ্ হবে না। (তাহ্তাবী)

১৫৫. কিন্তু আদেশ ব্যতিরেকে এমনিতে সারিবদ্ধ হয়ে সাজদা করা মুস্তাহাব। (তাহতাবী)

১৫৬. অর্থাৎ, যেভাবে সারিবিহীনভাবে দাড়িয়ে আছে সেভাবে যথাসম্ভব কিবলামুখী হয়ে সাজদা আদায় করবে। (মারাকী)

১৫৭. যদি কোন শর্ত ছুটে যাওয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সাজদা করা না যায় তাহলে এই দু'আটি পড়ে নিবে। سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير। তারপর যখনই সুযোগ হবে সাজদা আদায় করবে। (মারাকী)

بَابُ الْجُمُعَةِ

صَلوٰةُ الْجُمُعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ الْحُرِّيَّةُ وَالْاِقَامَةُ فِيْ مِصْرٍ اَوْ فِيْمَا هُوَ دَاخِلٌ فِيْ حَدِّ الْاِقَامَةِ فِيْهَا فِي الْاَصَحِّ وَالصِّحَّةُ وَالْاَمْنُ مِنْ ظَالِمٍ وَسَلَامَةُ الْعَيْنَيْنِ وَسَلَامَةُ الرِّجْلَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ اَشْيَاءَ الْمِصْرُ اَوْ فِنَاؤُهُ وَالسُّلْطَانُ اَوْ نَائِبُهُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ فَلَاتَصِحُّ قَبْلَهُ وَتَبْطُلُ بِخُرُوْجِهٖ وَالْخُطْبَةُ قَبْلَهَا بِقَصْدِهَا فِيْ وَقْتِهَا وَحُضُوْرُ اَحَدٍ لِسِمَاعِهَا مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ وَاحِدًا فِي الصَّحِيْحِ وَالْاِذْنُ الْعَامُّ وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ غَيْرِ الْاِمَامِ وَلَوْكَانُوْا عَبِيْدًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ اَوْ مَرْضٰى وَالشَّرْطُ بَقَاؤُهُمْ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَسْجُدَ فَاِنْ نَفَرُوْا بَعْدَ سُجُوْدِهٖ اَتَمَّهَا وَحْدَهٗ جُمُعَةً وَاِنْ نَفَرُوْا قَبْلَ سُجُوْدِهٖ بَطَلَتْ وَلَاتَصِحُّ بِامْرَاَةٍ اَوْ صَبِيٍّ مَعَ رَجُلَيْنِ وَجَازَ لِلْعَبْدِ وَالْمَرِيْضِ اَنْ يَؤُمَّ فِيْهَا وَالْمِصْرُ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهٗ مُفْتٍ وَاَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ وَبَلَغَتْ اَبْنِيَتُهٗ اَبْنِيَةَ مِنٰى فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاِذَاكَانَ الْقَاضِيْ اَوِ الْاَمِيْرُ مُفْتِيًا اَغْنٰى عَنِ التَّعْدَادِ وَجَازَتِ الْجُمُعَةُ بِمِنٰى فِي الْمَوْسِمِ لِلْخَلِيْفَةِ اَوْ اَمِيْرِ الْحِجَازِ وَصَحَّ الْاِقْتِصَارُ فِي الْخُطْبَةِ عَلٰى نَحْوِ تَسْبِيْحَةٍ اَوْ تَحْمِيْدَةٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

وَسُنَنُ الْخُطْبَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْئًا الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الْخُطْبَةِ وَالْاَذَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْاِقَامَةِ ثُمَّ قِيَامُهٗ وَالسَّيْفُ بِيَسَارِهٖ مُتَّكِئًا عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَبِدُوْنِهٖ فِيْ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ صُلْحًا وَاسْتِقْبَالُ الْقَوْمِ بِوَجْهِهٖ وَبِدَاءَتُهٗ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَالشَّهَادَتَانِ وَالصَّلوٰةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْعِظَةُ وَالتَّذْكِيْرُ وَقِرَاءَةُ اٰيَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَخُطْبَتَانِ وَالْجُلُوْسُ بَيْنَ
الْخُطْبَتَيْنِ وَاِعَادَةُ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِى ابْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ فِيْهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بِالْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَاَنْ يَسْمَعَ الْقَوْمُ الْخُطْبَةَ وَتَخْفِيْفُ الْخُطْبَتَيْنِ بِقَدْرِ سُوْرَةٍ
مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَيُكْرَهُ التَّطْوِيْلُ وَتَرْكُ شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ وَيَجِبُ
السَّعْيُ لِلْجُمُعَةِ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْاَذَانِ الْاَوَّلِ فِى الْاَصَحِّ وَاِذَا خَرَجَ
الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتّٰى يَفْرُغَ
مِنْ صَلٰوتِهٖ وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ الْاَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَبَثُ وَالْاِلْتِفَاتُ
وَلَا يُسَلِّمُ الْخَطِيْبُ عَلَى الْقَوْمِ اِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ وَكُرِهَ الْخُرُوْجُ
مِنَ الْمِصْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَالَمْ يُصَلِّ وَمَنْ لَاجُمُعَةَ عَلَيْهِ اِنْ اَدَّاهَا جَازَ
عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ وَمَنْ لَاعُذْرَ لَهٗ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا حَرُمَ فَاِنْ
سَعٰى اِلَيْهَا وَالْاِمَامُ فِيْهَا بَطَلَ ظُهْرُهٗ وَاِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا وَكُرِهَ لِلْمَعْذُوْرِ
وَالْمَسْجُوْنِ اَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِى الْمِصْرِ يَوْمَهَا وَمَنْ اَدْرَكَهَا فِى
التَّشَهُّدِ اَوْ سُجُوْدِ السَّهْوِ اَتَمَّ جُمُعَةً ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

পরিচ্ছেদ

জুমুআর নামায

যে ব্যক্তির মধ্যে (নিম্নোক্ত) সাতটি শর্ত একত্রে পাওয়া যায় তার উপর জুমুআর নামায পড়া ফরযে আইন[১৫৮]। শর্তগুলো হলো ঃ (১) পুরুষ হওয়া, (২) স্বাধীন হওয়া, (৩) শহরে অথবা সঠিকতম মতে এমন কোন স্থানে অবস্থান করা যা শহরের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত), (৪) সুস্থ থাকা, (৫) অত্যাচারীর কবল হতে নিরাপদ থাকা, (৬) চোখ সুস্থ থাকা, (৭) এবং পা সুস্থ হওয়া। জুমুআর নামায সঠিক হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত। (১) শহর বা শহরতলি[১৫৯] হওয়া, (২) সুলতান অথবা তার প্রতিনিধি থাকা, (৩) যুহরের সময় হওয়া। সুতরাং তা যুহরের পূর্বে সঠিক হবে না

১৫৮. যে কাজ সম্পাদন করা প্রত্যেক বয়প্রাপ্ত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক এবং কাজটি কতিপয় লোকের সম্পন্ন করার দ্বারা সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায় না ফিকাহ'র পরিভাষায় এরূপ কাজকে ফরযে আইন বলে।

১৫৯. ফিনা বা শহরতলি বলতে এমন স্থান বুঝানো হয়েছে যা শহরের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণের প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যেমন– মৃতদের দাফন ও ফৌজি ট্রেনিং।

এবং (জুমুআর নামায আদায় করতে করতে) যুহরের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে জুমুআ বাতিল হয়ে যাবে। (৪) জুমুআর নামাযের পূর্বে জুমুআর উদ্দেশ্যে জুমুআর সময়ে খোতবা পাঠ করা এবং যাদেরসহ জুমুআ অনুষ্ঠিত হবে তাদের কেউ খোতবা শোনার জন্য উপস্থিত থাকা, যদি সে একজনও হয়; (৫) সর্ব সাধারণের গমনাধিকার থাকা (৬) এবং জামাত। আর তারা হলো (জামাতের সদস্য) ইমাম ব্যতীত তিনজন পুরুষ। তারা কৃতদাস অথবা মুসাফির কিংবা রুগ্ন হলেও চলবে। তবে সাজদা করা পর্যন্ত ইমামের সাথে তাদের অবস্থান করা আবশ্যক। সুতরাং তারা যদি ইমামের সাজদা করার পর বেরিয়ে যায়, তবে ইমাম একাকীভাবে জুমুআর নামায হিসাবে তা পূর্ণ করবে। পক্ষান্তরে তারা যদি সাজদার পূর্বে চলে যায়, তবে জুমুআ বাতিল হয়ে যাবে। জুমুআর নামায একজন মহিলা অথবা শিশুর সাথে দুইজন পুরুষসহ সঠিক হয় না। কৃতদাস ও রুগ্ন ব্যক্তির জুমুআতে ইমামতি করা জায়িয। শহর এমন স্থানের নাম, যার জন্য মুফতী, আমীর ও এমন কোন কাযী[১৬০] নিয়োজিত আছেন যিনি বিধান বাস্তবায়ন করেন ও দন্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাহির বর্ণনা মতে উক্ত এলাকার ঘরবাড়িগুলো মিনার ঘরবাড়ির সমসংখ্যক হতে হবে। আর কাযী বা আমীর যদি নিজেই মুফতী হন, তবে এ সংখ্যাকে অপ্রয়োজনীয় করে দেবে। হজ্জ মৌসুমে সে দেশের শাসনকর্তা অথবা হিজাযের শাসনকর্তার জন্য মিনাতে জুমুআর নামায পড়া জায়িয। খোতবাকে একবার সুবহানাল্লাহ্ অথবা একবার আলহামদুলিল্লাহ্ বলার উপর সংক্ষিপ্ত করা যায়। তবে তা করা মাকরূহ। খোতবার সুন্নাত আঠারটি (১) পবিত্রতা, (২) সতর ঢাকা, (৩) খোতবা আরম্ভ করার পূর্বে মিম্বরের উপর বসা, (৪) ইমামের সম্মুখে ইকামতের মত আযান দেওয়া , (৫) অতপর যে শহর শক্তি বলে বিজিত হয়েছে সে শহরে, ইমামের বাম হাতে তরবারী নিয়ে তার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। (৬) ঐ সকল শহরে তরবারী ব্যতীত (দাঁড়ানো) যেগুলো সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, (৭) উপস্থিত মুসল্লিগণকে সম্মুখে রাখা, (৮) আল্লাহ্র এমন প্রশংসা ও গুণগান দ্বারা খোতবা আরম্ভ করা, যা তাঁর জন্য যথাযোগ্য, (৯) শাহাদাতের কালিমাদ্বয় (খোতবাভুক্ত করা)। (১০) রাসূল (সা)-এর উপর দরূদ শরীফ পড়া। (১১) উপদেশ প্রদান ও পরকালের স্মরণ জাগ্রত করা, (১২) কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করা, (১৩) দুই খোতবা পাঠ করা, (১৪) দুই খোতবার মাঝখানে বসা, (১৫) দ্বিতীয় খোতবার শুরুতে পুনরায় আল্লাহ্র প্রশংসা, গুণগান ও রাসূল (সা)-এর উপর দরূদ[১৬১] পাঠ করা, (১৬) দ্বিতীয় খোতবায় মুসলমান নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সাথে দুআ করা। (১৭) কওম (মুসল্লীগণের) খোতবা শ্রবণ করা[১৬২] (অর্থাৎ এমন আওয়াজে পড়া যাতে তারা শুনতে পায়)। (১৮) উভয় খোতবাকে 'তিওয়ালে মুফাস্সাল'-এর কোন সূরার সমপরিমাণ সংক্ষিপ্ত করা। – খোতবা দীর্ঘ করা এবং খোতবার কোন সুন্নাত ত্যাগ করা মাকরূহ। বিশুদ্ধতম মতে প্রথম আযানের সাথে সাথে জুমুআর উদ্দেশ্যে দ্রুত গমন করা ও ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। যখন ইমাম মিম্বরে আরোহণ করে তখন না কোন নামায বৈধ আছে, না কথাবার্তা। নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত সালামের উত্তর দেবে না এবং হাঁচি উঠা ব্যক্তির হাঁচির উত্তর দেবে না। খোতবার সময়

---

১৬০. যদি কোন স্থানে হাকিম অথবা ইসলামের কাযী উপস্থিত থাকে কিন্তু উদাসিনতার কারণে তারা ইসলামী আইন প্রয়োগ করে না সে ক্ষেত্রে আলিমগণের অভিমত হলো উক্ত স্থানে জুমুআর নামায জায়িয হবে। তাই বলা যায় যে, এখানে বিশেষভাবে কাযী বা হাকীম উদ্দেশ্য নয়; বরং তৎশ্রেণীর কেউ থাকলেও চলবে যারা মকদ্দমার ক্ষেত্রে ফয়সালা দিতে পারেন।

১৬১. উক্ত খোতবায় খুলাফায়ে রাশিদূন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত হামযা (রা.)-এর জন্য দু'আ করাও সুন্নাত।

১৬২. কিন্তু মুসল্লীগণ যদি খোতবা নাও শুনতে পায় তবু খোতবা আদায় হয়ে যাবে। (মারাকিউল ফালাহ)

উপস্থিত ব্যক্তির জন্য খাওয়া, পান করা, অনর্থক কাজ করা ও এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ।[১৬৩] মিম্বরে স্থির হওয়ার সময় খতীব মুসল্লীগণকে সালাম করবে না। আযানের পর নামায না পড়া পর্যন্ত শহর হতে বের হওয়া মাকরূহ। যে ব্যক্তির উপর জুমুআ ওয়াজিব নয় সে যদি তা আদায় করে, তবে উক্ত নামায তার সে সময়ের ফরয (যুহর)-এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির কোন ওযর নেই সে যদি জুমুআর পূর্বে যুহরের নামায পড়ে, তবে তা একটি হারাম[১৬৪] কাজ বলে গণ্য হবে। অতপর সে যদি ইমাম জুমুআর নামাযে রত থাকা অবস্থায় জুমুআর পূর্বে যুহরের নামায পড়ে, তবে তা হারাম হবে। অতপর সে যদি জুমুআর দিকে ঐ সময় গমন করে, তবে সে জুমুআর নামায না পেলেও তার যোহর বাতিল হয়ে যবে। মা'যূর ও বন্দীদের জুমুআর দিন যুহরের নামায জামাতের সাথে পড়া মাকরূহ। যে ব্যক্তি আত্তাহিয়্যাতু অথবা সাজদা সাহুর মধ্যে জুমুআর নাগাল পেল সে তা জুমুআরূপেই পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জ্ঞানী।

بَابُ الْعِيْدَيْنِ

صَلٰوةُ الْعِيْدِ وَاجِبَةٌ فِي الْاَصَحِّ عَلٰى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا سِوَى الْخُطْبَةِ فَتَصِحُّ بِدُوْنِهَا مَعَ الْاِسَاءَةِ كَمَا لَوْ قُدِّمَتِ الْخُطْبَةُ عَلٰى صَلٰوةِ الْعِيْدِ وَنُدِبَ فِي الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا اَنْ يَّأْكُلَ وَاَنْ يَّكُوْنَ الْمَاْكُوْلُ تَمْرًا وَوِتْرًا وَيَغْتَسِلُ وَيَسْتَاكُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَلْبَسُ اَحْسَنَ ثِيَابِهٖ وَيُؤَدِّيْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَيُظْهِرُ الْفَرَحَ وَالْبَشَاشَةَ وَكَثْرَةَ الصَّدَقَةِ حَسْبَ طَاقَتِهٖ وَالتَّبْكِيْرُ وَهُوَ سُرْعَةُ الْاِنْتِبَاهِ وَالْاِبْتِكَارُ وَهُوَ الْمُسَارَعَةُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَصَلٰوةُ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ حَيِّهٖ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى مَاشِيًا مُكَبِّرًا سِرًّا وَيَقْطَعُهُ اِذَا انْتَهٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فِيْ رِوَايَةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِي الْمُصَلّٰى وَالْبَيْتِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلّٰى فَقَطْ عَلَى اخْتِيَارِ الْجُمْهُوْرِ وَوَقْتُ صِحَّةِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ اِلٰى زَوَالِهَا۔

وَكَيْفِيَّةُ صَلٰوتِهِمَا اَنْ يَّنْوِيَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلتَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ يَقْرَأُ

---

১৬৩. [illegible]

১৬৪. [illegible]

الثَّنَاءَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلاثًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلٍّ مِنْهَا ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يُسَمِّيْ سِرًّا ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ سُوْرَةً وَنُدِبَ اَنْ تَكُوْنَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ثُمَّ يَرْكَعُ فَاِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ اِبْتَدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ بِالْفَاتِحَةِ ثُمَّ بِالسُّوْرَةِ وَنُدِبَ اَنْ تَكُوْنَ سُوْرَةَ الْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلاثًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْهَا كَمَا فِي الْاُوْلٰى وَهٰذَا اَوْلٰى مِنْ تَقْدِيْمِ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَاِنْ قَدَّمَ التَّكْبِيْرَاتِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيْهَا جَازَ ثُمَّ يَخْطُبُ الْاِمَامُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيْهِمَا اَحْكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ مَعَ الْاِمَامِ لَايَقْضِيْهَا وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ اِلَى الْغَدِ فَقَطْ ـ وَاَحْكَامُ الْاَضْحٰى كَالْفِطْرِ لٰكِنَّهُ فِي الْاَضْحٰى يُؤَخِّرُ الْاَكْلَ عَنِ الصَّلٰوةِ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيْقِ جَهْرًا وَيُعَلِّمُ الْاُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَ التَّشْرِيْقِ فِي الْخُطْبَةِ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ اِلٰى ثَلاثَةِ اَيَّامٍ وَالتَّعْرِيْفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَيَجِبُ تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ مِنْ بَعْدِ فَجْرِ عَرَفَةَ اِلٰى عَصْرِ الْعِيْدِ مَرَّةً فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ اُدِّيَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ عَلٰى اِمَامٍ مُقِيْمٍ بِمِصْرٍ وَعَلٰى مَنِ اقْتَدٰى بِهٖ وَلَوْكَانَ مُسَافِرًا اَوْ رَقِيْقًا اَوْ اُنْثٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ يَجِبُ فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ عَلٰى مَنْ صَلَّاهُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اَوْ مُسَافِرًا اَوْ قَرَوِيًّا اِلٰى عَصْرِ الْخَامِسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَبِهٖ يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَلَا بَأْسَ بِالتَّكْبِيْرِ عَقَبَ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ ـ وَالتَّكْبِيْرُ اَنْ يَقُوْلَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

পরিচ্ছেদ

ঈদের নামায

বিশুদ্ধতম মতে জুমুআর নামাযের শর্তাবলী সাপেক্ষে ঐ ব্যক্তির উপর ঈদের নামায ওয়াজিব, যার উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব হয়, তবে এতে খোতবা শর্ত নয়। সুতরাং খোতবা ব্যতিরেকেই ঈদের নামায জায়িয। তবে খোতবা ব্যতীত ঈদের নামায পড়া মাকরূহ, যেমন

ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা পাঠ করা মাকরূহ। ঈদুল ফিতরে তেরটি জিনিস মুস্তাহাব(১) (সকালে) আহার করা, (২) আহার্য বস্তুটি খেজুর হওয়া, (৩) তা বে-জোড় হওয়া, (৪) গোসল করা, (৫) মিসওয়াক করা, (৬) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (৭) নিজের সুন্দরতম বস্ত্র পরিধান করা, (৮) যদি তার উপর ওয়াজিব হয় তবে সাদ্‌কাতুল ফিত্‌র আদায় করা,[১৬৫] (৯) খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা, (১০) নিজের সাধ্য অনুসারে বেশি বেশি সদ্‌কা করা, (১১) সকাল সকাল ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া, (১২) প্রভাতে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ঈদগাহে গমন করা এবং (১৩) ফজরের নামায নিজ মহল্লার মসজিদে আদায় করা। অতপর নিম্নস্বরে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহের দিকে গমন করবে। এক বর্ণনা মতে ঈদগাহে পৌঁছার পর তাকবীর বলা বন্ধ করবে। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনা মতে যখন নামায আরম্ভ হবে (তখন তাকবীর বলা বন্ধ করবে)। আসার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। জামহুর ফকীহগণের মতে ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগাহে ও গৃহে এবং নামাযের পর কেবল ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। উভয় ঈদের নামায সঠিক হওয়ার সময় হলো, সূর্য এক অথবা দুই তীর পরিমাণ উপরে উঠার পর হতে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার (পূর্ব) পর্যন্ত। উভয় ঈদের নামায পড়ার নিয়ম এই যে, (প্রথমে) ঈদের নামাযের নিয়ত করবে, অতপর তাকবীরে তাহরিমা বলবে। অতপর ছানা পাঠ করবে, অতপর প্রত্যেকটিতে হাত উত্তোলন করে তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। অতপর মনে মনে আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে। অতপর সূরা ফাতিহা ও তৎপর যে কোন একটি সুরা পাঠ করবে। তবে "সূরা আলা" পাঠ করা মুস্তাহাব। অতপর রুকু করবে। তৎপর যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দন্ডায়মান হবে, তখন বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করবে। অতপর সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফাতিহার পর যে কোন একটি সুরা, (পাঠ করবে)। তবে সূরা 'গাশিয়াহ্' পাঠ করা মুস্তাহাব। কিরাআত শেষ হওয়ার পর তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং এগুলোতে হাত উত্তোলন করবে যেরূপ প্রথম রাকাতে উত্তোলন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীরসমূহকে কিরাআতের পূর্ববর্তী করা হতে উপরিউক্ত নিয়মটি উত্তম। তবে (কেউ) যদি দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীরসমূহকে কিরাআতের পূর্বে আদায় করে তবে তাও জায়িয হবে। নামাযের পর ইমাম দুটি খোতবা পাঠ করবেন। খোতবাগুলোতে সাদকাতুল ফিতরের বিধান জানিয়ে দেবেন। ইমামের সাথে যদি কারো (ঈদের) নামায ছুটে যায় তবে সে তা কাযা করবে না ওযরের কারণে ঈদুল ফিতরের নামায কেবল পরবর্তী দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা যেতে পারে।

ঈদুল আযহার বিধান ঈদুল ফিতরের মতই। তবে ঈদুল আযহাতে নামাযের পরে আহার করবে। রাস্তায় উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে, এবং খোতবার মধ্যে কোরবানীর বিধান ও তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে জানিয়ে দিবে। বিশেষ কোন ওযরের কারণে (ঈদুল আযহার নামায) তিন দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া যেতে পারে। আরাফার ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও আরাফা দিবস পালনের মৌলিকতা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আরাফার দিবস ফজরের নামাযের পর থেকে ঈদের তথা তের তারিখের আসরের নামায পর্যন্ত[১৬৬] মুস্তাহাব জামাতের সাথে আদায়কৃত

---

১৬৫. 'সাদকাতুল ফিত্‌র' চারভাবে আদায় করা যায় ঃ (১) ঈদের পূর্বে রমযানের যে কোন দিন তা আদায় করা জায়িয। (২) ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। (৩) ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর মাকরূহ ছাড়াই আদায় করা জায়িয এবং (৪) ঈদের দিনের পর পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা গুনাহ, তবে আদায় করার পর গুণাহ থাকে না। (তাহতাভী)

১৬৬. শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের দ্বারা জামাত অনুষ্ঠিত হলে উক্ত জামাতের পর তাকবীরে তাশরীক বলতে হবে না। (মারাকিউল ফালাহ্)

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সাথে সাথেই তাকবীরে তাশরীক বলা শহরে অবস্থানরত ইমাম এবং যারা তার সাথে ইক্তিদা করেছে তাদের উপর ওয়াজিব, যদি মুক্তাদী[১৬৭] মুসাফির, কৃতদাস অথবা নারীও হয়। আর ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেনপ্রতিটি ফরয নামাযের সাথে সাথেই এ ব্যক্তির উপর (তাকবীরে তাশরীক) ওয়াজিব হয়ে যায়, যে ফরয নামায আদায় করল। যদিও নামায আদায়কারী ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করে কিংবা সে মুসাফির অথবা গ্রামবাসী হয়। (এ ওয়াজিবের মেয়াদ) আরাফার দিন (জিল হজ্জের ৯ তারিখ) হতে পঞ্চম দিনের (১৩ তারিখ) আসর পর্যন্ত। এ উক্তি অনুযায়ী আমল করা হয়ে থাকে এবং এর উপরই ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে। উভয় ঈদের নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলাতে কোন ক্ষতি নেই। তাকবীরে তাশরীক হলো ঃ "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ"।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ وَالْاِفْزَاعِ

سُنَّ رَكْعَتَانِ كَهَيْئَةِ النَّفْلِ لِلْكُسُوْفِ بِاِمَامِ الْجُمُعَةِ اَوْ مَامُوْرِ السُّلْطَانِ بِلَا اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ وَلَا جَهْرٍ وَلَا خُطْبَةَ بَلْ يُنَادٰى اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ وَسُنَّ تَطْوِيْلُهُمَا وَتَطْوِيْلُ رُكُوْعِهِمَا وَسُجُوْدِهِمَا ثُمَّ يَدْعُو الْاِمَامُ جَالِسًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اِنْ شَاءَ اَوْ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ وَهُوَ اَحْسَنُ وَيُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى دُعَائِهٖ حَتّٰى يَكْمُلَ انْجِلَاءُ الشَّمْسِ وَاِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْاِمَامُ صَلَّوْا فُرَادٰى كَالْخُسُوْفِ وَالظُّلْمَةِ الْهَائِلَةِ نَهَارًا وَالرِّيْحِ الشَّدِيْدِ وَالْفَزَعِ ـ

بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

لَهٗ صَلٰوةٌ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَلَهٗ اِسْتِغْفَارٌ وَيَسْتَحِبُّ الْخُرُوْجُ لَهٗ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مُشَاةً فِىْ ثِيَابٍ خَلِقَةٍ غَسِيْلَةٍ اَوْ مُرَقَّعَةٍ مُتَذَلِّلِيْنَ مُتَوَاضِعِيْنَ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى نَاكِسِيْنَ رُؤُوْسَهُمْ مُقَدِّمِيْنَ الصَّدَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ خُرُوْجِهِمْ وَيَسْتَحِبُّ اِخْرَاجُ الدَّوَابِّ وَالشُّيُوْخِ الْكِبَارِ وَالْاَطْفَالِ وَفِىْ مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَفِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى يَجْتَمِعُوْنَ وَيَنْبَغِىْ ذٰلِكَ اَيْضًا

---

১৬৭. মাসবূক স্বীয় নামায সমাপ্ত করার পর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করবে।

لِاَهْلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَالنَّاسُ قُعُوْدٌ مُسْتَقْبِلِيْنَ الْقِبْلَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى دُعَائِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا وَمَا اَشْبَهَهُ سِرًّا اَوْ جَهْرًا وَلَيْسَ فِيْهِ قَلْبُ رِدَاءٍ وَلَا يَحْضُرُهُ ذِمِّيٌّ -

পরিচ্ছদ

সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ ও বিপদকালীন নামায প্রসঙ্গ

সূর্য গ্রহণের সময় (সাধারণ) নফলের নিয়মে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। জুমুআর ইমাম অথবা সুলতানের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির পেছনে আযান ও ইকামত এবং উচ্চস্বর ও খোতবা ছাড়া উক্ত নামায আদায় করতে হবে। তবে "নামায অনুষ্ঠিত হচ্ছে" বলে ঘোষণা দেবে। এ রাকাতগুলো দীর্ঘায়িত করা ও এগুলোর রুকু ও সাজদা প্রলম্বিত করা সুন্নাত। অতপর ইমাম যদি ইচ্ছা করে তবে বসা অবস্থায় কিবলা মুখী হয়ে দুআ করবে অথবা লোকদের মুখোমুখী হয়ে দন্ডায়মান অবস্থায় (দুআ করবে)। এটাই (মুখোমুখী অবস্থায় দাঁড়িয়ে দুআ করা) উত্তম। ইমামের দুআর সাথে সাথে লোকেরা আমীন বলবে। ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যের দীপ্তি পূর্ণতা লাভ করে। যদি ইমাম উপস্থিত না থাকে তবে সকলে একাকী নামায পড়বে, যেমন চন্দ্র গ্রহণের সময়, দিনের বেলা বিপজ্জনক অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার সময়, তুফান ও ভীতিপ্রদ অবস্থায় সময় (একাকীভাবে নামায আদায় করা হয়ে থাকে)।

পরিচ্ছদ

ইস্তিস্কার নামায প্রসঙ্গ

ইস্তিস্কার জন্য জামাত ব্যতিরেকে নামাযও পড়া যায় এবং এর জন্য শুধু ইস্তিগফারও যথেষ্ট হয়। ইস্তিস্কার জন্য একাধারে তিনদিন (শহর হতে) পদব্রজে পুরোনো ধৌত অথবা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করে, বিনীত ও বিনম্রভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্ত্রস্ত অবস্থায় নত মুখে বের হওয়া এবং বের হওয়ার পূর্বে দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। এজন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু, অধিক বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়াও মুস্তাহাব। মক্কা মুকাররমা, বায়তুল মুকাদ্দাস, মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে আকসাতে তথাকার লোকদের সমবেত হওয়া বিধেয়। অনুরূপ মদীনাবাসীর জন্যও মসজিদে নববীতে সমবেত হওয়া প্রযোজ্য। নামাযের পর ইমাম (দু'আ পরিচালক) কিবলা মুখী হয়ে হাতদ্বয় উত্তোলন করে দাঁড়াবে এবং লোকেরা কিবলা মুখী বসে থেকে তার দুআতে আমীন আমীন বলবে। (দুআকারী) এ দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا -

অর্থ"হে আল্লাহ্! আমাদের এমন বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন, যা বিপদ হতে উদ্ধারকারী, সুপেয়-কল্যাণপ্রদ, তৃণ উদ্গামকারী-ফলদায়ক, মাটি সিক্তকারী, মুষলধারী, সর্বাচ্ছাদনকারী ও স্থায়ী"।

অথবা মনে মনে কিংবা উচ্চস্বরে এ ধরনের অন্য কোন দুআ পাঠ করবে। ইস্তিস্কার নামাযে চাদরের দিক পরিবর্তন করা সুন্নাত নয় এবং ইস্তিস্কার নামাযে যিম্মিরা উপস্থিত হবে না।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

هِيَ جَائِزَةٌ بِحُضُوْرِ عَدُوٍّ وَبِخَوْفِ غَرَقٍ اَوْ حَرْقٍ وَاِذَا تَنَازَعَ الْقَوْمُ فِي الصَّلٰوةِ خَلْفَ اِمَامٍ وَاحِدٍ فَيَجْعَلُهُمْ طَائِفَتَيْنِ وَاحِدَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيُصَلِّيْ بِالْاُخْرٰى رَكْعَةً مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ اَوِ الْمَغْرِبِ وَتَمْضِيْ هٰذِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ وَمُشَاةً وَجَاءَتْ تِلْكَ فَصَلّٰى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ وَحْدَهٗ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَتِ الْاُوْلٰى وَاَتَمُّوْا بِلَا قِرَاءَةٍ وَسَلَّمُوْا وَمَضَوْا ثُمَّ جَاءَتِ الْاُخْرٰى اِنْ شَاءُوْا صَلَّوْا مَا بَقِيَ بِقِرَاءَةٍ وَاِنِ اشْتَدَّتِ الْخَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا فُرَادٰى بِالْاِيْمَاءِ بِاَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوْا وَلَمْ تَجُزْ بِلَا حُضُوْرِ عَدُوٍّ وَيَسْتَحِبُّ حَمْلُ السَّلَاحِ فِي الصَّلٰوةِ عِنْدَ الْخَوْفِ وَاِنْ لَمْ يَتَنَازَعُوْا فِي الصَّلٰوةِ خَلْفَ اِمَامٍ وَاحِدٍ فَالْاَفْضَلُ صَلٰوةُ كُلِّ طَائِفَةٍ بِاِمَامٍ مِثْلَ حَالَةِ الْاَمْنِ ـ

পরিচ্ছেদ

ভীতির নামায প্রসঙ্গ

দুশমনের উপস্থিতি এবং নিমজ্জিত হওয়া অথবা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ভয়ের সময় সালাতুল খাওফ পড়া জায়িয। যদি লোকেরা একই ইমামের পেছনে নামায পড়ার ব্যাপারে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, তবে তাদেরকে দু'টি দলে ভাগ করে নেবে। একদল দুশমনের মুকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে এবং (ইমাম) অপর দলকে সঙ্গে নিয়ে দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাযের একরাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট অথবা মাগরিবের নামাযের দু রাকাত নামায পড়বে। অতপর এ দলটি দুশমনের দিকে গমন করবে ও দ্বিতীয় দলটি আগমন করবে। অতপর ইমাম তাদের সহ (নিজের) বাকী নামায আদায় করে একাকী সালাম ফেরাবে। অতপর তারা দুশমনের দিকে গমন করার পর প্রথম দল[১৬৮] আগমন করবে এবং কিরাত ব্যতীত তারা তাদের অবশিষ্ট[১৬৯] নামায সমাপ্ত করে সালাম

১৬৮. এ অবস্থায় তাদের জন্য পুনরায় ইমামের পিছনে জরুরী নয়। তারা ইচ্ছা করলে যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায সমাপ্ত করতে পারে। অবশ্য ইমামের সালাম ফেরানোর পরেই তাদেরকে তাদের অবশিষ্ট নামায পূরণ করতে হবে।

১৬৯. কারণ, তাদের অবস্থা হলো, লাহিকের মত। তারা নামাযের প্রথমাংশে ইমামের সাথে শরীক ছিলেন এবং শেষের দিকে শরীক ছিলেন না। যেমন মুশরিক ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট নামাযে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কিরাত করতে হয় না। তদ্রূপ তাদেরকেও কিরআত পড়তে হবে না।

ফেরাবে ও চলে যাবে। অতপর দ্বিতীয় দল আগমন করবে এবং ইচ্ছা করলে তারা তাদের অবশিষ্ট নামায কিরাআতের সাথে আদায় করবে আর যদি ভয় তীব্র হয় তবে তারা প্রত্যেকে একাকীভাবে সওয়ার অবস্থায় যার যে দিকে সম্ভব মুখ করে ইশারা করে নামায আদায় করবে। দুশমনের উপস্থিতি ব্যতীত (এ নিয়মে নামায পড়া) জায়িয নয়। ভীতিজনক অবস্থায় নামাযে অস্ত্র বহন করা মুস্তাহাব। আর যদি একই ইমামের পেছনে নামায পড়ার ব্যাপারে বিরোধ না হয়ে থাকে, তবে উত্তম হলো শান্তিকালীন অবস্থার মত প্রত্যেক দলের আলাদা ইমামের পেছনে নামায পড়া।

بَابُ اَحْكَامِ الْجَنَائِزِ

يُسَنُّ تَوْجِيْهُ الْمُحْتَضَرِ لِلْقِبْلَةِ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَجَازَ الْاِسْتِلْقَاءُ وَيُرْفَعُ رَاْسُهٗ قَلِيْلاً وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهٗ مِنْ غَيْرِ اِلْحَاحٍ وَلَايُؤْمَرُبِهَا وَتَلْقِيْنُهٗ فِى الْقَبْرِ مَشْرُوْعٌ وَقِيْلَ لَايُلَقَّنُ وَقِيْلَ لَايُؤْمَرُ بِهٖ وَلَايُنْهٰى عَنْهُ وَيَسْتَحِبُّ لِاَقْرِبَاءِ الْمُحْتَضَرِ وَجِيْرَانِهٖ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِ وَيَتْلُوْنَ عِنْدَهٗ سُوْرَةَ يٰسٓ وَاسْتُحْسِنَ سُوْرَةُ الرَّعْدِ وَاخْتَلَفُوْا فِىْ اِخْرَاجِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مِنْ عِنْدِهٖ فَاِذَا مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ وَيَقُوْلُ مُغَمِّضُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ وَيُوْضَعُ عَلٰى بَطْنِهٖ حَدِيْدَةٌ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ وَتُوْضَعُ يَدَاهُ بِجَنْبَيْهِ

পরিচ্ছেদ

জানাযার[১৭০] বিধান প্রসঙ্গ

মুমূর্ষ ব্যক্তিকে ডান কাতের উপর শুয়ে দেয়া সুন্নাত এবং চিত করে শুয়ে দেয়া জায়িয। তখন তার মস্তক সামান্য উঁচু করে দেবে এবং তার শিয়রে শাহাদাতের কালিমাদ্বয় উচ্চারণ করে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেবে মাত্র, বলানোর চেষ্টা করবে না। এ ব্যাপারে তাকে নির্দেশও করবে না।[১৭১] করবে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে তালকীন করাও স্বীকৃত[১৭২]। কারও কারও মতে কবরে

১৭০. শব্দটিকে জানাযা এবং জিনাযা উভয় রকমে পড়া যায়। অর্থ মৃত ব্যক্তি এবং সেই খাটিয়া কাফন পরিধান করানোর পর যাতে শবদেহটিকে রাখা হয়। (মারাকিউল ফালাহ্)

১৭১. কারণ এ সময় তার অনুভূতি ঠিক থাকে না। হতে পারে বলানোর চেষ্টা দ্বারা সে অস্বীকার করতে পারে। তাই সংগত উপায়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। এর প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে মুমূর্ষ ব্যক্তি নিকট উপস্থিত লোকেরা নিজেরা সশব্দে কালিমা শাহাদত পাঠ করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সে জান্নাতে দাখিল হবে। এর অর্থ এই নয় যে, শেষ

তালকীন করা যাবে না এবং কারও কারও মতে, এ ব্যাপারে নির্দেশও করা যাবে না এবং নিষেধও করা যাবে না। মুমূর্ষ ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণের তার নিকট গমন করা মুস্তাহাব। তারা তার নিকট সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে এবং সূরা রা'দ তিলাওয়াত করা উত্তম। তার নিকট হতে হায়য ও নিফাস সম্পন্ন স্ত্রী লোককে বের করে দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। যাহোক, মৃত্যুবরণ করার পর তার চিবুক বেঁধে দেবে এবং চক্ষুদ্বয় মুদে দেবে মুদিতকারী বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ ـ

অর্থ"আল্লাহ্‌র নামে এবং রাসূল (সা)-এর দীনের উপর (তার চক্ষু শেষবারের মত মুদে দিলাম)। হে আল্লাহ্! তার ব্যাপারটি তার জন্য সহজ করে দিন এবং তার পরবর্তী যেন্দেগী ক্লেশমুক্ত করে দিন, আপনার সাক্ষাৎ দ্বারা তাকে ধন্য করুন এবং যেখান হতে সে প্রস্থান করছে তার তুলনায় তার গন্তব্যকে কল্যাণময় করুন।"

অতপর তার পেটের উপর একটি লৌহখন্ড রাখবে, যাতে তা ফুলে না উঠে। হাতদ্বয়কে তার দু'পার্শ্বে রেখে দেবে

وَلَا يَجُوْزُ وَضْعُهُمَا عَلٰى صَدْرِهٖ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ عِنْدَهٗ حَتّٰى يُغْسَلَ وَلَا بَأْسَ بِاِعْلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهٖ وَيُعَجَّلُ بِتَجْهِيْزِهٖ فَيُوْضَعُ كَمَا مَاتَ عَلٰى سَرِيْرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا وَيُوْضَعُ كَيْفَ اتَّفَقَ عَلَى الْاَصَحِّ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهٗ ثُمَّ جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهٖ وَوُضِّئَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ صَغِيْرًا لَا يَعْقِلُ الصَّلٰوةَ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ جُنُبًا وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًى بِسِدْرٍ اَوْ حُرْضٍ وَاِلَّا فَالْقُرَاحُ وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِصُ وَيُغْسَلُ رَاْسُهٗ وَلِحْيَتُهٗ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى يَسَارِهٖ فَيُغْسَلُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ اِلٰى مَايَلِيَ التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَلٰى يَمِيْنِهٖ كَذٰلِكَ ثُمَّ اُجْلِسَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ وَمَسَحَ بَطْنَهٗ رَفِيْقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ غَسَلَهٗ وَلَمْ يُعِدْ غُسْلَهٗ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوْطُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ وَرَاْسِهٖ وَالْكَافُوْرُ عَلٰى مَسَاجِدِهٖ وَلَيْسَ فِى الْغُسْلِ اِسْتِعْمَالُ الْقُطْنِ فِى

নিঃশ্বাসের সময় কালিমা পড়তে হবে। বরং অর্থ হলো কালিমা বলার পর অন্য কোন কথা না বলা।

১৭২. এর নিয়ম হলো, দাফন করার পর যখন সাধারণ মানুষ সেখান হতে প্রস্থান করবে তখন কিছু বিশেষ ব্যক্তি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিন বার বলবে, হে অমুকের পুত্র অমুক, বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর বলবে, হে অমুক, তুমি বল আমার রব্ব আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)।

الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَشَعْرُهُ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ - وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا بِخِلَافِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ لَا تَغْسِلُ سَيِّدَهَا وَلَوْ مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ يَمَّمُوْهَا كَعَكْسِهِ بِخِرْقَةٍ وَاِنْ وُجِدَ ذُوْرَحِمٍ مَحْرَمٍ يُمِّمَ بِلَاخِرْقَةٍ وَكَذَا الْخُنْثٰى الْمُشْكِلُ يُمَّمُ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَجُوْزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيْلُ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَمْ يَشْتَهِيَا وَلَابَأْسَ بِتَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ -

وَعَلَى الرَّجُلِ تَجْهِيْزُ اِمْرَأَتِهِ وَلَوْ مُعْسِرًا فِي الْاَصَحِّ وَمَنْ لَامَالَ لَهُ فَكَفَنُهُ عَلٰى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِيْ بَيْتِ الْمَالِ فَاِنْ لَمْ يُعْطِ عَجْزًا اَوْ ظُلْمًا فَعَلَى النَّاسِ وَيَسْاَلُ لَهُ التَّجْهِيْزَ مَنْ لَايَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَكَفَنُ الرَّجُلِ سُنَّةً قَمِيْصٌ وَاِزَارٌ وَلِفَافَةٌ مِمَّا يَلْبَسُهُ فِيْ حَيٰوتِهِ وَكِفَايَةً اِزَارٌ وَاِزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَفُضِّلَ الْبَيَاضُ مِنَ الْقُطْنِ وَكُلٌّ مِنَ الْاِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنَ الْقَرْنِ اِلَى الْقَدَمِ وَلَا يُجْعَلُ لِقَمِيْصِهِ كُمٌّ وَلَا دِخْرِيْصٌ وَلَاجَيْبٌ وَلَاتُكَفُّ اَطْرَافُهُ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي الْاَصَحِّ وَلُفَّ مِنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَمِيْنِهِ وَعُقِدَ اِنْ خِيْفَ اِنْتِشَارُهُ وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ فِي السُّنَّةِ خِمَارًا لِوَجْهِهَا وَخِرْقَةً لِرَبْطِ ثَدْيَيْهَا وَفِي الْكِفَايَةِ خِمَارًا وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيْرَتَيْنِ عَلٰى صَدْرِهَا فَوْقَ الْقَمِيْصِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَهَا وَتُجَمَّرُ الْاَكْفَانُ وِتْرًا قَبْلَ اَنْ يُدْرَجَ فِيْهَا وَكَفَنُ الضَّرُوْرَةِ مَايُوْجَدُ -

এবং হাতদ্বয় বুকের উপর রাখা জায়িয নেই। গোসল দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। তবে মানুষকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করাতে কোন ক্ষতি নেই। তাকে সাজানোর কাজে তাড়াতাড়ি করবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে বে-জোড়ভাবে ধূম্র সংযোগকৃত কোন তক্ত পোষের উপর রেখে দেবে, এবং বিশুদ্ধতম মতে যেভাবে সম্ভব রাখবে। প্রথমে তার সতর ঢেকে দেবে। অতপর বস্ত্র হতে মুক্ত করবে। ওযূ করিয়ে দেবে। কিন্তু (মৃত ব্যক্তি) যদি এত ছোট হয় যে, নামায (কি জিনিস তা) বুঝত না, তবে (তাকে) কুলি ও নাকে পানি ঢালা ব্যতীত ওযূ দেবে। মৃতব্যক্তি জুনুবী হলে (কুলি করাবে ও নাকে পানি দেবে)।

অতপর তার উপর এমন পানি প্রবাহিত করবে যা বড়ই অথবা উশনান (নিমজাতীয়) পাতা দ্বারা ফুটানো হয়েছে, নতুবা পরিস্কার পানি দ্বারা গোসল[১৭৩] দেবে এবং তার মস্তক ও দাড়ি খিতমী দ্বারা ধৌত করবে। অতপর তাকে বাম পার্শ্বের উপর শুয়ে দেবে। তারপর পানি ঢালবে, যাতে তা তক্তা সংশ্লিষ্ট অংশ পর্যন্ত পৌছে যায়। অতপর অনুরূপভাবে ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে দেবে। অতপর তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেবে এবং আলতোভাবে পেট মুছে দেবে। পেট হতে যা বের হয় ধুয়ে ফেলবে এবং এজন্য পুনরায় গোসল দিতে হবে না। অতপর কাপড় দ্বারা (শরীর) শুকিয়ে ফেলবে এবং দাড়ি ও মস্তকে হানূত (সুগন্ধি) লাগাবে এবং সাজদার স্থানসমূহে কর্পূর দিবে। যাহিরী বর্ণনাসমূহের আলোকে রুই ব্যবহার করা গোসলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার নখ ও চুল কাটা যাবে না আর চুল ও দাড়ি আঁচড়ানোও যাবে না। স্ত্রীলোক তার স্বামীকে গোসল দিতে পারে। কিন্তু পুরুষ এর ব্যতিক্রম, যেমন উম্মুল ওয়ালাদ নিজ মালিককে গোসল দিতে পারে না। যদি কোন স্ত্রীলোক পুরুষের সাথে মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে কোন বস্ত্র খন্ড দ্বারা তায়াম্মুক করাবে, যেমন এর বিপরীত অবস্থায় করতে হয়, কিন্তু যদি কোন মাহরাম আত্মীয় পাওয়া যায়, তবে কাপড় ছাড়াই তায়াম্মুম করাবে, অনুরূপভাবে যাহির বর্ণনা মতে নপুংসককেও তায়াম্মুম করাবে। পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যৌবন প্রাপ্ত নয় এমন বালক ও বালিকাকে গোসল দেওয়া জায়িয। মৃত ব্যক্তিকে চুমু খাওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। বিশুদ্ধতম মতে স্বামীর উপর নিজ স্ত্রীর কাফনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব যদিও সে দরিদ্র হয়। যার কোন সম্পদ নেই তার কাফন এমন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়, যার উপর মৃতের ব্যয়ভার আবশ্যক ছিল। ব্যয়ভার ওয়াজিব ছিল যদি এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, তবে বায়তুল মাল থেকে তার ব্যবস্থা করবে। যদি বায়তুল মাল অপারগতা প্রকাশ করে অথবা অন্যায়ভাবে তা না দেয়, তবে মুসলমানদের উপর আবশ্যক হবে (তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা)। যে ব্যক্তি নিজ মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার সামর্থ রাখে না সে এজন্যে অন্যের নিকট (সাহায্য) প্রার্থী হতে পারে। পুরুষের সুন্নাত কাফন হলো— কামীস, ইযার ও লিফাফা; যা সে তার জীবৎকালে পরিধান করত। তবে অভাব বশত একটি ইযার ও একটি লিফাফাও যথেষ্ট— কাফনের জন্য সুতি সাদা কাপড়কে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইযার ও লিফাফা প্রত্যেকটি মস্তক হতে পা পর্যন্ত লম্বা হবে; এবং কামীসের কোন আস্তিন, কল্লি ও পকেট থাকবে না এবং কাছা সেলাই করবে না। সঠিকতম মতে পাগড়ী পরিধান করানো মাকরূহ। (পুরুষের কাফন) বাম দিক হতে ভাঁজ করবে, অতপর ডান দিক এবং খুলে যাওয়ার ভয় থাকলে তা বেঁধে নেবে। সুন্নাত তরীকা মুতাবিক স্ত্রীলোকের চেহারা ঢাকার জন্য ওড়না এবং বক্ষ বন্ধনের একটি সীনাবন্দ অতিরিক্ত করবে। আর অভাব বশত তার কাফনের মধ্যে একটি ওড়না অতিরিক্ত করলেও চলবে। স্ত্রীলোকের চুল দুই ভাগে ভাগ করে কামীসের উপরে বক্ষের উপর রেখে দিবে। অতপর চুলের উপর ওড়না দিয়ে তা লিফাফার নিচে রাখবে, অতপর লিফাফার উপর বক্ষ বন্ধনের কাপড় রাখবে। মৃত ব্যক্তিকে কাফনসমূহে প্রবেশ করানোর পূর্বে তাতে বে-জোড়ভাবে ধোঁয়া দেবে। আর নিতান্ত ঠেকার সময় যা পাওয়া যায় তা দিয়েই মৃতকে কাফন দিবে।

১৭৩. গোসল দাতা গোসল দেয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে ঃ غُفْرَانَكَ يَارَحْمٰنُ অর্থাৎ, হে দয়াময়! আপনার দয়াগুণে তাকে ক্ষমা করুন।

فَصْلٌ : اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَاَرْكَانُهَا التَّكْبِيْرَاتُ وَالْقِيَامُ وَشَرَائِطُهَا سِتَّةٌ، اِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهٗ وَتَقَدُّمُهٗ وَحُضُوْرُهٗ اَوْ حُضُوْرُ اَكْثَرِ بَدَنِهٖ اَوْ نِصْفِهٖ مَعَ رَاْسِهٖ وَكَوْنُ الْمُصَلِّيْ عَلَيْهَا غَيْرَ رَاكِبٍ بِلَا عُذْرٍ وَكَوْنُ الْمَيِّتِ عَلَى الْاَرْضِ فَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ اَوْ عَلٰى اَيْدِى النَّاسِ لَمْ تَجُزِ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَسُنَنُهَا اَرْبَعٌ قِيَامُ الْاِمَامِ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى وَالثَّنَاءُ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهٗ شَيْئٌ وَاِنْ دَعَا بِالْمَاْثُوْرَةِ فَهُوَ اَحْسَنُ وَاَبْلَغُ وَمِنْهُ مَا حَفِظَ عَوْفٌ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى وَلَوْ كَبَّرَ الْاِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَّبَعْ وَلٰكِنْ يَنْتَظِرُ سَلَامَهٗ فِى الْمُخْتَارِ وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِمَجْنُوْنٍ وَصَبِيٍّ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا ـ

পরিচ্ছেদ

জানাযার নামায প্রসঙ্গ

মৃতের জানাযা পড়া ফরযে কিফায়া। কিয়াম ও তাকবীর হলো তার রোকন। জানাযার নামাযের শর্ত ছয়টি—মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, পবিত্র হওয়া, সম্মুখে হওয়া, মৃতের লাশ অথবা তার শরীরের অধিকাংশ অথবা মাথাসহ অর্ধাংশ উপস্থিত থাকা, মৃতের প্রতি নামায পাঠকারী

বিনা ওযরে সওয়ার অবস্থায় না থাকা। মৃতের লাশ মাটির উপর থাকা। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যদি সওয়ারী অথবা মানুষের হাতের উপর থাকে তবে গ্রহণযোগ্য মতে ওযর ব্যতীত নামায সঠিক হবে না। জানাযার সুন্নাত চারটি–পুরুষ হোক অথবা নারী উভয় অবস্থায় ইমাম মৃতের বক্ষ বরাবরে দাঁড়ানো, প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং তৃতীয় তাকবীরের পর মৃতের জন্য দুআ করা। জন্য কোন দুআ নির্দিষ্ট নেই। কিন্তু যদি হাদীসের কোন দুআ পাঠ করা হয়, তবে তাই উত্তম ও শ্রেয়। হাদীসের দু'আসমূহের মধ্যে একটি হলো, যা হযরত আওফ (রা) রাসূল (সা) থেকে সংরক্ষণ করেছেন। দু'আটি হলো ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ .... عَذَابَ النَّارِ অর্থঃ হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে রহম করুন, তাকে অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন ও মার্জনা করুন ; তার আগমনকে সম্মানজনক করুন এবং তার প্রবেশ স্থল প্রশস্ত করুন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলা দ্বারা ধৌত করুন। তাকে অপরাধসমূহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করুন যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। দুনিয়ার ঘরের তুলনায় তাকে উত্তম ঘর দান করুন এবং দুনিয়ার সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার স্ত্রী হতে উত্তম সঙ্গিনী দান করুন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের ও জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।"

যাহির বর্ণনা মতে, চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফেরাবে এবং প্রথম তাকবীর ছাড়া হাতদ্বয় উত্তোলন করবে না। ইমাম পঞ্চম বার তাকবীর বললে মুক্তাদীগণ তার অনুসরণ করবে না। গ্রহণযোগ্য মতে এ সময় তারা তার সালামের প্রতীক্ষা করবে। পাগল ও শিশুর জন্য ইস্তিগফার করবে না; (এর পরিবর্তে) পড়বে, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا .... شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا অর্থ"হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের অগ্রবর্তী করুন আর করুন আমাদের জন্য প্রতিদান ও সম্বল এবং তাকে আমাদের জন্য এমন সুপারিশকারী করুন যার সুপারিশ হয় গৃহীত"।

فَصْلٌ : اَلسُّلْطَانُ اَحَقُّ بِصَلٰوتِهٖ ثُمَّ نَائِبُهٗ ثُمَّ الْقَاضِىْ ثُمَّ اِمَامُ الْحَىِّ ثُمَّ الْوَلِىُّ وَلِمَنْ لَهٗ حَقُّ التَّقَدُّمِ اَنْ يَاْذَنَ لِغَيْرِهٖ فَاِنْ صَلّٰى غَيْرُهٗ اَعَادَهَا اِنْ شَاءَ وَلَايُعِيْدُ مَعَهٗ مَنْ صَلّٰى مَعَ غَيْرِهٖ وَمَنْ لَهٗ وِلَايَةُ التَّقَدُّمِ فِيْهَا اَحَقُّ مِمَّنْ اَوْصٰى لَهُ الْمَيِّتُ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُفْتٰى بِهٖ وَاِنْ دُفِنَ بِلَا صَلٰوةٍ صُلِّىَ عَلٰى قَبْرِهٖ وَاِنْ لَمْ يُغْسَلْ مَالَمْ يَتَفَسَّخْ وَاِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْاِفْرَادُ بِالصَّلٰوةِ لِكُلٍّ مِنْهَا اَوْلٰى وَيُقَدَّمُ الْاَفْضَلُ فَالْاَفْضَلُ وَاِنِ اجْتَمَعْنَ وَصُلِّىَ عَلَيْهَا مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيْلًا مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُوْنُ صَدْرُ كُلٍّ قُدَّامَ الْاِمَامِ وَرَاعَى التَّرْتِيْبَ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِى الْاِمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ بَعْدَهُمْ ثُمَّ الْخُنَاثٰى ثُمَّ النِّسَاءَ وَلَوْدَفَنُوْا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ وَضَعُوْا عَلٰى عَكْسِ هٰذَا وَلَايَقْتَدِىْ بِالْاِمَامِ مَنْ وَجَدَهٗ بَيْنَ

تَكْبِيْرَتَيْنِ بَلْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ فَيَدْخُلُ مَعَهُ وَيُوَافِقُهُ فِيْ دُعَائِهِ ثُمَّ يَقْضِيْ مَافَاتَهُ قَبْلَ رَفْعِ الْجَنَازَةِ وَلَايَنْتَظِرُ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ مَنْ حَضَرَ تَحْرِيْمَتَهُ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ فِي الصَّحِيْحِ وَتُكْرَهُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ فِيْ الْمَسْجِدِ الْجَمَاعَةَ وَهُوَ فِيْهِ اَوْ خَارِجَهُ وَبَعْضُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَمَنِ اسْتَهَلَّ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَهِلَّ غُسِلَ فِي الْمُخْتَارِ وَاُدْرِجَ فِيْ خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ اَحَدِ اَبَوَيْهِ اِلَّا اَنْ يُسْلِمَ اَحَدُهُمَا اَوْهُوَ اَوْ لَمْ يُسْبَ اَحَدُهُمَا مَعَهُ وَاِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيْبٌ مُسْلِمٌ غَسَلَهُ كَغُسْلِ خِرْقَةٍ نَجِسَةٍ وَكَفَّنَهُ فِيْ خِرْقَةٍ وَاَلْقَاهُ فِيْ حُفْرَةٍ اَوْ دَفَعَهُ اِلٰى اَهْلِ مِلَّتِهِ وَلَايُصَلِّيْ عَلٰى بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيْقٍ قُتِلَ فِيْ حَالَةِ الْمُحَارَبَةِ وَقَاتِلٍ بِالْخَنْقِ غِيْلَةً وَمُكَابِرٍ فِي الْمِصْرِ لَيْلاً بِالسِّلَاحِ وَمَقْتُوْلٍ عَصَبِيَّةً وَاِنْ غُسِلُوْا وَقَاتِلُ نَفْسِهِ يُغْسَلُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ لَاعَلٰى قَاتِلِ اَحَدِ اَبَوَيْهِ عَمَدًا ـ

পরিচ্ছেদ

জানাযার ইমামত প্রসঙ্গ

মৃতের জানাযা পড়াণের ব্যাপারে সুলতান সবচেয়ে হকদার, অতপর তার প্রতিনিধি, অতপর কাযী, অতপর মহল্লার ইমাম ও অতপর ওলী। যে ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে তার জন্য অন্য কাউকে অনুমতি দেয়াও জায়িয। সুতরাং হকদার ব্যতীত যদি অপর কেউ নামায পড়ায় তবে সে ইচ্ছা করলে তা পুনরায় পড়তে পারে। তখন ঐ সকল লোকেরা তার (অগ্রাধিকারীর) সাথে পুনরায় নামায পড়বে না যারা অন্যের সাথে পড়ে নিয়েছে। জানাযার ব্যাপারে যার অগ্রাধিকার রয়েছে, ফাতওয়া অনুযায়ী সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অগ্রগণ্য হবে মৃত ব্যক্তি যাকে নামায পড়ানোর জন্য ওসিয়্যত করেছে। যদি কোন মৃত লোক জানাযা ব্যতীত সমাধিস্থ[১৭৪] হলে যতক্ষণ পর্যন্ত শবদেহ ফেটে[১৭৫] না যায়কবরের উপর জানাযা পড়বে, যদিও তাকে গোসল দেওয়া না হয়; একই সময়ে কয়েকটি জানাযা একত্রিত হয়, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে নামায

---

১৭৪. দাফন করার পূর্বে গোসল না দিয়ে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া বৈধ নয়। যদি এ অবস্থায় জানাযা পড়া হয়ে থাকে তবে গোসল দিয়ে পুনরায় জানাযা পড়তে হবে। যদি মৃত ব্যক্তিকে জানাযা ব্যতীত কবরে রাখা হয় এবং কবর বন্ধ করা না হয়ে থাকে তবে কবর হতে বের করে জানাযা সম্পন্ন করতে হবে।

১৭৫. এর সুনির্দিষ্ট কোন সময়-সীমা নেই, বরং এলাকা ও জল বায়ুর অবস্থাভেদে তা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মোট কথা, মৌসুম ও এলাকার নিরিখে এ ব্যাারে সিদ্ধান্ত নিবে। যদি শবদেহের পঁচন অথবা অক্ষত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে নামায পড়া যাবে না।

পড়া উত্তম। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমকে পূর্ববর্তী করবে, অতপর (অবশিষ্টদের মাঝে যে) শ্রেষ্ঠ তাকে। যদি কয়েকটি জানাযা একত্রিত হয় এবং—তাদের উপর একবারেই নামায পড়া হয় তবে তাদের সকলকে একটি দীর্ঘ সারিতে এমনভাবে রাখবে, যাতে প্রত্যেকের বক্ষ ইমামের সম্মুখে থাকে এবং সারিবদ্ধতার ক্ষেত্রে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সুতরাং সর্বপ্রথম পুরুষগণকে ইমামের সন্নিকটে রাখবে, অতপর তাদের শিশুদেরকে, অতপর নপুংসক। অতপর স্ত্রীলোকগণ। যদি তাদের (পুরুষ, শিশু, নপুংসক ও স্ত্রীলোক) সকলকে একই কবরে সমাহিত করা হয়, তবে তাদেরকে উক্ত তারতীবের বিপরীতভাবে রাখবে। যে ব্যক্তি ইমামকে দুই তাকবীরের মাঝখানে পেল সে তখন তার ইক্তিদা করবে না, বরং সে ইমামের পরবর্তী তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে। অতপর সেই তাকবীরের সাথে নামাযে শামিল হবে ও দু'আতে তার অনুসরণ করবে। অতপর যে তাকবীরগুলো ছুটে গিয়েছে জানাযা উত্তোলন করার পূর্বে সেগুলো পূর্ণ করে নিবে। যে ব্যক্তি ইমামের তাহরিমার সময় উপস্থিত ছিল (কিন্তু ইমামের সাথে তাকবীর বলতে পারেনি) সে পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করবে না (বরং তাহরিমা বলে নামাযে শামিল হয়ে যাবে)। যে ব্যক্তি চতুর্থ কাকবীরের পর সালামের পূর্বে উপস্থিত হলো বিশুদ্ধ মতে তার নামায ফওত হয়ে গিয়েছে। গ্রহণযোগ্য মতে, নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে—জানাযা মসজিদে হোক অথবা মসজিদের বাইরে, তবে কিছু লোক মসজিদের ভিতরে থেকে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ[১৭৬]। যে শিশু (ভূমিষ্ট হওয়ার সময়) আওয়াজ করেছে তার নাম রাখবে, আর যদি আওয়াজ না করে এবং গ্রহণযোগ্য মতে তাকে গোসল দেবে এবং কাপড়ে মুড়িয়ে দাফন করে দিবে। ঐ শিশুর জানাযা পড়বে না যেমন ঐ শিশু, যে তার পিতা-মাতার কোন একজনের সাথে বন্দী হয়ে (দারুল ইসলামে) এসেছে (এবং তাদের কেউ মুসলমান নয়)। কিন্তু যদি তার মাতা-পিতার কেউ বন্দী না হয় (তবে শিশুটির জানাযা পড়তে হবে)।[১৭৭] যদি কোন কাফিরের মুসলমান নিকট-আত্মীয় থাকে, তবে সে তাকে এভাবে গোসল করাবে যেমন কোন না পাক কাপড় ধৌত করা হয় এবং একটি কাপড়ের টুকরায় কাফন পরাবে ও কোন গর্ত খনন করে তাতে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেবে অথবা তাকে তার ধর্মীস্বদের নিকট হস্তান্তর করবে। এমন বিদ্রোহী ও ডাকাতের জানাযা পড়া হবে না যে বিদ্রোহ ও ডাকাতিকালে সংঘর্ষের সময় নিহত হয়েছে। এমনিভাবে সেসব ব্যক্তির জানাযাও পড়া যাবে না যারা শ্বাসরুদ্ধ করে নর হত্যা করে, গুপ্ত হত্যা করে এবং রাতের অন্ধকারে সশস্ত্রভাবে জনপদে ডাকাতি করে এবং গোত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিহত হয়—যদিও তাদেরকে গোসল দেওয়া যাবে। আত্মহত্যাকারীকে গোসল দেওয়া হবে ও তার জানাযা পড়া হবে। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার উপর জানাযা পড়বে না।

---

১৭৬. কিন্তু মসজিদটিকে জানাযার জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে তবে তাতে জানাযা পড়া মাকরূহ হবে না। অনুরূপ ঈদগাহ ও মাদরাসা ঘরে জানাযা পড়াও মাকরূহ।

১৭৭. উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে নিম্নোক্ত উসূলগুলো বিবেচ্য : (ক) যদি মৃত শিশুটির সাথে তার পিতামাতা উভয়েই উপস্থিত থাকে তবে তাদের মধ্যে যার ধর্মাদর্শটি অপেক্ষাকৃত উত্তম হবে শিশুটিকে তার অধীন হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন, মুশরিক ও কিতাবীর মধ্যে কিতাবী এবং কিতাবী ও মুসলিমের মধ্যে মুসলিম উত্তম। (খ) যদি শিশুটি এতটুকু বোধসম্পন্ন হয় যে, সে ইসলাম ও কুফর বুঝতে পারত এবং সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তবে তাকে মুসলমান গণ্য করা হবে। (গ) যদি শিশুটি একলা হয় এবং তার সাথে তার পিতা-মাতা কেউ না থাকে তা হলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হবে।

فَصْلٌ فِيْ حَمْلِهَا وَدَفْنِهَا

يُسَنُّ لِحَمْلِهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهَا اَرْبَعِيْنَ خُطْوَةً يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهَا
الْاَيْمَنِ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَيَمِيْنُهَا مَا كَانَ جِهَةَ يَسَارِ الْحَامِلِ ثُمَّ مُؤَخَّرِهَا
الْاَيْمَنِ عَلَيْهِ ثُمَّ مُقَدَّمِهَا الْاَيْسَرِ عَلٰى يَسَارِهٖ ثُمَّ يَخْتِمُ الْاَيْسَرَ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ
الْاِسْرَاعُ بِهَا بِلَا خَبَبٍ وَهُوَ مَا يُؤَدِّيْ اِلٰى اِضْطِرَارِ الْمَيِّتِ وَالْمَشْيُ
خَلْفَهَا اَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ اَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلٰوةِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ وَيُكْرَهُ
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالْجُلُوْسُ قَبْلَ وَضْعِهَا وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ نِصْفَ قَامَةٍ اَوْ
اِلَى الصَّدْرِ وَاِنْ زِيْدَ كَانَ حَسَنًا وَيُلْحَدُ وَلَا يُشَقُّ اِلَّا فِيْ اَرْضٍ رِخْوَةٍ
وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَيَقُوْلُ وَاضِعُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوَجَّهُ اِلَى الْقِبْلَةِ عَلٰى جَنْبِهِ
الْاَيْمَنِ وَتُحَلُّ الْعُقَدُ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالْقَصَبُ وَكُرِهَ الْاٰجُرُّ وَالْخَشَبُ
وَاَنْ يُسَجّٰى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهٗ وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ وَيَحْرُمُ
الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّيْنَةِ وَيُكْرَهُ لِلْاِحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَلَا بَاْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ
لِئَلَّا يَذْهَبَ الْاَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوْتِ لِاخْتِصَاصِهٖ
بِالْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْفَسَاقِيْ وَلَا بَاْسَ
بِدَفْنِ اَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِيْ قَبْرٍ لِلضَّرُوْرَةِ وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ
بِالتُّرَابِ وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَفِيْنَةٍ وَكَانَ الْبَرُّ بَعِيْدًا اَوْ خِيْفَ الضَّرَرُ
غُسِلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَاُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ وَيُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ
فِيْ مَحَلٍّ مَاتَ بِهٖ اَوْ قُتِلَ فَاِنْ نُقِلَ قَبْلَ الدَّفْنِ قَدْرَ مِيْلٍ اَوْ مِيْلَيْنِ لَا بَاْسَ
بِهٖ وَكُرِهَ نَقْلُهٗ لِاَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا يَجُوْزُ نَقْلُهٗ بَعْدَ دَفْنِهٖ بِالْاِجْمَاعِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
الْاَرْضُ مَغْصُوْبَةً اَوْ اُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ وَاِنْ دُفِنَ فِيْ قَبْرٍ حُفِرَ لِغَيْرِهٖ
ضَمِنَ قِيْمَةَ الْحَفْرِ وَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ وَيُنْبَشُ لِمَتَاعٍ سَقَطَ فِيْهِ وَلِكَفَنٍ

مَغْصُوْبٍ وَمَالٍ مَعَ الْمَيِّتِ وَلَايُنْبَشُ بِوَضْعِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اَوْ عَلَى يَسَارِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ-

পরিচ্ছেদ

জানাযা বহন করা ও দাফন করা প্রসঙ্গ

জানাযা বহন[১৭৮] করার জন্য চারজন পুরুষ হওয়া সুন্নাত এবং তাদের এক একজনের চল্লিশ কদম পর্যন্ত বহন করা বিধেয়। প্রথমে জানাযার সামনের ডান অংশকে নিজের ডান কাঁধের উপর উঠাবে। জানাযার ডান দিক ওটি, যা বাহকের বাম দিকে হয়। এরপর জানাযার পায়ের দিকের ডান অংশ নিজের ডান কাঁধের উপর উঠাবে। অতপর সর্বশেষে জানাযার পায়ের দিকের বাম অংশ বাম কাঁধে উঠাবে[১৭৯]। জানাযা নিয়ে 'খাবাব' ব্যতীত দ্রুতপদে[১৮০] হাঁটা মুস্তাহাব। খাবাব হলো এমন গতি যাতে মৃতের শরীরে ঝাঁকুনি লাগে। জানাযার সম্মুখবর্তী হয়ে চলার পরিবর্তে তার পশ্চাতে চলা এতখানি ফযীলতপূর্ণ যেমন নফল নামাযের উপর ফরয নামায ফযীলতপূর্ণ। এ সময় উচ্চস্বরে যিক্‌র করা[১৮১] ও জানাযা রাখার পূর্বে বসা মাকরূহ। মানুষের উচ্চতার অর্ধ-পরিমাণ থেকে বক্ষ বরাবর পর্যন্ত কবর গভীর করবে, তবে এর চেয়ে গভীর করা গেলে সেইটি উত্তম হবে। কবরকে লাহাদ করবে, শক্ক (সিন্দুকের মত) করবে না। কিন্তু নরম মটিতে (শক্ক করা যাবে)। মৃতকে কিবলার দিক হতে কবরে দাখিল করবে এবং স্থাপনকারী দাখিল করার সময় বলবে—"বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। মৃতের ডান পার্শ্বের উপর তাকে কিবলা মুখী করে দেবে এবং কাফনের গ্রন্থি খুলে দেবে এবং কাঁচা ইঁট ও বাঁশ তার উপর সমান্তরাল করে বিছিয়ে দেবে। পাকা ইঁট ও কাষ্ঠ দেয়া মাকরূহ। স্ত্রীলোকের কবর আচ্ছাদিত করে দেয়া (মুস্তাহাব), পুরুষের নয়। কবরে মাটি ঢালবে এবং কবরকে কুঁজাকৃতির করবে, চতুর্কোন বিশিষ্ট করবে না। শোভার জন্য কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা হারাম এবং দাফনের পর তা পোক্ত করাও মাকরূহ। কবরের চিহ্ন যাতে বিলুপ্ত না হয় এবং (লোক গমনাগমনের দ্বারা পদদলিত না হয়, তজ্জন্য কবরের উপর লেখাতে কোন ক্ষতি নেই এবং গৃহাভ্যন্তরে দাফন করা মাকরূহ। কারণ এটা নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। মৃত ব্যক্তিকে ফাসাকীতে (গুম্বজাকৃতি বিশিষ্ট কবর) দাফন করা মাকরূহ। প্রয়োজনে একই কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করাতে কোন ক্ষতি নেই। এ অবস্থায় প্রত্যেক দুটি লাশের মধ্যে মাটি দ্বারা আড় সৃষ্টি করে দেবে। যে ব্যক্তি কোন নৌ-যানে মৃত্যুবরণ করে এবং তীরদেশ দূরবর্তী হয় অথবা

---

১৭৮. মৃত শিশুকে একজন লোক দু'হাতে বহন করে নিয়ে যাবে। তারপর উক্ত ব্যক্তির হাত থেকে অন্যরা বহন করতে থাকবে।

১৭৯. উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রত্যেক বার স্থান পরিবর্তনের পর দশ কদম করে হাঁটবে। এভাবে চারবারে চল্লিশ কমদ হবে।

১৮০. হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ জানাযাকে দ্রুত নিয়ে যাবে। কেননা, যদি মৃত লোকটি সৎলোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে দ্রুত পৌঁছে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে যদি এমন না হয় তাহলে সেটি এক আপদ স্বরূপ, যা দ্রুত অপসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

১৮১. অনুরূপ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করাও মাকরূহ। বরং এ সময় নিরব থাকবে এবং যা কিছু পড়ার মনে মনে পড়বে।

শরীরে পঁচনের আশঙ্কা হয় তবে তাকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং তার জানাযার পড়ার পর তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। মৃত ব্যক্তি যে এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছে অথবা নিহত হয়েছে সে এলাকার (কবরস্থানে) দাফন করা মুস্তাহাব। দাফনের পূর্বে এক মাইল অথবা দুই মাইল দূরবর্তী পর্যন্ত স্থানান্তরিত হলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এর অধিক দূরে স্থানান্তরিত করা মাকরূহ। দাফনের পরে স্থানান্তরিত করা সর্বসম্মতভাবে নাজায়িয। তবে কবরের জায়গাটি যদি জবরদস্তিমূলকভাবে দখলকৃত হয় অথবা হক্কে শোফার বিনিময়ে গৃহীত হয়ে থাকে (স্থানান্তরিত করা যাবে)। যদি এমন কবরে সমাহিত করা হয় যা অন্যের জন্য খনন করা হয়েছিল, তবে তার খনন-মূল্য পরিশোধ করে দেবে এবং এ থেকে উত্তোলন করবে না। কবরে পতিত বস্তু এবং জবরদস্তিমূলকভাবে গৃহীত কাফন ও মৃতের সাথে (দাফনকৃত) মালের জন্য কবর উন্মোক্ত করা যাবে। কিন্তু কিবলামুখী করে না রাখা অথবা বাম পার্শ্বের উপর শায়িত করার কারণে উন্মোক্ত করা যাবে না। আল্লাহ্ সর্বোত্তম জান্তা।

فَصْلٌ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

نُدُبَ زِيَارَتُهَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الْاَصَحِّ وَيَسْتَحِبُّ قِرَاءَةُ يٰسٓ لِمَاوَرَدَ اَنَّهٗ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ وَقَرَأَ يٰسٓ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهٗ بِعَدَدِ مَافِيْهَا حَسَنَاتٌ وَلَايَكْرَهُ الْجُلُوْسُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ فِى الْمُخْتَارِ وَكَرِهَ الْقُعُوْدُ عَلَى الْقُبُوْرِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَوَطْؤُهَا وَالنَّوْمُ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا وَقَلْعُ الْحَشِيْشِ وَالشَّجَرِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ وَلَابَاسَ بِقَلْعِ الْيَابِسِ مِنْهُمَا ـ

পরিচ্ছেদ

কবর যিয়ারত প্রসঙ্গ

বিশুদ্ধতম মতে, পুরুষ ও নারী সকলের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব[১৮২] এবং (কবর যিয়ারতের সময়) সূরা ইয়াসীন পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি কবরস্থানে

---

১৮২. কবর যিয়াতের উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা মনে বদ্ধমূল করা। মৃতদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের বর্তমান ও অতীত অবস্থা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। এমর্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تَذَكِّرَةُ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারতের ব্যাপারে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করতে পার ; কারণ, তা পরকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" এখন যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে, তবে এর উপর আমল করা কেবল জায়িয হবে তা-ই নয়, বরং তা সুন্নাতও বটে। এ জন্যই ঈদ এবং জুমুআ শরীয়তের দৃষ্টিতে যা আনন্দের দিন সে দিন কবর যিয়ারত করা সুন্নাত, যাতে আনন্দের মুহূর্তগুলোতে পরকালের কথাও স্মরণে থাকে।
উপরে যে সমস্ত কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সে সমস্ত কারণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেমন কবরবাসীর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করা, তাদের সন্তুষ্টি কামনা করা, কবরে চুমু খাওয়া, সজদা করা, কাওয়ালী শুনা এবং মৃতের স্মরণে কান্নাকাটি করা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা হারাম।

গমন করে ও সূরা ইয়া-সীন পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা (ঐ গোরস্থানে সমাহিত) সকলের ঐ দিনের শাস্তি লঘু করে দেন এবং পাঠকারী এত সংখ্যক নেকী লাভ করে যতসংখ্যক লোক তাতে সমাহিত থাকে। গ্রহণযোগ্য মতে, পাঠ করার জন্য কবরের উপর বসা মাকরূহ নয়। তিলাওয়াত ব্যতীত কবরের উপর বসা এবং কবরকে পদদলিত করা এবং তাতে পায়খানা-পেশাব করা এবং কবরের ঘাস ও গাছপালা উন্মূলিত করা মাকরূহ। তবে শুকনো ঘাস ও গাছপালা উন্মূলিত করাতে কোন ক্ষতি নেই।

بَابُ اَحْكَامِ الشَّهِيْدِ

اَلشَّهِيْدُ الْمَقْتُوْلُ مَيِّتٌ بِاَجَلِهِ عِنْدَنَا اَهْلِ السُّنَّةِ وَالشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ اَهْلُ الْحَرْبِ اَوْ اَهْلُ الْبَغْيِ اَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ اَوِ اللُّصُوْصُ فِيْ مَنْزِلِهِ لَيْلاً وَلَوْ بِمُثَقَّلٍ اَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ اَثَرٌ اَوْقَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا عَمَدًا بِمُحَدَّدٍ وَكَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا خَالِيًا عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ وَلَمْ يَرْتَثَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَيُكَفَّنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ بِلاَغُسْلٍ وَيُنْزَعُ عَنْهُ مَالَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفَنِ كَالْفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَالسِّلاَحِ وَالدِّرْعِ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِيْ ثِيَابِهِ وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيْعِهَا وَيُغْسَلُ اِنْ قُتِلَ صَبِيًّا اَوْ مَجْنُوْنًا اَوْ حَائِضًا اَوْنُفَسَاءَ اَوْجُنُبًا اَوِ ارْتُثَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ بِاَنْ اَكَلَ اَوْشَرِبَ اَوْ نَامَ اَوْ تَدَاوٰى اَوْ مَضٰى وَقْتُ الصَّلٰوةِ وَهُوَ يَعْقِلُ اَوْنُقِلَ مِنَالْمَعْرَكَةِ لاَلِخَوْفِ وَطْءِ الْخَيْلِ اَوْ اَوْصٰى اَوْبَاعَ اَوِاشْتَرٰى اَوْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ كَثِيْرٍ وَاِنْ وُجِدَ مَاذُكِرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ لاَيَكُوْنُ مُرْتَثًّا وَيُغْتَسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ اَنَّهُ قُتِلَ ظُلْمًا اَوْقُتِلَ بِحَدٍّ اَوْقَوْدٍ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ -

পরিচ্ছদ

শহীদের বিধান প্রসঙ্গ

আমাদের আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, নিহত শহীদ ব্যক্তি তার জীবনবকাল ফুরিয়ে যাওয়ার কারণেই মৃত্যুবরণ করে থাকে। (কিন্তু মু'তাযিলাগণ ভিন্নমত পোষণ করে)। পরিভাষায়[১৮৩] শহীদ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যাকে আহলে হারব, অথবা বিদ্রোহী, অথবা ডাকাতের

১৮৩. শহীদ দুপ্রকার ঃ (এক) পরকালীন প্রতিদান প্রাপ্তির দিক থেকে শহীদ, (দুই) জাগতিক বিধানের দিক থেকে শহীদ। এখানে সে সমস্ত শহীদদের আলোচনা হবে যারা জাগতিক বিধানের দিক থেকে শহীদ হিসাবে পরিগণিত।

দল অথবা রাতের আঁধারে চোরের দল তাকে নিজ গৃহে হত্যা করে থাকে, যদিও হত্যাকাণ্ডটি কোন ভারী বস্তু দ্বারা সংঘটিত করা হয়ে থাকে, অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে এ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তার শরীরে যখমের চিহ্ন রয়েছে, অথবা যাকে কোন মুসলমান ব্যক্তি অন্যায়ভাবে স্বেচ্ছায় ধারাল বস্তু দ্বারা হত্যা করে এবং নিহত ব্যক্তিটি মুসলমান, বালিগ, হায়য-নেফাস ও জানাবাতমুক্ত হয় ও যুদ্ধশেষে লাশটি পুরানো হয়ে না যায়। এরূপ নিহত ব্যক্তিকে তার রক্ত ও বস্ত্রসমেত কাফন পরাবে ও গোসল ব্যতীত তার জানাযা পড়বে[১৮৪]। তবে কাফনের উপযুক্ত নয় এমন কাপড় খুলে ফেলবে, যেমন চামড়ার পোষাক, তুলার আস্তর বিশিষ্ট কাপড়, অস্ত্র ও বর্ম। সঙ্গত কারণে তার কাপড়ে বেশকম করা যাবে। কিন্তু তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলা মাকরূহ[১৮৫] এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে যদি সে শিশু অবস্থায় অথবা পাগল অবস্থায়, অথবা হায়য অবস্থায়, অথবা নিফাস অবস্থায়, অথবা জুনুবী অবস্থায় নিহত হয় অথবা যুদ্ধশেষে এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় যে, সে তাতে কোন কিছু আহার করে, অথবা পান করে, অথবা ঘুমিয়ে নেয়, অথবা ওষুধ গ্রহণ করে, অথবা তার চৈতন্য থাকা অবস্থায় নামাযের একটি পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়, অথবা অশ্বের দলন ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে রণাঙ্গণ থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়, অথবা সে কোন ওসিয়াত করে, অথবা ক্রয়-বিক্রয় করে ও অনেক কথা বলে। যদি উল্লিখিত বিষয়গুলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে পাওয়া যায়, তবে সময় দীর্ঘ হয়েছে বলে গণ্য হবে না। যে ব্যক্তিকে শহরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং একথা জানা সম্ভব হয় না যে, সে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে নাকি শাস্তির কারণে নাকি কিসাসস্বরূপ এরূপ ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে।

كِتَابُ الصَّوْمِ

هُوَ الْإِمْسَاكُ نَهَارًا عَنْ إِدْخَالِ شَيْءٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بَطْنًا أَوْ مَا لَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ وَعَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَسَبَبُ وُجُوبِ رَمَضَانَ شُهُودُ جُزْءٍ مِنْهُ وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ وَهُوَ فَرْضٌ أَدَاءً وَقَضَاءً عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْكَوْنُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ الصِّحَّةُ مِنْ مَرَضٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَالْإِقَامَةُ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ ثَلَاثَةٌ النِّيَّةُ وَالْخُلُوُّ عَمَّا يُنَافِيهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُفْسِدُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْخُلُوُّ عَنِ الْجَنَابَةِ وَرُكْنُهُ الْكَفُّ عَنْ قَضَاءِ

১৮৪. রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন : শহীদ ব্যক্তিকে তার রক্তসহ দাফন করে দিবে। কেনন, আল্লাহর পথে যে আহত হয়, কিয়ামতের দিন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সেই রক্তের রং রক্তের মতই হবে, তা হতে তখন সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। (মারাকিউ ফালাহ)

১৮৫. অর্থাৎ, সমস্ত কাপড় খুলে অন্য কাপড় পরিধান করানো মাকরূহ।

شَهْوَتَيِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا وَحُكْمُهُ سُقُوْطُ الْوَاجِبِ عَنِ الذِّمَّةِ وَالثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔

অধ্যায়

রোযা

রোযারোযা রাখা ফরয, এমন ব্যক্তির দিনের বেলা ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় পেটে অথবা পেটের হুকুম রাখে[১৮৬] এমন কিছুতে কোন কিছু প্রবেশ করানো হতে ও যৌন কামনা হতে বিরত থাকার নামই রোযা। রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো রমযান মাসের অংশ বিশেষ উপস্থিত হওয়া। রমযানের প্রত্যেকটি দিন সেদিনের রোযা আদায় ফরয হওয়ার কারণ। যথা সময়ে কিংবা কাযা হিসাবে রোযা পালন করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয যার মধ্যে চারটি শর্ত পাওয়া যায়। (শর্তগুলো হলো)—ইসলাম, স্থির মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স ও যে ব্যক্তি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা দারুল হরবে থাকে তার জন্য রোযা ফরয হওয়ার জ্ঞান লাভ করা। অনুরূপ রোযা পালন করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো রোগ ও হায়য-নিফাস হতে মুক্ত থাকা এবং মুকীম হওয়া। এমনিভাবে রোযা সঠিক হওয়ার শর্ত তিনটি—নিয়্যত করা[১৮৭], রাযার অন্তরায় হায়য-নিফাস হতে মুক্ত থাকা ও রোযা বিনষ্ট করে এমন বস্তু হতে মুক্ত থাকা। জানাবাত হতে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। রোযার রোকন হলো পেট ও যৌন এবং এ দু'টোর সংশ্লিষ্ট কামনা পূরণ করা হতে বিরত থাকা। রোযার হুকুম হলো ফরযের জিম্মা হতে অব্যহতি লাভ করা ও পরকালীন পুণ্য হাসিল করা। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

فَصْلٌ: يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ إِلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَمَسْنُوْنٌ وَمَنْدُوْبٌ وَنَفْلٌ وَمَكْرُوْهٌ أَمَّا الْفَرْضُ فَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً وَصَوْمُ الْكَفَّارَاتِ وَالْمَنْذُوْرِ فِي الْأَظْهَرِ وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ صَوْمِ نَفْلٍ وَأَمَّا الْمَسْنُوْنُ فَهُوَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ مَعَ التَّاسِعِ وَأَمَّا الْمَنْدُوْبُ فَهُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيْضَ وَهِيَ الثَّالِثُ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ وَصَوْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ وَصَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ ثُمَّ قِيْلَ الْأَفْضَلُ وَصْلُهَا وَقِيْلَ تَفْرِيْقُهَا وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ كَصَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ

১৮৬. যেমন মস্তিষ্ক।

১৮৭. প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা আলাদা নিয়্যত জরুরী, কেননা, প্রতিটি রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য রমযানের এক একটি দিন ভিন্ন ভিন্নভাবে একটি কারণ হিসাবে পরিগণিত এবং একটি দিন পরিবর্তন হওয়ার সাথে কারণও পরিবর্তন হতে থাকে। তাই প্রত্যেক দিন নতুন নিয়্যতের আবশ্যকতা রয়েছে।

يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ وَاَحَبُّهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَمَّا النَّفْلُ فَهُوَ مَاسِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ كَرَاهِيَّتُهُ وَاَمَّا الْمَكْرُوْهُ فَهُوَ قِسْمَانِ مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهًا وَمَكْرُوْهٌ تَحْرِيْمًا اَلْاَوَّلُ كَصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ مُنْفَرِدًا عَنِ التَّاسِعِ وَالثَّانِيْ صَوْمُ الْعِيْدَيْنِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَكُرِهَ اِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ وَيَوْمِ النَّيْرُوْزِ اَوِ الْمِهْرَجَانِ اِلَّا اَنْ يُوَافِقَ عَادَتَهُ وَكُرِهَ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْنِ وَهُوَ اَنْ لَايُفْطِرَ بَعْدَ الْغُرُوْبِ اَصْلًا حَتّٰى يَتَّصِلَ صَوْمُ الْغَدِ بِالْاَمْسِ وَكُرِهَ صَوْمُ الدَّهْرِ۔

পরিচ্ছেদ

রোযার প্রকারভেদ প্রসঙ্গ

রোযা ছয় প্রকার—ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরূহ। ফরয রোযা ঃ সেটি হলো রমযানের রোযা-যথা সময়ে পালন করা হোক বা কাযা হিসাবে পালন করা হোক এবং কাফফারার রোযা ও প্রসিদ্ধতম মতে মানতের রোযা। ওয়াজিব রোযাঃ ঐ নফল রোযার কাযা যা আরম্ভ করার পর ভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। মাসনূন রোযামুহাররমের নয় তারিখসহ আশূরার রোযা রাখা। মুস্তাহাব রোযাপ্রত্যেক মাসে তিন দিন করে রোযা রাখা এবং এ দিনগুলো পূর্ণিমা তিথির দিন হওয়া মুস্তাহাব। পূর্ণিমা তিথি হলো তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখের চাঁদ। অনুরূভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা ও শাওয়ালের ছয় রোযা। এ সম্পর্কে একটি উক্তি হলো, এ রোযাগুলো ধারাবাহিকভাবে রাখা উত্তম এবং অপর উক্তি হলো, এ রোযাগুলো ভিন্নভাবে রাখা উত্তম। অনুরূপ ঐ সকল রোযা পালন করাও মুস্তাহাব যেগুলো সম্পর্কে হাদীসে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে ও সাওয়ারের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত হয়েছে–যেমন দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ভঙ্গ করতেন। এরূপ রোযাই সর্বোত্তম রোযা এবং আল্লাহ্‌র সর্বাধিক পছন্দনীয়। নফল রোযাসেটি মুস্তাহাব ব্যতীত ঐ সকল রোযা যার মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হয়নি। মাকরূহ রোযা দু'প্রকার ঃ মাকরূহ তানযীহী ও মাকরূহ তাহরীমী। প্রথমোক্তটি হলো নয় তারিখ ব্যতীত শুধু আশূরার দিন রোযা রাখা এবং দ্বিতীয়টি হলো দুই ঈদ ও তাকবীরে তাশরীকের দিনে রোযা রাখা। কিন্তু তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী পালিত দিনগুলো যদি এই দিনগুলোর সাথে মিলে যায়, তবে তা মাকরূহ হবে না। সওমে বিসাল পালন করা মাকরূহ। সওমে বিসাল হলো সূর্যাস্তের পর কোন প্রকার ইফতার না করা, যেন আগামী দিনের রোযাটি বিগত দিনের সাথে মিলে যায় এবং সওমে দাহার অর্থাৎ, একাধারে প্রতিদিন রোযা রাখাও মাকরূহ।

فَصْلٌ فِيْمَا يُشْتَرَطُ تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ وَتَعْيِيْنُهَا فِيْهِ وَمَالَايُشْتَرَطُ اَمَّا الْقِسْمُ الَّذِيْ لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ وَلَاتَبْيِيْتُهَا فَهُوَ اَدَاءُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ

الْمُعَيَّنُ زَمَانُهُ وَالنَّفْلُ فَيَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ اِلٰى مَاقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى الْاَصَحِّ وَنِصْفُ النَّهَارِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى وَقْتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى يَصِحُّ اَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَلَوْكَانَ مُسَافِرًا اَوْ مَرِيْضًا فِى الْاَصَحِّ وَيَصِحُّ اَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ لِمَنْ كَانَ صَحِيْحًا مُقِيْمًا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَاِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ فِى الْمَرِيْضِ اِذَا نَوٰى وَاجِبًا اٰخَرَ فِىْ رَمَضَانَ وَلَايَصِحُّ الْمَنْذُوْرُ الْمُعَيَّنُ زَمَانُهُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ غَيْرِهٖ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ فِيْهِ وَاَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِىْ وَهُوَ مَايُشْتَرَطُ فِيْهِ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ وَتَبْيِيْتُهَا فَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَضَاءُ مَا اَفْسَدَهُ مِنْ نَفْلٍ وَصَوْمِ الْكَفَّارَاتِ بِاَنْوَاعِهَا وَالْمَنْذُوْرُ الْمُطْلَقُ كَقَوْلِهٖ اِنْ شَفَى اللّٰهُ مَرِيْضِىْ فَعَلَىَّ صَوْمُ يَوْمٍ فَحَصَلَ الشِّفَاءُ۔

পরিচ্ছেদ

যে সমস্ত রোযায় রাতে নিয়্যত করা ও নিয়্যত নির্ধারণ করা শর্ত এবং যাতে শর্ত নয়[১৮৮]

যে সকল রোযাতে নিয়্যত নির্দিষ্ট করা এবং রাতে নিয়্যত করা শর্ত নয় সেগুলো হলো (চলতি) রমযানের রোযা আদায় করা এবং সময় নির্ধারণকৃত মানতের রোযা ও নফল রোযা। সঠিকতম মতে (এ তিনটি রোযা) রাত হতে অর্ধ দিবসের পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত সময়ের নিয়্যত দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। অর্ধ দিবস হলো ভোরের উদয় হতে মধ্যাহ্নের শেষ পর্যন্ত। বিশুদ্ধতম মতে (পূর্বোক্ত রোযাত্রয়) সাধারণ নিয়্যত ও নফলের নিয়্যতের দ্বারাও সঠিক হয়, যদিও রোযাদার মুসাফির অথবা অসুস্থ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি সুস্থ ও মুকীম তার জন্য অন্য ওয়াজিবের নিয়্যত দ্বারাও রমযানের রোযা আদায় করা সঠিক হয়, কিন্তু মুসাফির এর ব্যতিক্রম। কেননা সে যা নিয়্যত করবে তাই অনুষ্ঠিত হবে। অসুস্থ ব্যক্তি যখন রমযান মাসে অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করে, তখন (কোনটি) অগ্রাধিকার (পাবে সে) ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। সময় নির্দিষ্টকৃত মানতের রোযা অন্য কোন ওয়াজিবের নিয়্যত দ্বারা সঠিক হবে না, বরং (মানতকারী) যে ওয়াজিবের নিয়্যত করবে তাই প্রতিফলিত হবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ সকল রোযা যাতে নিয়্যত নির্দিষ্টকরণ এবং রাতের বেলা নিয়্যত করা শর্ত। এগুলো হচ্ছে রমযানের কাযা রোযা, যে

১৮৮. নিয়্যত অর্থ মানসিক ইচ্ছা বা সংকল্প। তা মুখে উচ্চারণ করা প্রয়োজনীয় নয়, মনে মনে স্থির করলেই হয়ে যাবে। তবে কসম, মানত ও তালাকের ক্ষেত্রে মনে মনে স্থির করা দ্বারা এগুলো সম্পন্ন হবে না ; বরং এসব ক্ষেত্রে মনের সাথে মুখেও উচ্চারণ করতে হবে। নচেৎ কসম, মানত ও তালাক সাব্যস্ত হবে না।

সকল নফল রোযা বিনষ্ট করা হয়েছে সেগুলোর কাযা রোযা, সর্ব প্রকার কাফফারার রোযা ও সাধারণ মানতের রোযা। যেমন কেউ বলল, যদি আল্লাহ্ আমার রোগ ভাল করে দেন তবে আমি একটি রোযা রাখব, অতপর সে আরোগ্য লাভ করল।

فَصْلٌ فِيْمَا يَثْبُتُ بِهِ الْهِلَالُ وَفِيْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ

يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ اَوْ بَعْدَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ اِنْ غُمَّ الْهِلَالُ وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ مَا يَلِي التَّاسِعَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَقَدِ اسْتَوٰى فِيْهِ طَرَفُ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِاَنْ غُمَّ الْهِلَالُ وَكُرِهَ فِيْهِ كُلُّ صَوْمٍ اِلَّا صَوْمَ نَفْلٍ جَزَمَ بِهِ بِلَا تَرْدِيْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمٍ اٰخَرَ وَاِنْ ظَهَرَ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اَجْزَاَ عَنْهُ مَا صَامَهُ وَاِنْ رَدَّدَ فِيْهِ بَيْنَ صِيَامٍ وَفِطْرٍ لَايَكُوْنُ صَائِمًا وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ اٰخِرِ شَعْبَانَ وَلَايُكْرَهُ مَافَوْقَهُمَا وَيَاْمُرُ الْمُفْتِي الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ بِالْاِفْطَارِ اِذَا ذَهَبَ وَقْتُ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَالُ وَيَصُوْمُ فِيْهِ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي وَمَنْ كَانَ مِنَ الْخَوَاصِّ وَهُوَ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ التَّرْدِيْدِ فِي النِّيَّةِ وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ وَمَنْ رَاٰى هِلَالَ رَمَضَانَ اَوِ الْفِطْرِ وَحْدَهُ وَرُدَّ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الصِّيَامُ وَلَايَجُوْزُ لَهُ الْفِطْرُ بِتَيَقُّنِهِ هِلَالَ شَوَّالٍ وَاِنْ اَفْطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ قَضٰى وَلَاكَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَوْكَانَ فِطْرُهُ قَبْلَ مَارَدَّهُ الْقَاضِي فِي الصَّحِيْحِ وَاِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ اَوْ غُبَارٍ اَوْنَحْوِهِ قُبِلَ خَبَرُ وَاحِدٍ عَدْلٍ اَوْ مَسْتُوْرٍ فِي الصَّحِيْحِ وَلَوْ شَهِدَ عَلٰى شَهَادَةِ وَاحِدٍ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ اُنْثٰى اَوْ رَقِيْقًا اَوْ مَحْدُوْدًا فِيْ قَذْفٍ تَابَ لِرَمَضَانَ وَلَايُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَلَا الدَّعْوٰى وَشُرِطَ هِلَالِ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَفْظُ الشَّهَادَةِ مِنْ حُرَّيْنِ اَوْحُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ بِلَا دَعْوٰى وَاِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَلَابُدَّ مِنْ جَمْعٍ عَظِيْمٍ لِرَمَضَانَ وَالْفِطْرِ وَمِقْدَارُ الْجَمْعِ الْعَظِيْمِ مُفَوَّضٌ لِرَاْيِ الْاِمَامِ فِي الْاَصَحِّ وَاِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ

وَلَمْ يَرَ هِلَالَ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ. إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ
وَلَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَةِ الْفَرْدِ. وَهِلَالُ الْأَضْحٰى كَالْفِطْرِ وَاخْتَلَفَ
التَّرْجِيْحُ فِيْمَا إِذَا كَانَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَاخِلَافَ فِيْ حِلِّ الْفِطْرِ وَيُشْتَرَطُ
لِبَقِيَّةِ الْأَهِلَّةِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ غَيْرِ مَحْدُوْدَيْنِ فِيْ
قَذْفٍ وَإِذَا ثَبَتَ فِيْ مَطْلَعِ قُطْرٍ لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِيْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ وَلَاعِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ نَهَارًا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ
الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ اللَّيْلَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ فِي الْمُخْتَارِ۔

পরিচ্ছেদ

যে সকল বিষয় দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হয় এবং সন্দেহজনক দিনের রোযা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

নতুন চাঁদ দেখা যাওয়া দ্বারা অথবা নতুন চাঁদের উদয় সংশয়যুক্ত হলে শাবান মাসের ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, রমযান মাস প্রমাণিত হয়। সংশয়যুক্ত দিন হলো শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখের পরবর্তী দিন। কারন সেদিক (মেঘলা কুয়াশার কারণে) চাঁদের উদয় সংশয়যুক্ত থাকলে চাঁদ সম্পর্কে জানা ও না জানা উভয়টি বরাবর হয়। ঐ দিন সকল প্রকার রোযা রাখা মাকরূহ। তবে রোযা পালনকারী ব্যক্তি যদি নফল রোযা ও অন্য কোন রোযা পালনের প্রতি দোদুল্যমান না থেকে সেদিন নফল রোযা রাখার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকে তাহলে তা পালন করা মাকরূহ হবে না। এমতাবস্থায় যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, ঐ দিনটি রমযানের দিন তবে সে যে রোযা রেখেছিল সেটি রমযানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সে যদি সেদিনের রোযা রাখা বা রোযা ভঙ্গ করার ব্যাপারে দোদুল্যমান থাকে তবে সে রোযাদার রূপে গণ্য হবে না। শাবানের শেষের দিকে একদিন অথবা দুই দিন রোযা রাখা মাকরূহ, তবে এর অধিক রাখা মাকরূহ হবে না। মুফতী সন্দেহের দিনে সাধারণ মানুষকে রোযার নিয়্যত না করে উপবাস থেকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দেবে। অতপর যখন নিয়্যতের সময় অতিবাহিত হবে এবং সঠিক অবস্থা নিরূপিত না হবে তখন রোযা ভঙ্গ করার আদেশ করবে। মুফতী, কাজি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ সেদিন রোযা রাখবে। বিশিষ্ট বলতে ঐ সকল লোক যারা নিয়্যতের ব্যাপারে দোদুল্যমানতা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম এবং কোন পর্যায়ে রোযাটি ফরয রোযা হবে সে ব্যাপারে অবগত। যে ব্যক্তি একাই রমযানের চাঁদ অথবা ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদ দেখল এবং তার কথা অগ্রাহ্য করা হলো তার উপর রোযা রাখা আবশ্যক, এবং সে শাওয়ালের চাঁদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে না[১৮৯]। উল্লিখিত ব্যক্তি যদি উভয় সময়ে (রমযান ও শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর) রোযা ভঙ্গ করে তবে তাকে তা পূর্ণ করতে হবে।

১৮৯. রমযানের চাঁদ দেখার পর এ জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয় যে, সে চাঁদ দেখে, আর সাওয়ালের চাঁদ দেখার পর রোযা ভঙ্গ করা জায়িয না হওয়ার কারণ হলো কাজী কর্তৃক তার কথা অগ্রাহ্য করা।

বিশুদ্ধমতে, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না-যদিও কাজির অগ্রাহ্য করার পূর্বেই সে রোযা ভঙ্গ করে থাকে। যখন আকাশে মেঘমালা থাকে অথবা ধূলি বা এ জাতীয় কিছুর কারণে আচ্ছন্ন থাকে, তখন বিশুদ্ধমতে রমযানের ব্যাপারে একজন সত্যবাদী[১৯০] পুরুষ অথবা যার অবস্থা অজ্ঞাত[১৯১] এমন এক ব্যক্তির সংবাদও গ্রহণযোগ্য হবে—যদিও সে তারই মতো কোন এক লোকের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে—চাই উক্ত সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি কোন নারী হোক, অথবা কৃতদাস হোক কিংবা এমন ব্যক্তি হোক যে অপবাদ দানের অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে ও পরে তাওবা করেছে। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য ও দাবী শব্দটি উল্লেখ করা শর্ত নয়। যখন আকাশ আচ্ছন্ন থাকে তখন ঈদুল ফিতরের চাঁদের ব্যাপারে দুইজন স্বাধীন পুরুষ অথবা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দুইজন স্বাধীন নারীর পক্ষ হতে দাবী শব্দের পরিবর্তে সাক্ষ্য শব্দটি উল্লেখ করা শর্ত। যদি আকাশ আচ্ছন্ন না থাকে তবে রমযান ও ঈদুল ফিতর (উভয় চাঁদের) জন্য একটি বিরাট জামাতের প্রয়োজন। বিশুদ্ধতম মতে, বিরাট জামাতের পরিমাণ কী হবে তার নিরূপণ ইমামের রায়ের উপর নির্ভরশীল। যখন কোন এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের কারণে (আরম্ভকৃত) রমযানের সংখ্যা পূর্ণ করা হয় এবং (তৎপর) আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না যায়, তবে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। দুইজন সত্যবাদী ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা আরম্ভ করার অবস্থায় সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিষয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। যদি আকাশ আচ্ছন্ন থাকে তবে রোযা ভঙ্গকরা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই-যদিও রমযানের প্রমাণ একই ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কুরবানীর ঈদের চাঁদের হুকুম রোযার ঈদের চাঁদের মত। (রমযান ও কুরবানীর চাঁদ ব্যতীত) অন্যান্য চাঁদের জন্য দুইজন সত্যবাদী পুরুষ অথবা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দুইজন স্বাধীন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করা শর্ত, যারা মিথ্যা অপবাদ দানের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত নয়। যখন কোন এলাকার উদয়াচলে (শাওয়ালের) চাঁদ প্রমাণিত হয়, তখন যাহির মাযহাব অনুযায়ী সমস্ত মানুষের উপর (রোযা ভঙ্গ করা) আবশ্যক এবং এর উপর ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে ও এটাই অধিকাংশ মাশায়িখের অভিমত । দিনের বেলা চাঁদ দেখার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই-চাই তা মধ্যাহ্নের পূর্বে হোক অথাব পরে হোক। গ্রহণযোগ্য বর্ণনা মতে, সেটি আগত রাতের চাঁদ বলে বিবেচিত হবে।

بَابُ مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ شَيْئًا مِنْهَا لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا وَإِنْ كَانَ النَّاسِي قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُهُ بِهِ مَنْ رَآهُ يَأْكُلُ وَكُرِهَ عَدَمُ تَذْكِيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ فَالْأَوْلَى عَدَمُ تَذْكِيْرِهِ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ وَإِنْ أَدَامَ النَّظَرَ وَالْفِكْرَ أَوِ ادَّهَنَ أَوِ اكْتَحَلَ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي

১৯০. সত্যবাদী বা ন্যায়পরায়ণ বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার নেক আমল মন্দ আমলের তুলনায় অধিক

১৯১. অজ্ঞাত বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার তাকওয়া, পাপপ্রবণতা ও মিথ্যাবাদিতা কোনটাই জানা নয়

حَلْقِهِ اَوِ احْتَجَمَ اَوِ اغْتَابَ اَوْ نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يُفْطِرْ اَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ
دُخَانٌ بِلَاصُنْعِهِ اَوْ غُبَارٌ وَلَوْ غُبَارُ الطَّاحُوْنِ اَوْ ذُبَابٌ اَوْ اَثَرُ طَعْمِ
الْاَدْوِيَةِ فِيْهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ اَوْ اَصْبَحَ جُنُبًا وَلَوِ اسْتَمَرَّ يَوْمًا بِالْجَنَابَةِ اَوْ
صُبَّ فِيْ اِحْلِيْلِهِ مَاءً اَوْ دُهْنًا اَوْ خَاضَ نَهْرًا فَدَخَلَ الْمَاءُ اُذُنَهُ اَوْحَكَّ
اُذُنَهُ بِعُوْدٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ دَرَنٌ ثُمَّ اَدْخَلَهُ مِرَارًا اِلٰى اُذُنِهِ اَوْ اَدْخَلَ اَنْفَهُ
مُخَاطٌ فَاسْتَنْشَقَهُ عَمْدًا اَوِ ابْتَلَعَهُ وَيَنْبَغِيْ اِلْقَاءُ النُّخَامَةِ حَتّٰى لَايَفْسُدَ
صَوْمُهُ عَلٰى قَوْلِ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَعَادَ
بِغَيْرِ صُنْعِهِ وَلَوْ مَلَاَ فَاهُ فِي الصَّحِيْحِ اَوِ اسْتَقَاءَ اَقَلَّ مِنْ مِلْاِ فِيْهِ عَلَى
الصَّحِيْحِ وَلَوْ اَعَادَهُ فِي الصَّحِيْحِ اَوْ اَكَلَ مَا بَيْنَ اَسْنَانِهِ وَكَانَ دُوْنَ
الْحِمَّصَةِ اَوْ مَضَغَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ مِنْ خَارِجِ فَمِهِ حَتّٰى تَلَاشَتْ وَلَمْ يَجِدْ
لَهَا طَعْمًا فِيْ حَلْقِهِ۔

পরিচ্ছেদ

যে সকল বস্তু রোযা নষ্ট করে না

(রোযা বিনষ্ট করে না) এরূপ বস্তুর সংখ্যা (প্রায়) চব্বিশটি। রোযার কথা স্মরণ না থাকা অবস্থায় কোন কিছু খেয়ে ফেলা, পান করা অথবা সঙ্গম করা। যদি ভুলে যাওয়া ব্যক্তি রোযা রাখার ব্যাপারে সামর্থ্যবান হয়, তবে যে লোক তাকে খেতে দেখে সে তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তাকে স্মরণ করিয়ে না দেয়া মাকরূহ হবে। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তির রোযা রাখার শক্তি না থাকে তবে উত্তম হলো তাকে তা স্মরণ করিয়ে না দেয়া। কেবল লজ্জাস্থানের প্রতি দেখার কারণে বীর্যপাত হওয়া। এতদ্বিষয়ক চিন্তার কারণে শুক্র নির্গত হওয়া, যদিও সে স্থিরভাবে সে দিকে দেখতে থাকে ও চিন্তা করতে থাকে। তৈল মালিশ করা কিংবা সুরমা লাগানোর কারণে কণ্ঠনালিতে সে তার স্বাদ অনুভব করা। রক্তমোক্ষণ করা, পরনিন্দা করা, ইফতারের নিয়্যত করা কিন্তু ইফতা না করা, নিজের স্বেচ্ছাকর্ম ছাড়া কণ্ঠনালিতে ধোঁয়া প্রবেশ করা, ধুলো প্রবেশ করা-চাই তা চাক্কীর ধুলোই হোক না কেন, মাছি ঢুকে পড়া, রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় ঔষধের স্বাদের প্রতিক্রিয়া কণ্ঠনালিতে অনুভূত হওয়া, জুনুবী অবস্থায় প্রভাত করা ও জুনুবী হিসাবে সারাদিন অতিবাহিত করা, পেশাবের পথে পানি বা তৈল প্রবেশ করানো, নদীতে ডুব দেয়ার ফলে কানে পানি ঢুকা, কোন কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা কান চুলকানোর ফলে খোল বের হওয়া ও তৎপর তা বার বার কানে প্রবেশ করানো, নাকে শ্লেষ্মা জমা হওয়া অতঃপর তা ইচ্ছাকৃতভাবে উপরে উঠিয়ে নেয়া অথবা গিলে ফেলা। শ্লেষ্মা ফেলে দেয়া বিধেয়, যাতে ইমাম

শাফিয়ীর মতে রোযা বিনষ্ট না হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসা এবং কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া তা ফিরে যাওয়া যদিও তা মুখভরে হয়-বিশুদ্ধ মাযহাব মতে। সহীহ্ মাযহাব মতে নিজের ইচ্ছায় মুখপূর্ণ হওয়ার কম[১৯২] পরিমাণ বমি করা, যদিও তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়-অথবা দাঁতের মধ্যে লেগে থাকা বস্তু খেয়ে ফেলা এবং তা চনার পরিমাণ থেকে ক্ষুদ্র হওয়া, অথবা তিল জাতীয় কোন ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তু মুখের বাইর হতে এমনভাবে বিচানো যে, এর ফলে তা একাকার হয়ে হয়ে যাওয়া এবং কণ্ঠনালিতে এর কোন স্বাদ অনুভূত না হওয়া।

بَابُ مَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ
وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ

وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ شَيْئًا اِذَا فَعَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا مِنْهَا طَائِعًا مُتَعَمِّدًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَهِيَ الْجِمَاعُ فِيْ أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ سَوَاءٌ فِيْهِ مَا يُتَغَذّٰى بِهِ أَوْ يُتَدَاوٰى بِهِ وَابْتِلَاعُ مَطَرٍ دَخَلَ اِلٰى فَمِهِ وَأَكْلُ اللَّحْمِ النَّيْءِ اِلَّا اِذَا دَوَّدَ وَأَكْلُ الشَّحْمِ فِيْ اخْتِيَارِ الْفَقِيْهِ أَبِي اللَّيْثِ وَقَدِيْدِ اللَّحْمِ بِالْاِتِّفَاقِ وَأَكْلُ الْحِنْطَةِ وَقَضْمُهَا اِلَّا أَنْ يَمْضَغَ قُمْحَةً فَتَلَاشَتْ وَابْتِلَاعُ حَبَّةِ حِنْطَةٍ وَابْتِلَاعُ حَبَّةِ سِمْسِمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ خَارِجِ فَمِهِ فِي الْمُخْتَارِ وَأَكْلُ الطِّيْنِ الْأَرْمَنِيِّ مُطْلَقًا وَالطِّيْنِ غَيْرِ الْأَرْمَنِيِّ كَالطَّفْلِ اِنِ اعْتَادَ أَكْلَهُ وَالْمِلْحِ الْقَلِيْلِ فِي الْمُخْتَارِ وَابْتِلَاعُ بُزَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ صَدِيْقِهِ لَا غَيْرِهِمَا وَأَكْلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيْبَةٍ أَوْ بَعْدَ حِجَامَةٍ أَوْ بَعْدَ مَسٍّ أَوْ قُبْلَةٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ بَعْدَ مُضَاجَعَةٍ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ أَوْ بَعْدَ دَهْنِ شَارِبِهِ ظَانًّا أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذٰلِكَ اِلَّا اِذَا أَفْتَاهُ فَقِيْهٌ أَوْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَعْرِفْ تَاْوِيْلَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاِنْ عَرَفَ تَاْوِيْلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلٰى مَنْ طَاوَعَتْ مُكْرَهًا .

১৯২. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এর দ্বারা রোযা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

পরিচ্ছেদ

যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ হয় ও কাযাসহ কাফফারা ওয়াজিব হয়

(যে সকল বস্তু দ্বারা রোযা বিনষ্ট হয় এবং কাযাসহ কাফফারা ওয়াজিব হয়) সে সকল বস্তুর সংখ্যা বাইশটি। যখন রোযাদার ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত ঐ সকল বিষয়ের কোন একটি সংঘটিত করে তখন তার উপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়। সে বাইশটি জিনিস এই—দুই রাস্তার যে কোন এক রাস্তায় সঙ্গম করা, এর দ্বারা সঙ্গমকারী ও যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে উভয়ের উপর (কাযা ও কাফ্ফারা আবশ্যক), আহার করা। পান করা-চাই সেটি এমন বস্তু হোক যা দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হয় অথবা তা চিকিৎসার কাজে আসে; এবং মুখে প্রবেশ করেছে এরূপ বৃষ্টির ফোটা গিলে ফেলা; কাঁচা গোস্ত ভক্ষণ করা, কিন্তু পোকা পড়া গোশত ভক্ষণ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। ফকীহ আবুল লায়স কর্তৃক গৃহীত মতে চর্বি খাওয়া (কাযা ও কাফফারার কারণ হয়); শুকনো গোস্ত খাওয়া সর্ব সম্মতভাবে (কাযা-কাফফারার কারণ); গমের দানা খাওয়া, গমের দানা চর্বণ করা। কিন্তু একটি চানা চিবানোর ফলে তা যদি মুখের সাথে একাকার হয়ে যায় (তাহলে কাযা-কাফফারা ওয়াজিব হবে না); একটি গমের দানা গিলে ফেলা; গ্রহণযোগ্য মতে, একটি শরষে দানা অথবা এ জাতীয় কিছু মুখের বার হতে গলাধকরণ করা এবং আরমনী মাটি খাওয়া এবং আারমানী মাটি ব্যতীত যদি অন্য কোন মাটি খাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে তা খাওয়া, যেমন 'তিফল' নামীয় মাটি খাওয়া, গ্রহণযোগ্য মতে সামান্য পরিমাণ লবন (খাওয়া), নিজ স্ত্রীর থুথু অথবা আপন বন্ধুর থুথু গিলে ফেলা-এ দু'জন ব্যতীত অন্য কারো নয়; গীবত করা, রক্তমোক্ষণ, অথবা যৌনাকাঙ্খার সাথে স্পর্শ করার, যৌনাকাঙ্খাসহ চুমু খাওয়ার, শুক্রপাত ব্যতীত সঙ্গম করার, অথবা গোঁপে তৈল দেওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হওয়ার ধারণার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করা (কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়)। অবশ্য কোন ফকীহ্ তাকে ফাতওয়া দিলে অথবা সে কোন হাদীস শুনল কিন্তু সে নিজ মাযহাব অনুযায়ী হাদীসটির ব্যাখ্যা জানে না (তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না); কিন্তু সে যদি হাদীসটির ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এমন স্ত্রীলোকের উপরও কাফফারা ওয়াজিব যে জোরপূর্বকভাবে অভিগমনে বাধাকৃত ব্যক্তির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়[১৯৩]।

فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ وَمَا يُسْقِطُهَا عَنِ الذِّمَّةِ

تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِطُرُوِّ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ مُبِيْحٍ لِلْفِطْرِ فِيْ يَوْمِهٖ وَلَا تَسْقُطُ عَمَّنْ سُوْفِرَ بِهٖ كُرْهًا بَعْدَ لُزُوْمِهَا عَلَيْهِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْكَفَّارَةُ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ عَجِزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ

১৯৩. ধরা যাক, 'কমলকে' ব্যভিচার করর জন্য বাধ্য করছিল। তখন 'দামিনি' কোন জবরদস্তি ছাড়াই নিজে নিজেতাতে রাজি হয়েছে। এ অবস্থায় দামিনির উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। কমলের উপর নয়।

مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيْهِمَا يَوْمُ عِيْدٍ وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ أَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا يُغَدِّيْهِمْ وَيُعَشِّيْهِمْ غَدَاءً وَعَشَاءً مُشْبِعَيْنِ أَوْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءً وَسُحُوْرًا أَوْ يُعْطِيْ كُلَّ فَقِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيْقِهِ أَوْ سَوِيْقِهِ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ قِيْمَتَهُ وَكَفَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ جِمَاعٍ وَأَكْلٍ مُتَعَدِّدٍ فِيْ أَيَّامٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُ تَكْفِيْرٌ وَلَوْ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الصَّحِيْحِ فَإِنْ تَخَلَّلَ التَّكْفِيْرُ لَا تَكْفِيْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

পরিচ্ছেদ

কাফফারা এবং যা কাফফারাকে রহিত করে

ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করার দিন হায়য, নিফাস অথবা রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হয় যদি এমন কিছু দেখা দেয় তবে তার সেদিনকার রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কারও উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার পর তাকে জবরদস্তি মূলকভাবে সফরে নিয়ে যাওয়া হল তার কাফফারা রহিত হবে না। কাফ্ফারা হলো একজন কৃতদাস মুক্ত করা। কৃতদাসটি অমুসলিম হলেও ক্ষতি নেই। অতপর সে যদি দাস মুক্ত করার ব্যাপারে অপারগ হয় তবে এমন দু'মাস লাগাতার রোযা রাখবে যাতে ঈদ ও তাশরীকের দিবসসমূহ না থাকে। যদি সে রোযার ব্যাপারে সামর্থবান না হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। তাদেরকে দিনের বেলা দিনের খাবার এবং রাতের বেলা রাতের খাবার পেটভরে খাওয়াবে, অথবা দুইদিনে দিনের খাবার এবং দুরাতের খাবার, অথবা রাতের খাবার ও সেহ্রী খাবার খাওয়াবে, অথবা প্রত্যেক ফকীরকে অর্ধ সা' পরিমাণ গম অথবা আটা বা তার ছাতু অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা যব কিংবা তার মূল্য দিয়ে দিবে। বিশুদ্ধ মতে রমযানের দিনে একাধিকবার স্ত্রীসঙ্গম ও একাধিকবার পানাহারের মাধ্যমে একাধিক রোযা ভঙ্গের বিপরীতে একটি মাত্র কাফফারাই যথেষ্ট হবে[১৯৪], যদিও সে রোযাগুলো দুই রমযানের হয় এবং রোযাগুলোর মাঝে কোন কাফফারা প্রদান করা না হয় । পক্ষান্তরে যদি (ঐ সকল দিনের) মাঝে কাফফারা প্রদান করা হয়ে থাকে তবে যাহিরী বর্ণনা মতে একটি কাফফারা যথেষ্ট হবে না।

১৯৪. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এক বা একাধিক রমযানে একাধিক দিন সংগম করে ও একাধিক দিন খানা খেয়ে রোযা ভঙ্গ করে থাকে এবং এ গুলোর মাঝে কোন কাফ্ফারা আদায় না করে থাকে তবে তার সবকটি রোজা ভঙ্গের জন্য একই কাফ্ফারা যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি সে এর মাঝে কাফফারা আদায় করে থাকে তবে কাফফারা আদায় করতে হবে। মোট কথা এক রমযানের রোযা হোক অথবা একাধিক রমযানের রোযা হোক সমস্ত রোযার জন্য একই কাফ্ফারা যথে হবে, যদি পূর্বে কোন কাফফারা আদায় না করে থাকে। যাহির বর্ণনা অনুযায়ী এটাই সঠিক অভিমত। (বাহরুর রায়িক)

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ

وَهُوَ سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ شَيْئًا إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَرْزًا نِيًّا أَوْ عَجِيْنًا أَوْ دَقِيْقًا أَوْ مِلْحًا كَثِيْرًا دَفْعَةً أَوْ طِيْنًا غَيْرَ أَرْمَنِيٍّ لَمْ يَعْتَدْ أَكْلَهُ أَوْ نَوَاةً أَوْ قُطْنًا أَوْ كَاغَذًا أَوْ سَفَرْجَلًا وَلَمْ يُطْبَخْ أَوْ جَوْزَةً رَطْبَةً أَوِ ابْتَلَعَ حَصَاةً أَوْ حَدِيْدًا أَوْ تُرَابًا أَوْ حَجَرًا أَوِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَ أَوْ أَوْجَرَ بِصَبِّ شَيْءٍ فِيْ حَلْقِهِ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ أَقْطَرَ فِيْ أُذُنِهِ دُهْنًا أَوْ مَاءً فِي الْأَصَحِّ أَوْ دَاوٰى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ وَوَصَلَ إِلٰى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَطَرٌ أَوْ ثَلْجٌ فِي الْأَصَحِّ وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ بِصُنْعِهِ أَوْ أَفْطَرَ خَطَأً بِسَبْقِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ إِلٰى جَوْفِهِ أَوْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا وَلَوْ بِالْجِمَاعِ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ أَفْطَرَتْ خَوْفًا عَلٰى نَفْسِهَا مِنْ أَنْ تَمْرَضَ مِنَ الْخِدْمَةِ أَمَةً كَانَتْ أَوْ مَنْكُوْحَةً أَوْ صَبَّ أَحَدٌ فِيْ جَوْفِهِ مَاءً وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ أَكَلَ عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ نَاسِيًا وَلَوْ عَلِمَ الْخَبَرَ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا أَوْ أَكَلَ بَعْدَ مَا نَوٰى نَهَارًا وَلَمْ يُبَيِّتْ نِيَّتَهُ أَوْ أَصْبَحَ مُسَافِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ ثُمَّ أَكَلَ أَوْ سَافَرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ مُقِيْمًا فَأَكَلَ أَوْ أَمْسَكَ بِلَا نِيَّةِ صَوْمٍ وَلَا نِيَّةِ فِطْرٍ أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِيْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَهُوَ طَالِعٌ أَوْ أَفْطَرَ بِظَنِّ الْغُرُوْبِ وَالشَّمْسُ بَاقِيَةٌ أَوْ أَنْزَلَ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيْمَةٍ أَوْ بِتَفْخِيْذٍ أَوْ بِتَبْطِيْنٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ أَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ أَدَاءِ رَمَضَانَ أَوْ وُطِئَتْ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ أَقْطَرَتْ فِيْ فَرْجِهَا عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ مَبْلُوْلَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ فِيْ دُبُرِهِ أَوْ أَدْخَلَتْهُ فِيْ فَرْجِهَا الدَّاخِلِ فِي الْمُخْتَارِ أَوْ أَدْخَلَ قُطْنَةً فِيْ دُبُرِهِ أَوْ فِيْ فَرْجِهَا الدَّاخِلِ وَغَيَّبَهَا أَوْ أَدْخَلَ حَلْقَهُ دُخَانًا بِصُنْعِهِ أَوِ اسْتَقَاءَ وَلَوْ دُوْنَ مِلْءِ الْفَمِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَشَرَطَ أَبُوْ يُوْسُفَ مِلْءَ الْفَمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ أَوْ أَعَادَ مَا ذَرَعَهُ مِنَ الْقَيْءِ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ وَهُوَ

ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ أَوْ نَوَى الصَّوْمَ نَهَارًا بَعْدَمَا أَكَلَ نَاسِيًا قَبْلَ إِيجَادِ نِيَّتِهِ مِنَ النَّهَارِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ جَمِيعَ الشَّهْرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْيَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ أَوْ حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ أَوْ جُنَّ غَيْرَ مُمْتَدٍّ جَمِيعَ الشَّهْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بِإِفَاقَتِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي الصَّحِيحِ .

পরিচ্ছেদ

যে সকল বিষয় কাফফারা ব্যতীত কেবল রোযা ভঙ্গ করে

(কাফফারা ব্যতিরেকে রোযা বিনষ্ট করে) এরূপ বস্তুর সংখ্যা সাতান্নটি। যখন রোযাদার ব্যক্তি কাঁচা চাউল, অথবা গোলা আটা, অথবা শুকনো আটা, একসাথে অধিক পরিমাণ লবন, অথবা আরমিনী মাটি ব্যতীত অন্য কোন মাটি যা খাওয়ার ব্যাপারে সে অভ্যস্ত নয়, অথবা কোন কিছুর দানা অথবা তুলা অথবা কাগজ, অথবা এ জাতীয় ফল যা পরিপক্ক হয় নি, অথবা কোমল আখরোট খায়, অথবা কঙ্কর, অথবা লোহা, অথবা মাটি, অথবা পাথর গিলে ফেলে, অথবা (পেট পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে) পায়ুপথে ঔষধ ঢোকায়, অথবা নাসাপথে ঔষধ সেবন করে, অথবা বিশুদ্ধতম মতে (নলি ইত্যাদি দ্বারা) প্রবাহিত করে কণ্ঠনালিতে কিছু পৌঁছে দেয়, অথবা বিশুদ্ধতম মতে কর্ণকুহরে তৈল অথবা পানির ফোটা দেয়, অথবা পেট কিংবা মস্তকের ক্ষতে কোন ঔষধ লাগায় এবং তা পেট ও মস্তকের অভ্যন্তরে পৌঁছে যায়, অথবা বিশুদ্ধমত মতে তার কণ্ঠনালিতে বৃষ্টির ফোটা বা বরফ ঢুকে যায় যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে নি, অথবা অসাবধানতা বশত কুলির পানি পেটে গমনের কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, অথবা জবরদস্তির কারণে রোযা ভঙ্গ করে-যদিও তা স্ত্রী সম্ভোগ দ্বারাই হয়ে থাকে, অথবা স্ত্রী সম্ভোগের জন্য বাধ্য করা হয়, অথবা স্ত্রীলোক সেবাকর্মের দরুন নিজ শারীরিক রুগ্নতার আশঙ্কায় রোযা ভঙ্গ করে-চাই সে কৃতদাসী হোক অথবা বিবাহিতা হোক, অথবা নিদ্রিত অবস্থায় কেউ তার পেটে পানি প্রবিষ্ট করে, অথবা বিশুদ্ধতম মতে হাদীস সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও রোযার কথা বিস্মৃত হয়ে কিছু খাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করে, অথবা রোযার কথা বিস্মৃত অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্গম করে, অথবা দিনের বেলা রোযার নিয়্যত করার পর কিছু খায় এবং সে রোযার নিয়্যতটি রাতের বেলা থেকে করা না থাকে, অথবা মুসাফির অবস্থায় প্রভাত করে ইকামতের নিয়্যত করে ও অতপর আহার করে, অথবা মুকীম অবস্থায় প্রভাত করে সফর শুরু করে ও অতপর কিছু ভক্ষণ করে, অথবা (রমযানের দিনে) রোযা রাখা ও রোযা ভঙ্গ করার নিয়্যত ব্যতিরেকে পানাহার হতে বিরত থাকে, অথবা প্রভাতের উদয়কালে তার উদয়ের প্রতি সন্দিহান থাকা অবস্থায় সেহরী খায় কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করে, অথবা সূর্যের অস্তিত্ব বহাল থাকা অবস্থায় অস্তমিত হয়ে যাওয়ার ধারণার বশবর্তী হয়ে ইফতার করে, অথবা মৃত জন্তুর সাথে সঙ্গম করা দ্বারা কিংবা রান ও পেট স্পর্শ করা দ্বারা অথবা চুমু খাওয়া বা হাতে ধরার দ্বারা বীর্যপাত হলে, অথবা রমযানের রোযা আদায় ব্যতীত অন্য কোন রোযা বিনষ্ট করে দিলে, অথবা

স্ত্রীলোক নিদ্রিত থাকা অবস্থায় তাকে সম্ভোগ করা হলে, অথবা বিশুদ্ধতম মতে স্ত্রীলোক তার জরায়ূতে (কোন তরল বস্তুর) ফোটা ঢুকালে, অথবা পুরুষ তার সিক্ত ও তৈলাক্ত আঙ্গুল পায়ূপথে প্রবেশ করালে, অথবা পুরুষ স্বীয় পায়খানার রাস্তায় অথবা স্ত্রীলোক তার জরায়ূতে তুলা ঢোকালে এবং তা অদৃশ্য হয়ে গেলে, অথবা তার নিজের স্বেচ্ছা কর্মের কারণে কণ্ঠনালিতে ধোঁয়া প্রবেশ করলে, অথবা যাহির বর্ণনা মতে বমি করলে-যদি তা মুখ ভর্তি না হয়। ইমাম আবূ য়ূসুফ (রহ) মুখভর্তি হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন এবং এটাই সঠিক। অথবা যে বমি নিজে নিজে হতে ছিল যদি রোযাদার সে বমিকে ফিরিয়ে দেয় এবং সেটি মুখভর্তি থাকে এবং সে সময় রোযার কথাটি তার স্মরণ থাকে, অথবা সে এমন বস্তু খেয়ে ফেলে যা তার দাঁতের সাথে লেগেছিল এবং সে বস্তুটি একটি চানা পরিমাণ ছিল, অথবা দিনের বেলা রোযার নিয়্যত করার পূর্বেই বিস্মৃতিজনিত কারণে কিছু খেয়ে ফেলার পর দিনের বেলা নিয়্যত করলে, অথবা কেউ বেহুঁশ হয়ে গেলে-যদিও তা সারা মাসব্যাপী হয়, তবে সে ঐ দিনের রোযার কাযা করবে না যেদিন বা যে রাতে তার জ্ঞানশূন্যতা দেখা দিয়েছে, অথবা সে পাগল হয়ে গিয়েছে[১৯৫] যা সারা মাসব্যাপী স্থায়ী ছিল না তার উপর কাযা আবশ্যক। সঠিক মতে (যদি পাগলামো মাসব্যাপী স্থায়ী হয় এবং) শেষ রাত অথবা শেষ দিন নিয়্যত করার সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে সুস্থতা ফিরে আসে তবে সে কারণে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না।

فَصْلٌ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ عَلٰى مَنْ فَسَدَ صَوْمُهٗ وَعَلٰى حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَعَلٰى صَبِيٍّ بَلَغَ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ إِلَّا الْأَخِيْرَيْنِ .

পরিচ্ছেদ

যে ব্যক্তির রোযা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে অবশিষ্ট দিন পানাহার (ইত্যাদি) হতে তার বিরত থাকা আবশ্যক। অনুরূপভাবে হায়য ও নিফাসসম্পন্ন নারী যারা ফজরের সময় আরম্ভ হওয়ার পর পবিত্র হয়েছে এবং যে শিশু বালিগ হয়েছে এবং যে কাফির মুসলমান হয়েছে-(তাদের জন্যও অবশিষ্ট দিবস পানাহার হতে বিরত থাকা বিধেয়)। শেষোক্ত দুইজন ব্যতীত সকলের উপর উক্ত রোযার কাযা ওয়াজিব।

---

১৯৫. পাগল হওয়ার পরের অবস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে, (১) পাগল অবস্থায় সারা রমযান অতিবাহিত হওয়া। এ অবায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কারণ এ অবস্থায় তাকে গায়র মুকাল্লাফ গণ্য করা হবে। যদি সে রমযানের শেষ দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর অর্থাৎ নিয়্যতের শেষ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সুস্থ হয় তবু তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। (২) রমযানের শেষ দিন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সুস্থ হওয়া। এ অবস্থায় তার উপর সে সমস্ত রোযার কাযা করা আবশ্যক যেগুলোতে সে পাগল ছিল। অবশ্য সে যদি অসুস্থ হয়ে যায় এবং এ অসুস্থতা সারা দিন পর্যন্ত থাকে তা হলে তার উপর তা কাযা জরুরী হবে না।

فَصْلٌ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ وَمَا لَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ

كُرِهَ لِلصَّائِمِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَضْغُ الْعِلْكِ وَالْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ فِيهِمَا عَلَى نَفْسِهِ الْإِنْزَالَ أَوِ الْجِمَاعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَجَمْعُ الرِّيقِ فِي الْفَمِ ثُمَّ ابْتِلَاعُهُ وَمَا ظَنَّ أَنَّهُ يُضْعِفُهُ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَتِسْعَةُ أَشْيَاءَ لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ اَلْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ مَعَ الْأَمْنِ وَدُهْنُ الشَّارِبِ وَالْكُحْلُ وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ وَالسِّوَاكُ آخِرَ النَّهَارِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ كَأَوَّلِهِ وَلَوْ كَانَ رَطْبًا أَوْ مَبْلُوْلًا بِالْمَاءِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ لِغَيْرِ وُضُوْءٍ وَالْاِغْتِسَالُ وَالتَّلَفُّفُ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍّ لِلتَّبَرُّدِ فِيهِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ اَلسُّحُوْرُ وَتَأْخِيْرُهُ وَتَعْجِيْلُ الْفِطْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ غَيْمٍ .

পরিচ্ছেদ

রোযাদারের জন্য কি কি মাকরূহ, কি কি মাকরূহ নয়,ও কি কি মুস্তাহাব

সাতটি কাজ করা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। ওযর ব্যতীত কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা, এবং কোন কিছু চাবানো, কোন আঠাল বস্তু চাবানো, যাহির বর্ণনা মতে (স্ত্রীকে) চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করা-যদি এ কাজে শুক্র পতন অথবা সঙ্গমের ব্যাপারে নিজের উপর নিশ্চিন্ত না হতে পারে। মুখে থুথু জমা করা অতপর তা গিলে ফেলা এবং ঐ সকল কাজ করা যে সম্পর্কে তার ধারণা হয় যে, তা তাকে দূর্বল করে দেবে- যেমন টিকা নেয়া ও শিঙা লাগানো। নয়টি জিনিস রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়- চুমু খাওয়া ও আলিঙ্গন করা (যদি শুক্র পতন ও সঙ্গমে লিপ্ত না হওয়ার) নিশ্চয়তা থাকে, গোঁপে তৈল দেয়া, সুরমা লাগানো, শিঙা লাগানো বা টিকা নেয়া, এবং দিনের শেষ দিকে মিসওয়াক করা, বরং দিনের শেষাংশে মিসওয়াক প্রথমার্ধে মিসওয়াক করার মতই সুন্নাত-যদিও সেটি পানি দ্বারা সিক্ত হয়। ওযূ না করে কেবল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া, গোসল করা এবং প্রদত্ত ফাতওয়া মতে ঠান্ডা হাসিলের জন্য ভেজা কাপড় দ্বারা শরীর প্যাঁচানো। রোযাদার ব্যক্তির জন্য তিনটি জিনিস মুস্তাহাব- সেহরী খাওয়া, সেহরীকে বিলম্বিত করা এবং আকাশ মেঘলা না হলে তাড়াতাড়ি ইফতার[১৯৬] করা।

---

১৯৬. ইফতারকে এতটুকু বিলম্বিত করা যাতে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ

لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ بُطْءَ الْبُرْءِ الْفطر وَلِحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتْ نُقْصَانَ الْعَقْلِ أَوِ الْهَلَاكَ أَوِ الْمَرَضَ عَلٰى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا نَسَبًا كَانَ أَوْ رِضَاعًا وَالْخَوْفُ الْمُعْتَبَرُ مَا كَانَ مُسْتَنِدًا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِتَجْرُبَةٍ أَوْ إِخْبَارِ طَبِيْبٍ مُسْلِمٍ حَاذِقٍ عَدْلٍ وَلِمَنْ حَصَلَ لَهٗ عَطَشٌ شَدِيْدٌ أَوْ جُوْعٌ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ وَلِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَصَوْمُهٗ أَحَبُّ إِنْ لَمْ يَضُرَّهٗ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفْقَتِهٖ مُفْطِرِيْنَ وَلَا مُشْتَرِكِيْنَ فِي النَّفَقَةِ فَإِنْ كَانُوْا مُشْتَرِكِيْنَ أَوْ مُفْطِرِيْنَ فَالْأَفْضَلُ فِطْرُهٗ مُوَافَقَةً لِلْجَمَاعَةِ وَلَا يَجِبُ الْإِيْصَاءُ عَلٰى مَنْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهٖ بِمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهٖ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَضَوْا مَاقَدَرُوْا عَلٰى قَضَائِهٖ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ قَدَّمَ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا فِدْيَةَ بِالتَّأْخِيْرِ إِلَيْهِ وَيَجُوْزُ الْفِطْرُ لِشَيْخٍ فَانٍ وَعَجُوْزٍ فَانِيَةٍ وَتَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَبَدِ فَضَعُفَ عَنْهُ لِاشْتِغَالِهٖ بِالْمَعِيْشَةِ يُفْطِرُ وَيَفْدِيْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفِدْيَةِ لِعُسْرَتِهٖ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَيَسْتَقِيْلُهٗ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ أَوْ قَتْلٍ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهٖ مِنْ عِتْقٍ وَهُوَ شَيْخٌ فَانٍ أَوْ لَمْ يَصُمْ حَتّٰى صَارَ فَانِيًا لَا يَجُوْزُ لَهُ الْفِدْيَةُ لِأَنَّ الصَّوْمَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ غَيْرِهٖ وَيَجُوْزُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْفِطْرُ بِلَا عُذْرٍ فِيْ رِوَايَةٍ وَالضِّيَافَةُ عُذْرٌ عَلَى الْأَظْهَرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيْفِ وَلَهُ الْبِشَارَةُ بِهٰذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيْلَةِ وَإِذَا أَفْطَرَ عَلٰى أَيِّ حَالٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا إِذَا شَرَعَ مُتَطَوِّعًا فِيْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ يَوْمَيِ الْعِيْدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَلَا يَلْزَمُهٗ قَضَاؤُهَا بِإِفْسَادِهَا فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

পরিচ্ছেদ

যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয

যে ব্যক্তি তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার অথবা সুস্থতা বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। অনুরূপ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী যদি নিজের অথবা নিজের সন্তানদের কোন শারীরিক ক্ষতি, অথবা মৃত্যু কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। চাই সন্তান গর্ভজাত হোক অথবা দুগ্ধপোষ্য হোক। গ্রাহ্‌ণযোগ্য আশঙ্কা হলো ঐটি যা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবল ধারণা অথবা সত্যানিষ্ঠ অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের সংবাদ নির্ভর হয়। অনুরূপ ঐ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা জায়িয, যে এরূপ কঠিন পিপাসা অথবা ক্ষুধার্ত হয় যে, এর দ্বারা মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় ও মুসাফিরের জন্য। তবে রোযা রাখা উত্তম যদি রোযা তার ক্ষতি না করে এবং তার অধিকাংশ সাথীগণ রোযা ভঙ্গকারী না হয় ও ব্যয়ভারে কেউ তার শরীক না হয়ে থাকে। আর যদি ব্যয়ভারে শরীক অথবা অধিকাংশ সহযাত্রী রোযা ভঙ্গকারী হয়, তবে জামাতের অনুকরণে রোযা ভঙ্গ করা উত্তম। যে ব্যক্তি রোগ, সফর ইত্যাদি ওযর রহিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে তার উপর রোযার কাফফারা আদায় করার ওসিয়্যত করা আবশ্য নয়, যেমন ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইকামাত ও সুস্থতার পরিমাণ অনুযায়ী যতগুলো (রোযার) কাযার ব্যাপারে তারা সক্ষম ততগুলো রোযা কাযা করবে। কিন্তু কাযার মধ্যে ধারাবাহিকতা[১৯৭] রক্ষা করা শর্ত নয়। এমতাবস্থায় অপর রমযান এসে পড়লে কাযার উপর তাকে অগ্রবর্তী করবে এবং কাযাকে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্বিত করার কারণে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না। শায়খে ফানী ও আজূযে ফানিয়ার (এরূপ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাদের শারীরিক শক্তি খতম হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যুর প্রহর গুনছে) জন্য রোযা না রাখা জায়িয। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি রোযার জন্য তাদের উপর অর্ধ সা' গম ফিদিয়া করা আবশ্যক হবে-ঐ ব্যক্তির মত যে সব সময় রোযা রাখার মান্নত করেছে, অতপর জীবিকার ব্যস্ততার কারণে এ ব্যাপারে অপারগ হয়ে পড়েছে। এরূপ ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করবে এবং ফিদিয়া আদায় করতে থাকবে, আর যদি ফিদিয়া কষ্টকর হওয়ার কারণে এ ব্যাপারে সে অক্ষম হয় তবে সে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তার উপর কসম অথবা হত্যার কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার পর যদি সে এতটুকু সামর্থ্য না রাখে যে, গোলাম মুক্ত করে তার কাফফারা আদায় করবে এবং সে মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে, অথবা কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার সময় রোযা রাখার সামর্থ্য থাকলেও সে রোযা রাখে নাই এবং এমতাবস্থায় সে কর্মশক্তিহীন বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে তবে তার জন্য ফিদিয়া দেওয়া জায়িয নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে রোযা (দাসমুক্তি অথবা সাদ্‌কার) স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ। এক বর্ণনা মতে, নফল রোযা আদায়কারীর জন্য ওযর ব্যতীতই রোযা ভঙ্গ করা জায়িয। সুপ্রসিদ্ধ মতে আতিথ্য অতিথি ও মেজবান উভয়ের জন্যই ওযর, আর এই বিশেষ মহৎ কর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য হাদীছে দুঃসংবাদ রয়েছে। (নফল) রোযাদার যে কোন অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করুক তার উপর উক্ত রোযার কাযা করা আবশ্যক। কিন্তু সে যদি দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনসমূহের কোন এক দিনে নফল রোযা আরম্ভ করে, তবে যাহিরী বর্ণনা মতে ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করার কারণে তার উপর সেগুলোর কাযা করা আবশ্যক হবে না। আল্লাহ্‌ই সম্যক পরিজ্ঞাতা।

---

১৯৭. একের অধিক কাযা রোযা পালন করার সময় লাগাতারভাবে রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে সুযোগ পাওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করে লাগাতারভাবে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

بَابُ مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ مِنْ مَنْذُوْرِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا

إِذَا نَذَرَ شَيْئًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ إِذَا اجْتَمَعَ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوْدًا وَأَنْ يَكُوْنَ لَيْسَ وَاجِبًا فَلَا يَلْزَمُ الْوُضُوْءُ بِنَذْرِهِ وَلَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَلَا عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَلَا الْوَاجِبَاتُ بِنَذْرِهَا وَيَصِحُّ بِالْعِتْقِ وَالْاِعْتِكَافِ وَالصَّلٰوةِ غَيْرِ الْمَفْرُوْضَةِ وَالصَّوْمِ فَإِنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَصَحَّ نَذْرُ صَوْمِ الْعِيْدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فِي الْمُخْتَارِ وَيَجِبُ فِطْرُهَا وَقَضَاؤُهَا وَإِنْ صَامَهَا أَجْزَأَهُ مَعَ الْحُرْمَةِ وَأَلْغَيْنَا تَعْيِيْنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالْفَقِيْرِ فَيُجْزِئُهُ صَوْمُ رَجَبَ عَنْ نَذْرِهِ صَوْمَ شَعْبَانَ وَتُجْزِئُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِمِصْرَ نَذَرَ أَدَاءَهُمَا بِمَكَّةَ وَالتَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ عَنْ دِرْهَمٍ عَيَّنَهُ لَهُ وَالصَّرْفُ لِزَيْدِ نِ الْفَقِيْرِ بِنَذْرِهِ لِعَمْرٍو وَإِنْ عَلَّقَ النَّذْرَ بِشَرْطٍ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ وُجُوْدِ شَرْطِهِ .

পরিচ্ছেদ

মান্নত রোযা, মান্নত নামায যা পূর্ণ করা আবশ্যক

যখন কেউ কোন কিছু মান্নত করে তখন তিনটি শর্তে সেটি পূরণ করা আবশ্যক। শর্তগুলো এই, যে বিষয়ে মান্নত করা হয়েছে সে জাতীয় বস্তুর ফরয ইবাদত হওয়া, সেই ফরয ইবাদতটি কোন স্বতন্ত্র ইবাদত হওয়া এবং মান্নত ব্যতীত সেটি পূর্ব হতে তার উপর ওয়াজিব না হওয়া। সুতরাং মান্নতের কারণে ওযূ ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে তিলাওয়াতের সাজদা ও রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করা ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে ওয়াজিব (ইবাদত) মান্নতের কারণে (পূর্ণ করা আবশ্যক হবে না)। কিন্তু দাস মুক্ত করা, ই'তিকাফ করা এবং ফরয নয় এমন নামায ও রোযার মান্নত করা সঠিক হবে। যদি কোন শর্ত ছাড়া অথবা শর্তযুক্তভাবে কেউ কোন মান্নত করে এবং সেই শর্তটি পূরণ হয় তবে উক্ত মান্নত পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। মুখতার মতে দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনের জন্য রোযার মান্নত করা সঠিক, কিন্তু ঐ দিনগুলোতে রোযা না রাখা এবং পরে তার কাযা করা ওয়াজিব। যদি ঐ সমস্ত দিনে কোন ব্যক্তি রোযা রাখে তবে তা মাকরূহ

তাহরীমীর সাথে বৈধ হবে। মান্নতে কোন সময়, স্থান, দিরহাম ও ফকীর নির্দিষ্টকরণকে আমরা অনর্থক মনে করি। সুতরাং শাবানের মান্নতের রোযার জন্য রজবে রোযা রাখা সঠিক হবে এবং মিসরে দুই রাকাত নামায পড়া যথেষ্ট হবে যদি এ দু'রাকাত নামায মক্কাতে আদায় করার মান্নত করা হয়ে থাকে। মান্নতের জন্য কোন দিরহামকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এখন তার পরিবর্তে অন্য দিরহাম দ্বারা সাদ্কা করা এবং ওমার নামের ফকীরের জন্য মান্নতকৃত অর্থ যায়দ নামের ফকীরের জন্য ব্যয় করা বৈধ হবে। যদি মান্নতকে কোন শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে, তবে শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে এ ব্যাপারে সে যা করেছে তা তার মান্নতের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

هُوَ الْإِقَامَةُ بِنِيَّتِهِ فِيْ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ بِالْفِعْلِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَا يَصِحُّ فِيْ مَسْجِدٍ لَاتُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ لِلصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَلِلْمَرْأَةِ الْاِعْتِكَافُ فِيْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيْهِ وَالْاِعْتِكَافُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَاجِبٌ فِي الْمَنْذُوْرِ وَسُنَّةٌ كِفَايَةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمُسْتَحَبٌّ فِيْمَا سِوَاهُ وَالصَّوْمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْمَنْذُوْرِ فَقَطْ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةٌ يَسِيْرَةٌ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى الْمُفْتٰى بِهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْجُمُعَةِ أَوْ طَبِيْعِيَّةٍ كَالْبَوْلِ أَوْ ضَرُوْرِيَّةٍ كَانْهِدَامِ الْمَسْجِدِ وَإِخْرَاجِ ظَالِمٍ كُرْهًا وَتَفَرُّقِ أَهْلِهِ وَخَوْفٍ عَلٰى نَفْسِهِ أَوْ مَتَاعِهِ مِنَ الْمُكَابِرِيْنَ فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ الْوَاجِبُ وَانْتَهٰى بِهِ غَيْرُهُ وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقْدُهُ الْبَيْعَ لِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَكُرِهَ إِحْضَارُ الْمَبِيْعِ فِيْهِ وَكُرِهَ عَقْدُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ وَكُرِهَ الصَّمْتُ إِنِ اعْتَقَدَهُ قُرْبَةً وَالتَّكَلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحَرُمَ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيْهِ وَبَطَلَ بِوَطْئِهِ وَبِالْإِنْزَالِ بِدَوَاعِيْهِ وَلَزِمَتْهُ اللَّيَالِيْ أَيْضًا بِنَذْرِ اِعْتِكَافِ أَيَّامٍ وَلَزِمَتْهُ الْأَيَّامُ بِنَذْرِ اللَّيَالِيْ مُتَتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَزِمَتْهُ لَيْلَتَانِ بِنَذْرِ يَوْمَيْنِ وَصَحَّ نِيَّةُ النَّهَارِ خَاصَّةً دُوْنَ اللَّيَالِيْ وَإِنْ نَذَرَ اِعْتِكَافَ شَهْرٍ وَنَوَى النَّهَارَ خَاصَّةً أَوِ

اللَّيَالِي خَاصَّةً لَا تَعْمَلُ نِيَّتُهُ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْاِسْتِثْنَاءِ وَالْاِعْتِكَافُ مَشْرُوْعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عَنْ إِخْلَاصٍ وَمِنْ مَحَاسِنِهِ أَنَّ فِيْهِ تَفْرِيْغَ الْقَلْبِ مِنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَتَسْلِيْمَ النَّفْسِ إِلَى الْمَوْلٰى وَمُلَازَمَةَ عِبَادَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَالتَّحَصُّنَ بِحِصْنِهِ وَقَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللهُ مَثَلُ الْمُعْتَكِفِ مَثَلُ رَجُلٍ يَخْتَلِفُ عَلٰى بَابِ عَظِيْمٍ لِحَاجَةٍ فَالْمُعْتَكِفُ يَقُوْلُ لَا أَبْرَحُ حَتّٰى يَغْفِرَ لِيْ ـ وَهٰذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيْرِ بِعِنَايَةِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْقَدِيْرِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَنْ وَالَاهُ وَنَسْأَلُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ مُتَوَسِّلِيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيْمَ وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيْمَ .

পরিচ্ছেদ

ই'তিকাফ

ই'তিকাফের নিয়্যতে এমন কোন মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে, যাতে বর্তমানে পাঞ্জেগানা নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং গ্রহণযোগ্য মতে, এমন মসজিদে ই'তিকাফ সঠিক হবে না যাতে বর্তমানে জামাত অনুষ্ঠিত হয় না। স্ত্রীলোকগণ তাদের গৃহ-মসজিদে ই'তিকাফ করবে। গৃহ-মসজিদ হলো ঐ স্থান যাকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ই'তিকাফ তিন প্রকার- (১) ওয়াজিব, মান্নতের অবস্থায়। (২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া[১৯৮] - রমযানের শেষ দশ দিনে এবং (৩) মুস্তাহাব, উপরোক্ত দু'প্রকার ইতকাফ ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় ইতিকাফ করা। রোযা কেবল মান্নতকৃত ই'তিকাফ সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত। নফল ই'তিকাফ স্বল্প থেকে স্বল্পতম সময়-এর জন্যও হতে পারে। এমনকি ফাতওয়া সম্মতভাবে তা চলন্ত অবস্থায়ও হতে পারে। শরীআত স্বীকৃত প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফের স্থল হতে বের হবে না, যথা ঃ জুমুআ, অথবা মানবিক প্রয়োজন ইত্যাদি। মানবিক প্রয়োজন, যথাঃ পেশাব অথবা নিরুপায় অবস্থায়, যেমন মসজিদ ভূমিস্মাৎ হওয়া, অথবা কোন অত্যাচারী কর্তৃক জোরপূর্বক বের করে দেয়া এবং সেই মসজিদের লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং অত্যাচারীর হাতে ইতিকাফকারীর নিজ জান অথবা মালের ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকা। (এ সকল অবস্থার সম্মুখীন হলে) সে

---

১৯৮. অর্থাৎ, যদি কোন মহল্লায় একজন মাত্র ব্যক্তি ও ইতিকাফ করে তবে এর দ্বারা সকল মহল্লাবাসীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ না করলে সকলে গুনাহগার হবে।

তৎক্ষণাৎ অন্য কোন মসজিদে[১৯৯] গমন করবে। যদি ইতিকাফকারী কোন ওযর ব্যতীত ক্ষণিকের জন্যও মসজিদ হতে বের হয় তবে তার ওয়াজিব ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে[২০০] এবং ওয়াজিব নয় এমন ই'তিকাফের পরিসমাপ্তি ঘটবে। ই'তিকাফকারী নিজের পানাহার, নিদ্রা এবং তার নিজের অথবা তার পরিবারবর্গের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি মসজিদেই করবে। বিক্রয় পণ্য মসজিদে উপস্থিত করা মাকরূহ এবং কোন ব্যবসায়ী কাজ করাও মাকরূহ। মসজিদে চুপ-চাপ বসে থাকা মাকরূহ, যদি এরূপ চুপচাপ থাকাকে ছাওয়াবের কাজ মনে করা হয়। অনুরূপ উত্তম (দীনি) কথা ব্যতীত কোন কথা বলাও মাকরূহ। সঙ্গম করা ও সঙ্গমের কারণ হয় এরূপ কাজ করা হারাম। স্ত্রী-সহবাস ও সহবাসের প্ররোচনামূলক কাজের কারণে শুক্রপাত ঘটলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। দিনের বেলা ইতিকাফ করার মান্নতের কারণে ঐ সকল দিনের রাতেও ইতিকাফ করা আবশ্যক হয়ে যায়। অনুরূপ যাহির বর্ণনা মতে কয়েক রাতের মান্নতের কারণে ধারাবাহিকভাবে ঐ সকল রাতসংলগ্ন দিনের ইতিকাফও আবশ্যক হয়, যদিও তাতে ধারাবাহিকতার শর্ত আরোপ করা না হয়ে থাকে। দুই দিনের ই'তিকাফের নিয়্যত করা হয়ে থাকলে তার সাথে সাথে দুই রাতের ই'তিকাফও আবশ্যক হয়ে যাবে। তবে রাত ব্যতীত শুধু দিনের ই'তিকাফের নিয়্যত করাও সঠিক। কেউ যদি এক মাস ই'তিকাফ করার মান্নত করে এবং তন্মধ্যে কেবল দিন বা কেবল রাতসমূহে ই'তিকাফের নিয়্যত করে; তবে তার সেই নিয়্যত কার্যকরি হবে না। কিন্তু সে যদি সুস্পষ্টভাবে রাত অথবা দিনের কোন একটিকে বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করে তবে তা সঠিক হবে। ইতিকাফ কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত একটি বিষয় এবং এই ইতিকাফ একটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতরূপে গণ্য হয়, যদি তা নিয়্যতের বিশুদ্ধতার সাথে হয়ে থাকে। ইতিকাফের সৌন্দর্যসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে অন্তরকে দুনিয়াবী বিষয় হতে খালি করা হয়, মনকে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত করা হয়, তারই ঘরে পাবন্দীর সাথে তার ইবাদত করা হয় এবং স্বায়ং মাওলার ছাওনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে রক্ষা করা হয়। আল্লামা আতা (র.) বলেন, ইতিকাফকারীর অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি নিজের কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কোন বড়লোকের দ্বারস্থ হয়। সুতরাং ইতিকাফকারী (এরূপ অঙ্গীকার করে) বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ক্ষমা করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ দরজা ত্যাগ করব না। (লেখক বলেন,) এই অধম অক্ষমের জন্য এই (পুস্তকটি লেখা) সম্ভব হয়েছ তার সর্বশক্তিমান ক্ষমতাশীল মাওলার অনুগ্রহে। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের এ কাজের জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। আমরা হিদায়াত পেতাম না যদি না, তিনি আমাদেরে হিদায়াত করতেন। আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন আমাদের নেতা ও অভিভাবক খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সহচরবৃন্দ, তাঁর বংশধর ও যারা তাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি। পরিশেষে মহা পবিত্র সত্তা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন এই পুস্তকটিকে একমাত্র তার মহান সন্তুষ্টি লাভের উপায় হিসাবে কবূল করেন এবং এর দ্বারা ব্যাপক উপকারিতা দান করেন ও মহাপুরস্কার বখশিশ করেন-আমীন!!

---

১৯৯. শর্ত হলো, বের হওয়ার সময় অন্য মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া এবং পথিমধ্যে কোথাও যাত্রাবিরতি না করা। এভাবে বের হওয়া ও পথ চলা ইতিকাফ হিসাবে গণ্য হবে।

২০০. সুতরাং কোন লোক যদি একমাস ইতিকাফ করবে বলে মান্নত করে থাকে এবং বিশদিন ইতিকাফ করার পর কোন ওযর ছাড়া মসজিদ হতে বের হয়ে যায় তবে তার মান্নত পূর্ণ হবে না। এ অবস্থায় তাকে নতুন করে পূর্ণ একমাস ইতিকাফ করতে হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের ইতিকাফের মান্নত করে থাকে এবং বিশ দিন ইতিকাফ করার পর মসজিদ হতে বের হয়ে যায়, তবে উক্ত ব্যক্তি কেবল অবশিষ্ট দশ দিন ইতিকাফ করবে।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

هِيَ تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ فُرِضَتْ عَلٰى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ مِنْ نَقْدٍ وَلَوْ تِبْرًا اَوْ حُلِيًّا اَوْ اٰنِيَةً اَوْ مَا يُسَاوِيْ قِيْمَتَهٗ مِنْ عُرُوْضِ تِجَارَةٍ فَارِغٍ عَنِ الدَّيْنِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيْرًا وَشَرْطُ وُجُوْبِ اَدَائِهَا حَوَلَانُ الْحَوْلِ عَلَى النِّصَابِ الْاَصْلِيِّ وَاَمَّا الْمُسْتَفَادُ فِيْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَيُضَمُّ اِلٰى مُجَانِسِهٖ وَيُزَكّٰى بِتَمَامِ الْحَوْلِ الْاَصْلِيِّ سَوَاءٌ اُسْتُفِيْدَ بِتِجَارَةٍ اَوْ مِيْرَاثٍ اَوْغَيْرِهٖ وَلَوْ عَجَّلَ ذُوْ نِصَابٍ لِسِنِيْنَ صَحَّ وَشَرْطُ صِحَّةِ اَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِاَدَائِهَا لِلْفَقِيْرِ اَوْ وَكِيْلِهٖ اَوْ لِعَزْلِ مَاوَجَبَ وَلَوْ مُقَارَنَةً حُكْمِيَّةً كَمَا لَوْ دَفَعَ بِلَانِيَّةٍ ثُمَّ نَوٰى وَالْمَالُ قَائِمٌ بِيَدِ الْفَقِيْرِ وَلَايُشْتَرَطُ عِلْمُ الْفَقِيْرِ اَنَّهَا زَكٰوةٌ عَلَى الْاَصَحِّ حَتّٰى لَوْ اَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَمَّاهُ هِبَةً اَوْ قَرْضًا وَنَوٰى بِهِ الزَّكٰوةَ صَحَّتْ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهٖ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكٰوةَ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهَا وَزَكٰوةُ الدَّيْنِ عَلٰى اَقْسَامٍ فَاِنَّهٗ قَوِيٌّ وَوَسَطٌ وَضَعِيْفٌ فَالْقَوِيُّ وَهُوَ بَدَلُ الْقَرْضِ وَمَالُ التِّجَارَةِ اِذَا قَبَضَهٗ وَكَانَ عَلٰى مُقِرٍّ وَلَوْ مُفْلِسًا اَوْعَلٰى جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ زَكَّاهُ لِمَا مَضٰى وَيَتَرَاخٰى وُجُوْبُ الْاَدَاءِ اِلٰى اَنْ يَقْبِضَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَفِيْهَا دِرْهَمٌ لِاَنَّ مَادُوْنَ الْخُمُسِ مِنَ النِّصَابِ عَفْوٌ لَازَكٰوةَ فِيْهِ وَكَذَا فِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهٖ . وَالْوَسَطُ وَهُوَ بَدَلُ مَالَيْسَ لِلتِّجَارَةِ كَثَمَنِ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَعَبْدِ الْخِدْمَةِ وَدَارِ السُّكْنٰى لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ فِيْهِ مَالَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيُعْتَبَرُ لِمَا مَضٰى مِنَ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ لُزُوْمِهٖ لِذِمَّةِ الْمُشْتَرِيْ فِيْ صَحِيْحِ الرِّوَايَةِ وَالضَّعِيْفُ وَهُوَ بَدَلُ مَالَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ وَالدِّيَةِ وَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالسِّعَايَةِ لَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ مَالَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيَحُوْلُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهٰذَا عِنْدَ الْاِمَامِ وَاَوْجَبَا عَنِ

الْمَقْبُوضِ مِنَ الدُّيُوْنِ الثَّلَاثَةِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا . وَاِذَا قَبَضَ مَالَ الضِّمَارِ لَاتَجِبُ زَكٰوةُ السِّنِيْنَ الْمَاضِيَةِ وَهُوَ كَابِقٍ وَمَفْقُوْدٍ وَمَغْصُوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَمَالٍ سَاقِطٍ فِى الْبَحْرِ وَمَدْفُوْنٍ فِىْ مَفَازَةٍ اَوْ دَارٍ عَظِيْمَةٍ وَقَدْ نَسِىَ مَكَانَهُ وَمَاخُوْذٍ مُصَادَرَةً وَمُوْدَعٍ عِنْدَ مَنْ لَايَعْرِفُهُ وَدَيْنٍ لَابَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَايُجْزِئُ عَنِ الزَّكٰوةِ دَيْنٌ اُبْرِئَ عَنْهُ فَقِيْرٌ بِنِيَّتِهَا وَصَحَّ دَفْعُ عَرْضٍ وَمَكِيْلٍ وَمَوْزُوْنٍ عَنْ زَكٰوةِ النَّقْدَيْنِ بِالْقِيْمَةِ .

অধ্যায়

যাকাত

কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্ধারিত সম্পদের মালিক করার নাম যাকাত। এ যাকাত এমন স্বাধীন মুকাল্লাফ মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয হয় যে নেসাব পরিমাণ নকদ-এর (স্বর্ণ/রৌপ্য) মালিক হয়। সেই নকদটি (স্বর্ণ-রৌপ্য) অলঙ্কার ও তৈজসপত্রও হতে পারে, অথবা নিসাবের মূল্যের সমপরিমাণ এমন কোন ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যও হতে পারে, যা ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং বর্ধনশীল, যদিও (তার বর্ধনশীল হওয়াটা) সৃষ্টিগতভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো মূল নেসাবের উপর বর্ষ পূর্ণ হওয়া, আর বর্ষের মাঝখানে যে মাল লাভস্বরূপ হস্তগত হয়ে থাকে তা তার নিসাবের সাথে যুক্ত হবে এবং মূল নেসাবের বর্ষ পূর্ণ হওয়ার দ্বারা যাকাত দিতে হবে, চাই হস্তগত মাল ব্যবসায়ের মুনাফা হিসাবে লাভ হোক অথবা উত্তারাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে লাভ হোক। যদি নেসাবের মালিক কয়েক বর্ষের যাকাত (সময় হওয়ার) পূর্বে অগ্রিম আদায় করে তবে তাও সঠিক হবে। যাকাত আদায় করা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো ফকীরকে যাকাত দেওয়ার সময় অথবা স্বীয় ওকীলের যাকাত দেওয়ার সময় অথবা ওয়াজিব পরিমাণ মাল আলাদা করার সময় যাকাতের নিয়্যত করা। যদিও এরূপ সংশ্লিষ্টতা হুকমীভাবে হয়ে থাকে, (হুকুমীর উদাহরণ) যেমন কোন ফকীরকে কোন প্রকার নিয়্যত না করে কিছু মাল দেওয়া হলো, অতপর ফকীরের হাতে সে মাল অক্ষত থাকা অবস্থায় যাকাতের নিয়্যত করা হলো। বিশুদ্ধতম মতে, যাকাত প্রদান শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটা যে যাকাতের মাল ফকীরের এরূপ জানা শর্ত নয়। সুতরাং যদি ফকীরকে হিবা অথবা ঋণের নামে কিছু দেয়া হয় এবং এতে যাকাতের নিয়্যত করে তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সমুদয় মাল সাদকা করে দেওয়া হয় এবং যাকাতের নিয়্যত না করে, তবে তার জিম্মা হতে যাকাতের ফরয রহিত হয়ে যাবে। ঋণ হিসাবে দেয় মালের যাকাত কয়েক প্রকার। কেননা এই ঋণ শক্তিশালী ঋণ, মাঝারী ধরনের ঋণ ও দূর্বল ঋণ রূপে বিভক্ত। শক্তিশালী ঋণ হলো কর্জ এবং ব্যবসায়ী পণ্যের বিনিময়ে যা পরিশোধ করতে হয়, (এর হুকুম হলো) যখন এ ধরনের ঋণ উসূল করা হবে তখন তার পূর্ববর্তী দিনসমূহের যাকাতও আদায় করতে হবে, যদি সেটি এমন ব্যক্তির উপর হয়, যে তা স্বীকার করে যদিও সে দেউলিয়া হয়ে যায় অথবা এমন ব্যক্তির উপর হয়, যে তা অস্বীকার করে, কিন্তু ঋণদাতার নিকট তার দলীল আছে। এরূপ ঋণের যাকাত

পরিশোধ করা ওয়াজিব হওয়া চল্লিশ দিরহাম উসূল হওয়া পর্যন্ত মুলতবি থাকবে। চল্লিশ দিরহাম উসূল হলে তা থেকে যাকাত হিসাবে এক দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেনন নেসাবের এক পঞ্চমাংশের কমের মধ্যে যাকাত মাফ। তাতে কোন যাকাত নেই। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিরহামের অতিরিক্ত দিরহামের হুকুমও একই হিসাব অনুপাতে হবে। মাঝারি ঋণ হলো ঐ ঋণ যা ব্যবসায়ের জন্য নয় এমন কোন বস্তুর বিনিময় স্বরূপ লভ্য অর্থ, যেমন ব্যবহার্য কাপড়, খিদমতের গোলাম ও বাসগৃহ। উক্ত প্রকার ঋণে যাকাত ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা এক নেসাব পরিমাণ উসুল না করবে এবং সঠিক মতে যখন হতে ক্রেতার জিম্মায় উক্ত সামগ্রীর যাকাত আবশ্যক হয়েছে তখন হতে বৎসরের অতিবাহিত অংশও ধর্তব্য হবে। দুর্বল ঋণ ঐ ঋণ যা মাল নয় এমন কিছুর বিনিময় হিসাবে লভ্য হয় ; যেমন মোহর, ওসিয়্যত, খোলার বিনিময়, ইচ্ছাকৃত হত্যার পর কিসাসের বদলে, সন্ধির বিনিময়, রক্তপণ, চুক্তিবদ্ধ গোলামের মুক্তিপণ ও কোন গোলামের আংশিক মুক্তির পর বাকী অংশের মুক্তির জন্য প্রদেয় বিনিময়। যতক্ষণ পর্যন্ত এক নেসাব পরিমাণ উসুল না হয় এবং উসুলের পর এক বৎসর পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ গুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (র.) উপরোক্ত তিন প্রকার ঋণের উসুলকৃত অংশ কম হোক অথবা বেশি হোক তার হার অনুপাতে তাতে যাকাত ওয়াজিব বলে মনে করেন। যে মাল উসূল করা কষ্টকর তা হস্ত গত হওয়ার পর তাতে পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন ঃ পলাতক গোলাম, হারিয়ে যাওয়া মাল অথবা ছিনতাইকৃত মাল যার কোন সাক্ষ্যী নেই এবং সমুদ্রে পতিত মাল, মরুভূমিতে অথবা কোন বৃহৎ ঘরে সমাহিত মাল যার স্থানের কথা মনে নেই এবং ঐ মাল যা তার নিকট হতে জরিমানা স্বরূপ নেওয়া হয়েছে এবং ঐ মাল যা কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এমন ঋণ যার কোন সাক্ষী নেই (এ সকল মালকে মালে যিমার বলে)। ঐ প্রাপ্য ঋণ যাকাতের জন্য যথেষ্ট হবে না যাকাতের নিয়্যতে যা হতে কোন ফকীরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিবর্তে তার মূল্যের পরিমাণ অন্য কোন আসবাবপত্র অথবা পরিমাপযোগ্য ও ওজনী জিনিস দেওয়া জায়িয।

وَاِنْ اَدّٰى مِنْ عَيْنِ النَّقْدَيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا اَدَاءً كَمَا اُعْتُبِرَ وُجُوْبًا وَتُضَمُّ قِيْمَةُ الْعُرُوْضِ اِلَى الثَّمَنَيْنِ وَالذَّهَبِ اِلَى الْفِضَّةِ قِيْمَةً وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَايَضُرُّ اِنْ كَمُلَ فِيْ طَرَفَيْهِ فَاِنْ تَمَلَّكَ عَرْضًا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَهُوَ لَايُسَاوِيْ نِصَابًا وَلَيْسَ لَهٗ غَيْرُهٗ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيْمَتُهٗ نِصَابًا فِيْ اٰخِرِ الْحَوْلِ لَاتَجِبُ زَكٰوتُهٗ لِذٰلِكَ الْحَوْلِ. وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيْلَ وَمَازَادَ عَلٰى نِصَابٍ وَبَلَغَ خُمْسًا زَكَّاهُ بِحِسَابِهٖ وَمَا غَلَبَ عَلَى الْغِشِّ فَكَالْخَالِصِ مِنَ النَّقْدَيْنِ وَلَازَكٰوةَ فِي الْجَوَاهِرِ وَاللَّاٰلِيْ اِلَّا اَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَسَائِرِ الْعُرُوْضِ وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ

عَلٰى مَكِيْلٍ اَوْ مَوْزُوْنٍ فَغَلَا سِعْرُهٗ وَرَخُصَ فَاَدّٰى مِنْ عَيْنِهٖ رُبْعَ
عُشْرِهٖ اَجْزَاَهٗ وَاِنْ اَدّٰى مِنْ قِيْمَتِهٖ تُعْتَبَرُ قِيْمَتُهٗ يَوْمَ الْوُجُوْبِ وَهُوَ
تَمَامُ الْحَوْلِ عِنْدَ الْاِمَامِ وَقَالَا يَوْمَ الْاَدَاءِ لِمَصْرَفِهَا وَلَا يَضْمَنُ الزَّكٰوةَ
مُفَرِّطٌ غَيْرُ مُتْلِفٍ فَهَلَاكُ الْمَالِ بَعْدَ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ وَهَلَاكُ
الْبَعْضِ حِصَّتَهٗ وَيُصْرَفُ الْهَالِكُ اِلَى الْعَفْوِ فَاِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ فَالْوَاجِبُ
عَلٰى حَالِهٖ وَلَا تُؤْخَذُ الزَّكٰوةُ جَبْرًا وَلَا مِنْ تَرِكَتِهٖ اِلَّا اَنْ يُّوْصٰى بِهَا
فَتَكُوْنُ مِنْ ثُلُثِهٖ وَيُجِيْزُ اَبُوْ يُوْسُفَ الْحِيْلَةَ لِدَفْعِ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ
وَكَرِهَهَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى .

যদি স্বয়ং স্বর্ণ ও চাঁদী দ্বারাই স্বর্ণ ও চাঁদির যাকাত আদায় করে তবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন এ দুটির ওজন ধর্তব্য হয় তদ্রূপ আদায় করার বেলায়ও ওজন ধর্তব্য হবে। অন্যান্য সামানের মূল্যকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে মিলানো হবে, এবং মূল্যের দিক থেকে স্বর্ণের মূল্যকে রৌপ্যের সাথে মিলানো হবে। বৎসরের মাঝখানে নেসাব পরিমাণ হতে হ্রাস পাওয়া যাকাতের জন্য বাধা স্বরূপ নয়, যদি তার শুরু এবং শেষে নেসাব পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং কোন লোক যদি ব্যবসায়ের নিয়্যতে কোন পণ্যের মালিক হয় যা নেসাবের সমপরিমাণ ছিল না এবং এ ছাড়া তার নিকট অন্য কোন মালও নেই, অতপর বৎসরের শেষের দিকে তার মূল্য নেসাবের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তবে উক্ত বৎসরের জন্য তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। স্বর্ণের নেসাব হলো বিশ মেছকাল (সাড়ে সাত তোলা)। আর রোপার নেসাব হলো এমন দু'শ দিরহাম যার প্রতিটি দশ দিরহামের ওজন সাত মেছকালের সমান হয় (মোট পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা)। যে মাল নেসাবের অতিরিক্ত হয় এবং তার পরিমাণ নেসাবের এক পঞ্চমাংশের সমান হয় হার অনুপাতে সে মালের যাকাত দেবে। যে সোনা-চাঁদীতে ভেজালের তুলনায় খাঁটির অংশ বেশী হয় তা খাঁটির মত হবে। হিরা ও মণি-মোক্তাতে যাকাত নেই, কিন্তু যদি ব্যবসায়িকভাবে সেগুলোর মালিক হয়ে থাকে (তবে যাকাত দিতে হবে) অন্যান্য সামানের মত। যদি (কারো মালিকানাভুক্ত) পাত্র-মাপা অথবা ওজনী জিনিসের ওপর বর্ষপূর্ণ হয় অতপর সেগুলোর মূল্য বৃদ্ধি পায় কিংবা কমে যায় এমতাবস্থায় স্বয়ং ঐ বস্তুটির এক দশমাংশের চার ভাগের এক ভাগ আদায় করে, তবে তাতে উক্ত মালের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তার মূল্য হতে যাকাত পরিশোধ করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফার মতে যাকাত যেদিন ওয়াজিব হয়েছে সে দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দিন হলো বর্ষপুর্তির দিন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন, খাতককে প্রদান করা দিনের মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে। সম্পদ বিনষ্টকারী নয় যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এরূপ গড়িমসিকারী ব্যক্তিকে যাকাতের ক্ষতিপুরণ দিতে হবে না। সুতরাং বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর মাল বিনষ্ট হওয়া সম্পূর্ণ যাকাতকে রহিত করে এবং মালের অংশ বিশেষের বিনষ্ট হওয়া তদনুপাতে যাকাত রহিত করে। আংশিকভাবে বিনষ্ট মালকে যতটুকু অংশের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, এর সাথে মিলাবে, যদি এটি তাকে অতিক্রম না

করে তবে ওয়াজিব নিজ অবস্থায় বাকী থাকবে। জবরদস্তিমূলকভাবে যাকাত আদায় করা যাবে না এবং মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদ হতেও তা গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়্যাত করে যায় তাহলে আদায় করা যাবে। তখন এক তৃতীয়াংশ হতে আদায় করা হবে। যাকাতের ওয়াজিব রহিত করার জন্য ইমাম আবূ য়ূসুফ হীলাকে জায়িয মনে করেন, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) হীলাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

بَابُ الْمَصْرَفِ

هُوَ الْفَقِيْرُ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ مَالاً يَبْلُغُ نِصَابًا وَلاَ قِيْمَتَهُ مِنْ اَيِّ مَالٍ كَانَ وَلَوْ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا وَالْمِسْكِيْنُ وَهُوَ مَنْ لاَشَيْئَ لَهُ وَالْمُكَاتِبُ وَالْمَدْيُوْنُ الَّذِىْ لاَيَمْلِكُ نِصَابًا وَلاَقِيْمَتَهُ فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ . وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَالْحَاجِّ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَهُوَمَنْ لَهُ مَالٌ فِىْ وَطَنِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَالٌ وَالْعَامِلُ عَلَيْهَا يُعْطٰى قَدْرَ مَايَسَعُهُ وَاَعْوَانَهُ وَلِلْمُزَكِّى الدَّفْعُ اِلٰى كُلِّ الْاَصْنَافِ وَلَهُ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى وَاحِدٍ مَعَ وُجُوْدِ بَاقِى الْاَصْنَافِ وَلَايَصِحُّ دَفْعُهَا لِكَافِرٍ وَغَنِىٍّ يَمْلِكُ نِصَابًا اَوْ مَايُسَاوِىْ قِيْمَتَهُ مِنْ اَيِّ مَالٍ كَانَ فَاضِلٍ عَنْ حَوَائِجِهِ الْاَصْلِيَّةِ وَطِفْلِ غَنِيٍّ وَبَنِىْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ وَاخْتَارَ الطَّحَاوِىُّ جَوَازَ دَفْعِهَا لِبَنِىْ هَاشِمٍ وَاَصْلِ الْمُزَكِّىْ وَفرعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكِهِ وَمُكَاتِبِهِ وَمُعْتَقِ بَعْضِهِ وَكَفْنِ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَثَمَنِ قِنٍّ يُعْتَقُ وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ لِمَنْ ظَنَّهُ مَصْرِفًا فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ اَجْزَاَهُ اِلَّااَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ وَمُكَاتَبَهُ وَكُرِهَ الْاِغْنَاءُ وَهُوَ اَنْ يَفْضُلَ لِلْفَقِيْرِ نِصَابٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَبَعْدَ اِعْطَاءِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ عِيَالِهِ دُوْنَ نِصَابٍ مِنَ الْمَدْفُوْعِ اِلَيْهِ وَاِلَّا فَلَايُكْرَهُ . وَنَدَبَ اِغْنَاؤُهُ عَنِ السُّؤَالِ وَكُرِهَ نَقْلُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِبَلَدٍ اٰخَرَ لِغَيْرِ قَرِيْبٍ وَاَحْوَجَ وَاَوْرَعَ وَاَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِتَعْلِيْمٍ وَالاَفْضَلُ صَرْفُهَا لِلْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ مِنْ كُلِّ ذِىْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ثُمَّ لِجِيْرَانِهِ ثُمَّ لِاَهْلِ مَحَلَّتِهِ ثُمَّ لِاَهْلِ حِرْفَتِهِ ثُمَّ لِاَهْلِ بَلْدَتِهِ . وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ حَفْصٍ الْكَبِيْرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَاتُقْبَلُ صَدَقَةُ الرَّجُلِ وَقَرَابَتُهُ مَحَاوِيْجُ حَتّٰى يَبْدَاَ بِهِمْ فَيَسُدَّ حَاجَتَهُمْ .

পরিচ্ছেদ

যাকাতের খাত

(যাকাতের) একটি খাত হলো ফকীর। ফকীর এমন ব্যক্তি যে এ পরিমাণ মালের মালিক, যা এবং যার মূল্য নেসাবের সমান নয়, যদিও সে সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়। দুই. মিসকীন। মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার মালিকানায় কোন কিছুই নেই। তিন. মাকতুব গোলাম। চার. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে এরূপ নেসাব পরিমাণ মাল বা তার মূল্যের মালিক হয় না যা তার ঋণ হতে বেশী হয়। পাঁচ, মুজাহিদ যে সৈনিক অথবা হাজীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ছয়, মুসাফির, যার নিজ দেশে মাল আছে কিন্তু তার সাথে কোন মাল নেই। সাত, যাকাত আদায়ের কাজে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ব্যক্তি। এরূপ যাকাত আদায়কারীকে এ পরিমাণ যাকাত দেবে যাতে তার ও তার সহযোগীদের জন্য যথেষ্ট হয়। যাকাত দাতা উপরোক্ত সকল প্রকার লোককে যাকাত দিতে পারে এবং সকল প্রকারের লোক পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তার জন্য যে কোন এক জনকেও দেয়া জায়িয। কোন কাফিরকে এবং এরূপ সম্পদশালী ব্যক্তিকে যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক অথবা এমন কোন বস্তুর মালিক হয় যার মূল্য নেসাবের সমপরিমাণ হয়—তা যে কোন মালই হোক না কেন, (এবং এই মাল বা তার মূল্য) মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, ধনী শিশুকে এবং বনী হাশিম ও তাদের আযাদকৃত গোলামকে যাকাত প্রদান করা জায়িয নেই। ইমাম তাহাভী বনী হাশিমকে যাকাত প্রদানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে যাকাতদাতার মূল ব্যক্তিবর্গ (পিতা-মাতা, দাদা-দাদী) এবং তার অধস্তন পুরুষ (সন্তান, সন্তানের সন্তান ইত্যাদি), নিজের স্ত্রী, নিজের মালিকানাভুক্ত গোলাম, নিজের মাকতুব গোলাম এবং এরূপ গোলাম যার অংশবিশেষ আযাদ করা হয়েছে তাকে যাকাত প্রদান করা জায়িয নেই। মৃতের কাফন ও তার ঋণ পরিশোধ করার কাজে এবং এমন গোলামের মূল্য হিসাবে ব্যয় করা অর্থ যাকে (কাফফারা ইত্যাদিতে) মুক্ত করা হবে যাকাতের মধ্যে গণ্য করা হয় না। যদি খোঁজখবর নেওয়ার পর এমন কোন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা হয় যাকে যাকাতের উপযুক্ত মনে করা হয়েছে অতপর তার বিপরীত প্রকাশ পায় তবে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি সে লোকটি তার গোলাম ও মাকতুব হয় (তা হলে তা যথেষ্ট হবে না)। যাকাত প্রদান করে ধনী বানিয়ে দেয়া মাকরূহ। এর অর্থ হলো ফকীরকে এ পরিমাণ অর্থ দান করা যে, তার যিম্মায় যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করা এবং তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে এই অর্থ নেসাবের কম দিয়ে দেওয়ার পরও সেই অভাবী ব্যক্তির নিকট নেসাব পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকা। যদি এক নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। ফকীরকে যাচনা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়া মুস্তাহাব। বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর আত্মীয়, অধিক মুখাপেক্ষী, অতিশয় পরহেযগার এবং শিক্ষা দান কার্যের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য অধিকতর কল্যাণ সাধনকারীগণকে না দিয়ে যাকাতকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করা মাকরূহ। তুলনামূলকভাবে নিজ আত্মীয়দের মধ্যে নিকটতম মুহরিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া উত্তম, অতপর প্রতিবেশীকে অতপর নিজ মহল্লাবাসীকে, অতপর নিজ সমপেশার লোকদেরকে, অতপর নিজ এলাকাবাসীকে। শায়খ আবূ হাফস কবীর (র) বলেন, কোন ব্যক্তির যাকাত কবূল হবে না যদি না সে তার নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের থেকে যাকাত প্রদান কার্য আরম্ভ করে এবং এর মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

تَجِبُ عَلٰى حُرٍّ مُسْلِمٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ اَوْ قِيْمَتِهٖ وَاِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَارِغٍ عَنِ الدَّيْنِ وَحَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ وَحَوَائِجِ عِيَالِهٖ وَالْمُعْتَبَرُ فِيْهَا الْكِفَايَةُ لَا التَّقْدِيْرُ وَهِيَ مَسْكَنُهٗ وَاَثَاثُهٗ وَثِيَابُهٗ وَفَرَسُهٗ وَسِلَاحُهٗ وَعَبِيْدُهٗ لِلْخِدْمَةِ فَيُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَاَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ وَاِنْ كَانُوْا اَغْنِيَاءَ يُخْرِجُهَا مِنْ مَالِهِمْ وَلَاتَجِبُ عَلَى الْجَدِّ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتِيْرَ اَنَّ الْجَدَّ كَالْاَبِ عِنْدَ فَقْدِهٖ اَوْ فَقْرِهٖ وَعَنْ مَمَالِيْكِهٖ لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهٖ وَاُمِّ وَلَدِهٖ وَلَوْ كُفَّارًا اِلَّا عَنْ مُكَاتَبِهٖ وَلَا عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيْرِ وَزَوْجَتِهٖ وَقِنٍّ مُشْتَرَكٍ وَاٰبِقٍ اِلَّا بَعْدَ عَوْدِهٖ وَكَذَا الْمَغْصُوْبُ وَالْمَاْسُوْرُ وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقِهٖ اَوْ سَوِيْقِهٖ اَوْ صَاعُ تَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ شَعِيْرٍ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَيَجُوْزُ دَفْعُ الْقِيْمَةِ وَهِيَ اَفْضَلُ عِنْدَ وِجْدَانِ مَا يَحْتَاجُهٗ لِاَنَّهَا اَسْرَعُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْفَقِيْرِ وَاِنْ كَانَ زَمَنُ شِدَّةٍ . فَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَمَايُؤْكَلُ اَفْضَلُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَوَقْتُ الْوُجُوْبِ عِنْدَ طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ اَوِ افْتَقَرَ قَبْلَهٗ اَوْ اَسْلَمَ اَوْ اِغْتَنٰى اَوْ وُلِدَ بَعْدَهٗ لَاتَلْزَمُهٗ وَيُسْتَحَبُّ اِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَصَحَّ لَوْ قَدَّمَ اَوْ اَخَّرَ وَالتَّاْخِيْرُ مَكْرُوْهٌ وَيَدْفَعُ كُلُّ شَخْصٍ فِطْرَتَهٗ لِفَقِيْرٍ وَاحِدٍ وَاخْتُلِفَ فِيْ جَوَازِ تَفْرِيْقِ فِطْرَةٍ وَاحِدَةٍ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ فَقِيْرٍ وَيَجُوْزُ دَفْعُ مَا عَلٰى جَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .

পরিচ্ছেদ

ফিতরের সাদকা প্রসঙ্গ

সাদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন ফজরের উদয়ের সময় এমন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়, যে বর্ষপূর্ণ না হলেও এমন নেসাব পরিমাণ মাল অথবা নেসাব পরিমাণ

মালের মূল্যের মালিক হয় যা ব্যবসায়ের জন্য নয়, এবং তা তার নিজের ও তার পরিবারবর্গের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। মৌলিক প্রয়োজন হলো যতটুকু হলে চলে ততটুকু, (অনুমানের উপর) ধরে লওয়া নয়। কাজেই তার গৃহ, গৃহসামগ্রী, বস্ত্র, ঘোড়া, অস্ত্র ও খিদমতের গোলাম প্রয়োজনীয় বস্তু-এর তালিকাভুক্ত হবে। অতএব উক্ত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের দরিদ্র শিশু সন্তানের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিত্র আদায় করবে। আর যদি শিশুরা ধনী হয় তবে তাদের মাল হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করবে এবং যাহির বর্ণনা অনুযায়ী দাদার উপর প্রপুত্রদের পক্ষ হতে সাদকা দেওয়া ওয়াজিব নয়। পছন্দনীয় উক্তি মতে বাবা না থাকা অবস্থায় অথবা বাবা ফকীর হওয়া অবস্থায় দাদার হুকুম বাবার মত। নিজের খিদমতের জন্য রাখা গোলাম, মুদাব্বির গোলাম ও উম্মুল ওয়ালাদের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, যদিও তারা কাফির হয়। কিন্তু নিজের মাকতুব গোলাম. নিজের বালিগ সন্তান, নিজের স্ত্রী, শরীকী গোলাম এবং পলাতক গোলামের পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা তাদের অভিভাবকের উপর ওয়াজিব নয়, তবে পালাতক গোলাম ফিরে আসার পর (আদায় করবে)। অনুরূপ ছিনতাইকৃত গোলাম এবং বন্দী গোলামের হুকুম। (তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিত্র আদায় ওয়াজিব হবে না।) সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হলো গম অথবা আটা অথবা ছাতু অর্ধ সা' (এক সের সাড়ে বার ছটাক)। অথবা খেজুর, কিসমিস ও যব এক সা' (তিন সের নয় ছটাক)। ইরাকী আট রিতলে এক সা' হয়। (উল্লিখিত বস্তুসমূহের পরিবর্তে তার) মূল্য প্রদান করাও জায়িয। আর মূল্য পরিশোধ করা উত্তম তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাওয়ার সময়। কেননা, ফকীরের প্রয়োজন পূরণে এ মুল্যটি অতিশয় কার্যকরী। যদি সময়টি দুর্ভীক্ষের কাল হয় তবে দিরহামের পরিবর্তে গম, যব ও আহার্য বস্তু দান করাই উত্তম। সাদকায়ে ফিত্র ওয়াজিব হওয়ার সময় হলো ঈদের দিনের প্রভাতের উদয়লগ্ন। সুতরাং প্রভাতের উদয়ের পূর্বে যে মারা যায় অথবা ফকীর হয়ে যায়, কিংবা প্রভাতের উদয়ের পরে ইসলামে দীক্ষিত হয়, অথবা ধনবান হয়, অথবা ভূমিষ্ট হয় তার উপর সাদকায়ে ফিত্র আবশ্যক হবে না। ঈদগাহে গমনের পূর্বে সাদকায়ে ফিত্র দান করা মুস্তাহাব এবং তার পূর্বে ও পরে দান করাও জায়িয, কিন্তু বিলম্ব করা মাকরূহ। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সাদকায়ে ফিত্র একজন ফকীরকে দান করবে। একজন ফকীরের অধিকের মধ্যে একটি ফিতরাকে বন্টন করা জায়িয হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে এক জামাতের উপর আবশ্যক এমন সাদাকায়ে ফিতর একই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া জায়িয।

(আল্লাহ্ই সঠিক পথের সৌভাগ্য দাতা)

كِتَابُ الْحَجِّ

هُوَ زِيَارَةُ بُقَاعٍ مَخْصُوْصَةٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ اَشْهُرِهِ وَهِيَ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشَرُ ذِى الْحَجَّةِ فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ فِى الْاَصَحِّ وَشُرُوْطُ فَرْضِيَّتِهِ ثَمَانِيَةٌ عَلَى الْاَصَحِّ اَلْاِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوْغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْوَقْتُ

وَالْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَلَوْ بِمَكَّةَ بِنَفَقَةٍ وَسَطٍ وَالْقُدْرَةُ عَلٰى رَاحِلَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِهِ
اَوْ عَلٰى شِقِّ مَحْمِلٍ بِالْمِلْكِ وَالْاِجَارَةِ لَا الْاِبَاحَةِ وَالْاِعَارَةِ لِغَيْرِ اَهْلِ مَكَّةَ
وَمَنْ حَوْلَهُ اِذَا اَمْكَنَهُمُ الْمَشْيُ بِالْقَدَمِ وَالْقُوَّةِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَاِلَّا فَلَابُدَّ مِنَ
الرَّاحِلَةِ مُطْلَقًا وَتِلْكَ الْقُدْرَةُ فَاضِلَةٌ عَنْ نَفَقَتِهٖ وَنَفَقَةِ عِيَالِهٖ اِلٰى حِيْنِ
عَوْدِهٖ وَعَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ كَالْمَنْزِلِ وَاَثَاثِهٖ وَاٰلَاتِ الْمُحْتَرِفِيْنَ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ
وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الْحَجِّ لِمَنْ اَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ اَوِ الْكَوْنُ بِدَارِ
الْاِسْلَامِ وَشُرُوْطُ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ خَمْسَةٌ عَلَى الْاَصَحِّ صِحَّةُ الْبَدَنِ
وَزَوَالُ الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ عَنِ الذَّهَابِ لِلْحَجِّ وَاَمْنُ الطَّرِيْقِ وَعَدَمُ قِيَامِ
الْعِدَّةِ وَخُرُوْجُ مَحْرَمٍ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ اَوْ مُصَاهَرَةٍ مُسْلِمٍ مَامُوْنٍ عَاقِلٍ
بَالِغٍ اَوْ زَوْجٍ لِامْرَاَةٍ فِيْ سَفَرٍ وَالْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ بَرًّا وَبَحْرًا عَلَى
الْمُفْتٰى بِهٖ وَيَصِحُّ اَدَاءُ فَرْضِ الْحَجِّ بِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ لِلْحُرِّ الْاِحْرَامِ وَالْاِسْلَامِ
وَهُمَا شَرْطَانِ ثُمَّ الْاِتْيَانُ بِرُكْنَيْهِ وَهُمَا الْوُقُوْفُ مُحْرِمًا بِعَرَفَاتٍ لَحْظَةً
مِنْ زَوَالِ يَوْمِ التَّاسِعِ اِلٰى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْجِمَاعِ قَبْلَهُ
مُحْرِمًا وَالرُّكْنُ الثَّانِيْ هُوَ اَكْثَرُ طَوَافِ الْاِفَاضَةِ فِيْ وَقْتِهٖ وَهُوَ مَابَعْدَ
طُلُوْعِ فَجْرِ النَّحْرِ ...

অধ্যায়

হজ্জ

হজ্জের মাসে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট স্থান যিয়ারত করার নাম হজ্জ। হজ্জের মাস হলো, শাওয়াল, যুল-কাদা ও যুল-হজ্জের প্রথম দশ দিন। বিশুদ্ধতম মতে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে একবার পালন করা ফরয। বিশুদ্ধতম মতে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত আটটি। ইসলাম, বুদ্ধি, বালিগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, হজ্জের সময় স্বাভাবিক ভাবে ব্যয় নির্বাহের সাথে পথ খরচার উপর সামর্থ্য রাখা। যদিও সে মক্কাতেই অবস্থান করে তবুও, কিন্তু মক্কার অধিবাসী নয় এমন লোকের (জন্য শর্ত হলো) মালিকানা সূত্রে কিংবা ভাড়াক্রমে নির্দিষ্টভাবে কোন সওয়ারীর উপর সামর্থ্যবান হওয়া অথবা বাহনের অংশ বিশেষর উপর সামর্থ্য রাখা। এ ক্ষেত্রে কারও বাহনজন্তু ব্যবহার করর অনুমতি লাভ করা অথবা কেউ যদি বিনিময় ছাড়া ব্যবহার করতে দেয় তবে তা সামর্থ্য হিসাবে গণ্য হবে না। যারা মক্কার প্রতিবেশী তাদের উপর হজ্জ ফরয হয় তখন, যখন তারা পদব্রজে নিজ কায়িক শক্তিতে অনায়াসে হজ্জ করতে সক্ষম হয়।

(যদি অনায়াসে পদব্রজে গিয়ে হজ্জে সমাধা করা সম্ভ না হয়) তবে তার সওয়ারির প্রয়োজন হবে। এই বাহন জন্তু যোগানোর সামর্থ্য তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার নিজের ও সন্তান-সন্ততির ব্যয়ের অতিরিক্ত হতে হবে এবং ঐ সকল বিষয় হতেও অতিরিক্ত হতে হবে যা তার জন্য আবশ্যক- যেমন বাসগৃহ, গৃহসামগ্রী, পেশাদারদের যন্ত্রপাতি ও ঋণ পরিশোধ (ইত্যাদি)। যে ব্যক্তি দারুল হারব-এ ইসলাম গ্রহণ করেছে (যার ফলে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়) তার জন্য হজ্জের ফরয সম্পর্কে জানাও শর্ত। বিশুদ্ধতম মতে হজ্জ ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শর্ত পাঁচটি। শরীর সুস্থ থাকা, হজ্জের গমন পথের দৃষ্টিগ্রাহ্য বাধা তিরহিত হওয়া এবং হজ্জের পথ নিরাপদ থাকা ও (মহিলাদের জন্য) ইদ্দতকালীন সময় না হওয়া এবং এমন মাহরামের সাথে হওয়া যে মুসলিম, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান ও বালিগ অথবা স্বামীর সাথে বের হওয়া (মাহরাম ব্যক্তি স্তন্য সূত্রেও মাহরাম হতে পারে অথবা বৈবাহিক সূত্রেও মাহরাম হতে পারে)। ফাতওয়া অনুযায়ী স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে অধিকাংশ লোক নিরাপদে ফিরে আসতে পারাকে পথ নিরাপদ বলে ধরা হবে। স্বাধীন ব্যক্তি চারটি কাজ করলে হজ্জের ফরয আদায় করা সঠিক গণ্য হবে। ইহরাম ও ইসলাম। এ দুটি হজ্জের শর্ত স্বরূপ। অতপর হজ্জের রোকনদ্বয় আদায় করা। এ দুটির একটি হলো ইহরাম অবস্থায় আরাফা নামক স্থানে নয় তারিখের মধ্যাহ্নের পর হতে দশ তারিখের ফজরের উদয়ের পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত সময়ে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করা এবং এ জন্য শর্ত হলো ইতিপূর্বে ইহরামের হালতে স্ত্রী সহবাস না করা। আর দ্বিতীয় রোকন হলো তাওয়াফে ইফাযার অধিকাংশ যথা সময়ে সম্পন্ন করা এবং সেই (সময়টি হলো) দশ তারিখের ফজর উদয় হওয়ার পরবর্তী সময়।

وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ اِنْشَاءُ الْاِحْرَامِ مِنَ الْمِيْقَاتِ وَمَدُّ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ اِلَى الْغُرُوْبِ وَالْوُقُوْفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِيْمَا بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَذَبْحُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَالْحَلْقُ وَتَخْصِيْصُهُ بِالْحَرَمِ وَاَيَّامِ النَّحْرِ وَتَقْدِيْمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَنَحْرُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَهُمَا وَاِيْقَاعُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِيْ اَيَّامِ النَّحْرِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُصُوْلُهُ بَعْدَ طَوَافٍ مُعْتَدٍّ بِهِ وَالْمَشْيُ فِيْهِ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ وَبِدَاءَةُ السَّعْيِ مِنَ الصَّفَا وَطَوَافُ الْوَدَاعِ وَبِدَاءَةُ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ وَالتَّيَامُنُ فِيْهِ وَالْمَشْيُ فِيْهِ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاَقَلُّ الْاَشْوَاطِ بَعْدَ فِعْلِ الْاَكْثَرِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَتَرْكُ الْمَحْظُوْرَاتِ كَلُبْسِ الرَّجُلِ الْمَخِيْطَ وَسَتْرِ رَاْسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَتْرِ الْمَرْاَةِ وَجْهَهَا وَالرَّفَثِ وَالْفُسُوْقِ وَالْجِدَالِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ وَالْاِشَارَةِ اِلَيْهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ হলো মীকাত হতে ইহরামের সূচনা করা, আরাফার অবস্থান সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা, দশ তরিখে ফজরের উদয় হতে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মুযদালিফায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীর (কুরবানীর পশু) যবেহ করা, (মাথা মুন্ডন বা চুল কর্তন করাকে) হারামশরীফ ও কুরবানীর দিনসমূহের সাথে নির্দিষ্ট করা, এবং মাথা মুন্ডনের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীর মাথা মুন্ডন ও কঙ্কর নিক্ষেপ করার মাঝে কুরবানী করা। কুরবানীর দিনসমূহে তাওয়াফে যিয়ারত (ইফাযত) সমাধা করা। হজ্জের মাসসমূহে সাফা মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো, এই দৌড়ানো এমন তাওয়াফের পরে হওয়া যা গ্রহণযোগ্য, যার কোন ওযর নেই এই দৌড়ে তার পদব্রজে চলা (অর্থাৎ পদব্রজে এই সায়ী বা দৌড় আদায় করা)। সাফা হতে দৌড় শুরু করা, বিদায়ী তাওয়াফ করা। প্রতিটি তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) হতে আরম্ভ করা। ডান দিক হতে করা, যে ব্যক্তির ওযর নেই তাওয়াফের সময় তার পায়দল চলা। উভয় প্রকার হদছ হতে পাক হওযা এবং সতর ঢাকা, তাওয়াফে যিয়ারতের (ইফাযত) অধিক সংখ্যক শওতসমূহ আদায় করা এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা- যেমন পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা এবং মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, মেয়ে লোক তার মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করা (মস্তক নয়), অশ্লীল বাক্য বলা, গুনাহ করা এবং বিবাদ করা, শিকার হত্যা করা, শিকারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা ও শিকারের দিকে (শিকারীকে) রাস্তা বাতলে দেয়া ইত্যাদি।

سُنَنُ الْحَجِّ مِنْهَا الْاِغْتِسَالُ وَلَوْ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ اَوِ الْوُضُوْءُ اِذَا اَرَادَ الْاِحْرَامَ وَلُبْسُ اِزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيْدَيْنِ اَبْيَضَيْنِ وَالتَّطَيُّبُ وَصَلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ وَالْاِكْثَارُ مِنَ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ الْاِحْرَامِ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهٗ مَتٰى صَلّٰى اَوْ عَلَا شَرَفًا اَوْ هَبَطَ وَادِيًا اَوْ لَقِيَ رَكْبًا وَالْاَسْحَارِ وَتَكْرِيْرُهَا كُلَّمَا اَخَذَ فِيْهَا وَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِ الْجَنَّةِ وَصُحْبَةِ الْاَبْرَارِ وَالْاِسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ وَالْغُسْلُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ وَدُخُوْلُهَا مِنْ بَابِ الْمُعَلَّاةِ نَهَارًا وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ تِلْقَاءَ الْبَيْتِ الشَّرِيْفِ وَالدُّعَاءُ بِمَا اَحَبَّ عِنْدَ رُؤْيَتِهٖ وَهُوَ مُسْتَجَابٌ وَطَوَافُ الْقُدُوْمِ وَلَوْ فِيْ غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْاِضْطِبَاعُ فِيْهِ وَالرَّمَلُ اِنْ سَعٰى بَعْدَهٗ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْهَرْوَلَةُ فِيْمَا بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ وَالْاَخْضَرَيْنِ لِلرِّجَالِ وَالْمَشْيُ عَلٰى هَيْنَةٍ فِيْ بَاقِي السَّعْيِ وَالْاِكْثَارُ مِنَ الطَّوَافِ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ النَّفْلِ لِلْاٰفَاقِيِّ وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ يَوْمَ سَابِعِ الْحِجَّةِ بِمَكَّةَ وَهِيَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِلَا جُلُوْسٍ يُعَلِّمُ الْمَنَاسِكَ فِيْهَا وَالْخُرُوْجُ بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

مِنْ مَكَّةَ لِمِنًى وَالْمَبِيْتُ بِهَا ثُمَّ الْخُرُوْجُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ
اِلٰى عَرَفَاتٍ فَيَخْطُبُ الْاِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
مَجْمُوْعَةً جَمْعَ تَقْدِيْمٍ مَعَ الظُّهْرِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَالْاِجْتِهَادُ فِي
التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوْعِ وَالْبُكَاءِ بِالدُّمُوْعِ وَالدُّعَاءُ لِلنَّفْسِ وَالْوَالِدَيْنِ
وَالْاِخْوَانِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا شَاءَ مِنْ اَمْرِ الدَّارَيْنِ فِي الْجُمُعَيْنِ وَالدَّفْعُ
بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ بَعْدَ الْغُرُوْبِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَالنُّزُوْلُ بِمُزْدَلِفَةَ مُرْتَفِعًا
عَنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ وَالْمَبِيْتُ بِهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ وَبِمِنًى
اَيَّامَ مِنًى بِجَمِيْعِ اَمْتِعَتِهِ وَكُرِهَ تَقْدِيْمُ ثَقَلِهِ اِلٰى مَكَّةَ اِذْ ذَاكَ وَيَجْعَلُ
مِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ حَالَةَ الْوُقُوْفِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ .

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

হজ্জের সুন্নাতসমূহ হলো ইহরাম বাঁধার নিয়্যতে গোসল করা, যদিও সে গোসল হায়য ও নিফাসবিশিষ্ট মহিলার জন্য হয়, তবুও অথবা কমপক্ষে ওযূ করা এবং নূতন ও সাদা রঙের ইযার (সেলাই বিহীন লুঙ্গি) ও চাদর পরিধান করা, খুশবু লাগানো, দু'রাকাত (নফল) নামায পড়া এবং ইহরামের পর উচ্চস্বরে অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করা—যখন নামায পড়বে, অথবা উপরে উঠবে, অথবা নিচে অবতরণ করবে, অথবা কোন যাত্রীদলের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং ভোর বেলা (উচ্চস্বরে অধিক পরিমাণে তালবিয়া পড়বে)। তালবিয়া আরম্ভ করার পর তা বার বার পাঠ করা (কম পক্ষে তিনবার পাঠ করা)। রাসূল (সা)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। জান্নাতের প্রার্থনা করা, ভাল লোকদের সাহচর্য লাভ করা, জাহান্নাম হতে পানাহ্ চাওয়া। মক্কাতে প্রবেশ করার জন্য গোসল করা। মুআল্লাহ্ নামক গেট দিয়ে মক্কায় দিনের বেলা প্রবেশ করা। কাবা শরীফ যিয়ারতের সময় আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। কাবা শরীফ দেখার সময় পছন্দমত দু'আ করা, কেননা ঐ সময় দু'আ কবুল হয়। তাওয়াফে কুদূম করা—যদিও তা হজ্জের মাসসমূহের বাইরে হয়। এবং তাওয়াফের মধ্যে ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে দুই মাথা বাম কাঁধের উপর জড়ানো এবং রমল করা যদি সেই তাওয়াফের পর হজ্জের মাসসমূহে সায়ী করার ইচ্ছা থাকে। পুরুষদের সাফা-মারওয়ার দুই সবুজ মাইল ফলকের মাঝে দ্রুতবেগে হাঁটা, এবং অন্যান্য সায়ীতে স্বাভাবিক গতিতে চলা। বেশী বেশী তাওয়াফ করা; আফাকীর জন্য নফল নামায হতে তাওয়াফ করা উত্তম। যিলহজ্জ মাসের সাত তারিখ যুহরের নামাযের পর (ইমামের) খোতবা দেয়া, এখানে কোন বৈঠক ব্যতীত এটি একটি মাত্র খোতবা হবে এবং তাতে তিনি হজ্জের বিধান সম্পর্কে (হাজীগণকে) অবহিত করবেন। আট তারিখের দিন সূর্যোদয়ের পর মক্কা হতে মিনার দিকে যাত্রা করা। মিনাতে রাত্রি যাপন করা। অতপর নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফাতে গমন করা; অতপর আরাফাতে গমন করে (ইমাম) মধ্যাহ্নের পর যুহর ও আসরের নামাযের পূর্বে আসরের নামাযকে যুহরের নামাযের সাথে অগ্রবর্তীভাবে একত্রিত

করে এমন দুটি খোতবা প্রদান করবেন যার মাঝখানে তিনি আসন গ্রহণ করবেন। উভয় স্থানে বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে বিনয় প্রকাশ করা, অশ্রুপাত করে কান্নাকাটি করা, নিজের জন্য, মাতা-পিতার জন্য ও সমস্ত মুমিনের উভয় জগতের কল্যাণের জন্য যেরূপ ইচ্ছা দু'আ করার ব্যাপারে পূর্ণ একাগ্রতা অবলম্বন করা। এবং সূর্যাস্তের পর ধীর-স্থিরভাবে আরাফা হতে যাত্রা করা। কুযাহ পর্বতের পাশ ঘেঁষে বাতনে ওয়াদী নামক স্থানের উঁচু অংশ হতে মুযদালিফাতে অবতরণ করা, তাতে দশ তারিখের রাত্রি যাপন করা। মিনার দিনসমূহে (অর্থাৎ ১০-১১-১২ তারিখের দিন) সকল সামানসহ মিনাতে অবস্থান করা ; ঐ সকল দিনে নিজের সামান সমূহ পূর্ব থেকে মক্কাতে প্রেরণ করা মাকরূহ ; আর রমী-জিমারের জন্য দন্ডায়মান হওয়ার অবস্থায় মিনাকে ডান দিকে করা ও মক্কাকে বাম দিকে করা।

وَكَوْنُهُ رَاكِبًا حَالَةَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِيْ كُلِّ الْاَيَّامِ مَاشِيًا فِي الْجَمْرَةِ الْاُوْلٰى الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ وَالْوُسْطٰى وَالْقِيَامُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِيْ حَالَةَ الرَّمْيِ وَكَوْنُ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَفِيْمَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَغُرُوْبِ الشَّمْسِ فِيْ بَاقِي الْاَيَّامِ وَكُرِهَ الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالرَّابِعِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَكُرِهَ فِي اللَّيَالِي الثَّلَاثِ وَصَحَّ لِاَنَّ اللَّيَالِيَ كُلَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الْاَيَّامِ اِلَّا اللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَلِيْ عَرَفَةَ حَتّٰى صَحَّ فِيْهَا الْوُقُوْفُ بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ لَيْلَةُ الْعِيْدِ وَلَيَالِيْ رَمْيِ الثَّلَاثِ فَاِنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَالْمُبَاحُ مِنْ اَوْقَاتِ الرَّمْيِ مَابَعْدَ الزَّوَالِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَبِهٰذَا عُلِمَتْ اَوْقَاتُ الرَّمْيِ كُلِّهَا جَوَازًا وَكَرَاهَةً اَوِاسْتِحْبَابًا وَمِنَ السُّنَّةِ هَدْيُ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَالْاَكْلُ مِنْهُ وَمِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ وَمِنَ السُّنَّةِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ مِثْلَ الْاُوْلٰى يُعَلِّمُ فِيْهَا بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَهِيَ ثَالِثَةُ خُطَبِ الْحَجِّ وَتَعْجِيْلُ النَّفَرِ اِذَا اَرَادَهُ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيْ عَشَرَ وَاِنْ اَقَامَ بِهَا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيْ عَشَرَ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ وَقَدْ اَسَاءَ وَاِنْ اَقَامَ بِمِنًى اِلٰى طُلُوْعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ لَزِمَهُ رَمْيُهُ وَمِنَ السُّنَّةِ النُّزُوْلُ بِالْمُحَصَّبِ سَاعَةً بَعْدَ اِرْتِحَالِهِ مِنْ مِنًى وَشُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ

وَالتَّضَلُّعُ مِنْهُ وَاسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ وَالنَّظَرُ اِلَيْهِ قَائِمًا وَالصَّبُّ مِنْهُ عَلٰى رَأْسِهٖ
وَسَائِرِ جَسَدِهٖ وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهٗ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ
السُّنَّةِ اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ وَهُوَ اَنْ يَضَعَ صَدْرَهٗ وَوَجْهَهٗ عَلَيْهِ وَالتَّشَبُّثُ بِالْاَسْتَارِ
سَاعَةً دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ وَتَقْبِيْلُ عُتْبَةِ الْبَيْتِ وَدُخُوْلُهٗ بِالْاَدَبِ وَالتَّعْظِيْمِ ثُمَّ لَمْ
يَبْقَ عَلَيْهِ اِلَّا اَعْظَمُ الْقُرُبَاتِ وَهِيَ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاَصْحَابِهٖ فَيَنْوِيْهَا عِنْدَ خُرُوْجِهٖ مِنْ مَكَّةَ مِنْ بَابِ شُبَيْكَةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ
السُّفْلٰى وَسَنَذْكُرُ لِلزِّيَارَةِ فَصْلًا عَلٰى حِدَتِهٖ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

এবং (অনুরূপ) সকল দিবসে জমরায়ে ওকবায় রমীর সময় সওয়ার হওয়া এবং জামারায়ে উলা—যা মসজিদে খায়ফের নিকটে অবস্থিত ও জামরায় ওসতায় রমী করার সময় পায়দল অবস্থায় থাকা। রমী করার সময় বাতনে ওয়াদীতে দাঁড়ানো। আর প্রথম দিনের রমী সূর্যোদয় হতে মধ্যাহ্নের মধ্যে হওয়া এবং অন্যান্য দিনের রমী মধ্যাহ্ন হতে সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে হওয়া। প্রথম দিন ও চতুর্থ দিন ফজরের উদয় হতে সূর্যোদয়ের মধ্যে রমী করা মাকরূহ এবং রাত্রিতে রমী করাও মাকরূহ (কিন্তু রমী করলে) তা সঠিক হবে; কেননা, প্রতিটি রাত তার পরবর্তী দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আরাফার দিনের পরবর্তী রাত তার ব্যতিক্রম (সে রাতটি আরাফার দিনের অনুসারী); কাজেই সে রাতে আরাফাতে অবস্থান করা সঠিক হবে। উল্লেখ্য যে, এই রাতটি হলো ঈদের রাত, এবং তিন জামারাতে রমী করার রাতসমূহ তার পূর্ববর্তী দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। আর রমী করার সময়সমূহে সবচেয়ে মুবাহ সময় হলো প্রথম দিন (দশ তারিখ) মধ্যাহ্নের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা রমী করার জায়িয, মাকরূহ ও মুস্তাহাব সময় জানা গিয়েছে।

হজ্জে ইফরাদ পালনকারী ব্যক্তির কুরবানীর পশু যবেহ করা ও তা থেকে আহার করা সুন্নাত আর নফল কুরবানী এবং হজ্জে তামাত্তু' হজ্জে কেরানের কুরবানীর কেবল গোশত খাওয়া সুন্নাত - (যবেহ্ করা নয়)। দশ তারিখে খোতবা দেয়া সুন্নাত প্রথম (৭ তারিখের) খোতবার মত। এতে হজ্জের অন্যান্য বিধান সম্পর্কে অবহিত করবে। এ খোতবাটি হলো হজ্জের সময়ে প্রদত্ত তৃতীয় খোতবা। বার তারিখে যখন মিনা হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে তখন সূর্যাস্তের পূর্বে তাড়াতাড়ি বের হওয়া সুন্নাত। মিনাতে অবস্থান করতে করতে যদি বা তারিখের সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না বটে, কিন্তু তা মাকরূহ। যদি কেউ চতুর্থ দিন (অর্থাৎ তের তারিখের) ফজরের উদয় পর্যন্ত মিনাতে অবস্থান করে তবে তার উপর সেদিনকার পাথর নিক্ষেপ করাও আবশ্যক। মিনা হতে যাত্রা করার পর কিছু সময়ের জন্য 'মুহাস্‌সাব' নামক স্থানে অবস্থান করা সুন্নাত। ঝমঝমের পানি পান করা এবং পেট ভরে তা হতে পান করা সুন্নাত। পান করার সময় কিবলাকে সামনে রাখা এবং কিবলার দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং (এসকল কাজগুলো) দাঁড়ানো অবস্থায় করা, এবং ঝমঝমের কিছু পানি সমস্ত শরীর ও মাথার উপর প্রবাহিত করা সুন্নাত। যে কোন জাগতিক ও পরকালীন উদ্দেশ্যেই এই পানি পান করা হয় (ইনশাআল্লাহ্) তা পূরণ হবে। কোন কাঙ্খিত দু'আ করার সময় মুলতাযিমে (কাবার দরজা ও

হজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী অংশে) কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজের বক্ষ ও মুখমন্ডল সংস্থাপন করা সুন্নাত কাবার গেলাফ ধরে রাখা এবং কাবার চৌ-কাঠে চুমু খাওয়া এবং আদব ও সম্মানের সাথে তাতে প্রবেশ করা সুন্নাত।

অতপর তার উপর হজ্জ সংক্রান্ত কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নেই একটি মহা পূণ্যের কাজ ব্যতীত। সেটি হলো রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণের পবিত্র যিয়ারত। সুতরাং সাবীকা গেট দিয়ে ছানিয়্যা সুফলা অতিক্রম করে মক্কা হতে বের হওয়ার সময় রাসূল (সা)-এর যিয়ারতের নিয়্যত করবে। রাসূল (সা)-এর যিয়ারত সংক্রান্ত বিসয়ে অচিরেই একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَّةِ تَرْكِيْبِ أَفْعَالِ الْحَجِّ

إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْحَجِّ أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ كَرَابِغَ فَيَغْتَسِلُ أَوْ
يَتَوَضَّأُ وَالْغُسْلُ وَهُوَ أَحَبُّ لِلتَّنْظِيفِ فَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ
يَضُرَّهَا وَيَسْتَحِبُّ كَمَالُ النَّظَافَةِ بِقَصِّ الظُّفْرِ وَالشَّارِبِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ
الْعَانَةِ وَجِمَاعِ الْأَهْلِ وَالدُّهْنِ وَلَوْ مُطَيَّبًا وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً
جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ وَالْجَدِيدُ الْأَبْيَضُ أَفْضَلُ وَلَا يَزُرُّهُ وَلَا يَعْقِدُهُ وَلَا يُخَلِّلُهُ
فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَطَيَّبْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ
الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَلَبِّ دُبُرَ صَلَوٰتِكَ تَنْوِي بِهَا الْحَجَّ وَهِيَ
لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَاشَرِيكَ
لَكَ وَلَا تَنْقُصُ مِنْ هٰذِهِ الْأَلْفَاظِ شَيْئًا وَزِدْ فِيهَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ
بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبٰى إِلَيْكَ وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرَمْتَ
فَاتَّقِ الرَّفَثَ وَهُوَ الْجِمَاعُ وَقِيلَ ذِكْرُهُ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالْكَلَامُ الْفَاحِشُ
وَالْفُسُوقَ وَالْمَعَاصِي .

পরিচ্ছেদ

হজ্জের কার্যাদি আদায় করার নিয়ম

যখন কোন ব্যক্তি (হজ্জের কাজ আরম্ভ করতে) ইচ্ছা করবে তখন সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে। যেমন রাবিগ (একটি মীকাত)। ফলে সে গোসল করবে অথবা ওযূ করবে, তবে পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা অতিশয় উত্তম। সুতরাং হায়য ও নিফাস সম্পন্ন মহিলা গোসল

করবে, যদি গোসল করা তাদের জন্য ক্ষতিকারক না হয়। এজন্য নখ কেটে, মোচ ছেঁটে, বগল পরিস্কার করে, নাভির নিম্নাঙ্গ মুন্ডন করে এবং স্ত্রী-সহবাস ও তৈল ব্যবহার করে—যদিও তা খুশবুদার হয়—পরিপূর্ণরূপে পরিচ্ছন্নতা হাসিল করা মুস্তাহাব। পুরুষ নূতন অথবা ধৌত করা একটি ইযার ও একটি চাদর পরিধান করবে, তবে তা নূতন ও সাদা হওয়া উত্তম, এবং চাদরে বুতাম লাগাবে না, তা বেঁধে রাখবে না এবং তা গলায় প্যাঁচিয়ে রাখবে না, এরূপ করলে মাকরূহ হবে। কিন্তু এ জন্য তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইহরাম পরিধান করার পর খুশবু লাগাবে ও দুই রাকাত নামায পড়বেন। তারপর আপনি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

(হে আল্লাহ্! আমি হজ্জের ইরাদা করছি। সুতরাং আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার হজ্জ কবুল কর)। নামাযের পর হজ্জের নিয়্যতে তালবিয়া পাঠ করবেন। তালবিয়া এই

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

"আমি হাজির, হে আল্লাহ্! আমি হাজির! তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। সকল প্রশসা ও নি'য়ামত এবং সকল ক্ষমতা তোমারই। (তোমার কোন শরীক নেই।) উল্লিখিত শব্দসমূহ হতে কম করবেন না, বরং এগুলোর সাথে বাড়িয়ে বলবেনঃ

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ لَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبٰى اِلَيْكَ

"আমি হাজির এবং আমি তোমার অনুগত। সমস্ত কল্যাণ তোমার করায়ত্ত। আমি হাজির এবং সকল আশা-আকাংখা তোমার নিকট' (পেশ করছি)। দু'আগুলো শব্দ করে বলা সুন্নাত।

আপনি যখন হজ্জের নিয়্যাত তালবিয়া পাঠ করলেন তখন আপনি ইহরাম বিশিষ্ট হয়ে গেলেন। সুতরাং (তখন হতে) রাফাছ অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গম হতে বিরত থাকুন। (মতান্তরে মেয়ে লোকের উপস্থিতিতে সঙ্গমের কথা উল্লেখ করা ও অশ্লীক বাক্য বলাকে রাফাছ বলে।)

وَالْجِدَالَ مَعَ الرُّفَقَاءِ وَالْخَدَمِ وَقَتْلَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْاِشَارَةَ اِلَيْهِ وَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ
وَلُبْسَ الْمَخِيْطِ وَالْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ وَتَغْطِيَةَ الرَّاْسِ وَالْوَجْهِ وَمَسَّ الطِّيْبِ
وَحَلْقَ الرَّاْسِ وَالشَّعْرِ وَيَجُوْزُ الْاِغْتِسَالُ وَالْاِسْتِظْلَالُ بِالْخَيْمَةِ وَالْمَحْمِلِ
وَغَيْرِهِمَا وَشَدُّ الْهِمْيَانِ فِى الْوَسَطِ وَاَكْثِرِ التَّلْبِيَةَ مَتٰى صَلَّيْتَ اَوْ
عَلَوْتَ شَرَفًا اَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا اَوْ لَقِيْتَ رَكْبًا وَبِالْاَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ
بِلَاجُهْدٍ مُضِرٍّ وَاِذَا وَصَلْتَ اِلٰى مَكَّةَ يَسْتَحِبُّ اَنْ تَغْتَسِلَ وَتَدْخُلَهَا مِنْ
بَابِ الْمُعَلّٰى لِتَكُوْنَ مُسْتَقْبِلًا فِىْ دُخُوْلِكَ بَابَ الْبَيْتِ الشَّرِيْفِ

تَعْظِيْمًا وَيَسْتَحِبُّ اَنْ تَكُوْنَ مُلَبِّيًا فِيْ دُخُوْلِكَ حَتّٰى تَاْتِيَ بَابَ السَّلَامِ فَتَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مِنْهُ مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا مُلَبِّيًا مُلَاحِظًا جَلَالَةَ الْمَكَانِ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَطِّفًا بِالْمُزَاحِمِ دَاعِيًا بِمَا اَحْبَبْتَ فَاِنَّهُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْكَ كَمَا فِي الصَّلٰوةِ وَضَعْهُمَا عَلَى الْحَجَرِ وَقَبِّلْهُ بِلَاصَوْتٍ فَمَنْ عَجِزَ عَنْ ذٰلِكَ اِلَّا بِاِيْذَاءٍ تَرَكَهُ وَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ اَوْ اَشَارَ اِلَيْهِ مِنْ بَعِيْدٍ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا حَامِدًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طُفْ اٰخِذًا عَنْ يَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ مُضْطَبِعًا وَهُوَ اَنْ تَجْعَلَ الرِّدَاءَ تَحْتَ الْاِبِطِ الْاَيْمَنِ وَتُلْقِيَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْاَيْسَرِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ دَاعِيًا بِمَا شِئْتَ .

এ সময় হতে আপনি পাপ ও অপরাধ এবং সাথী ও খাদিমদের সাথে ঝগড়া করা হতে এবং জংলী শিকার হত্যা করা, তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা, শিকারীকে তার পথের সন্ধান দেয়া, সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা, পাগড়ি পরা, মোজা পরা, মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকা, খুশবু লাগানো, মাথা মুন্ডন করা ও পশম কাটা হতে বিরত থাকবেন। তবে গোসল করা এবং খীমা ও হাওদা ইত্যাদির ছায়া গ্রহণ করা এবং কটিদেশে কটিবেগ বাঁধা জায়িয। যখনই আপনি নামায পড়বেন, অথবা উপরে উঠবেন, অথবা নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করবেন, অথবা কোন যাত্রীদলের সাথে মিলিত হবেন, তখন এবং সমস্ত সকাল বেলা উচ্চস্বরে ক্ষতিকারক চেষ্টা ব্যতীত অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবেন। অতপর আপনি যখন মক্কা মুকাররমায় পৌছবেন তখন আপনার জন্য মুস্তাহাব হলো গোসল করা ও মুআল্লা গেট দিয়ে তাতে প্রবেশ করা, যাতে কাবা শরীফের দরজা দিযে আপনার প্রবেশের সময় সম্মানস্বরূপ কাবা আপনার সম্মুখে থাকে। তাতে প্রবেশ করার সময় আপনার তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় হওয়া মুস্তাহাব। এভাবে আপনি সালাম দরজা পর্যন্ত গমন করবেন। এরপর আপনি সালাম দরজা দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন বিনীত, নম্র ও তালবিয়া পাঠরত অবস্থায়, স্থানের মর্যাদার প্রতি যত্নশীল হয়ে, তাকবীর, তাহলিয়া, রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়তে পড়তে ভীড়ের মধ্যে আপনার মুখোমুখী লোকদের প্রতি বিনম্র হয়ে এবং আপনার পছন্দমত দু'আ করতে করতে। কেননা সম্মানিত ঘর (কাবা শরীফ) দেখার সময় দু'আ কবুল হয়। তারপর নামাযের মধ্যে যেরূপ হাতদ্বয় উত্তোলন করা হয় সেরূপ হাতদ্বয় উত্তোলন করা অবস্থায় তাকবীর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বলতে হাজরে আসওয়াদ সম্মুখে নিবেন এবং হাত দুটি পাথরের উপর স্থাপন করবেন ও নিঃশব্দে তাতে চুমু খাবেন এবং যিনি অন্যকে কষ্ট দেয়া ব্যতীত তাতে চুমু খেতে অপারগ তা ত্যাগ করবেন এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার পরিবর্তে অন্য কিছু স্পর্শ করবেন ও তাতেই চুমু দেবেন, অথবা দূর হতে তার দিকে ইঙ্গিত করে তাকবীর, তাহলিয়া, হামদ ও নবী করীম (সা)-এর উপর দরূদ

শরীফ পাঠ করতে থাকবেন। এরপর আপনি তাওয়াফ আরম্ভ করবেন। আপনার ডান দিকে কাবার যে অংশ দরজার সাথে মিলিত রয়েছে তার থেকে সূচনা করা পূর্বক নিজের পছন্দ অনুযায়ী দু'আ করতে করতে সাত বার তাওয়াফ করবেন।

وَطُفْ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقْبَ الطَّوَافِ فَارْمَلْ فِى الثَّلَاثَةِ الْاَشْوَاطِ الْاَوَّلِ وَهُوَ الْمَشْىُ بِسُرْعَةٍ مَعَ هَزِّ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَاِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ وَقَفَ فَاِذَا وَجَدَ فُرْجَةً رَمَلَ لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ فَيَقِفُ حَتّٰى يُقِيْمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ بِخِلَافِ اِسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ لِاَنَّ لَهُ بَدْلًا وَهُوَ اِسْتِقْبَالُهُ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّبِهٖ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِهٖ وَبِرَكْعَتَيْنِ فِىْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَادَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَهٰذَا طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِلْاٰفَاقِىِّ ثُمَّ تَخْرُجُ اِلَى الصَّفَا فَتَصْعَدُ وَتَقُوْمُ عَلَيْهَا حَتّٰى تَرَى الْبَيْتَ فَتَسْتَقْبِلُهُ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ مَبْسُوْطَتَيْنِ ثُمَّ تَهْبِطُ نَحْوَ الْمَرْوَةِ عَلٰى هَيْنَةٍ فَاِذَا وَصَلَ بَطْنَ الْوَادِىْ سَعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ سَعْيًا حَثِيْثًا فَاِذَا تَجَاوَزَ بَطْنَ الْوَادِىْ مَشٰى عَلٰى هَيْنَةٍ حَتّٰى يَاْتِىَ الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا بَاسِطًا يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَهٰذَا شَوْطٌ ثُمَّ يَعُوْدُ قَاصِدَ الصَّفَا فَاِذَا وَصَلَ اِلَى الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ سَعٰى ثُمَّ مَشٰى عَلٰى هَيْنَةٍ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ اَوَّلًا وَهٰذَا شَوْطٌ ثَانٍ فَيَطُوْفُ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَبْدَاُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَيَسْعٰى فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ فِىْ كُلِّ شَوْطٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَهُ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلٰوةِ نَفْلًا لِلْاٰفَاقِىِّ فَاِذَا صَلَّى الْفَجْرَ بِمَكَّةَ ثَامِنَ ذِى الْحَجَّةِ تَاَهَّبَ لِلْخُرُوْجِ اِلٰى مِنٰى فَيَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يُصَلِّىَ الظُّهْرَ بِمِنٰى وَلَايَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِىْ اَحْوَالِهٖ كُلِّهَا اِلَّا فِى

الطَّوَافِ وَيَمْكُثُ بِمِنًى إِلٰى اَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ بِهَا بِغَلَسٍ وَيَنْزِلُ بِقُرْبِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ ثُمَّ بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ يَذْهَبُ إِلٰى عَرَفَاتٍ فَيُقِيْمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَاتِيْ مَسْجِدَ نَمِرَةٍ فَيُصَلِّيْ مَعَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ اَوْ نَائِبِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بَعْدَ مَا يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَيُصَلِّي الْفَرْضَيْنِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَايَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ الْإِحْرَامِ وَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَايَفْصِلُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بِنَافِلَةٍ .

'ইযতিবা' অবস্থায়। ইযতিবা হলো চাদরকে ডান বগলের নিচে করা এবং তার প্রান্তদ্বয়কে বাম কাঁধের উপর স্থাপন করা। আপনি হাতীমের বেষ্টনীর বাইর থেকে তাওয়াফ করবেন। আপনি যদি তাওয়াফের পরে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে চান তা হলে প্রথম তিন শওতে রমল করবেন। রমল হলো সিনা উচিয়ে দ্রুত বেগে চলা, যুদ্ধে অবতীর্ণ সেই সৈনিকের মত যে যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে চলে। অতপর রমলরত ব্যক্তির সামনে যদি লোকের ভীড় থাকে তবে সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, এরপর যখনই রমল করার মত ফাঁক পাবে, তখন রমল করে নেবে। কেননা রমল করা একটি জরুরী কাজ। কাজেই এ জন্য এতটুকু অপেক্ষা করবে যাতে তা সুন্নাত তরীকা মতে আদায় করা যায়। কিন্তু হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার ব্যাপারটি এর খেলাফ। কেননা এর বিকল্প ব্যবস্থা আছে। সেটি হলো তার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তখনই তাতে চুমু দেবে। হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে মাকামে ইব্রাহীমে অথবা মসজিদে হারামের যেখানে সম্ভব হয় সেখানে দু'রাকাত নামায পড়ে তাওয়াফ শেষ করবে। অতপর ফিরে এসে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাবে। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে কুদুম বলে এবং আফাকীদের (মক্কার বাইরের লোকদের) জন্য এটি করা সুন্নাত। অতপর আপনি সাফার দিকে গমন করবেন ও তার উপরে আরোহণ করবেন। তার উপরে এভাবে দাঁড়াবেন যাতে কাবা দেখা যায়। অতপর তাকবীর, তাহলিয়া, তালবিয়া, দরূদ শরীফ ও দুআ পড়তে পড়তে কাবাকে সম্মুখে করবেন এবং প্রসারিত অবস্থায় হাতদ্বয় উত্তোলন করবেন। অতপর সেখান হতে অবতরণ করে ধীরস্থিরভাবে মারওয়ার দিকে যাবেন। যাওয়ার পথে বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে পৌঁছে সবুজ মাইল ফলক দুটির মাঝখানে দ্রুত দৌড়াবেন। যখন বাতনে ওয়াদী অতিক্রম করবেন তখন স্বাভাবিক গতিতে চলবেন, যতক্ষণ না মারওয়ায় আগমন করেন। অতপর মারওয়ার উপর আরোহণ করবেন এবং ঐ সকল কাজ করবেন যা সাফাতে করেছেন। (অর্থাৎ, এখানে) তাকবীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তালবিয়া, দরূদ শরীফ ও দুআ করতে করতে হাতদ্বয় আকাশের দিকে প্রসারিত অবস্থায় কাবা সম্মুখে নিবেন। এ পর্যন্ত এক শওত পূর্ণ হলো। তারপর সাফার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করবেন, (পথিমধ্যে যখন সবুজ মাইল ফলকের মধ্যে পৌঁছবেন তখন সায়ী করবেন। সায়ীর পর স্বাভাবিকভাবে চলবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাফায় গমন করেন। তারপর সাফার উপরে আরোহণ করবেন এবং প্রথম বার যেরূপ করেছেন তাই করবেন। এটা হলো দ্বিতীয় শওত। এভাবে আপনি সাত শওত করবেন। (প্রতিটি শওত) সাফা পর্বত হতে আরম্ভ করবেন এবং মারওয়া পর্বতে সমাপ্ত করবেন। প্রতিটি শওতে আপনি বাতনে ওয়াদীতে সায়ী করবেন। তারপর ইহরাম অবস্থায় মক্কাতে অবস্থান করবেন এবং যখনই মন

চাইবে কাবা তাওয়াফ করবেন। মক্কার বাইরের লোদের জন্য নফল নামায হতে এই তাওয়াফ উত্তম। অতপর যখন যিল-হজ্জের আট তারিখ ফজর পড়বেন তখন মিনাতে রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি নিবেন। সূর্যোদয়ের পর মক্কা হতে রওয়ানা দেবেন। সেদিন মিনাতে গিয়ে যুহরের নামায পড়া মুস্তাহাব। আর তাওয়াফ ব্যতীত কোন অবস্থাতেই তালবিয়া ত্যাগ করবেন না। (যুহরের নামাযের পর) মিনাতে অবস্থান করতে থাকবেন (নয় তারিখে) ফজরের নামায মিনাতে অন্ধকারে পড়া পর্যন্ত। (নামায পড়ার পর) মসজিদে খায়ফের নিকটে উপনীত হবেন। তার পর সূর্যোদয়ের পরে আরাফার ময়দানে গমন করবেন ও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করবেন। এরপর সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে মসজিদে নামিরাতে আগমন করবেন ও ইমাম অথবা তার প্রতিনিধির সাথে যুহর ও আসরের নামায আদায় করবেন, ইমাম অথবা প্রতিনিধি এমন দুটি খোতবা দিবেন যে দুটি খোতবার মাঝে তিনি বসবেন। এখানে উভয় ফরয এক আযান ও দুই একামতের সাথে আদায় করতে হবে। এ দুটি (যুহর ও আসর) নামাযকে একত্রিত করবে না দুটি শর্ত ব্যতীত। শর্ত দুটি হলো (১) ইহরাম ও (২) ইমামে আযম। নফল নামায দ্বারা এ দুটি নামাযে পার্থক্য করা যাবে না।

وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ فِيْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ فَإِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَيَغْتَسِلُ بَعْدَ الزَّوَالِ فِيْ عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوْفِ وَيَقِفُ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا دَاعِيًا مَادًّا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِمِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانِهِ وَيَجْتَهِدُ عَلٰى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عَيْنَيْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الدَّمْعِ فَإِنَّهُ دَلِيْلُ الْقَبُوْلِ وَيُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ مَعَ قُوَّةِ رَجَاءِ الْإِجَابَةِ وَلَا يُقَصِّرُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ إِذْ لَا يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنَ الْآفَاقِ وَالْوُقُوْفُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفْضَلُ وَالْقَائِمُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاعِدِ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلٰى هِيْنَتِهِمْ وَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً يُسْرِعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا وَيَتَحَرَّزَ عَمَّا يَفْعَلُهُ الْجَهَلَةُ مِنَ الْإِشْتِدَادِ فِي السَّيْرِ وَالْإِزْدِحَامِ وَالْإِيْذَاءِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ حَتّٰى يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَيَنْزِلُ بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ وَيَرْتَفِعُ عَنْ بَطْنِ الْوَادِيْ تَوْسِعَةً لِلْمَارِّيْنَ وَيُصَلِّيْ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ تَشَاغَلَ أَعَادَ الْإِقَامَةَ وَلَمْ تَجُزِ الْمَغْرِبُ فِيْ طَرِيْقِ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ

যদি ইমামে আযম পাওয়া না যায় তবে প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে নিবেন। ইমামের সাথে নামায পড়া সম্পন্ন হলে নিজ অবস্থান স্থলের দিকে ফিরে আসবেন। বাতনে আরাফা ব্যতীত আরাফার প্রতিটি অংশই অবস্থানস্থল। মধ্যাহ্নের পর আরাফায় অবস্থানের জন্য (মুস্ত াহাব) গোসল করবেন। গোসল সেরে জাবালে রহমতের নিকটে অবস্থান করে কিবলামুখী হয়ে তাকবীর, তাহলিয়া, তালবিয়া ও আহার্য প্রার্থীর মত উভয় হাত প্রসারিত করে। নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতার জন্য ও সকল ভই-বেরাদরের জন্য দুআ করবেন দুআ করার সময় একাগ্রতা অবলম্বন করবেন এবং নিজের চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুর ফোটা নির্গমনে চেষ্টা করবেন। কারণ এটা দুআ কবুল হওয়ার একটা দলীল। এসময় দুআ কবুলের প্রবল আশার সাথে দুআতে নিমগ্ন হবেন এবং সে দিনে কোন প্রকার ক্রটি করবেন না। কারণ সে দিনের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আপনি যদি মক্কার বাইরের লোক হন। ঐ সময় সওয়ারীর উপর অবস্থান করা উত্তম এবং বসা অবস্থা হতে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেয়। অতপর যখন সূর্যাস্ত হবে তখন ইমাম ও তার সাথে সাথে লোকেরা স্বাভাবিক গতিতে প্রস্থান করবে। যখন ফাঁক পাওয়া যাবে দ্রুত হাঁটবেন। এমনভাবে যাতে কারও কষ্ট না হয় এবং ঐ সকল জিনিস পরিহার করবেন যা মুর্খ লোকেরা করে থাকে অর্থাৎ দৌড়ে চলা, জটলা পাকানো, ধাক্কা দেওয়া ও কষ্ট দেয়া। কেননা এগুলো হারাম। (মোটকথা ইমামসহ) এভাবে মুযদালিফায় গমন করবেন। অতপর কুযাহ্ নামক পাহাড়ের কিট অবতরণ করবেন এবং বতনে ওয়াদী থেকে একটু উঁচু ভূমিতে অবস্থান করবেন পথিকদের জন্য সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এবং মাগরিব ও ইশার নামায একই আযান ও একই ইকামতের সাথে আদায় করবে। যদি এ দু'টি নামাযের মাঝে নফল নামায পড়া হয় অথবা অন্যকোন কাজে ব্যপৃত হয় তবে পুনরায় ইকামত দিতে হবে। মুযদালিফার পথে মাগরিবের নামায পড়া জায়িয নেই। (যদি কেউ পড়ে নেয়) তবে ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে তার উপর তা পুনরায় পড়া আবশ্যক।

وَيُسَنُّ الْمَبِيْتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ يَقِفُ وَالنَّاسُ مَعَهٗ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ وَيَقِفُ مُجْتَهِدًا فِيْ دُعَائِهٖ وَيَدْعُوْ اللّٰهَ أَنْ يُتِمَّ مُرَادَهٗ وَسُؤَالَهٗ فِيْ هٰذَا الْمَوْقِفِ كَمَا أَتَمَّهٗ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَيَأْتِيْ إِلٰى مِنٰى وَيَنْزِلُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلِ حَصَى الْخَزْفِ وَيَسْتَحِبُّ أَخْذُ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ مِنَ الطَّرِيْقِ وَيُكْرَهُ مِنَ الَّذِيْ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَيُكْرَهُ الرَّمْيُ مِنْ أَعْلَى الْعَقَبَةِ لِإِيْذَائِهِ النَّاسَ وَيَلْتَقِطُهَا اِلْتِقَاطًا وَلَا يَكْسِرُ حَجَرًا جِمَارًا وَيَغْسِلُهَا

لِيَتَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا فَإِنَّهَا يُقَامُ بِهَا قُرْبَةٌ وَلَوْ رَمٰى بِنَجِسَةٍ أَجْزَأَهُ وَكُرِهَ
وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا وَكَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَأْخُذَ
الْحَصَاةَ بِطَرْفِ إِبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ وَأَكْثَرُ إِهَانَةً
لِلشَّيْطَانِ وَالْمَسْنُونُ الرَّمْيُ بِالْيَدِ الْيُمْنٰى وَيَضَعُ الْحَصَاةَ
عَلٰى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ وَيَسْتَعِينُ بِالْمُسَبِّحَةِ وَيَكُونُ بَيْنَ الرَّامِي
وَمَوْضَعِ السُّقُوطِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَلَوْ وَقَعَتْ عَلٰى رَجُلٍ أَوْ مَحْمِلٍ
وَثَبَتَتْ أَعَادَهَا وَإِنْ سَقَطَتْ عَلٰى سُنَنِهَا ذٰلِكَ أَجْزَأَهُ وَكَبَّرَ بِكُلِّ
حَصَاةٍ ثُمَّ يَذْبَحُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِنْ أَحَبَّهُ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ .

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত। অতপর যখন ফজরের সময় হবে তখন ইমাম লোকদেরকে নিয়ে অন্ধকারে ফজর আদায় করবেন। অতপর ইমাম সাহেব ও তার সাথে সকল লোকেরা সেখানে অবস্থান করবেন এবং বাতনে মুহাসসির ব্যতীত মুযদালিফার সবটাই অবস্থানের জায়গা। সে সময় সকলে নিজ দুআতে চূড়ান্ত চেষ্টা ও মনোযোগসহ অবস্থান করবেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করতে থাকবেন। যাতে তিনি এই অবস্থানে সকলের উদ্দেশ্য ও মন-বাসনা পূর্ণ করেন, যেমনিভাবে পূর্ণ করেছিলেন সাইয়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তারপর যখন ভালভাবে ভোরের আলো ছড়িয়ে যাবে তখন ইমাম ও তার সাথে লোকেরা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করে মিনায় আগমন করবে এবং তথায় অবতরণ করবে। অতপর তারা জামরাতুল ওকবাতে আগমন করবেন। তারপর জামরা ওকবার বাতনে ওয়াদীতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, (কঙ্করগুলো হবে) মৃত পাত্রের চাড়ার মত। কঙ্করগুলো মুযদালিফা অথবা রাস্তা হতে কুড়িয়ে লওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু তা নিক্ষিপ্ত কঙ্করের পাশ হতে কুড়িয়ে লওয়া মাকরূহ। জামরাতুল ওকবার উপরের দিক হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মাকরূহ, মানুষের কষ্ট হওয়ার কারণে। কোন খান হতে কঙ্করগুলো কুড়িয়ে নিবে এবং সে কঙ্করগুলোর জন্য কোন পাথর ভাঙ্গবে না এবং এগুলোর পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এগুলেকে ধৌত করা বিধেয়। কেননা, এগুলোর দ্বারা পূণ্যের কাজ সমাধা করা হয়। যদি নাপাক কঙ্করও নিক্ষেপ করা হয় তবে তাও যথেষ্ট হবে, কিন্তু তা মাকরূহ। প্রথমে নিক্ষিপ্ত কঙ্করের সাথে সাথেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দেবেন। বিশুদ্ধ মতে কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। বিশুদ্ধ মতে কঙ্কর নিক্ষেপের নিয়ম হলো বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনির ডগা দিয়ে কঙ্কর ধরে তা নিক্ষেপ করা। কেননা, এটা সহজতর ও শয়তানের জন্য অধিক লজ্জাকর। ডান হাত দ্বারা কঙ্কর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। কঙ্করটি আপনি বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠের উপর রাখবেন এবং তর্জনির সাহায্য গ্রহণ করবেন। নিক্ষেপকারী ও পতিত হওয়ার স্থানের মধ্যে অন্তত পাঁচ হাতের ব্যবধান হতে হবে। যদি নিক্ষিপ্ত কঙ্করটি কোন ব্যক্তি অথবা হাওদার উপর পড়ে স্থির হয়ে যায়, তবে তা পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু সেটি যদি নিজ গতিতে গিয়ে পতিত হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে। প্রতিটি কঙ্করের সাথে তাকবীর বলবেন। অতপর হজ্জে ইফরাদকারী ভাল মনে করলে যবেহ করবেন। তারপর তিনি মাথা মুন্ডন করবেন এবং চুল কাটাবেন,

وَالْحَلْقُ اَفْضَلُ وَيَكْفِيْ فِيْهِ رُبْعُ الرَّاْسِ وَالتَّقْصِيْرُ اَنْ يَاْخُذَ
مِنْ رُؤُسِ شَعْرِهٖ مِقْدَارَ الْاَنْمُلَةِ وَقَدْ حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ
يَاْتِيْ مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهٖ ذٰلِكَ اَوْ مِنَ الْغَدِ اَوْ بَعْدَهٗ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ
طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَحَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَاَفْضَلُ هٰذِهِ الْاَيَّامِ
اَوَّلُهَا وَاِنْ اَخَّرَهٗ عَنْهَا لَزِمَهٗ شَاةٌ لِتَاْخِيْرِ الْوَاجِبِ ثُمَّ يَعُوْدُ اِلٰى
مِنٰى فَيُقِيْمُ بِهَا فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيْ مِنْ اَيَّامِ
النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ يَبْدَاُ بِالْجَمْرَةِ الَّتِيْ تَلِيْ مَسْجِدَ
الْخَيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مَاشِيًا يُكَبِّرُ بِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ
عِنْدَهَا دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ حَامِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَيَسْتَغْفِرُ
لِوَالِدَيْهِ وَاِخْوَانِهٖ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ الَّتِيْ تَلِيْهَا مِثْلَ ذٰلِكَ
وَيَقِفُ عِنْدَهَا دَاعِيًا ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا
فَاِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ اَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ
بَعْدَ الزَّوَالِ كَذٰلِكَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَعَجَّلَ نَفَرَ اِلٰى مَكَّةَ قَبْلَ
غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَاِنْ اَقَامَ اِلَى الْغُرُوْبِ كُرِهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
وَاِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ بِمِنٰى فِي الرَّابِعِ لَزِمَهُ الرَّمْيُ وَجَازَ
قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْاَفْضَلُ بَعْدَهٗ وَكُرِهَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ .

তবে মাথা মুন্ডন করা উত্তম এবং এতে মাথার এক চতুর্থাংশ মুন্ডন করাই যথেষ্ট। চুল কর্তন করার নিয়ম হলো আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সমস্ত চুলের আগা কেটে দেয়া। এঅবস্থায় নারী ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। অতপর ঐ দিন, অথবা তার পরের দিন অথবা তার পরের দিন আপনি মক্কা আগমন করবেন। অতপর কাবা শরীফে তাওয়াফে যিয়ারত করবেন সাত চক্কর পর্যন্ত। (এই তাওয়াফের পর) স্ত্রীসঙ্গম করা হালাল হয়ে যাবে। এই দিনগুলোর মধ্যে প্রথম দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা উত্তম। তবে উল্লখিত দিনসমূহ হতে একে বিলম্বিত করা হলে একটি বকরী আবশ্যক হবে ওয়াজিবকে বিলম্বিত করার দরুন। অতপর তাওয়াফ শেষে আপনি মিনাতে

ফিরে আসবেন ও তথায় অবস্থান গ্রহণ করবেন। তারপর কুরবানীর দ্বিতীয় দিন (১১ তারিখ) মধ্যাহ্নের পর তিনও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। মসজিদে খায়ফের সাথে যে জামরাটি মিলিত হয়ে আছে তা হতে আরম্ভ করবেন। এখানে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন চলন্ত অবস্থায়, প্রতিটি কঙ্করের সাথে তাকবীর বলবেন। অতপর আপনি তার নিকটে দাঁড়িয়ে নিজের পছন্দমত দুআ করবেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূল (সা.)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবেন। দুআর মধ্যে হাতদ্বয় উত্তোলন করবেন এবং নিজের মাতা-পিতা ও মুমিন ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অতপর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন যা তার সংলগ্ন হয়ে আছে। তার নিকট দুআ করতে দাঁড়াবেন। অতপর জামরায়ে ওকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন সওয়ার অবস্থায় এবং সেখানে দাঁড়াবেন না। অতপর যখন কুরবানীর তৃতীয় দিন (১২ তারিখ) সমাগত হবে তখন পূর্বোক্ত নিয়মে মধ্যাহ্নের পর তিনও জামরায় রমী করবেন। যদি তাড়াতাড়ি রওয়ানা হওয়ার ইরাদা করে থাকেন তবে সূর্যাস্তের পূর্বেই মক্কার পথে যাত্রা শুরু করবেন। যদি সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে থাকেন তবে তা মাকরূহ হবে, এবং (এ অবস্থায়) আপনার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি চতুর্থ দিবসের ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত মিনাতে অবস্থান করে তবে সেদিনও তার উপর রমী করা ওয়াজিব। সে দিন মধ্যাহ্নের পূর্বেও রমী করা জায়িয, তবে মধ্যাহ্নের পর (রমী করা) উত্তম ও সূর্যোদয়ের পূর্বে করা মাকরূহ।

وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ تَرْمِيهِ مَاشِيًا لِتَدْعُوَ بَعْدَهُ وَإِلَّا رَاكِبًا لِتَذْهَبَ عَقِبَهُ بِلَا دُعَاءٍ وَكُرِهَ الْمَبِيتُ بِغَيْرِ مِنًى لَيَالِيَ الرَّمْيِ ثُمَّ إِذَا رَحَلَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ سَاعَةً ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ إِنْ قَدَّمَهُمَا وَهٰذَا طَوَافُ الْوَدَاعِ وَيُسَمَّى أَيْضًا طَوَافُ الصَّدْرِ وَهٰذَا وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ قَامَ بِهَا وَيُصَلِّي بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ فَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَسْتَخْرِجُ الْمَاءَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَتَنَفَّسُ فِيهِ مِرَارًا وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ كُلَّ مَرَّةٍ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَيَصُبُّ عَلَى جَسَدِهِ إِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا يَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَيَنْوِي بِشُرْبِهِ مَا شَاءَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا شَرِبَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَيُسْتَحَبُّ بَعْدَ شُرْبِهِ أَنْ يَأْتِيَ بَابَ الْكَعْبَةِ وَيُقَبِّلَ الْعَتَبَةَ ثُمَّ يَأْتِيَ إِلَى الْمُلْتَزَمِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَهُ

وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّثُ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ سَاعَةً يَتَضَرَّعُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِالدُّعَاءِ بِمَا اَحَبَّ مِنْ اُمُوْرِ الدَّارَيْنِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لَهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ .

যে সকল রমীর পর রমী আছে (যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার রমী) সে সকল রমী ভূমিতে দাঁড়িয়ে সম্পন্ন করবেন, যাতে রমীর পরে দুআ করতে পারেন, আর যে রমীর পর আর কোন রমী নেই সেটা সওয়ার অবস্থায় সম্পাদন করবে। যাতে তার পরক্ষণেই দুআ করা ব্যতীত গমন করতে সক্ষম হন। রমীর রাতগুলো মিনা ছাড়া অন্য কোথাও যাপন করা মাকরূহ। অতপর যখন মক্কার দিকে যাত্রা করবে, তখন ক্ষণিকের জন্য 'মুহাস্‌স' যাত্রা বিরতি করবে। তারপর মক্কায় প্রবেশ করবে এবং রমল ও সায়ী ব্যতীত সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করবে, যদি এ দুটি পূর্বে করা হয়ে থাকে। এই তাওয়াফের নাম তাওয়াফে বিদা এবং এ তাওয়াফকে তাওয়াফে সুদূরও বলা হয়। এই তাওয়াফটি মক্কাবাসী ও তথায় অবস্থানকারীদের ছাড়া সকলের উপর ওয়াজিব। এই তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়বে। তাপর ঝমঝম কূপের নিকট আগমন করবে ও তার পানি পান করবে এবং সামর্থে কুলোলে নিজেই তার পানি উত্তোলন করবে। তারপর কাবামুখী হবে ও পেটভরে পানি পান করবে এবং পান করার সময় একাধিকবার শ্বাস ত্যাগ করবে ও প্রত্যেকবার কাবার দিকে চেয়ে চক্ষু উত্তোলন করবে। সম্ভব হলে নিজ শরীরে তা (ঝমঝমের পানি) প্রবাহিত করবে, নচেৎ এর দ্বারা মুখমন্ডল ও মাথা মাসাহ করবে। তা পান করার সময় যা ইচ্ছা তাই নিয়্যত করবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রাযি) তা পান করার সময় বলতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الخ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত জীবিকা ও সকল রোগ হতে অবমুক্তি কামনা করি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"ঝমঝমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়।" ঝমঝমের পানি পান করার পর কাবার দরজায় আগমন করা মুস্তাহাব। তখন কাবার আস্তানায় চুমু খাবে। এরপর মুলতাযিমের দিকে গমন করবে। মুলতাযিম হলো হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝখানের অংশ। অতপর তাতে (মুলতাযিমে) বক্ষ ও মুখমন্ডল রাখবে এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত কাবার গেলাফ আঁকড়ে থাকবে এবং উভয় জগতের যে সকল বিষয় পছন্দ সে সকল ব্যাপারে দুআ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট আকুতি জানাবে এবং বলবে اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ الخ -অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে এটা তোমারই ঘর, যাকে তুমি বরকতময় করেছ এবং করেছ জগতবাসীর জন্য পথনির্দেশ। হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে এর জন্য আমাকে পথ প্রদর্শন করেছ, সেভাবে আমার পক্ষ হতে তা কবূল কর।

وَلَاتَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ وَارْزُقْنِى الْعَوْدَ اِلَيْهِ حَتّٰى تَرْضٰى عَنِّىْ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالْمُلْتَزَمُ مِنَ الْاَمَاكِنِ الَّتِىْ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا نَقَلَهَا الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ عَنْ رِسَالَةِ الْحَسَنِ الْبِصْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ فِى الطَّوَافِ وَعِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وَتَحْتَ الْمِيْزَابِ وَفِى الْبَيْتِ وَعِنْدَ زَمْزَمَ وَخَلْفَ الْمَقَامِ وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى الْمَرْوَةِ وَفِى السَّعْيِ وَفِىْ عَرَفَاتٍ وَفِىْ مِنٰى وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ (اِنْتَهٰى) وَالْجَمَرَاتُ تُرْمٰى فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ يَوْمِ النَّحْرِ وَثَلَاثَةٍ بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَكَرْنَا اِسْتِجَابَتَهُ اَيْضًا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ وَيَسْتَحِبُّ دُخُوْلُ الْبَيْتِ الشَّرِيْفِ الْمُبَارَكِ اِنْ لَمْ يُؤْذِ اَحَدًا وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَقْصُدَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَهُوَ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَقَدْ جَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهٖ

আমার এই সাক্ষাৎটিকে তোমার ঘরের শেষ সাক্ষাৎরূপে পরিগণিত করো না এবং আমাকে পুনরায় আগমনের তাওফীক দাও এবং নিজ রহমতগুণে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, হে দয়াবানদের পরম দয়াবান! মুলতাযাম হলো মক্কা শরীফের ঐ সকল স্থানের একটি যেখানে দুআ কবূল হয়। (যে সকল স্থানে দুআ কবূল হয়) সে সকল স্থান হলো পনরটি, যেগুলোকে কামাল ইবন হুমাম হাসান বসরী (র.)-এর রিসালা হতে তার যবানীতে নকল করেছেন। সেই স্থানগুলো এই - (১) তাওয়াফের সময়, (২) মুলতাযিমের নিকট, (৩) মীযাবের নিচে, (৪) কাবা ঘরের অভ্যন্তরে, (৫) ঝমঝমের নিকট, (৬) মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে, (১০) আরাফার ময়দানে, (১১) মিনাতে, (১২) জামারার সময়, (সমাপ্ত হলে) এবং জামারাতে চার দিন রমী করতে হয়। ১০ তারিখ ও তার পরে তিন দিন। যেমন ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। সম্মানিত গৃহের দর্শনের সময় যে দুআ করা মুস্তাহাব তাও আমরা উল্লেখ করেছি। এই মহা কল্যাণময় গৃহে প্রবেশ করা মুস্তাহাব তাও আমরা উল্লেখ করেছি। সেই মহা কল্যাণময় গৃহে প্রবেশ করা তখন মুস্তাহাব হবে যদি কাউকে কষ্ট দেওয়া না হয়। বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করে রাসূল (সা)-এর নামাযের স্থানটি উদ্দেশ্য করা উচিৎ এবং সেই স্থানটি হবে সামনের দিকে। যখন দরজা পীঠের পেছনে রেখে সেখানে পৌঁছবে,

حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهٖ قُرْبُ ثَلَاثِ اَذْرُعٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ فَاِذَا صَلّٰى اِلَى الْجِدَارِ يَضَعُ خَدَّهٗ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَاتِي الْاَرْكَانَ فَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى مَاشَاءَ وَيَلْزَمُ الْاَدَبُ مَااسْتَطَاعَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَلَيْسَتِ الْبَلَاطَةُ الْخَضْرَاءُ الَّتِيْ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَقُوْلُهُ الْعَامَّةُ مِنْ اَنَّهُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى وَهُوَ مَوْضَعٌ عَالٍ فِيْ جِدَارِ الْبَيْتِ بِدْعَةٌ بَاطِلَةٌ لَااَصْلَ لَهَا وَالْمِسْمَارُ الَّذِيْ فِيْ وَسَطِ الْبَيْتِ يُسَمُّوْنَهُ سُرَّةَ الدُّنْيَا يَكْشِفُ اَحَدُهُمْ عَوْرَتَهُ وَسُرَّتَهُ وَيَضَعُهَا عَلَيْهِ فِعْلُ مَنْ لَاعَقْلَ لَهُ فَضْلًا عَنْ عِلْمٍ كَمَا قَالَهُ الْكَمَالُ .

তখন তার ও ঐ প্রচীর যা তার সম্মুখে রয়েছে তার মধ্যে তিন গজের মত ব্যবধান থাকবে। অতপর (সেখানে) নামায পড়বে। যা হোক, প্রাচীরের দিকে মুখ করে নামায পড়ার পর সেখানে নিজ কপাল স্থাপন করে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও তার প্রশংসা করবে। তারপর রোকনের নিকট আগমন করবে। এখানে আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ্‌, ও তাকবীর পাঠ করবে এবং যা ইচ্ছা আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করবে। এ সময় বাহ্যিকভাবে ও আন্ত রিকভাবে যথাসম্ভব আদবের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে। সেই সবুজ বিছানাটি যা দুই খুঁটির মাঝখানে অবস্থিত সেটি রাসূল (সা)-এর নামাযের স্থান নয়। সাধারণ লোকেরা বলে যে, এটি 'ওরওয়াতুল উছকা' এবং তা কাবার প্রাচীরে অবস্থিত একটি উঁচু স্থান তা একটি উদ্ভাবিত বানানো কথা। এর কোন ভিত্তি নেই। যে কীলকটি কাবার মধ্যে অবস্থিত-যাকে লোকেরা দুনিয়ার নাভি বলে অবিহিত করে থাকে এবং যার কারণে নিজেদের লজ্জাস্থান ও নাভি উন্মোক্ত রাখে, মূলত এটা ঐ সকল লোকদের কাজ যাদের বিদ্যা তো দূরের কথা কিছুমাত্র জ্ঞানও নেই। আল্লামা কামাল এরূপই বলেছেন।

وَاِذَا اَرَادَ الْعَوْدَ اِلٰى اَهْلِهِ يَنْبَغِيْ اَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلْوَدَاعِ وَهُوَ يَمْشِيْ اِلٰى وَرَاءِهِ وَوَجْهُهُ اِلَى الْبَيْتِ بَاكِيًا اَوْ مُتَبَاكِيًا مُتَحَسِّرًا عَلٰى فِرَاقِ الْبَيْتِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجُ عَنْ مَكَّةَ مِنْ بَابِ بَنِيْ شَيْبَةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى وَالْمَرْاَةُ فِيْ جَمِيْعِ اَفْعَالِ الْحَجِّ كَالرِّجَالِ غَيْرَ اَنَّهَا لَاتَكْشِفُ رَاْسَهَا وَتُسْدِلُ عَلٰى وَجْهِهَا شَيْئًا تَحْتَهُ عِيْدَانٌ كَالْقُبَّةِ تَمْنَعُ مَسَّهُ بِالْغِطَاءِ وَلَاتَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَاتَرْمُلُ وَلَاتُهَرْوِلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ بَلْ تَمْشِيْ عَلٰى هَيْنَتِهَا فِيْ جَمِيْعِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَاتَحْلِقُ وَلَاتَقْصُرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيْطَ وَلَاتُزَاحِمُ

الرِّجَالَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَهٰذَا تَمَامُ حَجِّ الْمُفْرِدِ وَهُوَ دُوْنَ الْمُتَمَتِّعِ فِي الْفَضْلِ وَالْقِرَانُ اَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ .

পরিশেষে হজ্জ সম্পন্নকারী ব্যক্তি যখন পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসার ইচ্ছা করবে, তখন বিদায়ী তাওয়াফ করার পর সেখান হতে ফিরে আসা উচিৎ। ফিরে আসার সময় সে পিছনের দিকে হেঁটে চলবে তার মুখমন্ডল থাকবে কাবার দিকে। কাবার বিচ্ছেদের কারণে সে ক্রন্দন করতে থাকবে অথবা ক্রন্দনের ভান করবে ও আফসোস করতে থাকবে। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় পিছনের দিকে চলতে থাকবে। মক্কা শরীফ হতে বের হওয়ার সময় বনী শায়বার দরজা ছানিয়ায়ে সুফলা হয়ে বের হবে। হজ্জের যাবতীয় কাজে মহিলাগণ পুরুষদের মত। তবে তারা তাদের মস্তক আবরণ মুক্ত করবে না, এবং তারা তাদের মুখমন্ডলের উপর এমন কিছু ঝুলিয়ে দেবে, যার নিম্নাংশে শক্ত এমন কিছু থাকে যা ধনুকের মত হয়ে মুখমন্ডলকে নিকাবের স্পর্শ হতে আলাদা রাখে। তালবিয়া বলার সময় মহিলারা ধ্বনি উচ্চ করবে না, এবং (তাওয়াফের সময়) রমল করবে না ও সবুজ মাইল ফলকদ্বয়ের মাঝে সায়ী করার সময় দৌড়াবেও না, বরং তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সকল সায়ীতে নিজের স্বাভাবিক গতির উপর চলবে। তারা মাথা মুন্ডন করবে না ও চুল কাটবে না। তারা সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। হজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার বেলায় পুরুষদের ভীড়ে ঢুকে পড়বে না। এ পর্যন্ত হজ্জুল মুফরাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি করা হলো। এই হজ্জে মুফরাদ মর্যাদার ক্ষেত্রে তামাত্তু হজ্জ হতে নিম্নতর। কিরান হজ্জ তামাত্তু হজ্জ হতে উত্তম।

فَصْلٌ : اَلْقِرَانُ هُوَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنَ اِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَقُوْلُ بَعْدَ صَلٰوةِ رَكْعَتَيِ الْاِحْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ ثُمَّ يُلَبِّيْ فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْاَوَّلِ فَقَطْ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّفَا وَيَقُوْمُ عَلَيْهِ دَاعِيًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَهْبِطُ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ فَيُتِمُّ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَهٰذِهِ اَفْعَالُ الْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ثُمَّ يَطُوْفُ طَوَافَ الْقُدُوْمِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يُتِمُّ اَفْعَالَ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ فَاِذَا رَمٰى يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ اَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ فَاِذَا لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ قَبْلَ مَجِيْئِ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَسَبْعَةِ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ وَلَوْ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَضٰى اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَلَوْ فَرَّقَهَا جَازَ .

পরিচ্ছেদ

কিরান হজ্জের বর্ণনা প্রসঙ্গ

কিরান এমন হজ্জকে বলে, যাতে হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার ইহরাম একই সাথে করে থাকে। উক্ত ব্যক্তি ইহরামের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নামায পড়ার পর বলবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ...... وَتَقَبَّلْ مِنِّىْ

"হে আল্লাহ্! আমি হজ্জ ও ওমরার ইরাদা করেছি। সুতরাং এর উভয়টি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ হতে তা কবূল কর।" তারপর তালবিয়া পড়বে। যখন মক্কাতে প্রবেশ করবে, তখন শুরুতে ওমরার জন্য সাতবার তাওয়াফ করবে। উক্ত তাওয়াফের প্রথম তিন বার শুধু রমল করবে। তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকাত নামায পড়বে। নামাযের পর সাফার দিকে গমন করবে এবং দুআ, তাকবীর, তাহ্লিয়া, তালবিয়া ও রাসূল (সা)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠরত অবস্থায় সে সেখানে অবস্থান করবে। অতপর মারওয়ার উদ্দেশ্যে সেখান হতে অবতরণ করবে এবং (সবুজ) মাইল ফলকদ্বয়ের মাঝে সায়ী করবে ও (সাফা-মারওয়ার মাঝে) সাত শওত পূর্ণ করবে। এই হলো ওমরার কাজসমূহ। ওমরা একটি সুন্নাত কাজ। ওমরার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর হজ্জের উদ্দেশ্যে তাওয়াফে কুদুম করবে। এরপর পূর্বোক্ত নিয়মে হজ্জের কাজসমূহ পূর্ণ করবে। তারপর যখন ইয়াওমুন্নাহরে (১০ তারিখে) জামরাতুল ওকবার রমী সম্পন্ন করবে তখন তার উপর একটি বকরী যবেহ করা অথবা একটি উষ্ট্রীর সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি (কুরবানীর) সামর্থ না থাকে তবে হজ্জের মাসসমূহে যিল হজ্জের দশ তারিখ আগমন করার পূর্বে তিন দিন রোযা রাখবে, এবং হজ্জ হতে ফারিগ হওয়ার পর তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে আরও সাতদিন (মোট ১০ দিন) রোযা রাখবে। এ রোযাগুলো মক্কাশরীফে অবস্থানকালীন সময়েও রাখা যায়। যদি রোযাগুলো ধারাবাহিকভাবে না রেখে বিচ্ছিন্নভাবেও রাখে তবে তাও জায়িয হবে।

فَصْلٌ : اَلتَّمَتُّعُ هُوَ اَنْ يُّحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فَقَطْ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَيَقُوْلُ بَعْدَ صَلٰوةِ رَكْعَتَيِ الْاِحْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ ثُمَّ يُلَبِّىْ حَتّٰى يَدْخُلَ مَكَّةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِاَوَّلِ طَوَافِهٖ وَيَرْمُلُ فِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ثُمَّ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ الْوُقُوْفِ عَلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ ثُمَّ يَحْلِقُ رَاْسَهٗ اَوْ يُقَصِّرُ اِذَا لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ وَحَلَّ لَهٗ كُلُّ شَىْءٍ مِنَ الْجِمَاعِ وَغَيْرِهٖ وَيَسْتَمِرُّ حَلَالًا وَاِنْ سَاقَ الْهَدْىَ لَايَتَحَلَّلُ مِنْ عُمْرَتِهٖ فَاِذَا جَاءَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ وَيَخْرُجُ اِلٰى مِنٰى فَاِذَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

لَزِمَهٗ ذَبْحُ شَاةٍ اَوْ سُبْعُ بُدْنَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَبْلَ مَجِيْئِ يَوْمِ
النَّحْرِ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ كَالْقَارِنِ بِاَنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلاَثَةَ حَتّٰى جَاءَ يَوْمُ
النَّحْرِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ وَلاَيُجْزِئُهٗ صَوْمٌ وَلاَصَدَقَةٌ .

পরিচ্ছেদ

তামাত্তু হজ্জ প্রসঙ্গ

তামাত্তু হজ্জ আদায় করার নিয়ম হলো, মীকাত হতে কেবল ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে। ইহরামের পর দুই রাকাত নামায আদায় করে বলবে"হে আল্লাহ্! আমি ওমরার ইরাদা করেছি। সুতরাং আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর"। অতপর তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কাতে প্রবেশ করবে। মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ করবে এবং প্রথম তাওয়াফের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে ও তাওয়াফের মধ্যে রমল করবে। তারপর দুই রাকাত তাওয়াফের নামায পড়বে। অতপর সাফার উপর অবস্থান করার পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে পূর্বের মত সাতবার সায়ী করবে। অতপর যদি সে সাথে কুরবানীর জন্তু নিয়ে না থাকে তবে মাথা মুন্ডন করবে অথবা চুল কর্তন করবে এবং এ অবস্থায় তার জন্য স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে ও হালাল হিসাবে থাকবে। আর যদি কুরবানীর জন্তু প্রেরণ করে থাকে তবে সে ওমরা পালন করার পরও হালাল হবে না। অতপর যখন যিল হজ্জের আট তারিখ হবে, তখন হারাম শরীফ হতে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে ও মিনাতে গমন করবে। অতপর দশ তারিখে যখন জামরা আকাবার রমী সমাপ্ত হবে তখন তার উপর একটি বকরী অথবা একটি উষ্ট্রীর সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী করা আবশ্যক হবে। তবে সে যদি (কুরবানীর ব্যাপারে) সামর্থবান না হয়, তা হলে দশ তারিখের দিন আগমনের পূর্বে তিন দিন এবং হজ্জ সমাপ্ত করে ফিরে আসার পর সাত দিন (মোট দশদিন) রোযা রাখবে। কিন্তু যদি সে প্রথমোক্ত তিনটি রোযা না রাখে এবং এমতাবস্থায় দশ তারিখের দিন চলে আসে, তবে তার উপর একটি বকরী যবেহ করা নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ সময় তার জন্য কুরবানীর পরিবর্তে রোযা অথবা সাদকা কোনটাই যথেষ্ট হবে না।

فَصْلٌ : اَلْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَتَصِحُّ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ وَتُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ
النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَكَيْفِيَّتُهَا اَنْ يُحْرِمَ لَهَا مِنْ مَكَّةَ مِنَ الْحِلِّ بِخِلاَفِ
اِحْرَامِهٖ لِلْحَجِّ فَاِنَّهَا مِنَ الْحَرَمِ . وَاَمَّا الاٰفَاقِىُّ الَّذِىْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ
فَيُحْرِمُ اِذَا قَصَدَهَا مِنَ الْمِيْقَاتِ ثُمَّ يَطُوْفُ وَيَسْعٰى لَهَا ثُمَّ يَحْلِقُ وَقَدْ حَلَّ
مِنْهَا كَمَا بَيَّنَّاهُ بِحَمْدِ اللّٰهِ . (تنبيه) وَاَفْضَلُ الْاَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ اِذَا وَافَقَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةٍ فِىْ غَيْرِ جُمُعَةٍ رَوَاهُ صَاحِبُ

مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ جُمُعَةً وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً ذَكَرَهُ فِيْ تَجْرِيْدِ الصِّحَاحِ بِعَلَامَةِ الْمُؤَطَّ وَكَذَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ شَارِحُ الْكَنْزِ وَالْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِعَدَمِ الْقِيَامِ بِحُقُوْقِ الْبَيْتِ وَالْحَرَامِ وَنَفَى الْكَرَاهَةَ صَاحِبَاهُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى .

পরিচ্ছেদ

ওমরা প্রসঙ্গ

ওমরা সুন্নাত এবং সারা বৎসর তা জায়িয। তবে আরাফার দিন, ইয়াওমুন্নাহার (দশ তারিখ) ও তাশরীকের দিনসমূহে তা করা মাকরূহ। ওমরার নিয়ম হলো এই যে, মক্কার 'হিল্ল' এলাকা হতে এর জন্য ইহরাম বাঁধবে। এটা হজ্জের ইহরাম-এর ব্যতিক্রম। কেননা হজ্জের ইহরাম হারাম শরীফ হতে বাঁধতে হয়। কিন্তু মক্কার বাইরের লোক যে মক্কায় প্রবেশ করেনি সে যখন ওমরার ইরাদা করবে তখন মীকাত হতে ইহরাম বাঁধবে। তারপর তাওয়াফ করবে ও সায়ী করবে। এবং পরিশেষে মাথা মুন্ডন করবে। উক্ত কার্য সম্পাদন করার পর সে এ হতে হালাল হয়ে যাবে। যেমন আমরা পূর্বে এ সম্পর্কে বর্ননা করেছি. প্রশংসা আল্লাহ্র।

জ্ঞাতব্যঃ আরাফার দিন হলো সকল দিনের শ্রেষ্ঠ দিন, যদি এদিন এবং জুমুআর দিন একই দিন হয়। এরূপ আরাফার দিন জুমুআর দিন ব্যতীত অন্যদিনের সত্তরটি হজ্জ হতে উত্তম। এ কথাটি মিরাজুদ্দিরায়ার লেখক নিজ যবানীতে বর্ননা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন"দিনসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠতম দিন হলো আরাফার দিন, যখন সেটি জুমুআর দিন হয়। এ দিন সত্তরটি হজ্জের চেয়েও উত্তম দিন"। এ হাদীসটি তাজরীদুসসিহাহ নামক গ্রন্থে মুয়াত্তার বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে কানযের ব্যাখ্যাতা আল্লামা যায়লায়ীও এরূপ বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে ব্যক্তি কাবার হক ও হারাম শরীফের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না তার জন্য মক্কার প্রতিবেশী হওয়া মাকরূহ। ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মদ (র) মাকরূহ হওয়া সমর্থন করেন না।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

هِيَ عَلٰى قِسْمَيْنِ جِنَايَةٌ عَلَى الْإِحْرَامِ وَجِنَايَةٌ عَلَى الْحَرَمِ وَالثَّانِيَةُ لَاتَخْتَصُّ بِالْمُحْرِمِ وَجِنَايَةُ الْمُحْرِمِ عَلٰى أَقْسَامٍ مِنْهَا مَايُوْجِبُ دَمًا وَمِنْهَا مَايُوْجِبُ صَدَقَةً وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَمِنْهَا مَايُوْجِبُ دُوْنَ

ذٰلِكَ وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ الْقِيْمَةَ وَهِيَ جَزَاءُ الصَّيْدِ وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ
الْقَاتِلِيْنَ الْمُحْرِمِيْنَ فَالَّتِيْ تُوْجِبُ دَمًا هِيَ مَالَوْ طَيَّبَ مُحْرِمٌ بَالِغٌ عُضْوًا اَوْ
خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ اَوِ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ وَنَحْوِهِ اَوْ لَبِسَ مُخِيْطًا اَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ
يَوْمًا كَامِلًا اَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ اَوْ مَحْجَمِهِ اَوْ اَحَدَ اِبْطَيْهِ اَوْ عَانَتَهُ اَوْ رَقَبَتَهُ اَوْ
قَصَّ اَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِمَجْلِسٍ اَوْ يَدًا اَوْ رِجْلًا اَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِمَّا تَقَدَّمَ
بَيَانُهُ وَفِيْ اَخْذِ شَارِبِهِ حُكُوْمَةٌ . وَالَّتِيْ تُوْجِبُ الصَّدَقَةَ بِنِصْفِ صَاعٍ
مِنْ بُرٍّ اَوْ قِيْمَتِهِ وَهِيَ مَالَوْ طَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ اَوْ لَبِسَ مُخِيْطًا اَوْ
غَطّٰى رَأْسَهُ اَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ اَوْ حَلَقَ اَقَلَّ مِنْ رُبُعِ رَأْسِهِ اَوْ قَصَّ ظُفْرًا
وَكَذَا لِكُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ اِلَّا اَنْ يَبْلُغَ الْمَجْمُوْعُ دَمًا فَيُنْقِصُ مَا شَاءَ مِنْهُ
كَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ اَوْ طَافَ لِلْقُدُوْمِ اَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا وَتَجِبُ شَاةٌ وَلَوْ طَافَ
جُنُبًا اَوْ تَرَكَ شَوْطًا مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ وَكَذَا لِكُلِّ شَوْطٍ مِنْ اَقَلِّهِ اَوْ
حَصَاةً مِنْ اِحْدَى الْجِمَارِ وَكَذَا لِكُلِّ حَصَاةٍ فِيْمَا لَمْ يَبْلُغْ رَمْيَ يَوْمٍ اِلَّا
اَنْ يَبْلُغَ دَمًا فَيُنْقِصُ مَا شَاءَ اَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرِهِ اَوْ قَصَّ اَظْفَارَهُ وَاِنْ
تَطَيَّبَ اَوْ لَبِسَ اَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الذَّبْحِ اَوِ التَّصَدُّقِ بِثَلَاثَةِ اَصْوُعٍ
عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ .

অধ্যায়

হজ্জের বিধি লংঘন প্রসঙ্গ

হজ্জের বিধি লংঘন দু'প্রকারঃ একটি হলো ইহরামের বিধি লংঘন, অপরটি হলো হারাম শরীফের বিধি লংঘন। দ্বিতীয় প্রকারের বিধি লংঘন শুধু ইহরামকারীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়। আর ইহরামকারীর বিধি লংঘন কয়েক প্রকার। কিছু কিছু বিধি লংঘন দম তথা পশু যবেহ করা ওয়াজিব করে। কিছু কিছু বিধি লংঘন সাদকা ওয়াজিব করে এবং সেই সাদকার পরিমাণ হলো অর্ধ সা' গম। কিছু কিছু বিধি লংঘন অর্ধ সা'-এর কম সাদাকা ওয়াজিব করে এবং কিছু কিছু বিধি লংঘন ক্ষতি সাধিত বস্তুর মূল্য ওয়াজিব করে। যেমন শিকারের মূল্য। একাধিক মুহরিম ব্যক্তি বিধি লংঘন করে শিকার করার কারণে ক্ষতিপূরণও একাধিক হয়ে থাকে। সুতরাং যে সকল বিধি লংঘন দম ওয়াজিব করে সে গলো হলো—যেমন ঃ কোন বালিগ মুহরিম ব্যক্তি

শরীরের কোন অঙ্গে সুগন্ধি লাগানো, অথবা নিজের মাথায় মেহদীর খেজাব লাগানো, অথবা যায়তুন তেল ও এ জাতীয় কিছু মাথায় দেয়া, অথবা সেলাই কা কাপড় পরিধান করা, অথবা সারা দিন নিজের মাথা ঢেকে রাখা, অথবা নিজ মাথার চার ভাগের এক ভাগ মুন্ডন করা, অথবা শিঙা লাগানো, অথবা দুই বগলের যে কোন একটি অথবা নাভির নিম্নাঙ্গ, অথবা গর্দান কামানো, অথবা এক হাতের ও এক পায়ের নখ কর্তন করা, অথবা পূর্বে যে সকল ওয়াজিবের কথা আলোচিত হয়েছে সে সমস্তের কোন একটি বর্জন। (এ সমস্তের মাঝে দম ওয়াজিব হয়)। আর গোঁপ কর্তনের ব্যাপারে একজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির ফয়সালা গ্রহণযোগ্য হবে। (অর্থাৎ কর্তিত মোঁচ দাড়ির এক চতুর্থাংশের সমান হয় কিনা তা দেখতে হবে। যদি হয় তবে দম ওয়াজিব হবে। তার কম হলে সে অনুপাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।)। যে সকল বিধি লঙ্ঘনের দরুন অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব হয়, সেগুলো হলো এই যে, মুহরিম ব্যক্তি একটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গের চেয়ে কম অংশে সুগন্ধি লাগানো, অথবা সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, অথবা একদিনের কম সময় মাথা ঢেকে রাখা, অথবা মাথার এক চতুর্থাংশের কম মুন্ডন করা, অথবা একটি নখ কর্তন করা অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি নখের বদলায় অর্ধ সা' ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি সমষ্টিগতভাবে কর্তিত নখগুলোর সাদাকা একটি দমের পর্যায়ে উপণীত হয় তবে এ থেকে যতখানি ইচ্ছা হ্রাস করবে, যেমনটি ভিন্নভাবে পাঁচটি নখ কর্তন করলে করতে হয়। [মোটকথা এ ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হবে না। কাজেই ভিন্ন ভিন্নভাবে আবশ্যক সাদকাগুলোর মূল্য যদি এক দমের সমপরিমাণ হয় তবে তার থেকে কম করা চাই, যাতে একটি দম আবশ্যক হয়ে না পড়ে। আলাদা আলাদাভাবে পাঁচটি নখ কাটার দ্বারা আবশ্যক সাদকা যদি দমের সমান হয়ে যায় তার হুকুমও একই। অথবা ওযূবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম অথবা তাওয়াফে সদর করা। যদি জুনবী অবস্থায় তাওয়াফ করে তবে বকরী ওয়াজিব হবে। (অর্ধ সা' ওয়াজিব হয়) যদি তাওয়াফে সদরের একটি শওত ত্যাগ করে। অনুরূপভাবে তাওয়াফে সদরের শেষ তিন চক্করের প্রত্যেকটি চক্করের জন্য (অর্ধ সা' আবশ্যক হবে)। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন জামরাতে একটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা ত্যাগ করে অর্ধ সা' ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক কঙ্করের পরিবর্তে অর্ধ সা' ওয়াজিব হবে যদি তা এক দিনের রমীর সমপরিমাণে না পৌছে। কিন্তু ঐ সা'গুলোর মূল্য যদি দমের সমপরিমাণ হয়, তা হলে যতখানি ইচ্ছা তা থেকে কম করবে। (কেননা এ অবস্থায় দমের মূল্য হতে কমই ওয়াজিব হয়ে থাকে। ফলে এ সকল সাদ্কাগুলো যখন বকরীর মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তখন কিছুটা কম করা চাই। (যাতে বকরীর মূল্যের সমপরিমাণে পৌছে তা নির্ধারিত সাদকার খেলাফ না হয়ে যায়।) অথবা মুহরিম ব্যক্তি নিজ ব্যতীত অন্য কোন মুহরিম/হালাল ব্যক্তির মস্তক মুন্ডন করা, অথবা অন্য কারো নখ কেটে দেয়া। এতে সাদ্কা করা ওয়াজিব হবে। তবে যদি মুহরিম ব্যক্তি কোন ওযর বশত সুগন্ধি লাগায়, অথবা সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে, অথবা মাথা মুন্ডন করে, তবে একটি বকরী যবেহ করবে, অথবা ছয়জন মিসকীনের মাঝে তিন সা' গম সাদকা করবে, অথবা তিনদিন রোযা রাখবে।

وَالَّتِىْ تُوْجِبُ اَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهِىَ مَالَوْ قَتَلَ قُمْلَةً اَوْجَرَادَةً فَيَتَصَدَّقُ بِمَا شَاءَ وَالَّتِىْ تُوْجِبُ الْقِيْمَةَ فَهِىَ مَالَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَيُقَوِّمُهُ عَدْلاَنِ فِىْ مَقْتَلِهٖ اَوْ قَرِيْبٍ مِنْهُ فَاِنْ بَلَغَتْ هَدْيًا فَلَهُ الْخِيَارُ

إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ وَذَبَحَهُ أَوِ اشْتَرَى طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لِكُلِّ فَقِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضَلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا وَتَجِبُ قِيمَتُهُ مَانَقَصَ وَبِنَتْفِ رِيشِهِ الَّذِي لَايَطِيرُ بِهِ وَشَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوٍ لَايَمْنَعُهُ الْاِمْتِنَاعُ بِهِ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ بِقَطْعِ بَعْضِ قَوَائِمِهِ وَنَتْفِ رِيشِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَلَايُجَاوِزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُعِ وَإِنْ صَالَ لَاشَيْءَ بِقَتْلِهِ وَلَايُجْزِئُ الصَّوْمُ بِقَتْلِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ وَلَابِقَطْعِ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَشَجَرَةِ النَّابِتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ بَلِ الْقِيمَةُ وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَالْكَمْأَةَ .

যে সকল বিধি লংঘনের কারণে অর্ধ সা' হতে কম সাদাকা ওয়াজিব হয় তা এই যে, যদি মুহরিম ব্যক্তি ব্যক্তি ছারপোকা, অথবা ফড়িং হত্যা করে তবে সে যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা সাদকা করবে। যে সকল বিধি লঙ্ঘনের কারণে মূল্য ওয়াজিব হয় তা এই যে, যদি মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকার হত্যা করে, তবে শিকারকৃত প্রাণীটি যেখানে নিহত হয়েছে অথবা নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানের দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিহত শিকারের মূল্য নির্ধারণ করবে। ফলে এর মূল্য যদি হাদীর সমপরিমাণে পৌঁছে যায় তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যদি ইচ্ছা করে তবে তা ক্রয় করবে ও যবেহ করবে, অথবা খাদ্য ক্রয় করবে ও তাদ্বারা প্রত্যেক ফকীরকে অর্ধ সা' করে সাদকা করবে, অথবা প্রতিজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদানের পরিবর্তে একদিন করে রোযা রাখবে। যদি অর্ধ সা' হতে স্বল্প পরিমাণ অতিরিক্ত হয় তা হলে তা সাদকা করে দেবে, অথবা একদিন রোযা রাখবে। যে সমস্ত পালক ও পশম দ্বারা পাখি উড্ডয়ন করে না তা উপড়ে ফেলা এবং পাখির কোন অঙ্গ এমনভাবে কেটে ফেলা যাতে তার নিজের হিফাত বাধাগ্রস্ত হয় না এর দ্বারা যে ক্ষতি হয় তজ্জন্য সে পরিমাণ মূল্য ওয়াজিব হবে। কোন প্রাণীর পায়ের অংশ কেটে ফেললে, তার পাখার পর তুলে ফেললে এবং ডিম ভেঙ্গে ফেললে সে প্রাণীর পূর্ণমূল্য ওয়াজিব হবে। হিংস্র প্রাণী যদি আক্রমণ করে বসে তবে তা হত্যা করার দরুণ কিছু ওয়াজিব হবে না। হালাল ব্যক্তি কর্তৃক হারাম শরীফে শিকার বধ করার কারণে এবং হারাম শরীফের তৃণ ও ঐ সকল বৃক্ষ কর্তন করার কারণে যা নিজে নিজে উদ্গম হয় এবং মানুষ তা উৎপন্ন করে না রোযা রাখা যথেষ্ট হবে না, বরং সে জন্য তাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। হারাম শরীফের ঘাসে পশু চরানো ও তা কর্তন করা হারাম। তবে ইযখার নামক (সুগন্ধিযুক্ত) তৃণ ও ছত্রাক কর্তন করা হারাম নয়।

فَصْلٌ : وَلَاشَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَعَقْرَبٍ وَفَأْرَةٍ وَحَيَّةٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَبَعُوضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَمَالَيْسَ بِصَيْدٍ .

পরিচ্ছেদ

যে সকল প্রাণী নিধনের কারণে কিছু ওয়াজিব হয় না

কাক, চিল, বিচ্ছু, মূষিক, সাপ, পাগলা কুকুর, মশা, মাছি, পিপড়া, ছারপোকা, বানর ও কাছিম এবং শিকার নয় এমন কিছু মেরে ফেলার কারণে কিছুই ওয়াজিব হয় না।

فَصْلٌ : اَهْدَى اَدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا جَازَ فِي الضَّحَايَا جَازَ فِي الْهَدَايَا وَالشَّاةُ تَجُوْزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوْفِ قَبْلَ الْحَلْقِ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ وَخُصَّ هَدْيُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ وَخُصَّ ذَبْحُ كُلِّ هَدْيٍ بِالْحَرَمِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ تَطَوُّعًا وَتَعَيَّبَ فِي الطَّرِيْقِ فَيَنْحَرُ فِي مَحَلِّهِ وَلَا يَكُنْهُ غَنِيٌّ وَفَقِيْرُ الْحَرَمِ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ وَتَقَلَّدَ بَدَنَةَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِطَامِهِ وَلَا يُعْطِى اَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهُ وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَاضَرُوْرَةٍ وَلَا يَحْلُبُ لَبَنَهُ اِلَّا اَنْ بَعُدَ الْمَحَلُّ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهُ اِنْ قَرُبَ الْمَحَلُّ بِالنَّقَاخِ وَلَوْ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا لَزِمَهُ لَايَرْكَبُ حَتّٰى يَطُوْفَ لِلرُّكْنِ فَاِنْ رَكِبَ اَرَاقَ دَمًا وَفُضِّلَ الْمَشْىُ عَلَى الرُّكُوْبِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَفَّقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِفَضْلِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالْعَوْدِ عَلٰى اَحْسَنِ حَالٍ اِلَيْهِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

পরিচ্ছেদ

হজ্জের কুরবানী সংক্রান্ত বিধান

হারাম শরীকে প্রেরণযোগ্য নিম্নতম কুরবানীর পশু হলো একটি বকরী। মূলত কুরবানীর পশুর মধ্যে উট, গরু, ও মেষ ইত্যাদি শামিল। এ ছাড়া যে সকল জন্তু কুরবানীতে কাজে আসে সেগুলোকে হারাম শরীকে প্রেরিত হাদীর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বকরী কুরবানীর সব কিছুতে জায়িয হয় তবে জুনূবী অবস্থায় তাওয়াফে রোকন ও আরাফাতে অবস্থান করার পর মাথা মুন্ডন করার পূর্বে স্ত্রীসঙ্গম করলে বকরী কুরবানী করা জায়িয হবে না। ফলে এ দুটির প্রত্যেকটিতে উট যবেহ করতে হবে। তামাত্তু' ও কিরান হজ্জের কুরবানী শুধু দশ তারিখের সাথে নির্দিষ্ট এবং সব ধরনের হজ্জ সংক্রান্ত কুরবানীর পশু হারাম শরীফেই যবেহ করতে হবে। তবে কুরবানীটি যদি নফল হয় এবং পথিমধ্যে পশুটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে স্বস্থানে তা যবেহ

করে দেবে এবং কোন ধনী লোক তা ভক্ষণ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে হারাম ও তার বাইরের ফকীর সকলেই বরাবর। শুধু নফল কুরবানীর উটের গলায় কুরবানীর চিহ্ন হিসাবে তামাত্তু ও কিরানের কুরবানীর বেড়ি পরিয়ে দেবে এবং তার গোবর ও লাগাম সাদকা করে দেবে ও পশুর অংশ হতে কসাই'কে পারিশ্রমিক দেবে না, বিনা প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করবে না এবং তার দুগ্ধ দোহন করবে না। কিন্তু গন্তব্য যদি দূরবর্তী হয় তা হলে (দোহন করবে) অতপর তা সাদকা করে দেবে। পক্ষান্তরে গন্তব্য নিকটবর্তী হলে তার স্তনে শীলত পানির ছিটা দেবে। যদি কেউ পায়দলে হজ্জ করার মানত করে তবে তা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং তাওয়াফে রোকন করার পূর্ব পর্যন্ত সে কোন বাহনে আরোহণ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও সে যদি সাওয়ার হয়, তবে দম হিসাবে কুর্বানী দেবে। যে ব্যক্তি পায়দলে হজ্জে গমনে সক্ষম তার ক্ষেত্রে সওয়ার হওয়ার পরিবর্তে পায়দলে গমনকেই উত্তম বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর নিজ অনুগ্রহে আমাদের তাওফীক দিন এবং রাসূল (সা.)-এর মর্যাদার খাতিরে উত্তম পন্থায় পুনরায় হজ্জে গমনের ব্যাপারে আমাদের প্রতি কৃপা করুন।

فَصْلٌ فِيْ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَبِيْلِ
الْاِخْتِصَارِ تَبْعًا لِمَا قَالَ فِي الْاِخْتِيَارِ: لَمَّا كَانَتْ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَفْضَلِ الْقُرَبِ وَاَحْسَنِ الْمُسْتَحَبَّاتِ بَلْ تَقْرُبُ مِنْ
دَرَجَةِ مَا لَزِمَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَاِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّضَ عَلَيْهَا
وَبَالَغَ فِي النُّدُبِ اِلَيْهَا فَقَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ.
وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.
وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَمَاتِيْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِيْ
فِيْ حَيَاتِيْ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ وَمِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ
اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ يُرْزَقُ مُمَتَّعٌ بِجَمِيْعِ الْمَلَاذِّ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ
اَنَّهُ حُجِبَ عَنْ اَبْصَارِ الْقَاصِرِيْنَ عَنْ شَرِيْفِ الْمَقَامَاتِ. وَلَمَّا رَاَيْنَا
اَكْثَرَ النَّاسِ غَافِلِيْنَ عَنْ اَدَاءِ حَقِّ زِيَارَتِهٖ وَمَا يُسَنُّ لِلزَّائِرِيْنَ مِنَ
الْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ اَحْبَبْنَا اَنْ نَذْكُرَ بَعْدَ الْمَنَاسِكِ وَاَدَائِهَا مَا فِيْهِ نُبْذَةٌ
مِنَ الْاٰدَابِ تَتْمِيْمًا لِفَائِدَةِ الْكِتَابِ. فَنَقُوْلُ يَنْبَغِيْ لِمَنْ قَصَدَ زِيَارَةَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُكْثِرَ مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ يَسْمَعُهَا
وَتُبَلَّغُ اِلَيْهِ وَفَضْلُهَا اَشْهَرُ مِنْ اَنْ يُذْكَرَ فَاِذَا عَايَنَ حِيْطَانَ الْمَدِيْنَةِ

الْمُنَوَّرَةِ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ! هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ وَمَهْبَطُ حَبِيْبِكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِالدُّخُوْلِ فِيْهِ وَاجْعَلْهُ وَقَايَةً لِيْ مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْفَائِزِيْنَ بِشَفَاعَةِ الْمُصْطَفٰى يَوْمَ الْمَاٰبِ .

পরিচ্ছেদ

আল-ইখতিয়ার নামক পুস্তকের বর্ণনার অনুসরণে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ রাসূল (সা.)-এর রওযা আতহার যিয়ারত করা।

প্রিয়তম নবী (সা.)-এর পবিত্র মাযার শরীফ যিয়ারত করা ইবাদতের মধ্যে শামিল ও মুস্তাহাব সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মুস্তাহাব, বরং তা সকল ওয়াজিব ইবাদতের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং এর প্রতি আহ্বান করতে গিয়ে অতিশয় তাগিদ দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সুযোগ পেয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করল না সে আমার উপর জুলুম করল। তিনি আরও বলেছেন, যে আমার কবর যেয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ করা আবশ্যক হয়ে গেল। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, যে আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে সাক্ষাৎ করল সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার সাথে সাক্ষাৎ করল ইত্যাদি। মুহাক্কিকদের নিকট এটা স্থিরকৃত বিষয় যে, রাসূল (সা. সশরীরে) জীবিত। তাঁকে সমস্ত উত্তম স্বাদযুক্ত ও ইবাদত দ্বারা রিয্ক সরবারহা করা হয়ে থাকে। পার্থক্য এই যে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা থেকে বঞ্চিতদের দৃষ্টি হতে তিনি আড়াল হয়ে আছেন। আমরা যখন দেখতে গেলাম, যিয়ারতের হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং যে সমস্ত মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয় যিয়ারতকারীদের জন্য সুন্নাত সে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক গাফিল তখন হজ্জের বিধান ও তা আদায় করা সংক্রান্ত আলোচনার পর এই পুস্তিকার উপকারিতাকে পূর্ণতা দানের জন্য আদাব সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা আমার কাছে সঙ্গত মনে হলো। সে সূত্রেই আমরা এখানে বক্ষমান আলোচনার অবতারণা করছি। আমরা বলি যে, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর যিয়ারত করা মনস্থ করে সে যেন তাঁর উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে। কেননা রাসূল (সা.) তা সরাসরি শুনতে পান (যদি নিকটে পাঠ করা হয়) এবং কেউ দূর হতে পাঠ করলেন তাঁর নিকটে তা প্রেরণ করা হয় এবং দরূদ শরীফের মাহাত্ম্য বর্ণনার অনেক উর্ধ্বে। যা হোক, যখন মদীনার প্রাচীরসমূহ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হবে তখন রাসূল (সা.)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতপর নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا ..... يَوْمَ الْمَاٰبِ

হে আল্লাহ্! এটা তোমার নবীর হারাম এবং তোমার ওহীর অবতরণ স্থল। সুতরাং এর মধ্যে প্রবেশ করার ব্যাপারে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর এবং আমার জন্য এ স্থানটিকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কবচ কর ও শাস্তি হতে নিরাপত্তার কারণ কর আর কিয়ামতের দিন আমাকে রাসূল (সা)-এর সুপারিশ দ্বারা যারা সফল হবে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর।

وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ اَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ التَّوَجُّهِ لِلزِّيَارَةِ اِنْ اَمْكَنَهُ وَيَتَطَيَّبُ
وَيَلْبَسُ اَحْسَنَ ثِيَابِهِ تَعْظِيْمًا لِقُدُوْمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ الْمُنَوَّرَةَ مَاشِيًا اِنْ اَمْكَنَهُ بِلَاضَرُوْرَةٍ بَعْدَ وَضْعِ رَكْبِهِ
وَاطْمِئْنَانِهِ عَلٰى حَشَمِهِ اَوْاَمْتِعَتِهِ مُتَوَاضِعًا بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ مُلَاحِظًا
جَلَالَةَ الْمَكَانِ قَائِلًا بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ
لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ اِلٰى اٰخِرِهِ وَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ
ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الشَّرِيْفَ فَيُصَلِّيْ تَحِيَّتَهُ عِنْدَ مِنْبَرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقِفُ
بِحَيْثُ يَكُوْنُ عُمُوْدُ الْمِنْبَرِ الشَّرِيْفِ بِحِذَاءِ مَنْكِبِهِ الْاَيْمَنِ فَهُوَ مَوْقِفُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَمَابَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ كَمَا اَخْبَرَبِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ
فَتَسْجُدُ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى بِاَدَاءِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ شُكْرًا لِمَا وَفَّقَكَ
اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنَّ عَلَيْكَ بِالْوُصُوْلِ اِلَيْهِ .

সম্ভব হলে মদীনায় প্রবেশের পূর্বে অথবা পরে যিয়ারতে গমনের আগে গোসল করে নেবে এবং রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সম্মানে সুগন্ধি লাগাবে ও উত্তম কাপড় পরিধান করবে। অতপর নিজ কাফেলা ও সামানের অবতরণ এবং নিজের খাদেম ও সামান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর যদি কোন প্রকার পেরেশানী ছাড়া সম্ভব হয় তবে পদব্রজে মদীনায় প্রবেশ করবে-শান্ত ও স্থিরতার সাথে বিনয়ী বেশে, স্থানের গুরুত্বের প্রতি যত্নশীল হয়ে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে করতে। بسم الله ..... وفضلك --আমি আল্লাহ্‌র নামে ও রাসূল (সা.)-এর তরীকার উপর প্রবেশ করছি। পরওয়ারদিগার! আমাকে শান্তিপূর্ণ স্থানে দাখিল কর এবং শান্তিপূর্ণভাবে বের কর আর তোমার পক্ষ হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী অভিভাবক দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.), তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর। আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার দয়া ও করুণার দ্বার খুলে দাও। অতপর মসজিদে প্রবেশ করবে। তারপর মিম্বরের নিকট দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করবে এবং এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে মিম্বরের স্তম্ভ ডান কাঁধ বরাবরে থাকে। কারণ এ স্থানটি রাসূল (সা.)-এর দন্ডায়মান হওয়ার স্থান। মিম্বর ও রাসূল (সা.)-এর কবরের মধ্যবর্তী স্থানটির নাম 'রওযাতুম্মিন রিয়াযিল জান্নাহ্'। রাসূল (সা.) স্বয়ং নিজেই এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেছেন, "আমার মিম্বর হাওযের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং

তাহিয়্যাতুল মসজিদ ব্যতীত আরও দুই রাকাত নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র জন্য সাজদা শোকর করবে- আল্লাহ্ যে তোমাকে তাওফীক দিলেন এবং এখানে পৌঁছার ব্যপারে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন তজ্জন্যে।

ثُمَّ تَدْعُوْ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تَنْهَضُ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ فَتَقِفُ بِمِقْدَارِ اَرْبَعَةِ اَذْرُعٍ بَعِيْدًا عَنِ الْمَقْصُوْرَةِ الشَّرِيْفَةِ بِغَايَةِ الْاَدَبِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُحَاذِيًا لِرَاسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجْهِهِ الْاَكْرَمِ مُلَاحِظًا نَظَرَهُ السَّعِيْدَ اِلَيْكَ وَسِمَاعَهُ كَلَامَكَ وَرَدَّهُ عَلَيْكَ سَلَامَكَ وَتَامِيْنَهُ عَلٰى دُعَائِكَ . وَتَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْاُمَّةِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُزَّمِّلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُدَّثِّرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُصُوْلِكَ الطَّيِّبِيْنَ وَاَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِيْنَ اَلَّذِيْنَ اَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلاً عَنْ اُمَّتِهِ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَاَوْضَحْتَ الْحُجَّةَ وَجَاهَدْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاَقَمْتَ الدِّيْنَ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اَشْرَفِ مَكَانٍ تَشَرَّفَ بِحُلُوْلِ جِسْمِكَ الْكَرِيْمِ فِيْهِ صَلٰوةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَدَدَ مَاكَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ بِعِلْمِ اللّٰهِ صَلٰوةً لَا انْقِضَاءَ لِاَمَدِهَا .

অতপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। তারপর পবিত্র কবরের দিকে মুখ করে দন্ডায়মান হবে। অতপর হুজরা শরীফ হতে চার হাত দূরে অতিশয় আদবের সাথে কিবলার দিকে পৃষ্ঠ দিয়ে রাসূল (সা.)-এর মাথা মুবারক ও চেহারা মুবারক বরাবরে দাঁড়াবে। এভাবে যে, রাসূল (সা.)-এর কৃপাদৃষ্টি তোমাকে দেখছে এবং রাসূল (সা.)-এর কর্ণ মুবারক তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে এবং তিনি (সা.) তোমার সালামের উত্তর দিচ্ছেন এবং তোমার দুআর উত্তরে আমীন বলছেন। তারপর বলবে, হে আমার নেতা! আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনার প্রতি

সালাম। হে রহমতের নবী! আপনার প্রতি সালাম। হে উম্মতের সুপারিশকারী! আপনার প্রতি সালাম। হে রাসূলগণের সরদার! আপনার প্রতি সালাম। হে নবীদের ধারা সমাপ্তকারী! আপনার প্রতি সালাম। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! আপনার প্রতি সালাম। হে কাম্লিওয়ালা! আপনার প্রতি সালাম এবং আপনার নীতিনিষ্ঠদের প্রতি ও আপনার মহান আহলে বায়তগণের প্রতি, যাদের থেকে আল্লাহ্ অপবিত্রতা অপসারিত করেছেন এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ করেছেন। আমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, যে প্রতিদান কোন নবীকে তার কওমের পক্ষ হতে এবং কোন রাসূলকে তার উম্মতের পক্ষ হতে দেয়া প্রতিদান হতে শ্রেষ্ঠতর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আপনি আপনার রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। উম্মতকে সদোপদেশ দিয়েছেন, আপনি আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রমাণকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আপনি আল্লাহ্র পথে যথার্থভাবে জিহাদ করেছেন এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমতাবস্থায় আপনার দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার সুনিশ্চিত সময় সমাগত হয়েছে। (হে নবী!) আপনার উপর আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, যা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সার্বক্ষণিকভাবে হয়, এই বস্তুজগতে যতকিছু অস্তিত্ব লাভ করবে তার সমসংখ্যক (অর্থাৎ) অসংখ্য ও সীমাহীন সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক।

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ وَفْدُكَ وَزُوَّارُ حَرَمِكَ تَشَرَّفْنَا بِالْحُلُوْلِ بَيْنَ يَدَيْكَ
وَقَدْ جِئْنَاكَ مِنْ بِلَادٍ شَاسِعَةٍ وَاَمْكِنَةٍ بَعِيْدَةٍ تَقْطَعُ السَّهْلَ وَالْوَعَرَ بِقَصْدِ
زِيَارَتِكَ لِنَفُوْزَ بِشَفَاعَتِكَ وَالنَّظْرِ اِلٰى مَاٰثِرِكَ وَمَعَاهِدِكَ وَالْقِيَامِ بِقَضَاءِ
بَعْضِ حَقِّكَ وَالْاِسْتِشْفَاعِ بِكَ اِلٰى رَبِّنَا فَاِنَّ الْخَطَايَا قَدْ قَصَمَتْ ظُهُوْرَنَا
وَالْاَوْزَارُ قَدْ اَثْقَلَتْ كَوَاهِلَنَا وَاَنْتَ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ الْمَوْعُوْدُ بِالشَّفَاعَةِ
الْعُظْمٰى وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَالْوَسِيْلَةِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ
ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ
تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ وَقَدْ جِئْنَاكَ ظَالِمِيْنَ لِاَنْفُسِنَا مُسْتَغْفِرِيْنَ لِذُنُوْبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا
اِلٰى رَبِّكَ وَاَسْاَلُهُ اَنْ يُمِيْتَنَا عَلٰى سُنَّتِكَ وَاَنْ يَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِكَ
وَاَنْ يُوْرِدَنَا حَوْضَكَ وَاَنْ يَسْقِيَنَا بِكَاْسِكَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَانَدَامٰى
اَلشَّفَاعَةَ الشَّفَاعَةَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا
الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ
رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ وَتُبَلِّغُهُ سَلَامَ مَنْ اَوْصَاكَ بِهٖ فَتَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَتَشَفَّعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَهٗ

وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَتَدْعُوْ بِمَا شِئْتَ عِنْدَ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ مُسْتَدْبِرًا
الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ قَدْرَ ذِرَاعٍ حَتّٰى تُحَاذِىَ رَأْسَ الصِّدِّيْقِ اَبِىْ بَكْرٍ
رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَتَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَاَنِيْسَهُ فِى الْغَارِ
وَرَفِيْقَهُ فِى الْاِسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الْاَسْرَارِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا
جَزٰى اِمَامًا عَنْ اُمَّةِ نَبِيِّهٖ فَلَقَدْ خَلَفْتَهُ بِاَحْسَنِ خَلْفٍ وَسَلَكْتَ طَرِيْقَهُ
وَمِنْهَاجَهُ خَيْرَ مَسْلَكٍ وَقَاتَلْتَ اَهْلَ الرِّدَّةِ وَالْبِدَعِ وَمَهَّدْتَ الْاِسْلَامَ
وَشَيَّدْتَ اَرْكَانَهُ فَكُنْتَ خَيْرَ اِمَامٍ وَوَصَلْتَ الْاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا بِالْحَقِّ
نَاصِرًا لِلدِّيْنِ وَلِاَهْلِهٖ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ. سَلِ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَنَا دَوَامَ
حُبِّكَ وَالْحَشْرَ مَعَ حِزْبِكَ وَقَبُوْلَ زِيَارَتِنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى تُحَاذِىَ رَأْسَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْاِسْلَامِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا
اَفْضَلَ الْجَزَاءِ لَقَدْ نَصَرْتَ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَفَتَحْتَ مُعْظَمَ الْبِلَادِ بَعْدَ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَكَفَلْتَ الْاَيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْاَرْحَامَ وَقَوِىَ بِكَ الْاِسْلَامُ
وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِمَامًا مَرْضِيًّا وَهَادِيًا مَهْدِيًّا جَمَعْتَ شَمْلَهُمْ وَاَغْنَيْتَ
فَقِيْرَهُمْ وَجَبَرْتَ كَسِيْرَهُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ تَرْجِعُ قَدْرَ
نِصْفِ ذِرَاعٍ فَتَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفِيْقَيْهِ وَوَزِيْرَيْهِ وَمُشِيْرَيْهِ وَالْمُعَاوِنَيْنِ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ
وَالْقَائِمَيْنِ بَعْدَهُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ جَزَاكُمَا اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ جِئْنَا كَمَا
نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْأَلُ
اللّٰهَ رَبَّنَا اَنْ يَتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُحْيِيَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَيُمِيْتَنَا عَلَيْهَا وَيَحْشُرَنَا فِىْ
زُمْرَتِهٖ.

হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমরা আপনার নিকট আগত প্রতিনিধি এবং আমরা আপনার হেরেমের যেয়ারতকারী। (হে রাসূল (সা.)! আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমরা দূর-দূরান্তের দেশ ও এলাকা এবং কোমল ও কঠিন ভূমি অতিক্রম করে আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি আপনার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে, আপনার সুপারিশা দ্বারা সাফল্য লাভের জন্যে, আপনার মাধ্যমে আমাদের প্রতিপালকের নিকট আবেদন পেশ করার জন্য। কেননা, পাপরাশি আমাদের কমর ভেঙ্গে ফেলেছে এবং পাপের বোঝা আমাদের স্কন্ধকে ভারি করে দিয়েছে। আপনি সুপারিশকারী ও আপনার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। শাফআতে উয্মা, প্রশংসিত স্থান ও ওসীলা (বিশেষ মর্যাদা)-র ব্যাপারে আপনি প্রতিশ্রুত। আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয় তারা যখন নিজেদের ব্যাপারে আপনার নিকট আগমন করে, অতপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূল (সা.) তাদের জন্য ক্ষমার দুআ করে, তবে তারা আল্লাহ্কে অবশ্যই তাওবা কবুলকারী ও দয়াবানরূপে (দেখতে) পাবে।" (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) মূলত আমরা আমাদের প্রতি অত্যচার করে আমাদের পাপরাশির ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার জন্যই আপনার নিকট হাজির হয়েছি। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি যেন আপনার সুন্নাতের উপর আমাদের মৃত্যু দান করেন, আপনার দলভুক্ত করে আমাদেরকে একত্রিত করেন, আপনার হাউজের নিকট আমাদেরকে সমবেত করেন এবং কোন প্রকার লাঞ্ছনা ও লজ্জা দেয়া ব্যতীত আমাদেরকে তা পান করান তার নিকট এই প্রার্থনা করুন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুপারিশ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুপারিশ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুপারিশ। এ দুআটি তিনবার পাঠ করবেন। (অতপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবেন) رَبَّنَا .... رَحِيْمٌ অর্থাৎ ওগো আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরে ক্ষমা কর এবং আমাদের সে সকল ভাইদেরকেও ক্ষমা কর যারা ঈমানসহ আমাদের পূর্বে চলে গেছে। যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের মালিক! নিশ্চয় তুমি অতিশয় স্নেহশীল, দয়াবান।" অতপর যে সকল লোক তাদের পক্ষ হতে সালাম পেশ করার অনুরোধ করেছে তাদের সালাম পৌঁছে দেবেন। এভাবে যে, আপনি বলবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুকের ছেলে অমুকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি সালাম। আপনার মাধ্যমে সে আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন পেশ করছে। সুতরাং আপনি তার জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য সুপারিশ করুন। অতপর তাঁর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যা ইচ্ছা দুআ করবেন তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারকের নিকট কিবলার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। অতপর একহাত পরিমাণ সরে আসবেন যাতে আপনি সিদ্দীকে আকবর আবু বকরের মস্তক বরাবর হন। সেখানে বলবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর খলীফা! আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর সাথী ও গিরি গুহার বন্ধু এবং সফর সঙ্গী ও গোপন তত্ত্বের সংরক্ষক! আমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ্র আপনাকে এরূপ জাযা দান করুন, যা কোন নবীর উম্মতের পক্ষ হতে তাদের ইমাম প্রাপ্ত হয়েছে তা হতে উত্তম। আপনি তাঁর (সা.)-এর উত্তম প্রতিনিধি ছিলেন, আপনি তার আদর্শ ও নীতির উত্তম অনুসারী ছিলেন, আপনি ধর্ম-ত্যাগী ও বিদআতপন্থীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, আপনি ইসলামকে প্রসারিত করেছেন ও ইসলামের রোকনসমূহকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। সুতরাং আপনি একজন উত্তম ইমাম ছিলেন। আপনি আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট করেছেন, আপনি সর্বদা সত্যের উপর অটল ছিলেন। আমৃত্যু দীন ও দীনদারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে আপনার স্থায়ী ভালবাসা, আপনার দলভুক্ত করে একত্রিত করা ও আমাদের যিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য দুআ করুন। আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও তার কল্যাণ বর্ষিত হোক।

অতপর এভাবে আপনি (একহাত) পেছনে সরে আসবেন। তখন আপনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর মস্তক বরাবর হয়ে যাবেন। এরপর আপনি বলবেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠাকারী! আপনার উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। হে মূর্তি ভঙ্গকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করেছেন এবং রাসূল (সা.)-এর পরে আপনি বড় বড় শহর জয় করেছেন, আপনি ইয়াতীমদের দায়িত্ব বহন করেছেন ও আপনি আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছেন। আপনার দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে এবং আপনি ছিলেন মুসলমানদের মনোনীত ইমাম, সত্যের দিশারী ও সত্য-বাহক। আপনি মুসলিম জামাতকে একীভূত করেছেন এবং তাদের দরিদ্রজনদের সাহায্য করেছেন ও পীড়িতজনদের বঞ্চনা দূর করেছেন। অতএব আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও তার কল্যাণ বর্ষিত হোক। অতপর আপনি আধাহাত পরিমাণ পেছনে আসবেন, তারপর বলবেন, হে রাসূল (সা.)-এর শয়ন কক্ষের শরীক, তাঁর বন্ধু ও তাঁর সহযোগী, তাঁর পরামর্শদাতা, দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সাহায্যকারী ও রাসূল (সা.)-এর পরে মুসলমানদের কল্যাণে ভূমিকা পালনকারীদ্বয়! আপনাদের উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা আপনাদের নিকট আগমন করেছি আপনাদের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর নিটক আবেদন জানাতে, যাতে তিনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করেন, আমাদেরকে তাঁর (সা.)-এর মিল্লাতের উপর জীবিত রাখেন এবং সেই মিল্লাতের উপর আমাদের মৃত্যু সংঘটিত করেন ও তাঁরই দলভুক্ত করে আমাদেরকে একত্রিত করেন।

ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهٖ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ اَوْصَاهُ بِالدُّعَاءِ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ رَاسِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْاَوَّلِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ قَوْلَكَ طَائِعِيْنَ اَمْرَكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ بِنَبِيِّكَ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ وَيَدْعُوْ بِمَا حَضَرَهٗ وَيُوَفِّقُ لَهٗ بِفَضْلِ اللّٰهِ ثُمَّ يَاتِيْ اُسْطُوَانَةَ اَبِيْ لُبَابَةَ الَّتِيْ رَبَطَ بِهَا نَفْسَهٗ

حَتّٰى تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَهِيَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ وَيُصَلِّيْ مَاشَاءَ نَفْلًا
وَيَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ وَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ وَيَأْتِي الرَّوْضَةَ فَيُصَلِّيْ مَاشَاءَ وَيَدْعُوْ
بِمَا أَحَبَّ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالثَّنَاءِ وَالْاِسْتِغْفَارِ ثُمَّ يَأْتِي الْمِنْبَرَ
فَيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الرُّمَّانَةِ الَّتِيْ كَانَتْ بِهٖ تَبَرُّكًا بِأَثَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَكَانَ يَدِهِ الشَّرِيْفَةِ إِذَا خَطَبَ لِيَنَالَ بَرَكَتَهٗ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ مَاشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي الْأُسْطُوَانَةَ الْحَنَّانَةَ
وَهِيَ الَّتِيْ فِيْهَا بَقِيَّةُ الْجِذْعِ الَّذِيْ حَنَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَرَكَهٗ وَخَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتّٰى نَزَلَ فَاحْتَضَنَهٗ فَسَكَنَ
وَيَتَبَرَّكُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَالْأَمَاكِنِ الشَّرِيْفَةِ وَيَجْتَهِدُ فِيْ
إِحْيَاءِ اللَّيَالِيْ مُدَّةَ إِقَامَتِهٖ وَاغْتِنَامِ مُشَاهَدَةِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَزِيَارَتِهٖ فِيْ
عُمُوْمِ الْأَوْقَاتِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَأْتِي الْمَشَاهِدَ
وَالْمَزَارَاتِ خُصُوْصًا قَبْرَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ إِلَى
الْبَقِيْعِ الْآخَرِ فَيَزُوْرُ الْعَبَّاسَ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَبَقِيَّةَ آلِ الرَّسُوْلِ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَيَزُوْرُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّتَهٗ صَفِيَّةَ وَالصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ وَيَزُوْرُ شُهَدَاءَ أُحُدٍ وَإِنْ تَيَسَّرَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَيَقُوْلُ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْإِخْلَاصِ
إِحْدٰى عَشَرَةَ مَرَّةً وَسُوْرَةَ يٰسٓ إِنْ تَيَسَّرَ وَيُهْدِيْ ثَوَابَ ذٰلِكَ لِجَمِيْعِ
الشُّهَدَاءِ وَمَنْ بِجَوَارِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ
قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ غَيْرَهٗ وَيُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ بَعْدَ دُعَائِهٖ بِمَا أَحَبَّ

يَاصَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ يَامُفَرِّجَ كُرْبَ الْمَكْرُوْبِيْنَ يَامُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاكْشِفْ كُرْبِىْ وَحُزْنِىْ كَمَا كَشَفْتَ عَنْ رَسُوْلِكَ حُزْنَهٗ وَكُرْبَهٗ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ يَاحَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَاكَثِيْرَ الْمَعْرُوْفِ وَالْاِحْسَانِ يَادَائِمَ النِّعَمِ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا دَائِمًا اَبَدًا يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ اٰمِيْنَ .

অতপর নিজের জন্যে, নিজ মাতা-পিতার জন্যে এবং ঐ সকল লোকদের জন্যে যারা দুআর জন্যে অনুরোধ করেছে ও সকল মুসলিমদের জন্যে দুআ করবেন। তারপর পূর্বের মত রাসূল (সা.)-এর মস্তক মুবারকের নিকটে দাঁড়াবেন এবং বলবেন, হে আল্লাহ্! আপনি বলেছেন এবং আপনার কথা সত্য যে, وَلَوْاَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوْا الخ -নিজেদের উপর জুলুম করার পর (হে নবী!) যদি আপনার নিকট আগমন করে, অতপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূল (সা.) তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করে, তবে তারা আল্লাহ্কে তাওবা গ্রহণকারী, দয়াবান দেখতে পাবে"। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আমরা তোমার কথা শ্রবণকারী, তোমার নির্দেশ মান্যকারী এবং আমরা তোমার নবীর মাধ্যমে তোমার নিকট সুপারিশ করছি। হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের পিতা ও মাতাগণকে ক্ষমা কর। আমাদের ঐ সকল ভ্রাতাগণকেও ক্ষমা কর যারা ঈমানসহ আমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি স্নেহশীল, দয়াময়। হে আমাদের প্রতিপালক! দাও আমাদেরে কল্যাণ এই পৃথিবীতে এবং কল্যাণ দান কর পরকালে, আর ক্ষমা কর আমাদেরে অগ্নির শাস্তি হতে। প্রতিপত্তির অধিপতি তোমার প্রতিপালক ঐ সকল বিষয় হতে সম্পূর্ণ পবিত্র যা তারা আরোপ করে। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের উপর, আর সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। এ সময় আপনার যা ইচ্ছা তাতে বৃদ্ধি করবেন, এবং যা তার স্মরণে আসে তজ্জন্য দুআ করবেন এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে নিজ তাওফীকের জন্য দুআ করবেন। অতপর আবূ লুবাবা নামক খুঁটির নিকট আগমন করবেন যার সাথে তিনি (আবূ লুবাবা রা.) নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করা পর্যন্ত। এই খুঁটিটি কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অতপর যা ইচ্ছা নফল নামযা আদায় করবেন এবং আল্লাহ্র সমীপে তাওবা করবেন ও যা ইচ্ছা দুআ করবেন। অতপর রওযার নিকট গমন করবেন। তারপর যা ইচ্ছা নামায পড়বেন ও পছন্দমত দুআ করবেন, এবং তাস্বীহ্ তাহ্লীল ছানা ও বেশি বেশি করে ইস্তিগফার পড়বেন। অতপর মিম্বরের নিকট আগমন করবেন এবং নিজের হাত সেই রুম্মানার উপর রাখবেন যা মিম্বরের উপর স্থাপিত রাসূল (সা.)-এর নির্দশন দ্বারা বরকত পাওয়ার আশায় এবং ভাষনের সময় তাঁর পবিত্র হাত রাখার স্থান হতে তাঁর বরকত পাওয়া যায় এসময় যা ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবেন। অতপর হান্নানা নামক খুটির নিকট গমন করবেন। হান্নানা ঐ খুটির নাম যেখানে মিম্বরের কিছু অংশ প্রোথিত আছে। এ খুঁটিটি রসূল (সা.)-এর বিরহে ক্রন্দন

করেছিল, যখন তিনি সেটিকে ত্যাগ করেছিলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ফলে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করে একে বুকে জড়িয়ে নেন। অতপর সেটি শান্ত হয়। এছাড়া যে সকল নিদর্শন ও পবিত্র স্থানসমূহ অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো দ্বারা বরকত হাসিল করবেন, এবং (সেখানে) অবস্থানকালে রাত্রি জাগরণের ব্যাপারে পূর্ণ চেষ্টা করবেন এবং সর্বদা নবীর সান্নিধ্যের উপস্থিতি ও দর্শন লাভের সৌভাগ্য হাসিলের পূর্ণ চেষ্টা করবেন। অনুরূপ বাকীতে গমন করাও মুস্তাহাব। অতপর মাশাহিদ ও মাযারসমূহে আগমন করবেন। বিশেষ করে শহীদ নেতা হযরত হাম্‌যা (রা.)-এর কবরের নিকট আগমন করবেন। অতপর দ্বিতীয় বাকীতে আগমন করবেন। সেখানে হযরত আব্বাস (রা.), হযরত হাসান ইবন আলী (রা.) ও অপরাপর আলে রাসূল (সা.)-গণের যিয়ারত করবেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা.), নবী (সা.)তনয় হযরত ইবরাহীম (রা.), রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনীগণ, তাঁর ফুপি হযরত সুফিয়া (রা.), অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈদের (কবর) যিয়ারত করবেন এবং শুহাদায়ে উহুদের (কবর) যিয়ারত করবেন। যদি (এ দিনটি) বৃহস্পতিবার হয় তবে তা উত্তম। সে সময় আপনি বলবেনআপনারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তজ্জন্যে আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং পরকাল কতই না উত্তম। অতপর আপনি আয়াতে কুরসী ও এগারবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন এবং সম্ভব হলে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবেন এবং সমস্ত শহীদ ও তাদের প্রতিবেশী সকল মুমিনদেরকে এর সওয়াব হাদিয়া করবেন। আর শনিবার অথবা অন্য কোন দিনে কোবা মসজিদে যাওয়া করা মুস্তাহাব। সেখানে গিয়ে আপনি নামায পড়বেন এবং নিজের মছন্দমত দুআ করার পর বলবেন, হে আহ্বানকারীদের আহ্বান শ্রবণকারী, হে অসহায়জনের পরিত্রাণকারী! হে বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূরকারী! এবং হে অত্যাচারিতদের ডাকে সাড়া দানকারী। আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল করুন। আমার সমূহ বিপদ ও দুর্ভাবনা বিদূরিত করে দিন: যেমনিভাবে আপনি আপনার রাসূলের দূর্ভাবনা ও তাঁর বিপদ দূর করে দিয়েছিলেন। হে মেহেরবান! হে অনুকম্পকারী! হে অতিশয় কল্যাণকারী ও উপকারী! হে স্থায়ী নি'য়ামতদাতা! হে অনুগ্রহকারীদের শ্রেয়তম অনুগ্রহকারী আল্লাহ্! আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীগণের উপর সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে সারা বিশ্বের প্রতিপালক! আমাদের দুআ কবুল করুন।

॥ সমাপ্ত ॥